সহীহ আত্-তিরমিযী
[চতুর্থ খণ্ড]

তাহকীক
মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী

অনুবাদ ও সম্পাদনায় ঃ
হুসাইন বিন সোহরাব (অনার্স হাদীস)
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মাদীনা সৌদী আরব
শাইখ মোঃ ঈসা মিঞা বিন খলীলুর রহমান
লিসান্স, মাদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদী আরব

সহীহ
আত্-তিরমিযী
[চতুর্থ খণ্ড]

মূল ঃ

ইমাম হাফিয মুহাম্মাদ বিন 'ঈসা সাওরাহ
আত্-তিরমিযী (রহিমাহুমুল্লাহ)
মৃত্যু ঃ ২৭৯ হিজরী

তাহ্ক্বীক্ব

মোহাম্মদ নাসিরুদ্দীন আলবানী
(আবূ আব্দুর রহমান)

অনুবাদ ও সম্পাদনায়

হুসাইন বিন সোহ্‌রাব
হাদীস বিভাগ- ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মাদীনাহ্, সৌদী আরব।

শাইখ মোঃ ঈসা মিঞা বিন খলিলুর রহমান
মুমতায শারী'আহ্ বিভাগ- ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মাদীনাহ্, সৌদী আরব।
সাবেক শিক্ষক- উচ্চতর ইসলামী শিক্ষা ইনিস্টিটিউট,
জামঈয়াতু ইহ্ইয়া ইত্তুরাস আল-ইসলামী, আল-কুয়েত।
বর্তমান মুদার্‌রিস- মাদ্‌রাসাহ্ মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।

সহীহ

সুনান আত্-তিরমিযী (চতুর্থ খণ্ড)

মূল ঃ ইমাম হাফিয মুহাম্মাদ বিন 'ঈসা সাওরাহ্ আত্-তিরমিযী (রাহঃ)

তাহক্বীক্ব ঃ

মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী (আবূ আব্দুর রাহমান)

অনুবাদ ও সম্পাদনায় ঃ

※ হুসাইন বিন সোহরাব

※ শাইখ মো: 'ঈসা মিঞা বিন খলিলুর রহমান

প্রকাশনায়

হুসাইন আল-মাদানী প্রকাশনী
৩৮, নর্থ সাউথ রোড, বংশাল
ঢাকা– ১১০০, ফোনঃ ৭১১৪২৩৮
মোবাইল : ০১৯১৫-৭০৬৩২৩

দ্বিতীয় প্রকাশ

জানুয়ারী ২০১১ ঈসায়ী
সফর ১৪৩২ হিজরী

মুদ্রণে

সোসাইটি প্রেস
জিন্দাবাহার ১ম লেন, ঢাকা।

বাঁধাই

আল-মাদানী বাঁধাই সেন্টার
আল-মাদানী ভবন
১৪২/আই/৫, বংশাল রোড, পাকিস্তান মাঠ, (মুকিম বাজার)

মূল্য ঃ ২৬১/= টাকা মাত্র

Published by **Hossain Al-Madani Prokashoni**
Dhaka, Bangladesh. 2nd Edition : January- 2011
Price Tk- 261/=. US $: 8

ISBN NO. 984 : 605 : 072 : 0

সম্পাদক মণ্ডলি

بسم الله الرحمن الرحيم

হুসাইন বিন সোহ্‌রাব সাহেবের কথা–

সকল প্রশংসা একমাত্র মহান রাব্বুল 'আলামীনের জন্য এবং দরূদ ও সালাম মহানাবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রতি।

দুনিয়ার বুকে আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক নির্দেশিত পূর্ণ জীবন বিধান হচ্ছে ইসলাম। সহীহ্ হাদীসের আলোকেই ইসলামকে জানতে এবং বুঝতে হবে। অতএব মুসলমান হিসেবে আমাদেরকে সহীহ্ হাদীস জানা ও বুঝা একান্ত অপরিহার্য।

আমাদের দেশে অধিকাংশ মুসলমান আরবী ভাষা বুঝতে অক্ষম, অথচ কুরআন ও হাদীসের ভাষা আরবী। হাদীসের ভাষা বুঝতে হলে বাঙ্গানুবাদের সাহায্য গ্রহণ ব্যতীত বিকল্প পথ নেই। এ ক্ষেত্রে যত বেশি সহীহ্ হাদীস বাঙ্গানুবাদ করা হবে ততই মঙ্গল।

পূর্বে হাদীসের প্রসিদ্ধ আত্-তিরমিযী গ্রন্থ বাংলায় অনুদিত হলেও অনুবাদকগণের কেহই প্রসিদ্ধ আত্-তিরমিযী গ্রন্থকে য'ঈফ মুক্ত করেননি। অতএব সহীহ হাদীসের উপর 'আমালকারীদের জন্য নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি ও সচ্ছ চিন্তার অধিকারী বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস, নাসির উদ্দীন আলবানী কর্তৃক তাহ্‌ক্বীক্বকৃত সহীহ আত্-তিরমিযীর অনুবাদ গ্রন্থ একান্তই কাম্য।

গ্রন্থটি অনুবাদে আমার বন্ধু শাইখ মোঃ 'ঈসা (লিসান্স– মাদিনাহ্ বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদী আরব) আমাকে সাহায্য করায় আমি তাঁর এ প্রশংসনীয় আন্তরিকতাকে স্বাগত জানাই। তিনি অনুবাদ প্রসঙ্গে মুক্ত নীতি অবলম্বন করেছেন। এজন্য তিনি অত্যন্ত সঙ্গতভাবেই ধন্যবাদ পাওয়ার হকদার। আমি তাকে আন্তরিক মুবারাকবাদ জানাই। আমি সত্যিকার অর্থেই অনুভব করছি যে আমার বন্ধু শাইখ 'ঈসা এ মহৎ কাজে কতটা শ্রম স্বীকার করেছেন। তাঁর এ পরিশ্রম সফল ও সার্থক হোক এটাই আমি কামনা করি। শাইখ মোঃ 'ঈসা মিঞা-এর দীর্ঘদিনের সহযোগিতার শুভ ফল বঙ্গানুবাদ সহীহ্ আত্-তিরমিযী প্রকাশ হওয়ায় বহুদিনের সুন্দর একটি চাহিদা পূর্ণ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

আমি আশা পোষণ করছি– পুস্তকটি সমাজে ব্যাপকভাবে মূল্যায়ন হবে।

হে আল্লাহ! তুমি আমার এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল করো এবং আমাকে এরূপ আরো বেশী বেশী খিদমাত করার তাওফীক্ব দান করো। –আমীন ॥

নির্ভুল ছাপার চেষ্টা করলেও ভুল-ত্রুটি থেকে যাওয়া স্বাভাবিক। প্রুফ সংশোধনে সময় দিতে না পারায় আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত।

পাঠকবৃন্দের চোখে যে কোন ধরনের ভুল ধরা পড়লে আমাকে তা সংশোধনের জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। ইনশাআল্লাহ্ পরবর্তী সংস্করণে ভুল-ভ্রান্তি শুদ্ধ করে প্রকাশ করতে চেষ্টা করব।

بسم الله الر حمن الر حيم

শাইখ মোঃ 'ঈসা মিঞা বিন খলিলুর রহমান সাহেবের মন্তব্য–

মহান আল্লাহ্ তা'আলার অসংখ্য ও অফুরন্ত প্রশংসা যিনি বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস নাসির উদ্দীন আলবানী কতৃক তাহ্ক্বীক্বকৃত সহীহ্ আত্-তিরমিযীর বঙ্গানুবাদ ও সম্পাদনায় হুসাইন বিন সোহ্রাব সাহেবকে সহযোগিতা করার তাওফীক্ব প্রদান করেছেন। অতঃপর প্রিয় নাবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রতি অসংখ্য দরুদ ও সালাম।

আমার বন্ধু হুসাইন বিন সোহ্রাব (বহু গ্রন্থ প্রণেতা) নাসির উদ্দীন আলবানী কর্তৃক তাহ্ক্বীক্বকৃত সহীহ্ আত্-তিরমিযীর বাংলা অনুবাদে আমাকে সহযোগিতা করার জন্য অনুরোধ করেছেন। এ অনুরোধ রক্ষা করার যোগ্যতা আমার কতটা আছে সে সম্পর্কে আমি নিশ্চিত নই তবে তার অনুরোধে সাড়া দিতে পেরে আমি আনন্দিত ও নিজেকে ধন্য মনে করছি।

বাংলাদেশের মানুষের কাছে মাতৃভাষার গুরুত্ব যেমন অনেক বেশী, তেমনি তাদের কাছে সহীহ হাদীসের চাহিদাও অনেক। অথচ এদেশীয় জনগণের মাতৃভাষা বাংলায় অনুবাদকৃত সহীহ হাদীসের তীব্র অভাব। সহীহ হাদীসের জ্ঞান না থাকার কারণে বর্তমানে মুসলমানগণ নির্ভরযোগ্য হাদীসের সন্ধান না পেয়ে সত্যিকার সহীহ ও সঠিক পথ থেকে সরে বিভিন্ন মতবাদের শিকারে পরিণত হচ্ছে।

আমাদের দেশের মুসলমানদের কাছে সহীহ হাদীস জানার আগ্রহ বহুদিনের। এ দীর্ঘদিনের অভাব দূরীকরণের উদ্দেশ্যে সমস্যা ও চাহিদার দিকে লক্ষ করে হুসাইন বিন সোহ্রাব যে মহতি উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন তজ্জন্য আমি তাকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই। সহীহ্ হাদীস জানার, মুসলমানদের সহীহ্ ও সঠিক পথে চলার দিক নির্দেশক যে সমস্ত সহীহ্ হাদীসের কিতাব রয়েছে তন্মধ্যে এ সহীহ্ আত্-তিরমিযীর অনুবাদ গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য।

এ ধরনের একটি হাদীসের অনুবাদের আবশ্যকতা পাঠকগণ যে তীব্রভাবে অনুভব করেছিলেন তার কিছুটা হলেও পূরণ হবে বলে আমি বিশ্বাস করি। সহীহ্ আত্-তিরমিযীর মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ বাংলায় প্রকাশনা বাংলা ভাষাভাষী মুসলমান জনগোষ্ঠীর কাছে নিঃসন্দেহে একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার।

পরিশেষে মহান আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করছি তিনি যেন তাকে আরও অধিক ধর্মীয় গ্রন্থ প্রকাশ করে দ্বীনী খিদমাত করার তাওফীক্ব দান করেন। জনাব হুসাইন বিন সোহ্রাব দ্বীন-ইসলামের খিদমাত মনে করে নিরলস চেষ্টা সাধনা ও ত্যাগ স্বীকার করে বহু গ্রন্থ অনুবাদ ও রচনা করেছেন। আল্লাহ্ তাঁর দ্বীনী খিদমাত কবুল করুন। –আমীন ॥

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

সহীহ আত্-তিরমিযী'র ভূমিকা

প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্য। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর, তাঁর পরিবারবর্গ, সহচরবৃন্দ এবং তাঁদের উপর যাঁরা তাঁদের অনুসরণ করতে থাকবেন ক্বিয়ামাত পর্যন্ত।

অতঃপর সুনানে আত্-তিরমিযী গ্রন্থের তাহ্ক্বীক্ব এবং এর মধ্যে নিহিত সহীহ ও য'ঈফ হাদীসগুলো পৃথক করার যে দায়িত্ব রিয়াদস্থ মাকতাবাতুত তারবিয়্যাহ আল-আরাবী'র পক্ষ থেকে আমার উপর অর্পিত হয়েছিল তা আমি ১৪০৬ হিজরী সনের ১০ জিলক্বাদ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যাবেলা সমাপ্ত করেছি।

আর এতে আমি সে পন্থাই অবলম্বন করেছি, যে পন্থা অবলম্বন করেছিলাম সুনানে ইবনু মাযাহ'র তাহ্ক্বীক্ব করার ক্ষেত্রে। এখানে আমি সেসব পরিভাষাই ব্যবহার করেছি, যেসব পরিভাষা সেটাতে ব্যবহার করেছি। আর তা আমি ইবনু মাজাহ্'র ভূমিকায় উল্লেখ করেছি। তাই একই জিনিস পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। তবে এ ভূমিকাতে কিছু বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করার নিমিত্তে আলোকপাত করছি।

প্রথমত ঃ পাঠকবৃন্দ অনেক হাদীসের শেষে দেখতে পাবেন হাদীসের স্তর বা মর্যাদা বর্ণনার ক্ষেত্রে বিষয়টিকে আমি ইবনু মাজাহ্'র বরাত দিয়েছি। যেমনটি আমি এ গ্রন্থের পঞ্চম নং হাদীসের ক্ষেত্রে বলেছি– সহীহ ইবনু মাজাহ্ ২৯৮ নং হাদীস।

আমি এরূপ করেছি সংক্ষিপ্ত করার উদ্দেশ্যে। সময় বাঁচানোর জন্য ও একই বিষয় বার-বার উল্লেখ করা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য। কেননা আপনি যদি ইবনু মাজাহ্তে উল্লিখিত নাম্বারযুক্ত হাদীসটি খোঁজ করেন তাহলে দেখতে পাবেন, সেখানে লিখা আছে "সহীহ" ইরওয়াহ ৪১ নং সহীহ আবূ দাঊদ ৩নং আর-রওজ ৭৬ নং। এ বরাত দ্বারা আমি নিজেকে অনুরূপ কথা পুনরুল্লেখ করা থেকে রক্ষা করেছি। কোন কোন ক্ষেত্রে এ ধরনের উদ্ধৃতি দীর্ঘ, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে তা সংক্ষিপ্ত তাহ্ক্বীক্বকৃত হাদীসের মূল গ্রন্থের আধিক্য বা স্বল্পতার ফলে।

দ্বিতীয়ত ঃ পাঠকবৃন্দ দেখতে পাবেন যে, কোন কোন হাদীস একেবারেই তাখরীজ করা হয়নি। শুধুমাত্র সেটার মর্যাদা উল্লেখ করেছি। কারণ ঐ হাদীসগুলো আমি ঐ গ্রন্থসমূহে পাইনি। আবার কখনো কখনো এক হাদীস অন্য একটি হাদীসের অংশ হিসেবে পাওয়া গেছে। কিন্তু সুনানে আত্-তিরমিযীর ঐ

হাদীসগুলোর সনদ সম্পর্কে হুকুম লাগানো প্রয়োজন ছিল। সুনানে ইবনু মাজাহ্ এ ধরনের হাদীসের ক্ষেত্রেও আমি এমনটিই করেছি। আর ঐ হাদীসগুলোর মর্যাদা আমি এভাবে বর্ণনা করেছি–

১) সনদ সহীহ অথবা হাসান;

২) সনদ দুর্বল;

আর এ দু'টি স্পষ্ট ও সহজবোদ্ধ;

৩) সহীহ অথবা হাসান।

অর্থাৎ– আত্-তিরমিযী বহির্ভূত কোন শাহিদ বা মুতাবি দ্বারা সহীহ। কোন কোন সময় এভাবেও বলি "সেটার পূর্বেরটা দ্বারা" অর্থাৎ– পূর্বের শাহিদ বা মুতাবি দ্বারা সহীহ।

আবার কোন সময় বলি– সহীহ; দেখুন ওর পূর্বেরটা। অর্থাৎ– পূর্বের হাদীসেই এর তাখরীজ করা হয়েছে।

তৃতীয়ত ঃ অল্প কিছু হাদীস এমনও রয়েছে যে, ইমাম আত্-তিরমিযী সেটার সনদ বর্ণনা করেছেন কিন্তু তার মতন পূর্বের হাদীসের বরাত দিয়েছেন। যেমন তিনি বলেন, 'মিছলুহু' যেমন ৬২ নং হাদীসটি। অথবা তিনি বলেন– 'নাহবুহু' যেমন ২২৬ নং হাদীস। এ ধরনের হাদীসের ক্ষেত্রে আমি কোন হুকুম লাগাইনি। তার শেষে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমি কিছু লিখিনি পূর্ববর্তী হাদীসের হুকুমই যথেষ্ট মনে করে। কেননা আলোচনার বিষয়ই হচ্ছে হাদীসের মতন। সেটার সনদ নয়। কিন্তু যেখানে সেটার মতনের মর্যাদা জানা একান্তই জরুরী সেখানে তা উল্লেখ করেছি।

চতুর্থত ঃ সুনানে আত্-তিরমিযীর পাঠকবৃন্দ অবগত আছেন যে, "কুতুবুস সিত্তাহ"-এর মধ্যে ইমাম আত্-তিরমিযী'র বাচনভঙ্গী অন্যান্য লেখকদের চাইতে ভিন্ন। তন্মধ্যে একটি এই যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনি হাদীস বর্ণনা করার পর বলেছেন, সহীহ অথবা হাসান বা য'ঈফ। যা তাঁর গ্রন্থের একটি সৌন্দর্য। যদি তাঁর এ সহীহকরণের ক্ষেত্রে তাসাহুল অর্থাৎ– নম্রতা না থাকতো যে বিষয়ে তিনি হাদীস বিশারদগণের নিকট প্রসিদ্ধ। আমার অনেক গ্রন্থেই বিষয়টির প্রতি আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আর এজন্যই আমি এক্ষেত্রে তার অনুসরণ করিনি। বরং আমি হুকুম বর্ণনা করি আমার অনুসন্ধান ও গবেষণা আমাকে যে জ্ঞান দান করে তারই ভিত্তিতে। এ জন্যই লেখকের অনেক দুর্বল হুকুম লাগানো হাদীসকেও সহীহ অথবা হাসানের স্তরে উন্নত করতে সক্ষম হয়েছি। আর এর প্রশংসা একমাত্র আল্লাহরই।

যেমন সুনানে আত্-তিরমিযী গ্রন্থে কিতাবুত তাহারাতে নিম্নবর্তী নাম্বারযুক্ত হাদীসগুলো– ১৪, ১৭, ৫৫, ৮৬, ১১৩, ১১৮, ১২৬, ১৩৫, ১৩৯। অন্যান্য অধ্যায়ে এরূপ আরো অনেক উদাহরণ রয়েছে। আমি যা উল্লেখ করলাম উদাহরণের জন্য এটাই যথেষ্ট। আর এর মাধ্যমেই সেটার য'ঈফ হাদীসের নিসবাত নেমে (দূর হয়ে) গেছে। আর প্রশংসামাত্রই একমাত্র আল্লাহ্‌র।

আর যে হাদীসগুলোকে তিনি হাসান বলে মন্তব্য করেছেন, আমি অনেক জ্ঞানগর্ভ আলোচনা-সমালোচনা দ্বারা এবং মুতাবি ও শাহিদগুলো অনুসন্ধানের মাধ্যমে সেটাকে সহীহ'র মর্যাদায় উন্নীত করেছি। আপনি সেগুলো ঐভাবেই বর্ণনা করুন এতে কোন ক্ষতি নেই। আল্লাহ্ চাহে তো পাঠকগণ অনেক অধ্যায়েই এরূপ দেখতে পাবেন। কিন্তু এ হাদীসগুলোর বিপরীতে আরো কতগুলো হাদীস রয়েছে যেগুলোকে লেখক (ইমাম আত্-তিরমিযী) শক্তিশালী বলে মন্তব্য করেছেন। আমার সমালোচনায় ঐ হাদীসগুলো দুর্বল সনদের। যা দূর করার কোন কিছু নেই। বরং কিছু হাদীস রয়েছে যা মাওজূ' বা জাল। শুধুমাত্র কিতাবুত তাহারাতে ও কিতাবুস সালাতে বর্ণিত নিম্নবর্তী নাম্বারযুক্ত হাদীসগুলো– ১২৩, ১৪৫, ১৪৬, ১৫৫, ১৭১ (এ হাদীসগুলো মাওজূ') ১৭৯, ১৮৪, ২৩৩, ২৪৪, ২৫১, ২৬৮, ৩১১, ৩২০, ৩৫৭, ৩৬৬, ৩৮০, ৩৯৬, ৪১১, ৪৮০, ৪৮৮, ৪৯৪, ৫৩৪, ৫৫৬, ৫৫৭, ৫৬৭, ৫৮৩, ৬১৬।

ইমাম আত্-তিরমিযী (রাহ্ঃ) তাঁর অভ্যাসগতভাবেই হাদীস বর্ণনা করার সময় বলে থাকেন– "এ অধ্যায়ে 'আলী, যায়িদ ইবনু আরকাম, জাবির ও ইবনু মাস'ঊদ (রাযিঃ) হতে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। কোন কোন সময় হাদীসকে সাহাবীর উপর মুয়াল্লাক করে থাকেন, সেটার সনদ বর্ণনা করেন না। এ ধরনের এবং এর পূর্বে বর্ণিত পদ্ধতির হাদীসগুলো আমি তাখরীজের গুরুত্ব দেইনি। কেননা ওগুলোর তাখরীজের জন্য অনেক দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন। বর্তমানে আমি যে কাজে ব্যস্ত তাতে ঐ কাজ করার জন্য সময় যথেষ্ট নয়।

গুরুত্বপূর্ণ সতর্কবাণী ঃ ইমাম আত্-তিরমিযী রচিত হাদীসের গ্রন্থটি 'আলিম সমাজের নিকট দু'টি নামে প্রসিদ্ধ–

এক) জামিউত্ তিরমিযী

দুই) সুনানুত তিরমিযী।

গ্রন্থটি প্রথম নামেই অধিক প্রসিদ্ধ। সাময়ানী, মিজ্জি, যাহাবী এবং আসক্বালানীর মতো প্রসিদ্ধ হাফিজগণ সেটাকে প্রথম নামেই উল্লেখ করেছেন।

কিন্তু কিছু কিছু লেখক প্রথম নাম জামি এর সাথে সহীহ্ শব্দটি যুক্ত করে সেটাকে আল-জামিউস্সহীহ্ বলে উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে কাতিব জালাবী তার রচিত গ্রন্থ "কাশফুজ্ জুনুনে" এ নামে উল্লেখ করেছেন "সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিম" বলার পর। বুখারী ও মুসলিম এরই উপযুক্ত শুধুমাত্র সহীহ্ হাদীস বর্ণনা করার জন্য। কিন্তু আত্-তিরমিযী এর ব্যতিক্রম। আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে এই যে, আল্লামাহ আহ্মাদ শাকিরের মতো ব্যক্তিও তার অনুকরণে সুনানে আত্-তিরমিযীকে আল-জামিউস সহীহ্ নাম দিয়ে গ্রন্থটি প্রকাশ করেছেন। এ সত্ত্বেও যে, তিনি এ গ্রন্থের জ্ঞানগর্ভ অতুলনীয় তাহ্ক্বীক্ব করেছেন এবং তার অনেক হাদীসের সমালোচনা করেছেন। এর কোন কোন হাদীসকে য'ঈফ বলে সাব্যস্ত করেছেন। অতঃপর কিতাব প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশ্যে কোন কোন প্রকাশক তার অনুকরণ করেছে। যেমনটি করেছে বৈরুতস্থ "দারুল ফিকর"।

আমার দৃষ্টিতে বিভিন্ন কারনেই এমনটি করা অনুচিত ঃ

১ম কারণ ঃ এটা হাদীস শাস্ত্রের হাফিজগণের রীতি বিরুদ্ধ "যেমনটি আমি সবেমাত্র উল্লেখ করেছি" এবং তাদের সাক্ষ্যের খেলাফ। যার বর্ণনা অচিরেই আসবে।

২য় কারণ ঃ হাফিজ ইবনু কাসীর তাঁর "ইখতিসারু উলুমুল হাদীস" গ্রন্থের ৩২ পৃষ্ঠায় বলেছেন– "হাকিম আবূ আব্দিল্লাহ এবং আলখাতীব বাগদাদী আত্-তিরমিযী'র কিতাবকে আল-জামিউস্ সহীহ্ নামকরণ করেছেন। এটা তাদের গাফলতি। কেননা এ গ্রন্থে অনেক মুনকার হাদীস রয়েছে।

৩য় কারণ ঃ লেখকের রচনাশৈলীই এরূপ নামকরণকে অস্বীকৃতি জানায়। কেননা তিনি সেটাতে অনেক হাদীসকে স্পষ্টভাবেই সহীহ্ না হওয়ার কথা বলেছেন এবং সেটার ত্রুটিও উল্লেখ করেছেন কখনো সেটার বর্ণনাকারীকে দুর্বল বলে, আবার কখনো সেটার সনদ ইজতিরাব বলে, আবার কখনো মুর্সাল বলে। যেমনটি পাঠকগণ তার গ্রন্থে দেখতে পাবেন। আর এটা ছিল তাঁর কিতাব রচনার পদ্ধতির বাস্তবায়ন। যা তিনি কিতাবুল ইলালে বর্ণনা করেছেন। যা তার কিতাব আত্-তিরমিযী'র শেষে রয়েছে। যার সার সংক্ষেপ এই–

"এ কিতাব জামে'তে আমি হাদীসের যে সমস্ত ত্রুটি বর্ণনা করেছি তা মানুষের উপকারের আশায়ই করেছি। আর আমি অনেক ইমামকেই সনদের রাবী সম্পর্কে সমালোচনা করতে এবং দুর্বলতা প্রকাশ করতে দেখেছি।"

৪র্থ কারণ ঃ জামিউত্ তিরমিযী নামের এ দিকটি গ্রন্থের বাস্তবতার দিক থেকে উপযোগী অন্য যে কোন নামের চেয়ে। কেননা তিনি এতে অনেক উপকারী ও জ্ঞানের বিষয় একত্রিত করেছেন। তাঁর উস্তাদ ইমাম বুখারীর জামিউস সহীহ্ বা অন্য কোন হাদীস গ্রন্থের মধ্যে নেই। এ দিকে ইঙ্গিত করেই হাফিজ যাহাবী তার গ্রন্থ সিয়াবে 'আলামিন নুবালার ৩/২৭৪ পৃষ্ঠায় বলেছেন জামি এর মধ্যে উপকারী জ্ঞান স্থায়ী উপকার, মাস্'আলার মূল সহীহ্ রয়েছে। যা ইসলামী নিয়মাবলীর একটি মূল বিষয়। যদি সেটাতে ঐ হাদীসসমূহ না থাকতো যা ভিত্তিহীন বা মাওজূ' আর তা অধিকাংশই ফাযায়েলের ক্ষেত্রে।

ইমাম আবূ বাকার ইবনুল আরাবী তার রচিত আত্-তিরমিযী ভাষ্য গ্রন্থের শুরুতে বিষয়টিকে আরো স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, তাতে (আত্-তিরমিযীতে) চৌদ্দ প্রকার জ্ঞান রয়েছে। যা 'আমালের অধিক নিকটবর্তী ও নিরাপদও বটে।

সনদ বর্ণনা করেছেন, সহীহ্ ও য'ঈফ বর্ণনা করেছেন, একই বিভিন্ন তুরুক বর্ণনা করেছেন, রাবীর দোষ-গুণ বর্ণনা করেছেন, রাবীর নাম ও উপনাম উল্লেখ করেছেন, যোগসূত্রতা ও বিচ্ছিন্নতা বর্ণনা করেছেন, যা 'আমালযোগ্য বা 'আমাল হয়ে আসছে তা বর্ণনা করেছেন আর যা পরিত্যক্ত সেটাও।

হাদীস গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার ব্যাপারে উলামাদের মতভেদ বর্ণনা করেছেন এবং হাদীসের ব্যাখ্যায় তাদের মতভেদ উল্লেখ করেছেন। এ ইল্‌মসমূহ প্রত্যেকটিই তার অধ্যায়ে একটি মূল বিষয়। তার অংশ যে একক। ঐ গ্রন্থের পাঠক যেন সর্বদাই একটি স্বচ্ছ বাগানে, সুসজ্জিত ও সমন্বিত জ্ঞান-ভাণ্ডারে বিচরণ করে। আর এটা এমন বিষয় যা স্থায়ী জ্ঞান, অধিক পরিপক্কতা এবং সদা সর্বদা চিন্তা গবেষণা ব্যতীত ব্যাপকতা লাভ করে না।

যদি বলা হয় যে, আপনি যা উল্লেখ করেছেন তা তাহযীবুত তাহযীব গ্রন্থে ইমাম আত্-তিরমিযীর জীবনীতে যা এসেছে তার বিপরীত। কারণ মানসুর খালেদী বলেন, "আবূ 'ঈসা (আত্-তিরমিযী) বলেছেন আমি এ কিতাব (আল-মুসনাদ আল-সহীহ) রচনা করার পর হিযায, খুরাসান ও ইরাকের উলামাদের নিকট পেশ করেছি। তাঁরা এতে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন।"

আমি বলবো ঃ "না তা কক্ষণও নয়" এর কারণ অনেক। তার বর্ণনা এই–

প্রথম ঃ "মুসনাদ সহীহ" কথাটি যে ইমাম আত্-তিরমিযীর নিজের নয় তা অত্যন্ত স্পষ্ট। এটা কোন বর্ণনাকারীর ব্যাখ্যা মাত্র। আর সম্ভবতঃ ঐ ব্যাখ্যাকারী

মানসুর খালেদী। আর ব্যাপারটি যদি তাই হয়, তাহলে এ কথার কোন মূল্যই নেই। কেননা সর্বোত্তম অবস্থায় তার এ কথাটি ইমাম হাকিম এবং খাতীব বাগদাদীর ন্যায়ধরা হতে পারে যদি খালেদী ঐ দু'জনের মতো বিশ্বস্ত হন। এ সত্ত্বেও ইমাম ইবনু কাসীর তাদের ঐ কথাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন যেরূপ পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। আর এটা কিভাবে সম্ভব তিনি (খালেদী) তো ধ্বংসপ্রাপ্ত।

দ্বিতীয় ঃ তাহযীবের বর্ণনাটি তাজকিরাহ ও সিয়ারু 'আলামিন নুবালা' এর বর্ণনার বিপরীত। কারণ ঐ দু' গ্রন্থে আত্-তিরমিযীকে 'জামি' বলেছেন মুসনাদ সহীহ বলেননি। তাছাড়া খালেদীর বর্ণনায় মুসনাদ শব্দটি আরেকটি সাজ শব্দ। মুসনাদ গ্রন্থ ফিকহের মতো অধ্যায়ে রচিত হয় না যা মুহাদ্দিসগণের নিকট সুপরিচিত।

তৃতীয় ঃ দুটি কারণে এ উক্তিকে ইমাম আত্-তিরমিযীর উক্তি বলে গণ্য করা ঠিক নয়। কারণ বর্ণনাকারী ক্রুটি যুক্ত। আর তিনি হচ্ছেন মানসূর ইবনু 'আবদিল্লাহ আবূ 'আলী আল খালেদী। তাকে সকলেই ঘৃণার চোখে দেখতে একমত। (১) আল-খাতীব তার তারীখে বাগদাদ গ্রন্থের ১৩/৮৪ পৃষ্ঠায় বলেছেন তিনি অনেকের নিকট থেকে গারীব ও মুনকার হাদীস বর্ণনা করেছেন। (২) আবূ 'সাদ ইদরীসী বলেছেন, 'তিনি মিথ্যুক তার কথার উপর নির্ভর করা যায় না' এটা খাতীব বর্ণনা করেছেন। (৩) সামায়ানী আ'নসাব গ্রন্থে বলেছেন, 'আমার নিকট সংবাদ পৌঁছেছে যে, তিনি লেখার সময় হাদীসের মধ্যে জাল হাদীস ঢুকিয়ে দিতেন।" (৪) ইবনু আসীর লুবাব গ্রন্থে বলেছেন– 'আবূ 'আবদুল্লাহ আল-হাকিম তার নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি তার সমকালীন, আর তিনি সিকাহ নন। আমি বলবো যে, লুবাব গ্রন্থটি সাময়ানীর 'আনসাব' গ্রন্থেরই সংক্ষেপ। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে ইস্তিদরাক করেছেন। আর এটাই ইস্তিদরাকের অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা আনসাবেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে, তিনি সিকাহ নন একথা বাদে। আর এটা স্পষ্ট যে, ইউরোপীয় সংস্করণ থেকে এ কথাটি বাদ পরে গেছে। (৫) যদিও ঐ বর্ণনাটি এ ক্রুটিযুক্ত রাবীর বর্ণনা থেকে নিরাপত্তা লাভ করে তথাপি সেটা তিনি ও ইমাম আত্-তিরমিযীর মাঝে বিচ্ছিন্নতার ক্রুটি মুক্ত নয়। কারণ তাদের উভয়ের মাঝে ব্যবধান অনেক। খালিদী মৃত্যুবরণ করেছেন ৪০২ হিজরীতে ইমাম আত্-তিরমিযী মৃত্যুবরণ করেছেন ২৭৬ হিজরী সালে, দু'জনের মৃত্যুর মাঝের ব্যবধান ১২৬ বছর। সুতরাং দু'জনের মাঝে দুই বা ততোধিক বরাত রয়েছে। এদিক থেকেও বর্ণনাটি মু'জাল।

দ্বিতীয়ত ঃ ঐ বর্ণনার পূর্ণরূপ এরকম যা ইমাম যাহাবীর গ্রন্থে এ শব্দে রয়েছে, "যার ঘরে এ গ্রন্থ বিদ্যমান রয়েছে অর্থাৎ– আল-জামি যেন তার ঘরে নাবী কথা বলছেন"। আর এ ধরনের বর্ণনা ইমাম আত্-তিরমিযীর না হওয়ার ধারণাকেই শক্তিশালী করে।

কারণ এতে তাঁর গ্রন্থের প্রশংসার আধিক্য রয়েছে। আর এ ধরনের উক্তি তাঁর থেকে হওয়া খুবই দুরূহ ব্যাপার। কেননা তিনি স্বয়ং জানেন যে, এ গ্রন্থে এমনও দুর্বল ও মুনকার হাদীস রয়েছে যা বিশ্লেষণ ব্যতীত বর্ণনা করা অবৈধ– যার ফলে তিনি তা বর্ণনা করেছেন। যা না করলে তার গ্রন্থটি ক্রুটিযুক্ত হয়ে যেত। যা তাঁর নির্মলতাকে ময়লাযুক্ত করে দিতো।

এটা পরিতাপের বিষয় যে, এ কিতাবের অনেক মুহাক্কিক ও মুয়াল্লিক এ দিকে দৃষ্টি দেননি যে, এ ধরনের কথা সনদ ও মতন উভয় দিক থেকেই বাতিল।

যদি আত্-তিরমিযীর জামি সম্পর্কে এ ধরনের কথা বলা বৈধ হয় আর আপনি অবগত আছেন যে, ঐ কিতাবে কত ভিত্তিহীন হাদীস রয়েছে যা লেখক নিজেই স্বীকার করেছেন, তাহলে লোকেরা বুখারী ও মুসলিমের কিতাব 'জামি সহীহ' সম্পর্কে কি বলবেন? আর তারা উভয়েই শুধুমাত্র সহীহ হাদীস বর্ণনা করার ইচ্ছাই করেছেন।

আমার ভয় হয় যে, কোন ব্যক্তি বলে ফেলতে পারেন, তার ঘরে নাবী আছেন তিনিই কথা বলছেন। যদি কেউ এ ধরনের বলে বুখারী ও মুসলিমের সম্পর্কে যা বলা হয়েছে জামি আত্-তিরমিযী সম্পর্কে। আর এ ধরনের কথা বলে সেটাকে সহীহাইনের মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছেন অথবা সহীহাইনের প্রতি অবিচার করেছেন, আর এ উভয় কথাই তিক্ত। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এ ধরনের কথা সম্পর্কে অন্ততঃপক্ষে এটা বলা যায় যে, এতে কোন কল্যাণ নেই। আর নাবী (ﷺ) বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালকে বিশ্বাস করে সে যেন ভাল কথা বলে অথবা নিরব থাকে।" (বুখারী; মুসলিম; আত্-তিরমিযী– হা. ২০৫০)

পূর্বের বর্ণনা দ্বারা যা প্রকাশ পেল তাতে এটা জানা গেল যে, সহীহাইন এবং সুনানে আরবায়াকে একত্রে সিহাহ-সিত্তা বলা ভুল। কেননা সুনানের লেখকগণ শুধুমাত্র সহীহ হাদীস বর্ণনা করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেননি। আত্-তিরমিযীও তাদের একজন। হাদীস শাস্ত্রের পণ্ডিতগণ তা বর্ণনা করেছেন। যেমন, ইবনু সারাহ, ইবনু কাসীর, আল-ইরাকী আরো অনেকে। আল্লামা সুয়ূতী তাঁর আলফিয়াহ গ্রন্থের ১৭ পৃষ্ঠায় বলেছেন, আবূ দাঊদ যতটুকু পেরেছেন মজবুত সনদের বর্ণনা করেছেন

অতঃপর যেখানে য'ঈফ ব্যতীত অন্য কিছু পাননি সেখানে তিনি য'ঈফও বর্ণনা করেছেন। নাসাঈ তাদের একজন যারা যঈফ হাদীস বর্ণনা না করার ক্ষেত্রে একমত হননি। অন্যরা ইবনু মাজাহকেও এর সাথে শামিল করেছেন। আর যারা এদেরকে সহীহ বর্ণনাকারীদের সাথে একত্র করেছেন তাদের মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে। যারা তাদের ক্ষেত্রে সহীহ শব্দ প্রয়োগ করেছেন তারা বিষয়টিকে হালকা করে দেখেছেন। দারিমী এবং মুনতাকাও এদেরই অন্তর্ভুক্ত। অবশেষে বলবো, আশা করি জামি আত্-তিরমিযীর হাদীসগুলোকে সহীহ থেকে য'ঈফ পৃথক করতে সক্ষম হয়েছি। যেমনটি ইতোপূর্বে ইবনু মাযাহ'র ক্ষেত্রে করেছি। আল্লাহ যেন আমার এ প্রচেষ্টাকে সুন্দরভাবে গ্রহণ করেন এবং আমাকে ও যাঁদের উৎসাহে একাজ করেছি তাঁদের সবাইকে উত্তম পুরস্কার দান করেন। নিশ্চয়ই তিনি শ্রবণকারী ও উত্তর দানকারী।

"হে আল্লাহ! প্রশংসার সহিত তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ছাড়া প্রকৃতপক্ষে কোন ইলাহ নেই, তোমার কাছেই ক্ষমা চাই আর তোমার দিকেই প্রত্যাবর্তন করি।"

লেখক
মোহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী
আবূ 'আবদুর রহমান

আম্মান, রোববার, রাত্রি
২০ জিলকাদ ১৪০৬ হিজরী

সূচীপত্র

٢٦ - كتاب الطب عن رسول الله ﷺ

অধ্যায় ঃ ২৬ চিকিৎসা

٢٧ – كتاب الفرائض عن رسول الله ﷺ

অধ্যায় ঃ ২৭ ফারাইয

٢٩ - كتاب الولاء، والهبة عن رسول الله ﷺ
অধ্যায় ২৯ ঃ ওয়ালাআ ও হিবা

٣٠ - كتاب القدر عن رسول الله ﷺ
অধ্যায় ৩০ ঃ তাকদীর

٣١ – كتاب الفتن عن رسول الله ﷺ

অধ্যায় ৩১ ঃ কলহ ও বিপর্যয়

٣٢ – كتاب الرويا عن رسول الله ﷺ

অধ্যায় ৩২ ঃ স্বপ্ন ও তার তাৎপর্য

٣٥ – كتاب صفة القيامة، والدقائق والورع عن رسول الله ﷺ

অধ্যায় ৩৫ ঃ কিয়ামাত ও মর্মস্পর্শী বিষয়

ইমাম আবূ হানীফা (রাহঃ) বলেনঃ

إِذَا صَحَّ الْحَدِيْثُ فَهُوَ مَذْهَبِىْ.

যখন কোন হাদীস সহীহ সাব্যস্ত হবে, ঐ সহীহ হাদীসই আমার মাযহাব।

–রাদ্দুল মুহতার, ১ম খণ্ড ৪৬২ পৃষ্ঠা

অধ্যায় ২৩ এর বাকী অংশ

٣٤ بَابُ مَا جَاءَ فِيْ أَيِّ اللَّحْمِ كَانَ أَحَبَّ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৪ ॥ কোন্ ধরণের গোশত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বেশি পছন্দনীয় ছিল?

١٨٣٧ – حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلٰى : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِيْ حَيَّانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيْ زُرْعَةَ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِلَحْمٍ، فَرُفِعَ إِلَيْهِ الذِّرَاعُ؛ وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ، فَنَهَسَ مِنْهَا.

– صحيح : "ابن ماجه" (٣٣٠٧) ق.

১৮৩৭। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য গোশত আনা হল এবং তাঁকে বাহুর গোশত পরিবেশন করা হল। তিনি বাহুর গোশতই বেশি পছন্দ করতেন। তিনি তা দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে চিবিয়ে খেলেন।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (৩৩০৭), বুখারী ও মুসলিম

ইবনু মাসঊদ, আইশা, আবদুল্লাহ ইবনু জাফর ও আবূ উবাইদা (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। আবূ হাইয়্যানের নাম ইয়াহ্ইয়া, পিতা সাঈদ ইবনু হাইয়্যান আত-তামীমী। আবূ যারআর নাম হারিম।

٣٥ – بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخَلِّ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৫ ॥ সিরকার বর্ণনা

١٨٣٩ – حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ : حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بْنُ سَعِيْدٍ هُوَ

أَخُوْ سُفْيَانَ بْنِ سَعِيْدٍ الثَّوْرِيِّ-، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : "نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ".

- صحيح : "ابن ماجه" (٣٣١٦ و ٣٣١٧) م.

১৮৩৯। জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ সিরকা (টক ও ঝাঁজযুক্ত পানীয়) কতই না উত্তম তরকারি!

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (৩৩১৬, ৩৩১৭), মুসলিম

আইশা ও উম্মু হানী (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে।

١٨٤٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ عَسْكَرٍ الْبَغْدَادِيُّ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : "نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ".

- صحيح : "ابن ماجه" (٣٣١٦ و ٣٣١٧) م.

১৮৪০। আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ সিরকা কতই না উত্তম তরকারী!

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (৩৩১৬, ৩৩১৭), মুসলিম

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ : أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ؛ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : "نِعْمَ الْإِدَامُ -أَوِ الْأُدْمُ- الْخَلُّ".

- صحيح : انظر ما قبله.

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্দুর রাহমান আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন ইয়াহইয়া ইবনু হাস্সান হতে, তিনি সুলাইমান ইবনু বিলাল হতে উল্লেখিত সনদে অনুরূপ। তবে তাতে নি'মাল ইদামু অথবা আলউদমু এভাবে উল্লেখ আছে। সহীহ্ দেখুন পূর্বের হাদীস

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ এবং উল্লেখিত সনদসূত্রে গারীব বলেছেন। আমরা এটিকে হিশাম ইবনু উরওয়ার রিওয়ায়াত হিসাবে শুধু সুলাইমান ইবনু বিলালের সূত্রেই জেনেছি।

١٨٤١ – حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ : حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِيْ حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِيْ طَالِبٍ، قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ : "هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟"، فَقُلْتُ : لاَ؛ إِلاَّ كِسَرٌ يَابِسَةٌ وَخَلٌّ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "قَرِّبِيْهِ؛ فَمَا أَقْفَرَ بَيْتٌ مِنْ أُدْمٍ فِيْهِ خَلٌّ".

– حسن : "الصحيحة" (٢٢٢٠).

১৮৪১। আবূ তালিবের কন্যা উম্মু হানী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার ঘরে এসে বললেন ঃ তোমাদের (খাওয়ার মতো) কিছু আছে কি? আমি বললাম, কয়টি শুকনা রুটির টুকরা এবং সিরকা ব্যতীত আর কিছু নেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ (আমাকে) তা-ই দাও। যে ঘরে সিরকা রয়েছে সে ঘর তরকারিশূন্য নয়।

হাসান, "সহীহাহ্" (২২২০)

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান এবং উল্লেখিত সনদসূত্রে গারীব বলেছেন। আমরা এই হাদীসটি উম্মু হানী (রাঃ)-এর রিওয়ায়াত হিসাবে শুধু উল্লেখিত সনদসূত্রেই জেনেছি। আবূ হামযা আস-সুমালীর নাম সাবিত, পিতা আবূ সাফিয়্যা। আলী (রাঃ) শহীদ হওয়ার কিছুকাল পরে উম্মু হানী (রাঃ) মৃত্যুবরণ করেন। আমি (তিরমিযী) মুহাম্মাদ (বুখারী)-কে এ হাদীস প্রসঙ্গে প্রশ্ন করলাম, তিনি বললেন, উম্মু হানী হতে শা'বীর শ্রুতি সম্পর্কে আমার জানা নেই। আমি আবার বললাম, আবূ হামযাহ্ সম্পর্কে আপনার মন্তব্য কি? তিনি বললেন আহ্‌মাদ ইবনু হাম্বল তার সমালোচনা করেছেন। তবে আমার মতে সে হাদীসের যোগ্য।

١٨٤٢ - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْخُزَاعِيُّ الْبَصْرِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : "نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ". وَهٰذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيْثِ مُبَارَكِ ابْنِ سَعِيْدٍ.

- صحيح : "ابن ماجه" (٣٣١٧).

১৮৪২। জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ সিরকা কতই না উত্তম তরকারি!

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (৩৩১৭)

মুবারাক ইবনু সাঈদ (রাহঃ) হতে বর্ণিত হাদীসের চেয়ে এই হাদীসটি অধিক সহীহ্।

٣٦ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ أَكْلِ الْبِطِّيْخِ بِالرُّطَبِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৬ ॥ তরমুজ খেজুরের সাথে একত্রে খাওয়া

١٨٤٣ - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْخُزَاعِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ ؓ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَأْكُلُ الْبِطِّيْخَ بِالرُّطَبِ.

- صحيح : "الصحيحة" (٥٧) "مختصر الشمائل" (١٧٠).

১৮৪৩। আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তরমুজ তাজা খেজুরের সাথে একত্রে খেতেন।

সহীহ্, "সহীহাহ্" (৫৭), মুখতাসার শামা-ইল (১৭০)

আনাস (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান গারীব বলেছেন। এ হাদীসটি কয়েকজন বর্ণনাকারী হিশাম ইবনু উরওয়া হতে তার বাবার সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তাতে আইশা

(রাঃ)-এর উল্লেখ নেই। ইয়াযীদ ইবনু রূমান এই হাদীসটি উরওয়ার সূত্রে আইশা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন।

٣٧ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ أَكْلِ الْقِثَّاءِ بِالرُّطَبِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৭ ॥ শসা খেজুরের সাথে একত্রে খাওয়া

١٨٤٤ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى الْفَزَارِيُّ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ ابْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْكُلُ الْقِثَّاءَ بِالرُّطَبِ.

- صحيح : "ابن ماجه" (٣٣٢٥).

১৮৪৪। আবদুল্লাহ ইবনু জাফর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শসা খেজুরের সাথে একত্রে খেতেন।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (৩৩২৫)

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ গারীব বলেছেন। আমরা এ হাদীসটি শুধু ইবরাহীম ইবনু সা'দের সূত্রে জেনেছি।

٣٨ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ شُرْبِ أَبْوَالِ الْإِبِلِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৮ ॥ উটের প্রস্রাব পান করা প্রসঙ্গে

١٨٤٥ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ : حَدَّثَنَا عَفَّانُ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ : أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ، وَثَابِتٌ، وَقَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ نَاسًا مِنْ عُرَيْنَةَ قَدِمُوا الْمَدِيْنَةَ، فَاجْتَوَوْهَا، فَبَعَثَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ فِيْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ، وَقَالَ : "اِشْرَبُوْا مِنْ أَبْوَالِهَا، وَأَلْبَانِهَا".

- صحيح : "ابن ماجه" (٢٥٧٨) ق.

১৮৪৫। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, উরাইনা হতে কয়েকজন লোক মাদীনায় আসল। এ অঞ্চলের আবহাওয়া তাদের স্বাস্থ্যের অনুকূল না হওয়ায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে সাদকার উটের এলাকায় পাঠিয়ে দেন এবং বলেন ঃ তোমরা এর দুধ ও প্রস্রাব পান কর।

সহীহ্ ইবনু মা-জাহ (২৫৭৮), বুখারী ও মুসলিম

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ এবং উপরোক্ত সূত্রে গারীব বলেছেন। এ হাদীসটি আনাস (রাঃ) হতে একাধিক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। আনাস (রাঃ)-এর সূত্রে আবূ কিলাবা (রাঃ) তা বর্ণনা করেছেন। কাতাদা হতে আনাস (রাঃ)-এর সূত্রে সাঈদ ইবনু আবী আরূবা (রাহঃ) তা বর্ণনা করেছেন।

٤٠ – بَابُ فِيْ تَرْكِ الْوُضُوْءِ قَبْلَ الطَّعَامِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪০ ॥ খাওয়ার আগে ওযূ না করার সম্মতি প্রসঙ্গে

١٨٤٧ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ، عَنْ أَيُّوْبَ، عَنِ ابْنِ أَبِيْ مُلَيْكَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ، فَقُرِّبَ إِلَيْهِ طَعَامٌ، فَقَالُوْا : أَلَا نَأْتِيْكَ بِوَضُوْءٍ؟ قَالَ : "إِنَّمَا أُمِرْتُ بِالْوُضُوْءِ إِذَا قُمْتُ إِلَى الصَّلَاةِ".

– صحيح : "مختصر الشمائل" (١٥٨) م.

১৮৪৭। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পায়খানা হতে বেরিয়ে এলেন। তাঁর সামনে খাবার আনা হল। লোকেরা বলল, আমরা কি আপনার জন্যে ওযূর পানি আনবো? তিনি বললেন ঃ আমাকে নামাযে দাঁড়ানোর জন্য ওযূর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

সহীহ্, মুখতাসার শামা-ইল (১৫৮), মুসলিম

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। এ হাদীসটি আমর ইবনু দীনারও ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে সাঈদ ইবনু হুওয়াইরিসের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, ইয়াহ্ইয়া ইবনু সাঈদ বলেছেন, খাওয়া আরম্ভের আগে হাত ধোয়াকে সুফিয়ান সাওরী মাকরূহ মনে করতেন। থালার নিচে রুটি রাখাকেও তিনি মাকরূহ মনে করতেন।

٤٢ – بَابُ مَا جَاءَ فِيْ أَكْلِ الدُّبَّاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪২ ॥ কদুর (লাউ-এর) তরকারি খাওয়া প্রসঙ্গে

١٨٥٠ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُوْنِ الْمَكِّيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ: حَدَّثَنِيْ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَتَتَبَّعُ فِي الصَّحْفَةِ – يَعْنِيْ: الدُّبَّاءَ –، فَلَا أَزَالُ أُحِبُّهُ.

– صحيح : ق.

১৮৫০। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কদুর তরকারি পেয়ালা হতে বেছে বেছে উঠিয়ে খেতে দেখেছি। তাই আমিও সবসময় কদুর তরকারি পছন্দ করি।

সহীহ্, বুখারী ও মুসলিম

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। এ হাদীসটি আনাস (রাঃ) হতে একাধিক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। আরও বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে কদু দেখে তাঁকে প্রশ্ন করেন, এটা কি? তিনি বললেন, এটা কদু, আমরা আমাদের খাবারের পরিমাণ এর দ্বারা বর্ধিত করি।"

٤٣ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ أَكْلِ الزَّيْتِ.

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৩ ॥ যাইতূনের তেল খাওয়া প্রসঙ্গে

١٨٥١ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : "كُلُوا الزَّيْتَ، وَادَّهِنُوا بِهِ؛ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ".

- صحيح : "ابن ماجه" (١٣١٩).

১৮৫১। যাইদ ইবনু আসলাম (রাহঃ) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত আছে, উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা (যাইতূনের) তেল খাও এবং তা শরীরে মালিশ কর। কেননা এটা বারকাত ও প্রাচুর্যময় গাছের তেল।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (১৩১৯)

আবূ ঈসা বলেন, আমরা এ হাদীসটি শুধুমাত্র আবদুর রাযযাকের সূত্রেই জেনেছি। এ হাদীসটি বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি সনদের মধ্যে গরমিল করে ফেলেছেন। তিনি কখনো উমার (রাঃ)-রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সূত্রের কথা উল্লেখ করেছেন, আবার কখনো এতে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন, এটি উমার (রাঃ)-রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সূত্রে বর্ণিত হতে পারে, আবার কখনো এ হাদীসটিকে যাইদ ইবনু আসলামের সূত্রে মুরসাল হিসাবে বর্ণনা করেছেন। ঐ সনদটি এরূপ "আবূ দাউদ সুলাইমান ইবনু মা'বাদ আব্দুর রাজ্জাক হতে, তিনি মা'মার হতে, তিনি যাইদ ইবনু আসলাম হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে। এতে তিনি উমারের উল্লেখ করেন নাই।

١٨٥٢ - حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ : حَدَّثَنَا أَبُوْ أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، وَأَبُوْ نُعَيْمٍ، قَالَا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِيْسَى، عَنْ رَجُلٍ

يُقَالُ لَهُ : عَطَاءٌ؛ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ-، عَنْ أَبِي أَسِيْدٍ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ "كُلُوا الزَّيْتَ، وَادَّهِنُوا بِهِ؛ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ".

– صحيح : بما قبله.

১৮৫২। আবূ উসাইদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা যাইতূনের তেল খাও এবং তা শরীরে মালিশ কর। কেননা এটি একটি কল্যাণময় গাছের তেল।

পূর্বের হাদীসের সহায়তায় সহীহ্

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা উল্লেখিত সনদসূত্রে গারীব বলেছেন। আমরা এ হাদীসটি শুধু সুফিয়ান সাওরী হতে আবদুল্লাহ ইবনু ঈসার সূত্রে জেনেছি।

٤٤ – بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَكْلِ مَعَ الْمَمْلُوكِ وَالْعِيَالِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৪ ॥ নিজ খাদিমের সাথে একত্রে খাবার খাওয়া

١٨٥٣ – حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يُخْبِرُهُمْ ذَاكَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : "إِذَا كَفَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ طَعَامَهُ -حَرَّهُ وَدُخَانَهُ-؛ فَلْيَأْخُذْ بِيَدِهِ، فَلْيُقْعِدْهُ مَعَهُ، فَإِنْ أَبَى؛ فَلْيَأْخُذْ لُقْمَةً، فَلْيُطْعِمْهَا إِيَّاهُ".

– صحيح : "ابن ماجه" (٣٢٨٩) و (٣٢٩٠) خ.

১৮৫৩। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কারো খাদিম তার জন্য খাবার বানানোর সময় তাকে এর গরম ও ধোঁয়া সহ্য করতে হয়। সে যেন তার (খাদিমের) হাত ধরে তাকে নিজের সাথে একত্রে খেতে বসায়। সে (খাদিম) তার সাথে একত্রে বসে খেতে সম্মত না হলে (সংকোচ বোধ করলে) তবে সে যেন তার মুখে অন্তত একটি লোকমা তুলে দেয়।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (৩২৮৯, ৩২৯০), বুখারী

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। ইসমাঈলের পিতা আবূ খালিদের নাম সা'দ।

٤٥ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ فَضْلِ إِطْعَامِ الطَّعَامِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৫ ॥ খাবার খাওয়ানোর সাওয়াব

١٨٥٥ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : "اُعْبُدُوا الرَّحْمٰنَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَأَفْشُوا السَّلَامَ؛ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ". - صحيح : "ابن ماجه" (٣٦٩٤).

১৮৫৫। আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা দয়াময় রাহমানের ইবাদাত কর, (মানুষকে) খাবার খাওয়াও এবং সালামের অধিক প্রচলন ঘটাও, তবেই নিরাপদে জান্নাতে যেতে পারবে।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (৩৬৯৪)

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন।

٤٧ - بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّسْمِيَةِ عَلَى الطَّعَامِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৭ ॥ খাওয়ার সময় বিসমিল্লাহ্ বলা

١٨٥٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الصَّبَّاحِ الْهَاشِمِيُّ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ : أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ؛ وَعِنْدَهُ طَعَامٌ، قَالَ : "اُدْنُ يَا بُنَيَّ! وَسَمِّ اللهَ، وَكُلْ بِيَمِيْنِكَ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيْكَ".

- صحيح : "ابن ماجه" (٣٢٦٧) ق، "الإرواء" (١٩٦٨)ق، دون قوله : "ادن".

১৮৫৭। উমার ইবনু আবূ সালামা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে আসলেন। তখন তাঁর সামনে খাবার বিদ্যমান ছিল। তিনি বললেন ঃ হে বৎস! এগিয়ে আস, বিসমিল্লাহ বল, ডান হাত দিয়ে খাও এবং তোমার সামনের খাদ্য হতে খাও। **সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (৩২৬৭), ইরওয়া (১৯৬৮), বুখারী ও মুসলিম "এগিয়ে আস" বাক্য ব্যতীত।**

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হিশাম ইবনু উরওয়া-আবূ ওয়াজযা আস-সা'দী হতে, তিনি মুযাইনা গোত্রের এক ব্যক্তি হতে, তিনি উমার ইবনু আবী সালামা (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। এ হাদীসের বর্ণনায় হিশাম ইবনু উরওয়ার শাগরিদগণ দ্বিমত পোষণ করেছেন। আবূ ওয়াজযা আস-সা'দীর নাম ইয়াযীদ, পিতা উবাইদ।

١٨٥٨ – حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ : حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ الْعُقَيْلِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُبَيْدِ ابْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أُمِّ كُلْثُوْمٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا؛ فَلْيَقُلْ : بِسْمِ اللّٰهِ، فَإِنْ نَسِيَ فِيْ أَوَّلِهِ؛ فَلْيَقُلْ : بِسْمِ اللّٰهِ فِيْ أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ".

– صحيح : "الإرواء" (١٩٦٥)، "التعليق الرغيب" (٣/١١٥-١١٦)، "تخريج الكلم الطيب" (١١٢).

১৮৫৮। আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন তোমাদের কোন ব্যক্তি খাওয়া শুরু করে তখন যেন সে 'বিসমিল্লাহি' বলে। সে খাওয়ার শুরুতে বিসমিল্লাহ বলতে ভুলে গেলে তবে যেন বলে, "বিসমিল্লাহ ফী আওয়ালিহি ওয়া আখিরাহু" (এর শুরু ও শেষ আল্লাহ্ তা'আলার নামে)।

সহীহ্, ইরওয়া (১৯৬৫), তা'লীকুর রাগীব (৩/১১৫-১১৬), তাখরীজ-কালিমুত তাইয়্যিব (১১২)

আইশা (রাঃ) হতে একই সনদে আরো বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সময় তাঁর ছয়জন সাহাবীকে সাথে নিয়ে খাবার খাচ্ছিলেন। এমতাবস্থায় একজন বেদুঈন লোক এসে হাযির হল। সে সবগুলো খাবার দুই গ্রাসেই শেষ করে ফেলল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ সে যদি 'বিসমিল্লাহ' বলে খাবার খেতে শুরু করত তাহলে তোমাদের সবার জন্যে এই খাবারটুকুই পর্যাপ্ত হত।

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। উম্মু কুলসুম (রাহঃ) হলেন আবূ বাক্‌র সিদ্দীক (রাঃ)-এর ছেলে মুহাম্মাদের মেয়ে।

٤٨ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ الْبَيْتُوْتَةِ وَفِيْ يَدِهِ رِيْحُ غَمَرٍ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৮ ॥ খাওয়া-দাওয়া শেষে হাতের চর্বি পরিষ্কার না করে রাত অতিবাহিত করা মাকরূহ

١٨٦٠ - حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْبَغْدَادِيُّ الصَّاغَانِيُّ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَدَائِنِيُّ : حَدَّثَنَا مَنْصُوْرُ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : "مَنْ بَاتَ وَفِيْ يَدِهِ رِيْحُ غَمَرٍ، فَأَصَابَهُ شَيْءٌ؛ فَلَا يَلُوْمَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ".

- صحيح : "ابن ماجه" (٣٢٩٧).

১৮৬০। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে লোক নিজের হাতে (গোশত ইত্যাদি) খাবারের ময়লা নিয়ে রাত অতিবাহিত করল এবং তাতে তার কোন প্রকার ক্ষতি হলে সে যেন নিজেকেই তিরস্কার করে।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (৩২৯৭)

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান গারীব বলেছেন। আমরা এ হাদীসটি শুধুমাত্র আ'মাশের সূত্রেই জেনেছি।

بسم الله الرحمن الرحيم

পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

٢٤ - كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ

অধ্যায় ২৪ ঃ পানপাত্র ও পানীয়

١ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ شَارِبِ الْخَمْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১ ॥ মদ পানকারী প্রসঙ্গে

١٨٦١ - حَدَّثَنَا أَبُوْ زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ دُرُسْتَ الْبَصْرِيُّ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوْبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : "كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا، فَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنُهَا؛ لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ".

- صحيح : "الإرواء" (٨/٤١).

১৮৬১। ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সকল প্রকারের নেশা সৃষ্টিকারী দ্রব্য মদের অন্তর্ভুক্ত এবং সকল নেশা সৃষ্টিকারী দ্রব্যই হারাম। পৃথিবীতে যে লোক মদ পান করে এবং মদ পানে আসক্ত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে সে পরকালে তা পান করতে পারবে না।

সহীহ্, ইরওয়া (৮/৪১)

আবূ হুরাইরা, আবূ সাইদ, আবদুল্লাহ ইবনু আমর, ইবনু আব্বাস, উবাদা ও আবূ মালিক আল-আশআরী (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। নাফি হতে ইবনু উমারের বরাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বিভিন্ন সূত্রে উল্লেখিত হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। এ হাদীসটি মালিক ইবনু আনাস (রাহঃ) নাফি হতে ইবনু উমারের সূত্রে মাওকূফভাবে বর্ণনা করেছেন, মারফূভাবে নয়।

١٨٦٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ عَطَاءِ ابْنِ السَّائِبِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ؛ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ لَهُ صَلاَةً أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَإِنْ عَادَ؛ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ لَهُ صَلاَةً أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، فَإِنْ تَابَ؛ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَإِنْ عَادَ؛ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ لَهُ صَلاَةً أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، فَإِنْ تَابَ؛ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ؛ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ لَهُ صَلاَةً أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، فَإِنْ تَابَ؛ لَمْ يَتُبِ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَسَقَاهُ مِنْ نَهْرِ الْخَبَالِ".

قِيلَ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ! وَمَا نَهْرُ الْخَبَالِ؟ قَالَ : نَهْرٌ مِنْ صَدِيدِ أَهْلِ النَّارِ.

- صحيح : "ابن ماجه" (٣٣٧٧).

১৮৬২। আবদুল্লাহ্ ইবনু উমার (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মদ পানকারী ব্যক্তির চল্লিশ দিনের নামায ক্ববূল করা হয় না। সে তাওবা করলে তবে আল্লাহ্ তা'আলা তার তাওবা ক্ববূল করেন। যদি আবার সে মদ পান করে তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা তার চল্লিশ দিনের নামায ক্ববূল করেন না। যদি সে তাওবা করে তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা তার তাওবা গ্রহণ করেন। সে যদি আবার মদ পানে লিপ্ত হয় তাহলে তার চল্লিশ দিনের নামায আল্লাহ্ তা'আলা গ্রহণ করেন না। যদি সে তাওবা করে আল্লাহ্ তা'আলা তার তাওবা ক্ববূল করেন। সে চতুর্থ

বারে মদ পানে জড়িয়ে পড়লে আল্লাহ তা'আলা তার চল্লিশ দিনের নামায গ্রহণ করেন না। যদি সে তাওবা করে আল্লাহ তা'আলা তার তাওবা কবূল করবেন না এবং তাকে 'নাহ্রুল খাবাল' হতে পান করাবেন। প্রশ্ন করা হল, হে আবূ আবদুর রাহমান (ইবনু উমার)! খাবাল নামক ঝর্ণাটি কি? তিনি বললেন, জাহান্নামীদের পূঁজের ঝর্ণা।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (৩৩৭৭)

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান বলেছেন। আবদুল্লাহ ইবনু আমর এবং আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ)-ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে একইরকম বর্ণনা করেছেন।

٢ - بَابُ مَا جَاءَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ২ ॥ সকল প্রকারের নেশা সৃষ্টিকারী দ্রব্যই হারাম

١٨٦٣ - حَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ : حَدَّثَنَا مَعْنٌ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَنِ الْبِتْعِ؟ فَقَالَ : "كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ، فَهُوَ حَرَامٌ".

- صحيح : "ابن ماجه" (٣٣٨٦) ق.

১৮৬৩। আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, মধু দ্বারা বানানো মদ সম্বন্ধে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেনঃ সকল প্রকারের নেশা সৃষ্টিকারী পানীয়ই হারাম।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (৩৩৮৬), বুখারী ও মুসলিম

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

١٨٦٤ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ أَسْبَاطِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ الْكُوفِيُّ، وَأَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، قَالاَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو،

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ : "كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ .

– صحيح : "ابن ماجه" (٣٣٨٧) م.

১৮৬৪। ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ সকল প্রকারের নেশা সৃষ্টিকারী দ্রব্যই হারাম।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (৩৩৮৭), মুসলিম

উমার, আলী, ইবনু মাসঊদ, আনাস, আবূ সাঈদ, আবূ মূসা, আশাজজুল আ'সারী, দাইলাম, মাইমূনা, ইবনু আব্বাস, কাইস ইবনু সা'দ, নু'মান ইবনু বাশীর, মুআবিয়া, ওয়াইল ইবনু হুজর, কুররাতুল মুযানী, আবদুল্লাহ ইবনু মুগাফফাল, উম্মু সালামা, বুরাইদা, আবূ হুরাইরা ও আইশা (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান বলেছেন। আবূ সালামা হতে আবূ হুরাইরা (রাঃ)-এর বরাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতেও একইরকম বর্ণিত হয়েছে। দুটো রিওয়ায়াতই সহীহ। একাধিক বর্ণনাকারী মুহাম্মাদ ইবনু আমরের সূত্রে, তিনি আবূ সালামার সূত্রে, তিনি আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে একইরকম বর্ণনা করেছেন। আবূ সালামা হতে ইবনু উমার (রাঃ)-এর বরাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সূত্রেও হাদীসটি বর্ণিত আছে।

٣ – بَابُ مَا جَاءَ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩ ॥ যে দ্রব্য পরিমাণ বেশি হলে নেশার সৃষ্টি করে তার অল্প পরিমাণও হারাম

١٨٦٥ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ. وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ ابْنُ حُجْرٍ : أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ بَكْرِ بْنِ أَبِي

الْفُرَاتِ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ : "مَا أَسْكَرَ كَثِيْرُهُ؛ فَقَلِيْلُهُ حَرَامٌ".

– حسن صحيح : "ابن ماجه" (٣٣٩٣).

১৮৬৫। জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে দ্রব্যের বেশি পরিমাণ (পান করলে) নেশার সৃষ্টি করে, তার অল্প পরিমাণও (পান করা) হারাম।

হাসান সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (৩৩৯৩)

সা'দ, আইশা, আবদুল্লাহ ইবনু আমর, ইবনু উমার ও খাওওয়াত ইবনু জুবাইর (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। জাবির (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদীস হিসেবে এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান গারীব বলেছেন।

١٨٦٦ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مَهْدِيِّ بْنِ مَيْمُوْنٍ. (ح) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ : حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُوْنٍ –الْمَعْنَى وَاحِدٌ–، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : "كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، مَا أَسْكَرَ الْفَرَقُ مِنْهُ؛ فَمِلْءُ الْكَفِّ مِنْهُ حَرَامٌ".

– صحيح : "الإرواء" (٢٣٧٦).

১৮৬৬। আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সকল প্রকার নেশা সৃষ্টিকারী দ্রব্য হারাম। যে দ্রব্যের এক 'ফারাক' (মশক) পরিমাণ (পানে) নেশা সৃষ্টি হয় তার এক আঁজল পরিমাণও হারাম।

সহীহ্, ইরওয়া (২৩৭৬)

আবূ ঈসা বলেন, অপর বর্ণনায় আছে, 'তার এক ঢোক পরিমাণও' হারাম।

এ হাদীসটি হাসান সহীহ্। মাহ্দী ইবনু মাইমূনের হাদীসের মতো লাইস ইবনু আবূ সুলাইম ও আর-রাবী ইবনু সাবীহ-আবূ উসমান আল-আনসারী হতে বর্ণনা করেছেন। আবূ উসমান আল-আনসারীর নাম আমর ইবনু সালিম, তাকে উমার ইবনু সালিমও বলা হয়।

٤ – بَابُ مَا جَاءَ فِيْ نَبِيْذِ الْجَرِّ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪ ॥ মাটির কলসে বানানো নাবীয সম্পর্কে

١٨٦٧ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، وَيَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ، قَالَا : أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَنْ طَاوُسٍ : أَنَّ رَجُلًا أَتَى ابْنَ عُمَرَ، فَقَالَ : نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ نَبِيْذِ الْجَرِّ؟ فَقَالَ : نَعَمْ.

فَقَالَ طَاوُسٌ : وَاللهِ إِنِّيْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ.

– صحيح : م.

১৮৬৭। তাঊস (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, ইবনু উমার (রাঃ)-এর নিকট একজন লোক এসে প্রশ্ন করল, সবুজ কলসে বানানো নাবীয পান করতে কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তাঊস (রাহঃ) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলার শপথ! আমি এটা ইবনু উমার (রাঃ)-এর নিকটেই শুনেছি।

সহীহ্, মুসলিম

ইবনু আবী আওফা, আবূ সাঈদ, সুয়াইদ, আইশা, ইবনুয যুবাইর ও ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীসটি বর্ণিত আছে। এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন।

٥ – بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ أَنْ يُنْبَذَ فِي الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالنَّقِيْرِ

অনুচ্ছেদঃ ৫ ॥ দুব্বা, নাকীর ও হানতামে নাবীয বানানো মাকরূহ

١٨٦٨ – حَدَّثَنَا أَبُوْ مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، قَالَ : سَمِعْتُ زَاذَانَ يَقُولُ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَمَّا نَهَى عَنْهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْأَوْعِيَةِ؛ أَخْبِرْنَاهُ بِلُغَتِكُمْ، وَفَسِّرْهُ لَنَا بِلُغَتِنَا؟ فَقَالَ : نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ عَنِ الْحَنْتَمَةِ؛ وَهِيَ الْجَرَّةُ، وَنَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ؛ وَهِيَ الْقَرْعَةُ، وَنَهَى عَنِ النَّقِيْرِ؛ وَهُوَ أَصْلُ النَّخْلِ يُنْقَرُ نَقْرًا، أَوْ يُنْسَجُ نَسْجًا، وَنَهَى عَنِ الْمُزَفَّتِ؛ وَهِيَ الْمُقَيَّرُ، وَأَمَرَ أَنْ يُنْبَذَ فِي الْأَسْقِيَةِ.

– صحيح : "الصحيحة" (٢٩٥١)م.

১৮৬৮। আমর ইবনু মুররা (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি যাযানকে বলতে শুনেছি, ইবনু উমার (রাঃ)-কে আমি প্রশ্ন করলাম, কোন কোন ধরণের পাত্র ব্যবহার করতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বারণ করেছেন এ বিষয়ে আমাকে আপনাদের ভাষায় জানিয়ে দিন এবং তা আমাদের ভাষায় ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিন। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'হানতামাহ' ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। এটা মাটি দ্বারা বানানো এক প্রকার সবুজ কলস। 'দুব্বা' ব্যবহার করতেও তিনি নিষেধ করেছেন। এটা কদুর খোল দ্বারা বানানো পাত্রবিশেষ। তিনি 'নাকীর'-এর ব্যবহারকেও নিষেধ করেছেন। এটা খেজুর গাছের মূল-কাণ্ড খুঁড়ে বানানো কাঠের পাত্রবিশেষ। তিনি 'মুযাফফাত' ব্যবহার করতেও নিষেধ করেছেন। এটা আলকাত্‌রার প্রলেপযুক্ত পাত্রবিশেষ। তিনি মশকের মধ্যে নাবীয বানানোর আদেশ করেছেন।

সহীহ্, সহীহা (২৯৫১), মুসলিম

উমার, আলী, ইবনু আব্বাস, আবূ সাঈদ, আবূ হুরাইরা, আবদুর রাহমান ইবনু ইয়া'মার, সামুরা, আনাস, আইশা, ইমরান ইবনু হুসাইন, আইয ইবনু আমর, হাকাম আল-গিফারী ও মাইমূনা (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন।

٦ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ أَنْ يُنْبَذَ فِي الظُّرُوفِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৬ ॥ উল্লেখিত পাত্রসমূহে নাবীয বানানোর সম্মতি প্রসঙ্গে

١٨٦٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالُوا : حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : "إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنِ الظُّرُوْفِ، وَإِنَّ ظَرْفًا لاَ يُحِلُّ شَيْئًا وَلاَ يُحَرِّمُهُ؛ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ".

– صحيح : "التعليق على ابن ماجه" م.

১৮৬৯। সুলাইমান ইবনু বুরাইদা (রাহঃ) হতে তার বাবার সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি (বুরাইদা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি এসব পাত্র কাজে লাগাতে তোমাদেরকে নিষেধ করেছিলাম। প্রকৃতপক্ষে পাত্র কোন জিনিসকে হালালও করতে পারে না এবং হারামও করতে পারে না। তবে সকল প্রকারের নেশা সৃষ্টিকারী জিনিসই হারাম।

সহীহ্, তা'লীক আলা ইবনি মা-জাহ, মুসলিম

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন।

١٨٧٠ ـ حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، عَنْ

سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُوْرٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ «نَهٰى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، عَنِ الظُّرُوفِ»، فَشَكَتْ إِلَيْهِ الْأَنْصَارُ، فَقَالُوْا: لَيْسَ لَنَا وِعَاءٌ، قَالَ: فَلَا إِذَنْ.

صحيح: خ.

১৮৭০। জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদের পাত্রসমূহ ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। আনসারগণ তাঁর কাছে কিছু অসুবিধার কথা তুলে ধরে বলেন, আমাদের আর কোন পাত্র নেই। তিনি বললেন ঃ আচ্ছা! তাহলে (এগুলো ব্যবহার করতে) আপত্তি নেই।

সহীহ, বুখারী

এ অনুচ্ছেদে ইবনু মাসঊদ, আবূ হুরাইরা, আবূ সাঈদ ও আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٧ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْاِنْتِبَاذِ فِي السِّقَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৭ ॥ (চামড়ার) মশকের মধ্যে নাবীয বানানো

١٨٧١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ يُوْنُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : كُنَّا نَنْبِذُ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِيْ سِقَاءٍ، تُوْكَأُ فِيْ أَعْلَاهُ لَهُ عَزْلَاءُ، نَنْبِذُهُ غُدْوَةً، وَيَشْرَبُهُ عِشَاءً، وَنَنْبِذُهُ عِشَاءً، وَيَشْرَبُهُ غُدْوَةً.

- صحيح : "ابن ماجه" (٣٣٩٨).

১৮৭১। আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমরা মশকের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য নাবীয

(খেজুরের শরবত) বানাতাম। এর উপরিভাগে যে ছিদ্র ছিল দড়ি দ্বারা তা বেঁধে দেওয়া হত। আমরা সকালে তাঁর জন্য নাবীয বানাতাম। তিনি রাতে তা পান করতেন। আবার তাঁর জন্য আমরা রাতে নাবীয বানাতাম। তিনি ভোরে তা পান করতেন।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (৩৩৯৮)

জাবির, আবূ সাঈদ ও ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান গারীব বলেছেন। আইশা হতে ইউনুসের হাদীস হিসেবে এই সূত্র ব্যতীত অন্য কোন সূত্রে জানতে পারিনি।

٨ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحُبُوْبِ الَّتِيْ يُتَّخَذُ مِنْهَا الْخَمْرُ

অনুচ্ছেদঃ ৮ ॥ যেসব শস্য, ফল ও পানীয় হতে মদ বানানো হয়

١٨٧٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُهَاجِرٍ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "إِنَّ مِنَ الْحِنْطَةِ خَمْرًا، وَمِنَ الشَّعِيرِ خَمْرًا، وَمِنَ التَّمْرِ خَمْرًا، وَمِنَ الزَّبِيبِ خَمْرًا، وَمِنَ الْعَسَلِ خَمْرًا".

- صحيح : "ابن ماجه" (٣٣٧٩).

১৮৭২। নু'মান ইবনু বাশীর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মদ বানানো হয় গম দিয়ে, মদ বানানো হয় যব দিয়ে, মদ বানানো হয় খেজুর দিয়ে, মদ বানানো হয় আঙ্গুর দিয়ে এবং মদ বানানো হয় মধু দিয়ে।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (৩৩৭৯)

আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা গারীব বলেছেন।

١٨٧٣ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ نَحْوَهُ.

- صحيح : "ابن ماجه" (٣٣٧٩).

১৮৭৩। হাসান ইবনু আলী আল-খাল্লাল-ইয়াহ্ইয়া ইবনু আদাম হতে তিনি ইসরাঈল (রাহঃ) হতে উপরের বর্ণিত হাদীসের মতোই হাদীস বর্ণনা করেছেন।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (৩৩৭৯)

١٨٧٤ - حَدَّثَنَا بِذَلِكَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ ابْنِ الْخَطَّابِ : إِنَّ مِنَ الْحِنْطَةِ خَمْرًا بِهَذَا.

- صحيح : انظر الذى قبله.

১৮৭৪। উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, গম দিয়ে মদ উৎপাদন করা হয়.... উপরের হাদীসের মতোই পরের বর্ণনা।

সহীহ্, দেখুন পূর্বের হাদীস

ইবরাহীম ইবনু মুহাজিরের বর্ণনার চাইতে এ বর্ণনাটি অনেক বেশি সহীহ। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, ইয়াহ্ইয়া ইবনু সাঈদ বলেছেন, ইবরাহীম ইবনু মুহাজির তেমন বলিষ্ঠ বর্ণনাকারী নন। এ হাদীসটি একাধিক সূত্রে নু'মান ইবনু বাশীরের বরাতেও শা'বী হতে বর্ণিত আছে।

١٨٧٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ : حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، وَعِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالاَ : حَدَّثَنَا أَبُو كَثِيرٍ السُّحَيْمِيُّ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ : النَّخْلَةِ، وَالْعِنَبَةِ".

- صحيح : "ابن ماجه" (٣٣٧٨)م.

১৮৭৫। আবূ হুরাইরা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দুইটি গাছের ফল দিয়ে মদ বানানো হয়– খেজুর ও আঙ্গুর।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (৩৩৭৮), মুসলিম

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। আবূ কাসীর আস-সুহাইমী আল-গুবারী হিসাবেও পরিচিত। তার নাম ইয়াযীদ ইবনু আবদুর রাহমান ইবনু গুফাইলা। ইকরিমা ইবনু আম্মার হতে শুবা এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٩ – بَابُ مَا جَاءَ فِيْ خَلِيْطِ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৯ ॥ কাঁচা ও পাকা খেজুর মিশানো পানীয়

١٨٧٦ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِيْ رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ : أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهَى أَنْ يُنْبَذَ الْبُسْرُ وَالرُّطَبُ جَمِيْعًا.

– صحيح : "ابن ماجه" (٣٣٩٥)ق.

১৮৭৬। জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, কাঁচা ও পাকা খেজুর একসাথে মিশিয়ে নাবীয বানাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (৩৩৯৫), বুখারী ও মুসলিম

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন।

١٨٧٧ – حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيْعٍ : حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيْ نَضْرَةَ، عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ؛ أَنْ يُخْلَطَ بَيْنَهُمَا، وَنَهَى عَنِ الزَّبِيْبِ وَالتَّمْرِ؛ أَنْ يُخْلَطَ بَيْنَهُمَا، وَنَهَى عَنِ الْجِرَارِ أَنْ يُنْبَذَ فِيْهَا.

– صحيح : م (٦/٨٨ و ٩٤).

১৮৭৭। আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, (নাবীয বানানোর উদ্দেশ্যে) কাঁচা ও পাকা খেজুর একসাথে মিশাতে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন। তিনি কিশমিশ ও পাকা খেজুর একসাথে মিশাতেও নিষেধ করেছেন। মাটির কলসে নাবীয বানাতেও তিনি নিষেধ করেছেন।

সহীহ্, মুসলিম (৬/৮৮, ৯৪)

জাবির, আনাস, আবূ কাতাদা, ইবনু আব্বাস, উম্মু সালামা (রাঃ) ও মা'বাদ ইবনু কা'ব হতে তার মায়ের সূত্রে এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন।

١٠- بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ الشُّرْبِ فِيْ اٰنِيَةِ الذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ

অনুচ্ছেদঃ ১০ ॥ স্বর্ণের অথবা রুপার তৈরী পাত্রে পান করা নিষেধ

١٨٧٨ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ أَبِيْ لَيْلٰى يُحَدِّثُ : أَنَّ حُذَيْفَةَ اسْتَسْقٰى، فَأَتَاهُ إِنْسَانٌ بِإِنَاءٍ مِّنْ فِضَّةٍ، فَرَمَاهُ بِهِ، وَقَالَ : إِنِّيْ كُنْتُ قَدْ نَهَيْتُهُ، فَأَبٰى أَنْ يَّنْتَهِيَ؛ إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنِ الشُّرْبِ فِيْ آنِيَةِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ، وَلُبْسِ الْحَرِيْرِ وَالدِّيْبَاجِ، وَقَالَ : "هِيَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ".

– صحيح : "ابن ماجه" (٣٤١٤) ق.

১৮৭৮। হাকাম (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, ইবনু আবী **লাইলাকে** আমি বর্ণনা করতে শুনেছি, হুযাইফা (রাঃ) পানি চাইলেন। **একজন লোক** তার জন্য রুপার পাত্রে পানি আনলেন। পাত্রটি তিনি ছুড়ে

ফেলে দেন এবং বলেন, আমি এটা হতে তাকে বিরত থাকতে বলেছিলাম, কিন্তু সে বিরত থাকতে সম্মত হয়নি। স্বর্ণের অথবা রুপার পাত্রে পান করতে এবং রেশমী পোশাক পরতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন। তিনি আরো বলেছেন ঃ এ সকল জিনিস তাদের (কাফিরদের) জন্য দুনিয়াতে এবং তোমাদের জন্য আখিরাতে।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (৩৪১৪), বুখারী ও মুসলিম

উম্মু সালামা, বারাআ ও আইশা (রা) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন।

١١ - بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا

অনুচ্ছেদ ঃ ১১ ॥ দাঁড়িয়ে থাকাবস্থায় পানি পান করা নিষেধ

١٨٧٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ قَائِمًا، فَقِيلَ : الْأَكْلُ؟ قَالَ : ذَاكَ أَشَرُّ.

- صحيح : "ابن ماجه" (٣٤٢٤) م.

১৮৭৯। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, যে কাউকে দাঁড়িয়ে থাকাবস্থায় পান করতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন। দাঁড়িয়ে খাওয়া-দাওয়া করার ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন ঃ এটাতো অত্যধিক খারাপ।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (৩৪২৪), মুসলিম

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন।

١٨٨٠ - حَدَّثَنَا أَبُو السَّائِبِ سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ الْكُوفِيُّ : حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ :

كُنَّا نَأْكُلُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَنَحْنُ نَمْشِيْ، وَنَشْرَبُ وَنَحْنُ قِيَامٌ،

- صحيح : "المشكاة" (٤٢٧٥).

১৮৮০। ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যামানায় আমরা হাঁটতে হাঁটতে খাবার খেতাম এবং দাঁড়িয়ে থাকাবস্থায় পানি পান করতাম।

সহীহ্, মিশকাত (৪২৭৫)

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সহীহ এবং উবাইদুল্লাহ ইবনু উমার-নাফি হতে, তিনি ইবনু উমার (রাঃ)-এর সূত্রে গারীব। এ হাদীসটি ইমরান ইবনু হুদাইর আবুল বাযারীর বরাতে ইবনু উমার হতে বর্ণনা করেছেন। আবুল বাযারীর নাম ইয়াযীদ, পিতা উতারিদ।

١٨٨١ - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ سَعِيْدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيْ مُسْلِمٍ الْجَذْمِيِّ، عَنِ الْجَارُوْدِ بْنِ الْمُعَلّٰى : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا.

- صحيح بما قبله.

১৮৮১। আল-জারূদ ইবনুল মুআল্লা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে থাকাবস্থায় পান করতে নিষেধ করেছেন।

পূর্বের হাদীসের সহায়তায় সহীহ্

আবূ সাঈদ, আবূ হুরাইরা ও আনাস (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীসটি বর্ণিত আছে। এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান গারীব বলেছেন। এ হাদীসটি সাঈদ-কাতাদা হতে, তিনি আবূ মুসলিম হতে, তিনি আল-জারূদ হতে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সূত্রে একাধিক বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন। কাতাদা-ইয়াযীদ ইবনু আবদুল্লাহ ইবনুশ শিখখীর হতে, তিনি আবূ মুসলিম হতে, তিনি জারূদ (রাঃ) হতে এই সূত্রে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

বলেছেন ঃ "মুসলমানের হারানো বস্তু জাহান্নামের লেলিহান (অগ্নি) শিখা সমতুল্য"।

জারূদ আল-মুআল্লা আল-আবদীর ছেলে। তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন সাহাবী। তাকে আল-জারূদ ইবনুল আলাও বলা হয়। তবে ইবনুল মুআল্লাই সঠিক।

١٢ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي الشُّرْبِ قَائِمًا

অনুচ্ছেদ ঃ ১২ ॥ দাঁড়িয়ে থাকাবস্থায় পান করার সম্মতি

١٨٨٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ : حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الأَحْوَلُ، وَمُغِيرَةُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ شَرِبَ مِنْ زَمْزَمَ وَهُوَ قَائِمٌ.

- صحيح : "ابن ماجه" (٣٤٢٢).

১৮৮২। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যমযমের পানি দাঁড়িয়ে থাকাবস্থায় পান করেছেন।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (৩৪২২)

আলী, সা'দ, আবদুল্লাহ ইবনু আমর ও আইশা (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন।

١٨٨٣ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَشْرَبُ قَائِمًا وَقَاعِدًا.

- حسن : "المشكاة" (٤٢٧٦) "مختصر الشمائل" (١٧٧).

১৮৮৩। আমর ইবনু শুআইব (রাহঃ) হতে পর্যায়ক্রমে তার বাবা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি (দাদা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দাঁড়িয়ে ও বসে পান করতে দেখেছি।

হাসান, মিশকাত (৪২৭৬), মুখতাসার শামা-ইল (১৭৭)

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন।

١٣ - بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّنَفُّسِ فِي الْإِنَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩ ॥ পাত্র হতে পান করার সময় নিঃশ্বাস নেওয়া

١٨٨٤ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَيُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ، قَالَا : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي عِصَامٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ ثَلَاثًا، وَيَقُولُ : "هُوَ أَمْرَأُ وَأَرْوَى".

- صحيح : "ابن ماجه" (٣٤١٦).

১৮৮৪। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাত্র হতে পানি পানের সময় তিনবার নিঃশ্বাস নিতেন। তিনি বলতেন ঃ এভাবে পান করা অধিক স্বাচ্ছন্দকর ও তৃপ্তিদায়ক।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (৩৪১৬), মুসলিম

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান গারীব বলেছেন। হিশাম দাস্তুয়াঈ এ হাদীসটি আবূ আসিমের সূত্রে আনাস হতে বর্ণনা করেছেন। আযরা ইবনু সাবিত সুমামার সূত্রে আনাস হতে বর্ণনা করেছেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পানি পান করার সময় তিনবার নিঃশ্বাস ফেলতেন।

সহীহ্, প্রাগুক্ত

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

١٥ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ النَّفْخِ فِي الشَّرَابِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫ ॥ পানীয় দ্রব্যের মধ্যে ফুঁ দেওয়া নিষেধ

١٨٨٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ : أَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَيُّوْبَ-وَهُوَ ابْنُ حَبِيْبٍ-، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الْمُثَنَّى الْجُهَنِيَّ يَذْكُرُ، عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى عَنِ النَّفْخِ فِي الشُّرْبِ، فَقَالَ رَجُلٌ : اَلْقَذَاةُ أَرَاهَا فِي الْإِنَاءِ؟ قَالَ : "أَهْرِقْهَا"، قَالَ : فَإِنِّيْ لَا أَرْوَى مِنْ نَفَسٍ وَاحِدٍ؟ قَالَ : "فَأَبِنِ الْقَدَحَ -إِذَنْ- عَنْ فِيْكَ".

- حسن : "الصحيحة" (٣٨٥).

১৮৮৭। আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, পানীয় দ্রব্যের মধ্যে ফুঁ দিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন। একজন বলল, পানির পাত্রে ময়লা দেখতে পেলে? তিনি বলেন ঃ তা ঢেলে ফেলে দাও। লোকটি বলল, আমি এক নিঃশ্বাসে তৃপ্ত হতে পারি না। তিনি বললেন ঃ পাত্রটিকে নিঃশ্বাসের সময় তোমার মুখ হতে সরিয়ে রাখ।

হাসান, সহীহাহ্ (৩৮৫)

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন।

١٨٨٨ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عُمَرَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى أَنْ يُتَنَفَّسَ فِي الْإِنَاءِ، أَوْ يُنْفَخَ فِيْهِ.

- صحيح : "ابن ماجه" (٣٤٢٩).

১৮৮৮। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাত্রে নিঃশ্বাস ফেলতে এবং তাতে ফুঁ দিতে বারণ করেছেন।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (৩৪২৯)

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন।

١٦ - بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ التَّنَفُّسِ فِي الْإِنَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬ ॥ পাত্রে নিঃশ্বাস ফেলা নিষেধ

١٨٨٩ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : "إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ؛ فَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ".

- صحيح : "صحيح أبي داود" (٢٣) ق.

১৮৮৯। আবদুল্লাহ ইবনু আবী কাতাদা (রাহঃ) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কোন ব্যক্তি পান করার সময় যেন পাত্রের মধ্যে নিঃশ্বাস না ছাড়ে।

সহীহ্, সহীহ্ আবূ দাউদ (২৩), বুখারী ও মুসলিম

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন।

١٧ - بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ اِخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ

অনুচ্ছেদঃ ১৭॥ মশকের মুখ উল্টা অবস্থায় রেখে পান করা নিষেধ

١٨٩٠ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ -رِوَايَةً-: أَنَّهُ نَهَى عَنْ اِخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ. - صحيح : "ابن ماجه" (٣٤١٨) ق.

১৮৯০। আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি মশকের মুখ উল্টা অবস্থায় রেখে তা হতে পানি পান করতে নিষেধ করেছেন।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (৩৪১৮), বুখারী ও মুসলিম

জাবির, ইবনু আব্বাস ও আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন।

١٨ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِيْ ذٰلِكَ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৮ ॥ মশকের মুখ উল্টা অবস্থায় রেখে তা হতে পানি পানের সম্মতি প্রসঙ্গে

١٨٩٢ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عُمَرَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِيْ عَمْرَةَ، عَنْ جَدَّتِهِ كَبْشَةَ، قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ، فَشَرِبَ مِنْ فِيْ قِرْبَةٍ مُعَلَّقَةٍ قَائِمًا، فَقُمْتُ إِلٰى فِيْهَا، فَقَطَعْتُهُ.

- صحيح : "المشكاة" (٤٢٨١) "مختصر الشمائل" (١٨٢).

১৮৯২। কাবশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার ঘরে আসলেন। তিনি দাঁড়িয়ে থাকাবস্থায় একটি ঝুলন্ত মশকের মুখ হতে পানি পান করলেন। আমি পরে উঠে গিয়ে মশকের মুখের সেই অংশ (বারকাতের আশায়) কেটে রেখে দেই।

সহীহ্, মিশকাত (৪২৮১), মুখতাসার শামা-ইল (১৮২)

এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ গারীব বলেছেন। ইয়াযীদ ইবনু ইয়াযীদ ইবনু জাবির হলেন আবদুর রাহমান ইবনু ইয়াযীদের সহোদর ভাই এবং তিনি তার আগে মৃত্যুবরণ করেন।

١٩ – بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْأَيْمَنِيْنَ أَحَقُّ بِالشَّرَابِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৯ ॥ ডান পাশের মানুষেরা পান করার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবে

١٨٩٣ – حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ : حَدَّثَنَا مَعْنٌ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ. قَالَ : وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُتِيَ بِلَبَنٍ قَدْ شِيْبَ بِمَاءٍ؛ وَعَنْ يَمِيْنِهِ أَعْرَابِيٌّ، وَعَنْ يَسَارِهِ أَبُوْ بَكْرٍ، فَشَرِبَ، ثُمَّ أَعْطَى الْأَعْرَابِيَّ، وَقَالَ : "اَلْأَيْمَنُ، فَالْأَيْمَنُ".

– صحيح : "ابن ماجه" (٣٤٢٥) ق.

১৮৯৩। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, পানি মিশানো দুধ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে হাযির করা হল। একজন বেদুঈন লোক ছিল তাঁর ডান পাশে এবং আবূ বাক্র (রাঃ) ছিলেন বাম পাশে। তা তিনি প্রথমে নিজে পান করলেন, তারপর বেদুঈনকে দিলেন এবং বললেন ঃ প্রথমে ডান পাশের মানুষেরা পর্যায়ক্রমে অগ্রাধিকার পাবে।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (৩৪২৫), বুখারী ও মুসলিম

ইবনু আব্বাস, সাহল ইবনু সা'দ, ইবনু উমার ও আবদুল্লাহ ইবনু বুস্র (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন।

٢٠ – بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ سَاقِيَ الْقَوْمِ آخِرُهُمْ شُرْبًا

অনুচ্ছেদঃ ২০॥ সবার পান করা শেষে পরিবেশনকারী পান করবে

١٨٩٤ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ،

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِيْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : "سَاقِي الْقَوْمِ؛ آخِرُهُمْ شُرْبًا".

– صحيح : "ابن ماجه" (٣٤٣٤) م.

১৮৯৪। আবূ কাতাদা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ লোকদেরকে পানীয় পরিবেশনকারী সবার পান করা শেষে পান করবে।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (৩৪৩৪), মুসলিম

ইবনু আবী আওফা (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন।

٢١–بَابُ مَا جَاءَ أَيُّ الشَّرَابِ كَانَ أَحَبَّ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

অনুচ্ছেদ ঃ ২১ ॥ কোন্ ধরণের পানীয় দ্রব্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বেশি প্রিয় ছিল?

١٨٩٥ – حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عُمَرَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : كَانَ أَحَبُّ الشَّرَابِ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَلْحُلْوَ الْبَارِدَ.

– صحيح : "المشكاة" (٤٢٨٢–التحقيق الثاني)، "الصحيحة" (٣٠٠٦)، "مختصر الشمائل" (١٧٥).

১৮৯৫। আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঠাণ্ডা মিষ্টি শরবত বেশি পছন্দ করতেন।

সহীহ্, মিশকাত তাহকীক ছানী (৪২৮২), সহীহা (৩০০৬), মুখতাসার শামা-ইল (১৭৫)

আবূ ঈসা বলেন, একাধিক বর্ণনাকারী ইবনু উয়াইনা হতে, তিনি মা'মার হতে, তিনি যুহ্রী হতে, তিনি উরওয়া হতে, তিনি আইশা (রাঃ)

হতে এ হাদীসটি একইরকম বর্ণনা করেছেন। তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে যুহরীর সূত্রে মুরসাল বর্ণনাটিই সহীহ।

١٨٩٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَيُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ : أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سُئِلَ أَيُّ الشَّرَابِ أَطْيَبُ؟ قَالَ : "اَلْحُلْوُ الْبَارِدُ".

– صحيح : انظر ما قبله.

১৮৯৬। যুহ্‌রী (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করা হল, কোন্ প্রকার পানীয় দ্রব্য বেশি ভাল? তিনি বললেনঃ ঠাণ্ডা মিষ্টি শরবত।

সহীহ্, দেখুন পূর্বের হাদীস

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি আবদুর রাযযাক (রাহঃ) মা'মার হতে, তিনি যুহ্‌রী হতে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সূত্রে একইভাবে মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন। এটি ইবনু উয়াইনার রিওয়ায়াতের চাইতে অনেক বেশি সহীহ।

بسم الله الرحمن الرحيم

পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

٢٥ - كِتَابُ الْبِرِّ وَالصِّلَةِ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ

অধ্যায় ২৫ ঃ সদ্ব্যবহার ও পারস্পরিক সম্পর্ক বজায় রাখা

١ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ بِرِّ الْوَالِدَيْنِ

অনুচ্ছেদ ১ ॥ বাবা-মায়ের সাথে উত্তম আচরণ

١٨٩٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ : أَخْبَرَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيْمٍ : حَدَّثَنِيْ أَبِيْ، عَنْ جَدِّيْ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللهِ! مَنْ أَبَرُّ؟ قَالَ : "أُمَّكَ"، قَالَ : قُلْتُ : ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ : "أُمَّكَ"، قَالَ : قُلْتُ : ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ : "أُمَّكَ"، قَالَ : قُلْتُ : ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ : "ثُمَّ أَبَاكَ، ثُمَّ الْأَقْرَبَ، فَالْأَقْرَبَ".

- حسن : "المشكاة" (٤٩٢٩).

১৮৯৭। বাহ্য ইবনু হাকীমের দাদা (মু'আবিয়া ইবনু হাইদা রাঃ.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! কোন্ ব্যক্তির সাথে আমি উত্তম আচরণ করব? তিনি বললেন ঃ তোমার মায়ের সাথে। আমি প্রশ্ন করলাম, এরপর কার সাথে? তিনি বললেন ঃ তোমার মায়ের সাথে। আমি আবার প্রশ্ন করলাম, এরপর কার সাথে? তিনি বললেন ঃ তোমার মায়ের সাথে। আমি আবার প্রশ্ন করলাম, এরপর কার সাথে? তিনি বললেন ঃ তারপর তোমার বাবার সাথে, তারপর নিকটাত্মীয়তার ক্রমানুসারে উত্তম আচরণ করবে।

হাসান, মিশকাত (৪৯২৯)

আবূ হুরাইরা, আবদুল্লাহ্ ইবনু আমর, আইশা ও আবুদ দারদা (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা বলেন, বাহয ইবনু হাকীমের অপর নাম আবূ মুআবিয়া ইবনু হাইদা। এ হাদীসটি হাসান। শুবা (রাহঃ) বাহ্য ইবনু হাকীমের সমালোচনা করেছেন। কিন্তু হাদীস পারদর্শীদের মতে তিনি একজন সিকাহ্ বর্ণনাকারী। তার নিকট হতে মা'মার, সুফিয়ান সাওরী, হাম্মাদ ইবনু সালামা প্রমুখ হাদীসের ইমামগণ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٢ - بَابٌ مِّنْهُ

অনুচ্ছেদ ঃ ২ ॥ (সবচাইতে উত্তম কাজ)

١٨٩٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ، عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ الْعَيْزَارِ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ، قَالَ : سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ، فَقُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللهِ! أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ : "اَلصَّلَاةُ لِمِيْقَاتِهَا"، قُلْتُ : ثُمَّ مَاذَا يَا رَسُوْلَ اللهِ؟! قَالَ : "بِرُّ الْوَالِدَيْنِ"، قُلْتُ : ثُمَّ مَاذَا يَا رَسُوْلَ اللهِ؟! قَالَ : "اَلْجِهَادُ فِي سَبِيْلِ اللهِ"، ثُمَّ سَكَتَ عَنِّي رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، وَلَوِ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي.

- صحيح : "الصحيحة" (١٤٨٩) ق.

১৮৯৮। ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! কোন্ কাজটি সবচাইতে উত্তম? তিনি বললেন ঃ নামায তার নির্ধারিত সময়ে আদায় করা। আমি আবার প্রশ্ন করলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! এরপর কোন্টি? তিনি বললেন ঃ বাবা-মায়ের সাথে উত্তম আচরণ করা। আমি আবারো প্রশ্ন করলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! তারপর কোন্টি? তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলার পথে

জিহাদ করা। এরপর আমাকে কিছু বলা হতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নীরব থাকেন। আমি তাঁকে আরো প্রশ্ন করলে নিশ্চয়ই আমাকে তিনি আরো জানাতেন।

সহীহ্, সহীহা (১৪৮৯), বুখারী, মুসলিম

আবূ আমরের নাম সা'দ ইবনু ইয়াস। এ হাদীসটিকে আবূ ঈসা হাসান সহীহ্ বলেছেন। এ হাদীসটি আল-ওয়ালীদ ইবনুল আইযার হতে আশ-শাইবানী ও শুবা-সহ একাধিক বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন। আবূ আমর আশ-শাইবানী-ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হতে একাধিকসূত্রে এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।

٣ - بَابُ مَا جَاءَ مِنَ الْفَضْلِ فِيْ رِضَا الْوَالِدَيْنِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩ ॥ বাবা-মায়ের সন্তুষ্টির ফাযীলাত

١٨٩٩ - حَدَّثَنَا أَبُوْ حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : "رِضَى الرَّبِّ فِيْ رِضَى الْوَالِدِ، وَسَخَطُ الرَّبِّ فِيْ سَخَطِ الْوَالِدِ".

- صحيح : "الصحيحة" (٥١٥).

১৮৯৯। আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ বাবার সন্তুষ্টির মধ্যেই আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি এবং বাবার অসন্তুষ্টির মধ্যেই আল্লাহ্ তা'আলার অসন্তুষ্টি রয়েছে।

সহীহ্, সহীহা (৫১৫)

উপরোক্ত হাদীসের মতো হাদীস মুহাম্মাদ ইবনু বাশশার-মুহাম্মাদ ইবনু জাফর হতে, তিনি শুবা হতে, তিনি ইয়ালা ইবনু আতা হতে, তিনি তার পিতা-আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হতে এই সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে।

এটাকে তিনি মারফূ হাদীস হিসেবে বর্ণনা করেননি এবং এটাই অনেক বেশি সহীহ।

আবূ ঈসা বলেন, এটিকে শুবার সঙ্গীগণ একইভাবে মাওকূফ হিসেবে শুবা হতে, তিনি ইয়ালা ইবনু আতা হতে, তিনি তার পিতা-আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এটা শুবার সূত্রে মারফূ (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী) হিসাবে শুধু খালিদ ইবনুল হারিস (রাহঃ) বর্ণনা করেছেন। খালিদ ইবনুল হারিস একজন সিকাহ ও বিশ্বস্ত বর্ণনাকারী। মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না বলেন, আমি বসরায় খালিদের সমতুল্য এবং কূফায় আবদুল্লাহ ইবনু ইদরীসের মতো যোগ্য কোন ব্যক্তিকে দেখিনি। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীসটি বর্ণিত আছে।

١٩٠٠ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ : أَنَّ رَجُلاً أَتَاهُ، فَقَالَ : إِنَّ لِي امْرَأَةً، وَإِنَّ أُمِّي تَأْمُرُنِي بِطَلاَقِهَا؟ قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : "اَلْوَالِدُ أَوْسَطُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، فَإِنْ شِئْتَ؛ فَأَضِعْ ذَلِكَ الْبَابَ أَوِ احْفَظْهُ".

- صحيح : "الصحيحة" (٩١٠)، "المشكاة" (٤٩٢٨- التحقيق الثاني).

১৯০০। আবুদ দারদা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, তার কাছে একজন লোক এসে বলল, আমার এক স্ত্রী আছে। আমার মা আমাকে নির্দেশ দিচ্ছেন তাকে তালাক দেয়ার জন্য। আবুদ দারদা (রাঃ) বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি বলতে শুনেছিঃ জান্নাতের সর্বোত্তম দরজা হচ্ছে বাবা। তুমি ইচ্ছা করলে এটা ভেঙ্গে ফেলতে পার অথবা এর রক্ষণাবেক্ষণও করতে পার।

সহীহ, সহীহা (৯১০), মিশকাত, তাহকীক ছানী (৪৯২৮)

ইবনু আবী উমার বলেন ঃ সুফিয়ান কখনো মায়ের কথা বলেছেন আবার কখনো বাবার কথা বলেছেন।

এ হাদীসটি সহীহ। আবূ আবদুর রাহমান আস-সুলামীর নাম আবদুল্লাহ্ ইবনু হাবীব।

٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ عُقُوْقِ الْوَالِدَيْنِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪ ॥ বাবা-মায়ের অবাধ্য হওয়া কাবীরা গুনাহ

١٩٠١ - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ : حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِيْ بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "أَلاَ أُحَدِّثُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟!"، قَالُوْا : بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! قَالَ : "اَلْإِشْرَاكُ بِاللّٰهِ، وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ"، قَالَ : وَجَلَسَ- وَكَانَ مُتَّكِئًا-، فَقَالَ : "وَشَهَادَةُ الزُّوْرِ-أَوْ قَوْلُ الزُّوْرِ-"، فَمَا زَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُهَا، حَتّٰى قُلْنَا : لَيْتَهُ سَكَتَ!

- صحيح : "غاية المرام" (٢٧٧) ق.

১৯০১। আবদুর রাহমান ইবনু আবী বাকরা (রাঃ) হতে তার বাবার সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি (আবূ বাকরা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি কি তোমাদেরকে সর্বাধিক কাবীরা গুনাহের ব্যাপারে জানিয়ে দিবো না? সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! অবশ্যই জানিয়ে দিন। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলার সাথে অংশীদারিত্ব স্থাপন করা এবং বাবা-মায়ের অবাধ্য হওয়া। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি হেলান দিয়ে বসা ছিলেন। তিনি সোজা হয়ে বসেন এবং বলেন ঃ এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া ও মিথ্যা বলা। একথাটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবিরতভাবে বলতে থাকেন। আমরা (মনে মনে) বলতে লাগলাম, আহা! তিনি যদি থামতেন, চুপ করতেন! **সহীহ, গাইয়াতুল মারাম (২৭৭), বুখারী,মুসলিম**

আবূ সাঈদ (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। আবূ বাকরার নাম নুফাই, পিতা আল-হারিস।

١٩٠٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "مِنَ الْكَبَائِرِ أَنْ يَشْتُمَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ"، قَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! وَهَلْ يَشْتُمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟! قَالَ : "نَعَمْ؛ يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ، فَيَشْتُمُ أَبَاهُ، وَيَشْتُمُ أُمَّهُ، فَيَسُبُّ أُمَّهُ".

- صحيح : "التعليق الرغيب" (٣/٢٢١).

১৯০২। আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি কর্তৃক তার বাবা-মাকে গালিগালাজ করা কাবীরা গুনাহ্। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! কেউ কি তার মা-বাবাকে গালিগালাজ করতে পারে? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ। কোন লোক অন্য কারো বাবাকে গালি দেয়। এর উত্তরে সেও তার বাবাকে গালি দেয়। সে অন্য কারো মাকে গালি দেয়। এর উত্তরে ঐ ব্যক্তিও তার মাকে গালি দেয়।

সহীহ, তা'লীকুর রাগীব (৩/২২১)।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

٥ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ إِكْرَامِ صَدِيْقِ الْوَالِدِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৫ ॥ বাবার বন্ধু-বান্ধবদের প্রতি সম্মান দেখানো

١٩٠٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ : أَخْبَرَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ : أَخْبَرَنِي الْوَلِيْدُ بْنُ أَبِي الْوَلِيْدِ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ

ابْنِ دِيْنَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ : "إِنَّ أَبَرَّ الْبِرِّ أَنْ يَصِلَ الرَّجُلُ أَهْلَ وُدِّ أَبِيْهِ".

– صحيح : "الضعيفة" (٢٠٨٩) م.

১৯০৩। ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি বলতে শুনেছি ঃ সর্বাধিক সাওয়াবের কাজ হচ্ছে বাবার বন্ধু-বান্ধবদের সাথেও সম্পর্ক বজায় রাখা।

সহীহ, যঈফা (২০৮৯), মুসলিম।

আবূ উসাইদ (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসের সনদ সহীহ্। এ হাদীসটি ইবনু উমার (রাঃ) হতে অন্যান্য সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে।

٦ – بَابُ مَا جَاءَ فِيْ بِرِّ الْخَالَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৬ ॥ খালার সাথে উত্তম আচরণ করা

١٩٠٤ – حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيْعٍ : حَدَّثَنَا أَبِيْ، عَنْ إِسْرَائِيْلَ. (ح) قَالَ : وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ – وَهُوَابْنُ مَدُّوِيْهِ –: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ابْنُ مُوْسَى، عَنْ إِسْرَائِيْلَ – وَاللَّفْظُ لِحَدِيْثِ عُبَيْدِ اللهِ –، عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : "اَلْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الأُمِّ".

– صحيح : "الإرواء" (٢١٩٠) ق.

১৯০৪। বারাআ ইবনু আযিব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ খালা হলো মাতৃস্থানীয়।

সহীহ, ইরওয়া (২১৯০), বুখারী, মুসলিম।

এ হাদীসের সাথে একটি দীর্ঘ ঘটনা রয়েছে। এ হাদীসটি সহীহ্।

– حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ : حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ، عَنْ أَبِيْ بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللهِ! إِنِّيْ أَصَبْتُ ذَنْبًا عَظِيْمًا؛ فَهَلْ لِيْ تَوْبَةٌ؟ قَالَ : "هَلْ لَكَ مِنْ أُمٍّ؟"، قَالَ : لاَ، قَالَ : "هَلْ لَكَ مِنْ خَالَةٍ؟"، قَالَ : نَعَمْ، قَالَ : "فَبِرَّهَا".

– صحيح : "التعليق الرغيب" (٣/٢١٨).

ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট একজন লোক এসে বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আমি একটি কাবীরা গুনাহ্ করে ফেলেছি। আমার তাওবাহ্ করার সুযোগ আছে কি? তিনি প্রশ্ন করেন ঃ তোমার মা কি বেঁচে আছেন? সে বলল, না। তিনি আবার প্রশ্ন করেন ঃ তোমার খালা কি বেঁচে আছেন? সে বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন ঃ তার সাথে উত্তম আচরণ কর।

সহীহ্, তা'লীকুর রাগীব (৩/২১৮)।

আলী এবং বারাআ ইবনু আ'-যিব (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস ইবনু আবী উমার-সুফিয়ান ইবনু উয়াইনা হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু সূকা হতে, তিনি আবূ বাক্‌র ইবনু হাফস হতে এই সূত্রেও বর্ণিত আছে। এ সূত্রে ইবনু উমার (রাঃ)-এর কথা উল্লেখ নেই। এই সূত্রটি পূর্বোল্লেখিত মু'আবিয়ার সূত্রের চাইতে অনেক বেশি সহীহ্। আবূ বাক্‌র ইবনু হাফস হলেন ইবনু উমার ইবনু সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস।

٧ – بَابُ مَا جَاءَ فِيْ دَعْوَةِ الْوَالِدَيْنِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৭ ॥ (সন্তানের প্রতি) বাবা-মায়ের দু'আ

١٩٠٥ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ : أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ

عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِيْ كَثِيْرٍ، عَنْ أَبِيْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : "ثَلَاثُ دَعْوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ، لَا شَكَّ فِيْهِنَّ : دَعْوَةُ الْمَظْلُوْمِ، وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ، وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ".

– حسن : "ابن ماجه" (٣٨٦٢).

১৯০৫। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তিন প্রকারের দু'আ অবশ্যই মঞ্জুর করা হয়, তাতে কোনরকম সন্দেহ নেই। নির্যাতিত ব্যক্তির দু'আ, মুসাফিরের দু'আ এবং সন্তানের প্রতি বাবার বদ-দু'আ।

হাসান, ইবনু মা-জাহ (৩৮৬২)।

আবূ ঈসা বলেন, এই হাদীসটি ইয়াহ্ইয়া ইবনু আবী কাসীরের সূত্রে হাজ্জাজ আস-সাওয়াফ হিশামের রিওয়ায়াতের মতোই বর্ণনা করেছেন। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে যে আবূ জাফার হাদীসটি বর্ণনা করেন তিনি হলেন আবূ জাফার আল-মুআয্যিন। তার নাম সম্পর্কে আমরা অজ্ঞ। ইয়াহইয়া ইবনু আবী কাসীরও তার সূত্রে একাধিক হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٨ – بَابُ مَا جَاءَ فِيْ حَقِّ الْوَالِدَيْنِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৮ ॥ বাবা-মায়ের অধিকার

١٩٠٦ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوْسَى : أَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِيْ صَالِحٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : "لَا يَجْزِيْ وَلَدٌ وَالِدًا؛ إِلَّا أَنْ يَّجِدَهُ مَمْلُوْكًا، فَيَشْتَرِيَهُ، فَيُعْتِقَهُ".

– صحيح : "ابن ماجه" (٣٦٥٩) م.

১৯০৬। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সন্তান কোন

অবস্থাতেই তার বাবার সম্পূর্ণ অধিকার আদায়ে সক্ষম নয়। কিন্তু সে তার বাবাকে গোলাম অবস্থায় পেলে এবং তাকে কিনে মুক্ত করে দিলে তবে সামান্য অধিকার আদায় হয়।

সহীহ, ইবনু মা-জাহ (৩৬৫৯), মুসলিম।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্। আমরা এ হাদীস বিষয়ে শুধুমাত্র সুহাইল ইবনু আবূ সালিহ-এর সূত্রেই জানতে পেরেছি। এ হাদীসটি সুহাইল ইবনু আবূ সালিহ-এর সূত্রে সুফিয়ান সাওরী ও একাধিক বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন।

٩ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ قَطِيْعَةِ الرَّحِمِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৯ ॥ রক্ত সম্পর্কের আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা

١٩٠٧ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عُمَرَ، وَسَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمَخْزُوْمِيُّ، قَالَا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ، قَالَ : اِشْتَكَى أَبُو الرَّدَّادِ اللَّيْثِيُّ، فَعَادَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ، فَقَالَ : خَيْرُهُمْ وَأَوْصَلُهُمْ مَا عَلِمْتُ أَبَا مُحَمَّدٍ! فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : "قَالَ اللّٰهُ - تَبَارَكَ وَتَعَالٰى -: أَنَا اللّٰهُ، وَأَنَا الرَّحْمٰنُ؛ خَلَقْتُ الرَّحِمَ، وَشَقَقْتُ لَهَا مِنْ اِسْمِيْ، فَمَنْ وَصَلَهَا؛ وَصَلْتُهُ، وَمَنْ قَطَعَهَا؛ بَتَتُّهُ".

- صحيح : "الصحيحة" (٥٢٠).

১৯০৭। আবূ সালামা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আবুর রাদ্দাদ (রাঃ) একবার অসুস্থ হলে তাঁকে আবদুর রাহমান ইবনু আওফ (রাঃ) দেখতে আসেন। আবুর রাদ্দাদ (রাঃ) বলেন, আমার জানামতে সবচেয়ে উত্তম ও সর্বাধিক আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রক্ষাকারী ব্যক্তি হলেন আবূ মুহাম্মাদ (আবদুর রাহমান)। আবদুর রাহমান (রাঃ) বললেন,

আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ পরিপূর্ণ কল্যাণ ও প্রাচুর্যের অধিকারী আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ 'আমিই আল্লাহ্ এবং আমিই রাহমান। আত্মীয়তার সম্পর্ককে আমিই সৃষ্টি করেছি এবং আমার নাম হতে নির্গত করে এই নাম (রাহমান হতে রেহেম) রেখেছি। যে ব্যক্তি এই সম্পর্ক বহাল রাখবে আমিও তার সাথে (রাহমাতের) সম্পর্ক বহাল রাখব। আর এই সম্পর্ক যে ব্যক্তি ছিন্ন করবে আমিও তার হতে (রাহমাতের) সম্পর্ক ছিন্ন করব"।

সহীহ্, সহীহাহ্ (৫২০)।

আবূ সাঈদ, ইবনু আবী আওফা, আমির ইবনু রাবীআ, আবূ হুরাইরা ও জুবাইর ইবনু মুতঈম (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা বলেন, যুহরীর সূত্রে আবূ সুফিয়ান কতৃক বর্ণিত হাদীসটি সহীহ। মা'মার এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন যুহ্রী হতে, তিনি আবূ সালামা হতে, তিনি রাদ্দাদ আল লাইসী হতে, তিনি আবদুর রাহমান ইবনু আওফ (রাঃ)-এর সূত্রে। মুহাম্মাদ বলেন, মা'মার বর্ণিত রিওয়ায়াতটিতে ভুল আছে।

١٠ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ صِلَةِ الرَّحِمِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১০ ॥ আত্মীয়তার সম্পর্ক বহাল রাখা

١٩٠٨ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عُمَرَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ : حَدَّثَنَا بَشِيْرٌ أَبُوْ إِسْمَاعِيْلَ، وَفِطْرُ بْنُ خَلِيْفَةَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : "لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ، وَلٰكِنَّ الْوَاصِلَ : اَلَّذِيْ إِذَا انْقَطَعَتْ رَحِمُهُ؛ وَصَلَهَا".

- صحيح : "غاية المرام" (٤٠٤)، "صحيح أبي داود" (١٤٨٩) ق.

১৯০৮। আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সমানুরূপ ব্যবহারের মনোভাব নিয়ে সম্পর্ক রক্ষাকারী আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী নয়, বরং কেউ কোন

ব্যক্তির সাথে সম্পর্ক নষ্ট করলেও সে যদি তার সাথে সম্পর্ক বজায় রাখে তবে সে-ই হচ্ছে প্রকৃত সম্পর্ক স্থাপনকারী।

সহীহ্, গাইয়াতুল মারাম (৪০৪), সহীহ আবূ দাউদ (১৪৮৯), বুখারী, মুসলিম।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্। সালমান, আইশা ও আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে।

١٩٠٩ – حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، وَنَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالُوا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ".

– صحيح : "غاية المرام" (٤٠٧)، "صحيح أبي داود" (١٤٨٨) ق.

১৯০৯। মুহাম্মাদ ইবনু জুবাইর (রাহঃ) হতে তার বাবার সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি (জুবাইর) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কর্তনকারী (আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী) জান্নাতে যেতে পারবে না।

সহীহ্, গাইয়াতুল মারাম (৪০৮), সহীহ আবূ দাউদ (১৪৮৮), বুখারী, মুসলিম।

ইবনু আবী উমার বলেন, সুফিয়ান বলেছেন, অর্থাৎ আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

١٢ – بَابُ مَا جَاءَ فِي رَحْمَةِ الْوَلَدِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১২ ॥ সন্তানদের প্রতি দয়া-অনুগ্রহ করা

١٩١١ – حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالاَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ :

أَبْصَرَ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ النَّبِيَّ ﷺ؛ وَهُوَ يُقَبِّلُ الْحَسَنَ- قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ : اَلْحُسَيْنَ، أَوِ الْحَسَنَ-، فَقَالَ : إِنَّ لِيْ مِنَ الْوَلَدِ عَشَرَةً، مَا قَبَّلْتُ أَحَدًا مِّنْهُمْ! فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "إِنَّهُ مَنْ لاَ يَرْحَمُ لاَ يُرْحَمُ".

– صحيح : "تخريج مشكلة الفقر" (١٠٨) ق.

১৯১১। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আল-আকরা ইবনু হাবিস (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখলেন যে, তিনি হাসানকে চুমু খাচ্ছেন। ইবনু আবী উমার তার বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন যে, তিনি হাসান অথবা হুসাইনকে চুমু খেয়েছেন। আল-আকরা (রাঃ) বলেন, আমার দশটি সন্তান আছে কিন্তু আমি তাদের কাউকে কখনো চুমু দেইনি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি দয়া-অনুগ্রহ করে না সে দয়া-অনুগ্রহপ্রাপ্ত হয় না।

সহীহ, তাখরীজ "মুশকিলাতুল ফাক্র" (১০৮), বুখারী, মুসলিম।

আবূ ঈসা বলেন, আনাস ও আইশা (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ সালামার নাম আবদুল্লাহ, পিতা আবদুর রাহমান। এ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

١٢ – بَابُ مَا جَاءَ فِى النَّفَقَةِ عَلَى الْبَنَاتِ وَالْأَخَوَاتِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩ ॥ মেয়ে সন্তান ও বোনদের উদ্দেশ্যে খরচ করা

١٩١٣ – حَدَّثَنَا الْعَلاَءُ بْنُ مَسْلَمَةَ الْبَغْدَادِيُّ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَجِيْدِ ابْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "مَنِ ابْتُلِيَ بِشَيْءٍ مِنَ الْبَنَاتِ، فَصَبَرَ عَلَيْهِنَّ؛ كُنَّ لَهُ حِجَابًا مِّنَ النَّارِ".

– صحيح : ق.

১৯১৩। আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি তার মেয়ে সন্তানদের জন্য কোনরকম পরীক্ষার সম্মুখীন হয় (বিপদগ্রস্ত হয়), সে তাদের ব্যাপারে ধৈর্য ধরলে তার জন্য তারা জাহান্নাম হতে আবরণ (প্রতিবন্ধক) হবে।

সহীহ, বুখারী, মুসলিম।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান।

١٩١٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَزِيْرٍ الْوَاسِطِيُّ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ- هُوَ الطَّنَافِسِيُّ -: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ الرَّاسِبِيُّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : "مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ؛ دَخَلْتُ أَنَا وَهُوَ الْجَنَّةَ؛ كَهَاتَيْنِ". - وَأَشَارَ بِأُصْبُعَيْهِ-.

- **صحيح : "الصحيحة" (٢٩٧) م.**

১৯১৪। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে লোক দুটি মেয়ে সন্তানকে লালন-পালন করবে, আমি এবং সে এভাবে একসাথে পাশাপাশি জান্নাতে যাব। এই বলে তিনি নিজের হাতের দুটি আঙ্গুল একত্র করে ইশারায় বুঝিয়ে দিলেন।

সহীহ, সহীহাহ্ (২৯৭), মুসলিম।

আবূ ঈসা বলেন, এই সূত্রে হাদীসটি হাসান গারীব।

١٩١٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : دَخَلَتِ امْرَأَةٌ مَعَهَا ابْنَتَانِ لَهَا، فَسَأَلَتْ، فَلَمْ

تَجِدْ عِنْدِي شَيْئًا غَيْرَ تَمْرَةٍ، فَأَعْطَيْتُهَا إِيَّاهَا، فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا، وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا، ثُمَّ قَامَتْ، فَخَرَجَتْ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ، فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "مَنِ ابْتُلِيَ بِشَيْءٍ مِنْ هٰذِهِ الْبَنَاتِ؛ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ".

- صحيح : "التعليق الرغيب" (٣/٨٣) م.

১৯১৫। আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, একজন মহিলা তার দুই মেয়েসহ আমার নিকটে এল এবং আমার কাছে কিছু চাইল। কিন্তু একটি খেজুর ব্যতীত আমার নিকটে আর কিছুই ছিল না। আমি সেটিই তাকে দিলাম। সে খেজুরটিকে ভাগ করে তার দুই মেয়ের হাতে দিল এবং নিজে মোটেও খেল না। তারপর সে উঠে চলে গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে আসার পর আমি বিষয়টি তাঁকে অবহিত করলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ যে লোক মেয়ে সন্তানদের নিয়ে এ ধরনের পরীক্ষার (বিপদের) সম্মুখীন হয়, তারা তার জন্য জাহান্নামের প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে।

সহীহ, তা'লীকুর রাগীব (৩/৮৩), মুসলিম।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্। এই সনদ সূত্রে মুহাম্মাদ ইবনু উবাইদ মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল আযীয হতে একাধিক হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি তার বর্ণনায় বর্ণনাকারীর নাম আবূ বাকর ইবনু উবাইদুল্লাহ ইবনু আনাস উল্লেখ করেছেন। সঠিক হল উবাইদুল্লাহ ইবনু আবী বাকর ইবনু আনাস।

١٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِي رَحْمَةِ الْيَتِيمِ، وَكَفَالَتِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪ ॥ ইয়াতীমের প্রতি দয়া প্রদর্শন এবং তার লালন-পালন

١٩١٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عِمْرَانَ أَبُو الْقَاسِمِ الْمَكِّيُّ الْقُرَشِيُّ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ :

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : "أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيْمِ فِي الْجَنَّةِ؛ كَهَاتَيْنِ". -وَأَشَارَ بِأُصْبُعَيْهِ؛ يَعْنِيْ : اَلسَّبَّابَةَ وَالْوُسْطٰى -.

- صحيح : "الصحيحة" (٨٠٠) خ.

১৯১৮। সাহ্ল ইবনু সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি ও ইয়াতীমের তত্ত্বাবধানকারী এই দুই আঙ্গুলের অনুরূপ একসাথে জান্নাতে বসবাস করব। এই কথা বলে তিনি তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করে দেখান।

সহীহ্, সহীহাহ্ (৮০০), বুখারী

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

١٥ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ رَحْمَةِ الصِّبْيَانِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫ ॥ শিশুদের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করা

١٩١٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوْقٍ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ وَاقِدٍ، عَنْ زَرْبِيٍّ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ : جَاءَ شَيْخٌ يُرِيْدُ النَّبِيَّ ﷺ، فَأَبْطَأَ الْقَوْمُ عَنْهُ أَنْ يُوَسِّعُوْا لَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَّمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا، وَيُوَقِّرْ كَبِيْرَنَا".

- صحيح : "الصحيحة" (٢١٩٦).

১৯১৯। যারবী (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আনাস ইবনু মালিক (রাঃ)-কে আমি বলতে শুনেছি ঃ একজন বয়স্ক লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে দেখা করার উদ্দেশ্যে আসে। লোকেরা তার জন্য পথ ছাড়তে বিলম্ব করে। (তা দেখে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ যে লোক আমাদের শিশুদের আদর করে না এবং আমাদের বড়দের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে না সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। সহীহ, সহীহাহ্ (২১৯৬)

আবদুল্লাহ ইবনু আমর, আবূ হুরাইরা, ইবনু আব্বাস ও আবূ উমামা (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গারীব। আনাস (রাঃ) এবং অন্যান্য সাহাবী হতেও যারবীর বেশ কিছু মুনকার হাদীস রয়েছে।

١٩٢٠ – حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ "لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَّمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا، وَيَعْرِفْ شَرَفَ كَبِيْرِنَا".

– صحيح : "التعلق الرغيب" (١/١٦).

১৯২০। আমর ইবনু শুআইব (রাহঃ) হতে পর্যায়ক্রমে তার বাবা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি (দাদা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে লোক আমাদের শিশুদের আদর করে না এবং আমাদের বড়দের সম্মানের প্রতি খেয়াল রাখে না সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।

সহীহ, তা'লীকুর রাগীব (১/১৬)

এ হাদীসটি হান্নাদ আব্দাহ্ হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক হতে এই সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে এবং তাতে রয়েছে ঃ "বড়দের অধিকার জ্ঞান রাখে না"।

١٦ – بَابُ مَا جَاءَ فِيْ رَحْمَةِ النَّاسِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬ ॥ মানুষের প্রতি দয়া-অনুগ্রহ করা

١٩٢٢ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ أَبِيْ خَالِدٍ : حَدَّثَنَا قَيْسٌ : حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : "مَنْ لَّا يَرْحَمُ النَّاسَ؛ لَا يَرْحَمُهُ اللهُ".

– صحيح : "تخريج مشكلة الفقر" (١٠٨) ق.

১৯২২। জারীর ইবনু আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে লোক মানুষের প্রতি দয়া-অনুগ্রহ প্রদর্শন করে না তাকে আল্লাহ তা'আলাও দয়া করেন না।

সহীহ, তাখরীজু মুশকিলাতিল ফাকর (১০৮), বুখারী, মুসলিম

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্। আবদুর রাহমান ইবনু আওফ, আবূ সাঈদ, ইবনু উমার, আবূ হুরাইরা ও আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে।

١٩٢٣ - حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ : حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، قَالَ : كَتَبَ بِهِ إِلَيَّ مَنْصُوْرٌ- وَقَرَأْتُهُ عَلَيْهِ -، سَمِعَ أَبَا عُثْمَانَ- مَوْلَى الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ-، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ يَقُوْلُ : "لاَتُنْزَعُ الرَّحْمَةُ إِلاَّ مِنْ شَقِيٍّ".

- حسن : "المشكاة" (٤٩٦٨- التحقيق الثاني).

১৯২৩। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আবুল কাসিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি বলতে শুনেছি ঃ শুধুমাত্র হৃদয়হীন, নিষ্ঠুর ও দুর্ভাগা মানুষের কাছ থেকেই রাহমাত ছিনিয়ে নেয়া হয়।

হাসান, মিশকাত তাহকীক ছানী (৪৯৬৮)।

আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে হাদীস বর্ণনাকারী আবূ উসমানের নাম অজ্ঞাত। বর্ণিত আছে যে, তিনি মূসা ইবনু আবূ উসমানের বাবা, যার নিকট হতে আবুয যিনাদ হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবুয যিনাদ (রাহঃ) মূসা ইবনু আবী উসমান হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সূত্রে একাধিক হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান।

١٩٢٤ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عُمَرَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ

دِيْنَارٍ، عَنْ أَبِيْ قَابُوْسَ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "اَلرَّاحِمُوْنَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمٰنُ، اِرْحَمُوْا مَنْ فِي الْأَرْضِ؛ يَرْحَمْكُمْ مَّنْ فِي السَّمَاءِ، اَلرَّحِمُ شُجْنَةٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ، فَمَنْ وَصَلَهَا؛ وَصَلَهُ اللّٰهُ، وَمَنْ قَطَعَهَا؛ قَطَعَهُ اللّٰهُ".

– صحيح : "الصحيحة" (٩٢٢).

قال أبو عيسي: لهزا حل يث حسن صحيع

১৯২৪। আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা দয়ালুদের উপর দয়া ও অনুগ্রহ করেন। যারা যমীনে বসবাস করছে তাদের প্রতি তোমরা দয়া কর, তাহলে যিনি আকাশে আছেন তিনি তোমাদের প্রতি দয়া করবেন। দয়া রাহমান হতে উদ্গত। যে লোক দয়ার সম্পর্ক বজায় রাখে আল্লাহ তা'আলাও তার সাথে নিজ সম্পর্ক বজায় রাখেন। যে লোক দয়ার সম্পর্ক ছিন্ন করে, আল্লাহ তা'আলাও তার সাথে দয়ার সম্পর্ক ছিন্ন করেন।

সহীহ, সহীহাহ্ (৯২২)।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

١٧ – بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّصِيْحَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭ ॥ উপদেশ দেয়া বা কল্যাণ কামনা

١٩٢٥ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ أَبِيْ خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِيْ حَازِمٍ، عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ، قَالَ : بَايَعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى إِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ.

– صحيح : ق.

১৯২৫। জারীর ইবনু আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে নামায বাস্তবায়ন, যাকাত আদায় এবং প্রত্যেক মুসলমানের কল্যাণ কামনার শপথ (বাই'আত) করেছি।

সহীহ, বুখারী, মুসলিম।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

١٩٢٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسٰى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : "اَلدِّينُ النَّصِيحَةُ" ثَلَاثَ مِرَارٍ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللّٰهِ! لِمَنْ؟ قَالَ : "لِلّٰهِ، وَلِكِتَابِهِ، وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، وَعَامَّتِهِمْ".

- صحيح : "الإرواء" (٢٦)، "غاية المرام" (٣٣٢) م.

১৯২৬। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ধর্ম হচ্ছে কল্যাণ কামনার নাম। একথাটি তিনি তিনবার বললেন। সাহাবীগণ প্রশ্ন করেন, হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! কার কল্যাণ কামনা করা? তিনি বললেন ঃ আল্লাহ, তাঁর গ্রন্থের, মুসলমানদের নেতৃবর্গের এবং মুসলমান সর্বসাধারণের।

সহীহ, ইরওয়া(৯২৬), গাইয়াতুল মারাম (৩৩২), মুসলিম।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্। ইবনু উমার, তামীম আদ-দারী, জারীর, হাকীম ইবনু আবী ইয়াযীদ তার পিতার সূত্রে এবং সাওবান (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে।

١٨ - بَابُ مَا جَاءَ فِي شَفَقَةِ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৮ ॥ মুসলমানের পরস্পরের প্রতি সহমর্মিতা পোষণ

١٩٢٧ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ أَسْبَاطِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ : حَدَّثَنِي

أَبِيْ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : "اَلْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ : لاَ يَخُوْنُهُ، وَلاَ يَكْذِبُهُ، وَلاَ يَخْذُلُهُ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ : عِرْضُهُ، وَمَالُهُ، وَدَمُهُ؛ اَلتَّقْوٰى هَا هُنَا، بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ؛ أَنْ يَّحْتَقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ".

– صحيح : "الإرواء" (٨/٩٩ – ١٠٠) م.

১৯২৭। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ এক মুসলমান অন্য মুসলমানের ভাই। সে তার সাথে কোনরকম বিশ্বাসঘাতকতা করবে না, তার প্রসঙ্গে মিথ্যা বলবে না, তাকে অপমান করবে না। প্রত্যেক মুসলমানের মান-সম্মান, ধন-সম্পদ ও রক্তের (জীবনের) উপর হস্তক্ষেপ করা অপর মুসলমানের উপর হারাম। তাক্বওয়া এখানে (অন্তরে)। কেউ মন্দ বলে প্রমাণিত হওয়ার জন্য এটুকুই যথেষ্ট যে, সে তার অপর মুসলিম ভাইকে তুচ্ছ জ্ঞান করে।

সহীহ্, ইরওয়া (৮/৯৯-১০০), মুসলিম।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব। আলী ও আবূ আইয়্যুব (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে।

١٩٢٨ – حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوْا : حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ بُرْدَةَ، عَنْ جَدِّهِ أَبِيْ بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيْ مُوْسَى الأَشْعَرِيِّ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ "اَلْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ؛ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا".

صحيح : "تخريج المشكاة" (١٠٤) "الإيمان ابن يأبي شيبة" (٩٠)ق.

১৯২৮। আবূ মূসা আল-আশআরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ একজন

মু'মিন ব্যক্তি অন্য মু'মিনের জন্য একটি সুদৃঢ় প্রাসাদস্বরূপ, যার একটি অংশ অপর অংশকে শক্তিশালী করে।

সহীহ, মিশকাত (১০৪), আল-ঈমান ইবনু আবী শাইবা (৯০), বুখারী, মুসলিম।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

١٩ - بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّتْرِ عَلَى الْمُسْلِمِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৯ ॥ মুসলমানের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখা

١٩٣٠ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ أَسْبَاطِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ : حَدَّثَنِي أَبِي، عَنِ الْأَعْمَشِ، قَالَ: حُدِّثْتُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : "مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِّنْ كُرَبِ الدُّنْيَا؛ نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِّنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَّسَّرَ عَلٰى مُعْسِرٍ فِي الدُّنْيَا؛ يَسَّرَ اللّٰهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ عَلٰى مُسْلِمٍ فِي الدُّنْيَا؛ سَتَرَ اللّٰهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ، وَاللّٰهُ فِيْ عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِيْ عَوْنِ أَخِيْهِ".

- صحيح : "ابن ماجه" (١٢٢٥) م.

১৯৩০। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে লোক কোন মুসলমান লোকের দুনিয়াবী বিপদাপদের মধ্যে একটি বিপদও দূর করে দেয়, আল্লাহ্ তা'আলা তার পরকালের বিপদাপদের কোন একটি বিপদ দূর করে দিবেন। যে লোক দুনিয়াতে অন্য কারো অভাব দূর করে দেয়, তার দুনিয়া ও আখিরাতের অসুবিধাগুলোকে আল্লাহ তা'আলা সহজ করে দিবেন। যে লোক দুনিয়ায় কোন মুসলমানের দোষ-ত্রুটিকে গোপন রাখে, আল্লাহ তা'আলা দুনিয়া ও আখিরাতে তার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবেন। যে পর্যন্ত

বান্দাহ তার ভাইয়ের সাহায্য-সহযোগিতায় নিয়োজিত থাকে, সে পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলাও তার সাহায্য-সহযোগিতায় নিয়োজিত থাকেন।

সহীহ, ইবনু মা-জাহ (১২২৫), মুসলিম।

ইবনু উমার ও উকবা ইবনু আমির (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীসটি বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। এ হাদীসের মতো হাদীস আবূ আওয়ানা এবং বর্ণনাকারী আমাশ হতে, তিনি আবূ সালিহ হতে, তিনি আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তবে তারা এই সনদে "হুদ্দিসতু আন আবী সালিহ" কথাটুকু উল্লেখ করেননি।

٢٠ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الذَّبِّ عَنْ عِرْضِ الْمُسْلِمِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২০ ॥ কোন মুসলমানের মানসম্মানের উপর আসন্ন আক্রমণ প্রতিহত করা

١٩٣١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ : أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ النَّهْشَلِيِّ، عَنْ مَرْزُوقٍ أَبِي بَكْرٍ التَّيْمِيِّ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : "مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيهِ؛ رَدَّ اللَّهُ عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ".

- صحيح : "غاية المرام" (٤٣١).

১৯৩১। আবুদ দারদা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে লোক তার কোন ভাইয়ের মান-সম্মানের উপর আঘাত প্রতিরোধ করে, কিয়ামাত দিবসে আল্লাহ তা'আলা তার মুখমণ্ডল হতে জাহান্নমের আগুন প্রতিরোধ করবেন।

সহীহ, গাইয়াতুল মারাম (৪৩১)।

আসমা বিনতু ইয়াযীদ (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীসটি বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান।

٢١ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ الْهَجْرِ لِلْمُسْلِمِ
অনুচ্ছেদ ঃ ২১ ॥ মুসলিম ভাইয়ের সাথে কথা-বার্তা ও মেলামেশা পরিত্যাগ করা নিষেধ

١٩٣٢ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عُمَرَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ : حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ. (ح) قَالَ : وَحَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِيْ أَيُّوْبَ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : "لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ، يَلْتَقِيَانِ، فَيَصُدُّ هٰذَا، وَيَصُدُّ هٰذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِيْ يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ".

- صحيح : "الإرواء" (٢٠٢٩) ق.

১৯৩২। আবূ আইয়ূব আনসারী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কোন মুসলমান ব্যক্তির জন্য তিনদিনের বেশি সময় ধরে তার ভাইয়ের সাথে কথা-বার্তা ও মেলামেশা ত্যাগ করা জায়িয নয়। তাদের দুজনের মধ্যে দেখা-সাক্ষাৎ হয়, অথচ একজন এদিকে এবং অন্যজন আরেক দিকে মুখ সরিয়ে নেয়। তাদের দুজনের মধ্যে যে ব্যক্তি প্রথমে সালাম দেয় সে-ই উত্তম।

সহীহ, ইরওয়া (২০২৯), বুখারী, মুসলিম।

আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ, আনাস, আবূ হুরাইরা, হিশাম ইবনু আমির ও আবূ হিন্‌দ আদ-দারী (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

٢٢ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ مُوَاسَاةِ الْأَخِ
অনুচ্ছেদ ঃ ২২ ॥ ভাইয়ের প্রতি সহানুভূতি দেখানো

١٩٣٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ :

حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ : لَمَّا قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ الْمَدِيْنَةَ؛ آخَى النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ، فَقَالَ لَهُ : هَلُمَّ أُقَاسِمْكَ مَالِيْ نِصْفَيْنِ، وَلِيَ امْرَأَتَانِ، فَأُطَلِّقُ إِحْدَاهُمَا، فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا؛ فَتَزَوَّجْهَا، فَقَالَ : بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ فِيْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، دُلُّوْنِيْ عَلَى السُّوْقِ، فَدَلُّوْهُ عَلَى السُّوْقِ، فَمَا رَجَعَ يَوْمَئِذٍ؛ إِلاَّ وَمَعَهُ شَيْءٌ مِّنْ أَقِطٍ وَسَمْنٍ، قَدِ اسْتَفْضَلَهُ، فَرَآهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَعْدَ ذٰلِكَ؛ وَعَلَيْهِ وَضَرٌ مِنْ صُفْرَةٍ، فَقَالَ : "مَهْيَمْ؟!"، قَالَ : تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِّنَ الْأَنْصَارِ، قَالَ : "فَمَا أَصْدَقْتَهَا؟"، قَالَ : نَوَاةً- قَالَ حُمَيْدٌ : أَوْ قَالَ : وَزْنَ نَوَاةٍ- مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ : "أَوْلِمْ؛ وَلَوْ بِشَاةٍ".

- صحيح : "ابن ماجه" (١٩٠٧) ق. وليس عندهم قصة سعد مع عبد الرحمن.

১৯৩৩। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আবদুর রাহমান ইবনু আওফ (রাঃ) মাদীনায় পৌঁছানোর পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার এবং সা'দ ইবনুর রাবী (রাঃ)-এর মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন স্থাপন করে দেন। সা'দ (রাঃ) তাকে বললেন, আসুন আমার সম্পদ উভয়ে অর্ধেক অর্ধেক ভাগ করে নিই। আমার দু'জন স্ত্রী আছে। আমি তাদের একজনকে তালাক দেই এবং সে তার ইদ্দাত পূর্ণ করলে আপনি তাকে বিয়ে করে ফেলুন। আবদুর রাহমান (রাঃ) বললেন, আপনাকে আপনার ধন-দৌলতে ও পরিবার-পরিজনে আল্লাহ্ তা'আলা বারকাত দান করুন। আপনারা আমাকে বাজারের পথটি দেখিয়ে দিন। তারা তাকে বাজারের পথটি দেখিয়ে দিলেন। সেদিন বাজার হতে তিনি লাভস্বরূপ কিছু পনির ও ঘি নিয়ে ফিরে আসেন। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন তার শরীরে হলুদ রং-এর চিহ্ন দেখে বললেন, কি ব্যাপার? তিনি বললেন, আমি একজন আনসার মহিলাকে বিয়ে করেছি। তিনি আবার প্রশ্ন করলেন ঃ মোহরানা হিসেবে

কি দিয়েছ? তিনি বললেন, খেজুর বীচি (পরিমাণ স্বর্ণ)। হুমাইদ বলেন ঃ অথবা তিনি বলেছেন, এক খেজুর বীচি পরিমাণ স্বর্ণ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ বিবাহ ভোজের ব্যবস্থা কর তা একটি ছাগল দিয়ে হলেও।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (১৯০৭), বুখারী, মুসলিম। তবে তাতে সা'দ ও আব্দুর রাহমানের ঘটনার উল্লেখ নেই।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। ইমাম আহ্মাদ (রাহঃ) বলেন, একটি খেজুর বীচির সমপরিমাণ স্বর্ণের ওজন হচ্ছে সোয়া তিন দিরহাম। ইমাম ইসহাক (রাহঃ) বলেন, একটি খেজুর বীচির সমপরিমাণ স্বর্ণের ওজন হচ্ছে পাঁচ দিরহাম। আমি এই তথ্যটি পেয়েছি ইমাম আহ্মাদ ও ইসহাক (রাহঃ) হতে ইসহাক ইবনু মানসূরের মধ্যস্থতায়।

٢٣ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْغِيْبَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২৩ ॥ গীবত (অনুপস্থিতিতে পরনিন্দা) প্রসঙ্গে

١٩٣٤ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْعَلَاءِ ابْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : قِيْلَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! مَا الْغِيْبَةُ؟ قَالَ : "ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ"، قَالَ : أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِيْهِ مَا أَقُوْلُ؟ قَالَ : "إِنْ كَانَ فِيْهِ مَا تَقُوْلُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيْهِ مَا تَقُوْلُ؛ فَقَدْ بَهَتَّهُ".

- صحيح : "غاية المرام" (٤٢٦)، "نقد الكتاني" (٣٦)، "الصحيحة" (٢٦٦٧)م.

১৯৩৪। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, বলা হল, হে আল্লাহ্র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! গীবত কি? তিনি বললেন ঃ তোমার ভাইয়ের প্রসঙ্গে তোমার এমন ধরনের কথা-বার্তা বলা যা সে অপছন্দ করে। প্রশ্নকারী বলল, আমি যে কথাগুলো বলি তা

প্রকৃতপক্ষেই তার মধ্যে নিহিত থাকলে, এক্ষেত্রে আপনার কি মত? তিনি বললেন ঃ তুমি যে কথাগুলো বল তা প্রকৃতই তার মধ্যে নিহিত থাকলে তবেই তো তুমি তার গীবত করলে। তুমি যা বল তার মধ্যে যদি সেগুলো না থাকে তাহলে তুমি তাকে মিথ্যা অপবাদ দিলে।

সহীহ, গাইয়াতুল মারাম (৪২৬), নাকদুল কাত্তাণী (৩৬), সহীহাহ্ (২৬৬৭), মুসলিম।

আবূ বারযা, ইবনু উমার ও আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

٢٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحَسَدِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২৪ ॥ হিংসা-বিদ্বেষ

١٩٣٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ الْعَطَّارُ، وَسَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "لَا تَقَاطَعُوْا، وَلَا تَدَابَرُوْا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَحَاسَدُوْا، وَكُوْنُوْا- عِبَادَ اللّٰهِ!- إِخْوَانًا، وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ".

– صحيح : "الإرواء" (٧/٩٣) ق.

১৯৩৫। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমরা একজন অন্যজনের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করো না, পরস্পরে শত্রুতা পোষণ করো না, পরস্পরকে ঘৃনা করো না, পরস্পর হিংসা করো না, বরং আল্লাহ তা'আলার বান্দাহগণ! পরস্পর ভাই হয়ে থেকো। কোন মুসলমান ব্যক্তির পক্ষেই বৈধ নয় তার ভাইকে তিনদিনের অধিক সময় ধরে ত্যাগ করে থাকা।

সহীহ ইরওয়া (৭/৯৩), বুখারী, মুসলিম।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্। আবূ বাক্‌র সিদ্দীক, যুবাইর ইবনুল আওয়াম, ইবনু মাসঊদ, ও আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে।

١٩٣٦ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عُمَرَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ : حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : لَا حَسَدَ إِلَّا فِيْ اثْنَتَيْنِ : رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالًا؛ فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ الْقُرْآنَ؛ فَهُوَ يَقُوْمُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ".

- صحيح : "الروض النضير" (٨٩٧) ق.

১৯৩৬। সালিম (রাহঃ) হতে তার বাবার সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ শুধু দুই প্রকারের লোকই হিংসাযোগ্য। (এক) যে লোককে আল্লাহ তা'আলা ধন-সম্পদ দান করেছেন এবং সে তা হতে দিন-রাত আল্লাহ্ তা'আলার পথে ব্যয় করে। (দুই) যাকে আল্লাহ তা'আলা কুরআনের জ্ঞান দিয়েছেন এবং সে দিন-রাত এর বাস্তবায়নে নিযুক্ত থাকে।

সহীহ, রাওযুন নাযীর (৮৯৭), বুখারী, মুসলিম।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্। ইবনু মাসঊদ ও আবূ হুরাইরা (রাঃ)-এর বরাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

٢٥ - بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّبَاغُضِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২৫ ॥ পরস্পরের বিরুদ্ধে হিংসা ও শত্রুতা পোষণ করা

١٩٣٧ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِيْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَئِسَ أَنْ يَعْبُدَهُ الْمُصَلُّوْنَ، وَلَكِنْ فِي التَّحْرِيْشِ بَيْنَهُمْ".

- صحيح : "الصحيحة" (١٦٠٦) م.

১৯৩৭। জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নামায আদায়কারীরা কখনো শাইতানের পূজা করবে (সাজদা দিবে) এ বিষয়ে সে নিরাশ হয়ে গেছে। কিন্তু সে তাদের মধ্যে একজনকে অন্যজনের বিরুদ্ধে উস্কানি দিতে নিরাশ হয়নি।

সহীহ, সহীহাহ (১৬০৬), মুসলিম।

আনাস ও সুলাইমান ইবনু আমর ইবনু আহওয়াস (রাঃ) হতে তার পিতার সূত্রে এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্। আবূ সুফিয়ানের নাম তালহা, পিতা নাফি।

٢٦ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ إِصْلاَحِ ذَاتِ الْبَيْنِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২৬ ॥ পরস্পরের মাঝে সংশোধন করা

١٩٣٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أُمِّهِ أُمِّ كُلْثُوْمِ بِنْتِ عُقْبَةَ، قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : "لَيْسَ بِالْكَاذِبِ مَنْ أَصْلَحَ بَيْنَ النَّاسِ، فَقَالَ خَيْرًا، أَوْ نَمَى خَيْرًا".

- صحيح : "الروض النضير" (١١٩٦) ، "الصحيحة" (٥٤٥)م.

১৯৩৮। উম্মু কুলসুম বিনতু উকবা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি লোকদের মাঝে সংশোধন করার চেষ্টা করে সে মিথ্যাবাদী নয়। সে (যা বলেছে) ভাল বলেছে অথবা ভালকাজের অগ্রগতি ঘটিয়েছে।

সহীহ, রাওযুন নাযীর (১১৯৬), সহীহাহ্ (৫৪৫), মুসলিম।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

١٩٣٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا أَبُوْ أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ. (ح) وَحَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ، وَأَبُوْ أَحْمَدَ، قَالَا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ، قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "لَا يَحِلُّ الْكَذِبُ إِلَّا فِيْ ثَلَاثٍ : يُحَدِّثُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ لِيُرْضِيَهَا، وَالْكَذِبُ فِي الْحَرْبِ، وَالْكَذِبُ لِيُصْلِحَ بَيْنَ النَّاسِ".

وَقَالَ مَحْمُوْدٌ فِيْ حَدِيْثِهِ : "لَا يَصْلُحُ الْكَذِبُ إِلَّا فِيْ ثَلَاثٍ".

– صحيح دون قوله : "ليرضيها" : "الصحيحة" (٥٤٥)م نحوه– أم كلثوم.

১৯৩৯। আসমা বিনতু ইয়াযীদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তিনটি ক্ষেত্র ব্যতীত মিথ্যা বলা বৈধ নয়। (এক) স্ত্রীকে খুশি করার উদ্দেশ্যে তার সাথে স্বামীর কিছু বলা, (দুই) যুদ্ধের সময় এবং (তিন) লোকদের পরস্পরের মাঝে সংশোধন করার জন্য মিথ্যা কথা বলা। অধঃস্তন রাবী মাহমূদ তার হাদীসে বলেছেন, তিনটি ক্ষেত্র ব্যতীত অন্য কোথাও মিথ্যা বলা ঠিক নয়।

সহীহ. সহীহাহ্ (৫৪৫), মুসলিম।

"স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করার জন্য" এই অংশ ব্যাতীত হাদীসটি অনুরূপ বর্ণনা করেছেন উম্মু কুলসূম হতে।

এ হাদীসটি হাসান। ইবনু খুসাইমের সূত্র ব্যতীত আসমা (রাঃ) বর্ণিত এ হাদীস আমরা অন্য কোন সূত্রে অবহিত নই। দাঊদ ইবনু আবূ হিন্দ-শাহ্র ইবনু হাওশাবের বরাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতে আসমা (রাঃ)-এর উল্লেখ নেই। মুহাম্মাদ ইবনুল আলা-ইবনু আবূ যাইদা-দাঊদ সূত্রে উক্ত

হাদীস আমার নিকট এ রকম বর্ণনা করেছেন। এ অনুচ্ছেদে আবূ বাক্‌র (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٢٧ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخِيَانَةِ وَالْغِشِّ

অনুচ্ছেদ ঃ ২৭ ॥ বিশ্বাসঘাতকতা ও প্রতারণা

١٩٤٠ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ لُؤْلُؤَةَ، عَنْ أَبِي صِرْمَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : "مَنْ ضَارَّ؛ ضَارَّ اللّٰهُ بِهِ، وَمَنْ شَاقَّ؛ شَاقَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ".

- حسن : "الإرواء" (٨٩٦).

১৯৪০। আবূ সিরমা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে লোক অন্য কারো ক্ষতিসাধন করে, আল্লাহ তা'আলা তা দিয়েই তার ক্ষতিসাধন করেন। যে লোক অন্যকে কষ্ট দেয়, আল্লাহ তা'আলা তাকে কষ্টের মধ্যে ফেলেন্।

হাসান, ইরওয়া (৮৯৬)।

আবূ বাক্‌র (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব।

٢٨ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ حَقِّ الْجِوَارِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২৮ ॥ প্রতিবেশীর হক বা অধিকার

١٩٤٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا اللَّيثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ، عَنْ أَبِيْ بَكْرٍ- هُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ-، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : "مَا زَالَ جِبْرِيْلُ يُوْصِيْنِيْ بِالْجَارِ، حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ".

- صحيح : المصدر نفسه، ق.

১৯৪২। আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ প্রতিবেশীর অধিকারের ব্যাপারে জিবরাঈল (আঃ) আমাকে অবিরত উপদেশ দিতে থাকেন। এতে আমার ধারণা হল যে, হয়ত শীঘ্রই তাকে উত্তরাধিকারী বানিয়ে দিবে।

সহীহ, প্রাগুক্ত, বুখারী, মুসলিম।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

١٩٤٣ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ شَابُوْرَ، وَبَشِيْرٍ أَبِيْ إِسْمَاعِيْلَ، عَنْ مُجَاهِدٍ : أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ ابْنَ عَمْرٍو ذُبِحَتْ لَهُ شَاةٌ فِيْ أَهْلِهِ، فَلَمَّا جَاءَ؛ قَالَ : أَهْدَيْتُمْ لِجَارِنَا الْيَهُوْدِيِّ؟ أَهْدَيْتُمْ لِجَارِنَا الْيَهُوْدِيِّ؟ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : "مَا زَالَ جِبْرِيْلُ يُوْصِيْنِيْ بِالْجَارِ، حَتّٰى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ".

– صحيح : "الإرواء" (٨٩١) خ.

১৯৪৩। মুজাহিদ (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ)-এর জন্য তার পরিবারে একটি ছাগল যবেহ করা হল। তিনি এসে বললেন, তোমরা কি আমাদের ইয়াহুদী প্রতিবেশীকে (গোশত) উপহার পাঠিয়েছ? আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ প্রতিবেশীর অধিকার প্রসঙ্গে জিবরাঈল (আঃ) আমাকে অবিরত উপদেশ দিতে থাকেন। এমনকি আমার ধারণা হল যে, হয়ত শীঘ্রই প্রতিবেশীকে উত্তরাধিকারী বানিয়ে দিবে।

সহীহ, ইরওয়া (৮৯১), বুখারী।

এ অনুচ্ছেদে আইশা, ইবনু আব্বাস, আবূ হুরাইরা, আনাস, মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ, উকবা ইবনু আমির, আবূ শুরাইহ্ ও আবূ উমামা (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং উল্লেখিত সনদসূত্রে গারীব। এ হাদীসটি-আইশা ও আবূ হুরাইরা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন।

١٩٤٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ شَرِيكٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحُبُلِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "خَيْرُ الأَصْحَابِ عِنْدَ اللهِ؛ خَيْرُهُمْ لِصَاحِبِهِ، وَخَيْرُ الْجِيْرَانِ عِنْدَ اللهِ؛ خَيْرُهُمْ لِجَارِهِ".

- صحيح : "الصحيحة" (١٠٣٠)، "المشكاة" (٤٩٨٧).

১৯৪৪। আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সঙ্গীদের মাঝে উত্তম সঙ্গী হল সেই ধরনের ব্যক্তি যে তার নিজ সঙ্গীর নিকট উত্তম। আল্লাহ্ তা'আলার দৃষ্টিতে প্রতিবেশীদের মাঝে উত্তম হল সেই ধরনের প্রতিবেশী যে তার নিজের প্রতিবেশীর নিকট উত্তম।

সহীহ, সহীহাহ্ (১০৩০), মিশকাত (৪৯৮৭)।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব। আবূ আব্দুর রাহমান আল-হুবুলীর নাম আব্দুল্লাহ ইবনু ইয়াযীদ।

٢٩ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الإِحْسَانِ إِلَى الْخَدَمِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২৯ ॥ খাদিমদের সাথে উত্তম আচরণ করা

١٩٤٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ وَاصِلٍ، عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "إِخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمُ اللهُ فِتْيَةً تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ؛ فَلْيُطْعِمْهُ مِنْ طَعَامِهِ، وَلْيُلْبِسْهُ مِنْ لِبَاسِهِ، وَلَا يُكَلِّفُهُ مَا يَغْلِبُهُ، فَإِنْ كَلَّفَهُ مَا يَغْلِبُهُ؛ فَلْيُعِنْهُ". - صحيح : ق.

১৯৪৫। আবূ যার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ এরা তোমাদের ভাই, এদেরকে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের অধীনস্থ করেছেন। সুতরাং যে ব্যক্তির এরূপ ভাই (গোলাম, বাঁদী, খাদিম) তার অধীনে আছে, সে যেন তার খাদ্য হতে তাকে খেতে দেয় এবং তার পোশাক-পরিচ্ছদ হতে তাকে পরতে দেয়। সে এরূপ কাজের বোঝা যেন তার উপর না চাপায় যা করতে সে সমর্থ নয়। সে তার উপর সাধ্যাতীত কোন কাজের বোঝা চাপিয়ে দিলে সে যেন তাকে সহযোগিতা করে।

সহীহ, বুখারী, মুসলিম।

আলী, উম্মু সালামা, ইবনু উমার ও আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

٣٠ - بَابُ النَّهْيِ عَنْ ضَرْبِ الْخَدَمِ وَشَتْمِهِمْ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩০ ॥ খাদিমকে প্রহার করা এবং গালি দেয়া নিষেধ

١٩٤٧ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ نَبِيُّ التَّوْبَةِ: «مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ بَرِيئًا مِمَّا قَالَ لَهُ؛ أَقَامَ عَلَيْهِ الْحَدَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؛ إِلَّا أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ».

- صحيح: «الروض النضير» «١١٤٦»، ق.

১৯৪৭। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, তাওবাহকারী আবুল কাসিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কেউ যদি তার নির্দোষ গোলামের বিরুদ্ধে (যিনার) অপবাদ আরোপ করে তবে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামাত দিবসে তার উপর হদ্দ (নির্ধারিত শাস্তি) প্রতিষ্ঠিত করবেন। তবে গোলামটি যদি প্রকৃতপক্ষেই সেরকমের হয় তাহলে ভিন্ন কথা।

সহীহ, রাওযুন নাযীর (১১৪৬), বুখারী, মুসলিম।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্। ইবনু আবী নুম-এর নাম আবদুর রাহমান ইবনু আবী নুম আল-বাজালী, উপনাম আবুল হাকাম। সুওয়াইদ ইবনু মুক্বাররিন ও আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীসটি বর্ণিত আছে।

١٩٤٨ – حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ : حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِيْ مَسْعُوْدٍ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ : كُنْتُ أَضْرِبُ مَمْلُوْكًا لِيْ، فَسَمِعْتُ قَائِلًا مِنْ خَلْفِيْ يَقُوْلُ : "اِعْلَمْ أَبَا مَسْعُوْدٍ! اِعْلَمْ أَبَا مَسْعُوْدٍ"، فَالْتَفَتُّ؛ فَإِذَا أَنَا بِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ : "للهُ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ"، قَالَ أَبُوْ مَسْعُوْدٍ : فَمَا ضَرَبْتُ مَمْلُوْكًا لِيْ بَعْدَ ذٰلِكَ.

– صحيح م.

১৯৪৮। আবূ মাসঊদ আনসারী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, কোন এক সময় আমি আমার এক গোলামকে প্রহার করছিলাম। তখন আমার পিছন হতে একজন লোককে আমি বলতে শুনলাম, আবূ মাসঊদ, জেনে রাখ, আবূ মাসঊদ, জেনে রাখ! আমি পিছনে তাকানো মাত্রই দেখতে পাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তিনি বললেন ঃ তুমি এর উপর যে পরিমাণ ক্ষমতার অধিকারী, তোমার উপর আল্লাহ তা'আলা এরচাইতে অনেক বেশি ক্ষমতার অধিকারী। আবূ মাসঊদ (রাঃ) বলেন, এরপর হতে আমি আমার কোন গোলামকে আর কখনো মারিনি।

সহীহ, মুসলিম।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্। ইবরাহীম আত-তাইমীর পিতা ইয়াযীদ ইবনু শারীক।

٣١ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعَفْوِ عَنِ الْخَادِمِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩১ ॥ খাদিমকে ক্ষমা করা

١٩٤٩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا رِشْدِيْنُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيْ هَانِئٍ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ عَبَّاسٍ الْحَجْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! كَمْ أَعْفُوْ عَنِ الْخَادِمِ؟ فَصَمَتَ عَنْهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ، ثُمَّ قَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! كَمْ أَعْفُوْ عَنِ الْخَادِمِ، فَقَالَ : "كُلَّ يَوْمٍ سَبْعِيْنَ مَرَّةً".

- صحيح : "الصحيحة" (٤٨٨).

১৯৪৯। আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে একজন লোক এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আমি খাদিমের অপরাধ কতবার ক্ষমা করব? তার কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নীরব থাকলেন। সে আবার বলল ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আমি খাদিমের অপরাধ কতবার ক্ষমা করব? তিনি বললেন ঃ প্রতিদিন সত্তরবার।

সহীহ, সহীহাহ্ (৪৮৮)।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব (তিরমিযীর কোন কোন নোসখায় হাসান সহীহ্)। এ হাদীসটি আবূ হানী আল-খাওলানী হতে উক্ত সনদে আবদুল্লাহ ইবনু ওয়াহ্ব অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আব্বাসের বাবার নাম জুলাইদ আল-হাজারী আল-মিসরী। কুতাইবা-আবদুল্লাহ ইবনু ওয়াহ্ব হতে, তিনি আবূ হানী হতে এই সূত্রে একইরকম বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসটি কয়েকজন বর্ণনাকারী আবদুল্লাহ ইবনু ওয়াহ্বের সূত্রে বর্ণনা করেছেন এবং তারা "আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হতে" উল্লেখ করেছেন।

٣٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ قَبُوْلِ الْهَدِيَّةِ، وَالْمُكَافَأَةِ عَلَيْهَا

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৪ ॥ উপহার আদান-প্রদান

١٩٥٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَكْثَمَ، وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالَا : حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ، وَيُثِيْبُ عَلَيْهَا.

- صحيح : "الإرواء" (١٦٠٣) خ.

১৯৫৩। আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপহার নিতেন এবং বিনিময়ে উপহার প্রদান করতেন।

সহীহ, ইরওয়া (১৬০৩), বুখারী।

আবূ হুরাইরা, আনাস, ইবনু উমার ও জাবির (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্ এবং উল্লেখিত সনদসূত্রে গারীব। এটা মারফূ হিসাবে শুধু ঈসা ইবনু ইউনুস হতে হিশামের সূত্রেই জেনেছি।

٣٥ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الشُّكْرِ لِمَنْ أَحْسَنَ إِلَيْكَ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৫ ॥ উপকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

١٩٥٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ : حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ مُسْلِمٍ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : "مَنْ لَّا يَشْكُرُ النَّاسَ؛ لَا يَشْكُرُ اللهَ".

- صحيح : "المشكاة" (٣٠٢٥)، "الصحيحة" (٤١٧)، "التعليق الرغيب" (٢/٥٦).

১৯৫৪। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মানুষের প্রতি যে লোক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না, আল্লাহ্ তা'আলার প্রতিও সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।

সহীহ, মিশকাত (৩০২৫), সহীহাহ্ (৪১৭), তা'লীকুর রাগীব (২/৫৬)।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

١٩٥٥ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِيْ لَيْلَى. (ح) وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيْعٍ : حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الرُّؤَاسِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِيْ لَيْلَى، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "مَنْ لَّمْ يَشْكُرِ النَّاسَ؛ لَمْ يَشْكُرِ اللّٰهَ".

- صحيح بما قبله : المصدر نفسه.

১৯৫৫। আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মানুষের প্রতি যে লোক কৃতজ্ঞ নয় আল্লাহ্ তা'আলার প্রতিও সে কৃতজ্ঞ নয়।

পূর্বের হাদীসের সহায়তায় হাদীসটি সহীহ, প্রাগুক্ত।

আবূ হুরাইরা, আশআস ইবনু ক্বাইস ও নু'মান ইবনু বাশীর (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

٣٦ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ صَنَائِعِ الْمَعْرُوْفِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৬ ॥ কল্যাণকর কাজ ও আচরণ

١٩٥٦ - حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيْمِ الْعَنْبَرِيُّ : حَدَّثَنَا النَّضْرُ ابْنُ مُحَمَّدٍ الْجُرَشِيُّ الْيَمَامِيُّ : حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ : حَدَّثَنَا أَبُوْ زُمَيْلٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ

اللّٰهِ ﷺ : "تَبَسُّمُكَ فِيْ وَجْهِ أَخِيْكَ؛ لَكَ صَدَقَةٌ، وَأَمْرُكَ بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهْيُكَ عَنِ الْمُنْكَرِ؛ صَدَقَةٌ، وَإِرْشَادُكَ الرَّجُلَ فِيْ أَرْضِ الضَّلَالِ؛ لَكَ صَدَقَةٌ، وَبَصَرُكَ لِلرَّجُلِ الرَّدِيْءِ الْبَصَرِ؛ لَكَ صَدَقَةٌ، وَإِمَاطَتُكَ الْحَجَرَ وَالشَّوْكَةَ وَالْعَظْمَ عَنِ الطَّرِيْقِ؛ لَكَ صَدَقَةٌ، وَإِفْرَاغُكَ مِنْ دَلْوِكَ فِيْ دَلْوِ أَخِيْكَ؛ لَكَ صَدَقَةٌ".

– صحيح : "الصحيحة" (٥٧٢).

১৯৫৬। আবূ যার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমার হাস্যোজ্জ্বল মুখ নিয়ে তোমার ভাইয়ের সামনে উপস্থিত হওয়া তোমার জন্য সাদকাস্বরূপ। তোমার সৎকাজের আদেশ এবং তোমার অসৎকাজ হতে বিরত থাকার নির্দেশ তোমার জন্য সাদকাস্বরূপ। পথহারা লোককে পথের সন্ধান দেয়া তোমার জন্য সাদকাস্বরূপ, স্বল্প দৃষ্টি সম্পন্ন লোককে সঠিক দৃষ্টি দেয়া তোমার জন্য সাদকাস্বরূপ। পথ হতে পাথর, কাঁটা ও হাড় সরানো তোমার জন্য সাদকাস্বরূপ। তোমার বালতি দিয়ে পানি তুলে তোমার ভাইয়ের বালতিতে ঢেলে দেয়া তোমার জন্য সাদকাস্বরূপ।

সহীহ, সহীহাহ (৫৭২)।

ইবনু মাসউদ, জাবির, হুযাইফা, আইশা ও আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব। আবূ যুমাইলের নাম সিমাক, পিতা আল-ওয়ালীদ আল-হানাফী।

٣٧ – بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمِنْحَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৭ ॥ দান প্রসঙ্গে

١٩٥٧ – حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ يُوْسُفَ بْنِ أَبِيْ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، قَالَ :

سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْسَجَةَ يَقُوْلُ : سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يَقُوْلُ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ : "مَنْ مَنَحَ مَنِيْحَةَ لَبَنٍ أَوْ وَرِقٍ، أَوْ هَدَى زُقَاقًا؛ كَانَ لَهُ مِثْلَ عِتْقِ رَقَبَةٍ".

- صحيح : "التعليق الرغيب" (٢/٣٤، ٢٤١)، "المشكاة" (١٩١٧).

১৯৫৭। বারাআ ইবনু আযিব (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি একবার দোহন করা দুধ দান করে অথবা টাকা-পয়সা ধার দেয় অথবা পথ হারিয়ে যাওয়া লোককে সঠিক পথের সন্ধান দেয়, তার জন্য রয়েছে একটি গোলাম মুক্ত করে দেয়ার সম-পরিমাণ সাওয়াব।

সহীহ, তা'লীকুর রাগীব (২/৩৪,২৪১), মিশকাত (১৯১৭)।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্ এবং আবূ ইসহাক-তালহা ইবনু মুসাররিফের সূত্রে গারীব। আমরা এ হাদীসটি শুধুমাত্র এই সূত্রেই জেনেছি। এ হাদীসটি তালহা ইবনু মুসাররিফের সূত্রে মানসূর ইবনুল মু'তামির ও শুবা (রাহঃ) বর্ণনা করেছেন। নু'মান ইবনু বাশীর (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। "মানাহা মানীহাতা ওয়ারিকিন" অর্থ টাকা-পয়সা ধার দেয়া। "হাদা যুকাকান" অর্থ সঠিক পথের সন্ধান দেয়া।

٣٨ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ إِمَاطَةِ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيْقِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৮ ॥ চলাচলের পথ হতে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা

١٩٥٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَن سُمَيٍّ، عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : "بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِيْ فِيْ طَرِيْقٍ؛ إِذْ وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ، فَأَخَّرَهُ، فَشَكَرَ اللهُ لَهُ، فَغَفَرَ لَهُ".

- صحيح : ق.

১৯৫৮। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন এক সময় একজন লোক পথ দিয়ে চলাকালে একটি কাঁটাযুক্ত ডাল দেখতে পেল। সে তা তুলে ফেলে দিল। আল্লাহ তা'আলা তার এ কাজকে ক্বূল করেন এবং তাকে ক্ষমা করে দেন।

সহীহ, বুখারী ও মুসলিম।

আবূ বারযা, ইবনু আব্বাস ও আবূ যার (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

٣٩ - بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْمَجَالِسَ أَمَانَةٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৯ ॥ বৈঠকের আলাপ-আলোচনা আমানাতস্বরূপ

١٩٥٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ابْنِ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : "إِذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ الْحَدِيثَ، ثُمَّ الْتَفَتَ؛ فَهِيَ أَمَانَةٌ".

- حسن : "الصحيحة" (١٠٨٩).

১৯৫৯। জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কোন লোক কোন কথা বলার পর আশেপাশে তাকালে তার উক্ত কথা (শ্রবণকারীর জন্য) আমানাত বলে গণ্য।

হাসান, সহীহাহ্ (১০৮৯)।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। আমরা এ হাদীসটি শুধুমাত্র ইবনু আবী যিব-এর বর্ণনার মাধ্যমেই জেনেছি।

٤٠ - بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّخَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪০ ॥ দানশীলতা

١٩٦٠ - حَدَّثَنَا أَبُو الْخَطَّابِ زِيَادُ بْنُ يَحْيَى الْبَصْرِيُّ : حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! إِنَّهُ لَيْسَ لِيْ مِنْ بَيْتِيْ؛ إِلاَّ مَا أَدْخَلَ عَلَيَّ الزُّبَيْرُ؛ أَفَأُعْطِيْ؟ قَالَ : "نَعَمْ؛ وَلاَ تُوْكِيْ؛ فَيُوْكَى عَلَيْكِ".

- صحيح : "صحيح أبي داود" (١٤٩٠) ق.

১৯৬০। বিনতু আবূ বাক্র তনয়া আসমা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! যুবাইর (রাঃ) আমাকে যা কিছু দেন তা ব্যতীত আমার কাছে কিছু নেই। আমি কি তা হতে দান করব? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ। তুমি থলের ফিতা বেঁধে রাখবে না, অন্যথায় তোমার জন্যও (আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে) বেঁধে রাখা হবে (তোমার রিযিকের থলে)।

সহীহ্; সহীহ্ আবূ দাউদ (১৪৯০), বুখারী ও মুসলিম।

অপর বর্ণনায় আছে, গুনে গুনে খরচ কর না, অন্যথায় তোমাকেও গুনে গুনে দেয়া হবে।

আইশা ও আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্। এ হাদীসটি উপরোক্ত সনদে কয়েকজন বর্ণনাকারী ইবনু আবূ মুলাইকা হতে, তিনি আব্বাদ ইবনু আবদুল্লাহ-ইবনুয যুবাইর হতে, তিনি আসমা বিনতু আবী বাক্র (রাঃ) হতে এইসূত্রে বর্ণনা করেছেন। এটি আইয়্যুবের সূত্রে একাধিক বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন, কিন্তু তারা এতে আব্বাদ ইবনু আবদুল্লাহ্‌র উল্লেখ করেননি।

١٩٦٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ بِشْرِ

ابْنِ رَافِعٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : "اَلْمُؤْمِنُ غِرٌّ كَرِيْمٌ، وَالْفَاجِرُ خِبٌّ لَئِيْمٌ".

- حسن : "الصحيحة" (٩٣٢).

১৯৬৪। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মু'মিন ব্যক্তি চিন্তাশীল, গম্ভীর ও ভদ্র হয়ে থাকে। আর পাপিষ্ঠ ব্যক্তি প্রতারক, ধোঁকাবাজ, কৃপণ, নীচ ও অসভ্য হয়ে থাকে।

হাসান, সহীহাহ্ (৯৩২)।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গারীব। আমরা এ হাদীসটি শুধুমাত্র উল্লেখিত সনদসূত্রে জেনেছি।

٤٢ - بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّفَقَةِ فِي الْأَهْلِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪২ ॥ পরিবার-পরিজনের ভরণপোষণ

١٩٦٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيْدَ، عَنْ أَبِي مَسْعُوْدٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : نَفَقَةُ الرَّجُلِ عَلَى أَهْلِهِ صَدَقَةٌ".

- صحيح : "الصحيحة" (٩٨٢) ق.

১৯৬৫। আবূ মাসউদ আল-আনসারী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ পরিবার-পরিজনের জন্য ব্যক্তির ধন-সম্পদ ব্যয় সাদকারূপে গণ্য।

সহীহ, সহীহা (৯৮২), বুখারী ও মুসলিম।

আবদুল্লাহ ইবনু আমর, আমর ইবনু উমাইয়্যা ও আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

١٩٦٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ ثَوْبَانَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : "أَفْضَلُ الدِّينَارِ : دِينَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى عِيَالِهِ، وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى دَابَّتِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ-" قَالَ أَبُو قِلَابَةَ : بَدَأَ بِالْعِيَالِ، ثُمَّ قَالَ "فَأَيُّ رَجُلٍ أَعْظَمُ أَجْرًا؛ مِنْ رَجُلٍ يُنْفِقُ عَلَى عِيَالٍ لَهُ صِغَارٍ؛ يُعِفُّهُمُ اللَّهُ بِهِ، وَيُغْنِيهِمُ اللَّهُ بِهِ؟!".

- صحيح : "ابن ماجه" (٢٧٦٠) م.

১৯৬৬। সাওবান (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন লোক তার দীনারগুলোর মধ্যে যেটি তার পরিবারের জন্য ব্যয় করে, যে দীনারটি সে আল্লাহ্ তা'আলার পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে তার পশুর জন্য ব্যয় করে এবং যে দীনারটি সে আল্লাহ্ তা'আলার পথে তার মুজাহিদ সঙ্গীর জন্য ব্যয় করে, তা-ই সর্বোত্তম দীনার। আবূ কিলাবা তার বর্ণনায় বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বক্তব্য শুরু করেন পরিবার-পরিজন হতে। তারপর তিনি বলেন ঃ যে লোক তার নিজের ছোট ছোট সন্তানদের জন্য ব্যয় করে, বিরাট সাওয়াবের ব্যাপারে তার চেয়ে বেশি বড় আর কে আছে? আল্লাহ তার মাধ্যমে এদের মান-ইজ্জাত ও সম্মান-সম্ভ্রম রক্ষা করেন এবং তার ওয়াসীলায় এদের স্বনির্ভর করেন।

সহীহ, ইবনু মা-জাহ (২৭৬০), মুসলিম।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

٤٣ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الضِّيَافَةِ وَغَايَةِ الضِّيَافَةِ كَمْ هُوَ؟

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৩ ॥ মেহমানদারী ও এর সময়সীমা

١٩٦٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي

سَعِيْدِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيْ شُرَيْحِ الْعَدَوِيِّ، أَنَّهُ قَالَ : أَبْصَرَتْ عَيْنَايَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ، وَسَمِعَتْهُ أُذُنَايَ حِيْنَ تَكَلَّمَ بِهِ، قَالَ : "مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ؛ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتَهُ"، قَالُوْا : وَمَا جَائِزَتُهُ؟ قَالَ : "يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، وَمَا كَانَ بَعْدَ ذٰلِكَ؛ فَهُوَ صَدَقَةٌ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ؛ فَلْيَقُلْ خَيْرًا، أَوْ لِيَسْكُتْ".

– صحيح : "ابن ماجه" (٣٦٧٥) ق.

১৯৬৭। আবূ শুরাইহ্ আল 'আদাবী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমার উভয় চোখ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছে এবং আমার উভয় কান তাঁকে বলতে শুনেছে। তিনি বলেছেন ঃ আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি যে লোক ঈমান রাখে সে যেন তার মেহমানকে সম্মান করে, তাকে জা-ইযা দেয়। সাহাবীগণ প্রশ্ন করেন, জা-ইযা কি? তিনি বলেন ঃ একদিন ও একরাতের পাথেয় সাথে দেয়া। তিনি আরো বলেন ঃ মেহমানদারী তিনদিন পর্যন্ত। এর অতিরিক্তটুকু সাদকারূপে গণ্য। আল্লাহ তা'আলা ও আখিরাতের উপর সে লোক ঈমান রাখে যে যেন উত্তম কথা বলে, আর না হয় চুপ থাকে।

সহীহ, ইবনু মা-জাহ (৩৬৭৫), বুখারী ও মুসলিম।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

١٩٦٨ – حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عُمَرَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيْ شُرَيْحِ الْكَعْبِيِّ ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : " اَلضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ، وَ جَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَ لَيْلَةٌ ، وَ مَا أُنْفِقَ عَلَيْهِ بَعْدَ ذٰلِكَ ، فَهُوَ صَدَقَةٌ ، وَ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَثْوِيَ عِنْدَهُ ، حَتّٰي يُحْرِجَهُ " .

– صحيح : " التعليق الرغيب " (٣/٢٤٢) ق .

১৯৬৮। আবূ শুরাইহ আল-কা'বী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মেহমানদারী তিনদিন পর্যন্ত এবং জা-ইযা হল একদিন ও একরাতের পাথেয় প্রদান। এরপর তার জন্য যা ব্যয় করা হবে তা সাদকারূপে গণ্য। অতিথিসেবক বিরক্ত হতে পারে– কোন মেহমানের পক্ষেই এতটা সময় সেখানে থাকা বৈধ নয়।

সহীহ, তা'লীকুর রাগীব (৩/২৪২), বুখারী ও মুসলিম।

আইশা ও আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি সাঈদ আল-মাকবুরীর সূত্রে মালিক ইবনু আনাস ও লাইস (রাহঃ) বর্ণনা করেছেন। আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। আবূ শুরাইহ আল-খুযাঈ হলেন আল-কা'বী। আর তিনিই আল-আদাবী, তার নাম খুওয়াইলিদ, পিতা আমর। "লা ইয়াসবী ইনদাহু" কথার মর্ম এই যে, মেহমানের এত দিন কোন পরিবারে থাকা যুক্তিসঙ্গত নয় যাতে তারা কষ্টের মধ্যে পতিত হয় এবং বিরক্তির কারণ হতে পারে। "হারাজ" অর্থ সংকট। "হাত্তা ইউহ্‌রিজাহু" কথার অর্থ এই যে, অনেকদিন থেকে সংশ্লিষ্ট পরিবারের জন্য মেহমান সংকট তৈরী করল।

٤٤– بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّعْيِ عَلَي الْأَرْمَلَةِ ، وَ الْيَتِيْمِ

অনুচ্ছেদ ৪৪ ॥ ইয়াতীম ও বিধবাদের ভরণ-পোষণের চেষ্টা সাধন

١٩٦٩– حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ : حَدَّثَنَا مَعْنٌ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ ، يَرْفَعُهُ إِلَي النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : " اَلسَّاعِيْ عَلَي الْأَرْمَلَةِ وَ الْمِسْكِيْنِ ، كَالْمُجَاهِدِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ ، أَوْ كَالَّذِي يَصُوْمُ النَّهَارَ وَ يَقُوْمُ اللَّيْلَ " .

– صحيح : " ابن ماجه " (٢١٤٠) ق .

১৯৬৯। সাফওয়ান ইবনু সুলাইম (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ বিধবা ও

মিসকীনদের ভরণ-পোষণের জন্য চেষ্টা সাধনকারী আল্লাহ্ তা'আলার পথে জিহাদকারী অথবা সারাদিন রোযা পালনকারী ও সারারাত নামায আদায়কারীর সমান সাওয়াবের অধিকারী।

সহীহ, ইবনু মা-জাহ (২১৪০), বুখারী ও মুসলিম।

আল-আনসারী-মা'ন হতে, তিনি মালিক হতে, তিনি সাওর ইবনু যাইদ হতে, তিনি আবুল গাইস হতে, তিনি আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে (উপরের) হাদীসের ন্যায় বর্ণনা করেছেন।

এ হাদীসটি হাসান গারীব সহীহ্। আবুল গাইস-এর নাম সালিম, আবদুল্লাহ ইবনু মুতী'র মুক্তদাস। সাওর ইবনু যাইদ মাদীনার অধিবাসী এবং সাওর ইবনু ইয়াযীদ সিরিয়ার অধিবাসী।

٤٥ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ طَلاَقَةِ الْوَجْهِ ، وَ حُسْنِ الْبِشْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৫ ॥ সহাস্য মুখ ও প্রশস্ত মন (নিয়ে কারো সাথে সাক্ষাৎ করা)

١٩٧٠- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ :حَدَّثَنَا الْمُنْكَدِرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ أَبِيْهِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: كُلُّ مَعْرُوْفٍ صَدَقَةٌ ، وَإِنَّ مِنَ الْمَعْرُوْفِ ، أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ ، وَ أَنْ تُفْرِغَ مِنْ دَلْوِكَ فِيْ إِنَاءِ أَخِيْكَ " .

- صحيح : " التعليق الرغيب " (٣/٢٦٤) .

১৯৭০। জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ প্রতিটি ভালকাজই সাদকারূপে গণ্য। তোমার ভাইয়ের সাথে সহাস্য মুখে দেখা-সাক্ষাৎ করা এবং তোমার বালতির পানি দিয়ে তোমার ভাইয়ের পাত্র ভর্তি করে দেয়াও ভাল কাজের অন্তর্ভুক্ত।

সহীহ, তা'লীকুর রাগীব (৩/২৬৪)।

আবূ যার (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

٤٦ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الصِّدْقِ ، وَ الْكَذِبِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৬ ॥ সত্য ও মিথ্যা প্রসঙ্গে

١٩٧١- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيْقِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : " عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ ، فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِيْ إِلَي الْبِرِّ ، وَ إِنَّ الْبِرَّ يَهْدِيْ إِلَي الْجَنَّةِ ، وَ مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَ يَتَحَرَّي الصِّدْقَ ، حَتّٰي يُكْتَبَ عِنْدَ اللّٰهِ صِدِّيْقًا ، وَ إِيَّاكُمْ وَ الْكَذِبَ ، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِيْ إِلَي الْفُجُوْرِ ، وَ إِنَّ الْفُجُوْرَ يَهْدِيْ إِلَي النَّارِ ، وَ مَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَكْذِبُ، وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ، حَتّٰي يُكْتَبَ عِنْدَ اللّٰهِ كَذَّابًا " .

-صحيح : ق .

১৯৭১। আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা অবশ্যই সত্যের পথ অবলম্বন করবে। কেননা, সততাই মানুষকে কল্যাণের পথে নিয়ে যায়। আর কল্যাণ জান্নাতের দিকে নিয়ে যায়। কোন মানুষ প্রতিনিয়ত সত্য কথা বলতে থাকলে এবং সত্যের প্রতি মনোযোগী থাকলে শেষ পর্যন্ত সে আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে পরম সত্যবাদী হিসাবে তালিকাভুক্ত হয়। তোমরা মিথ্যাকে অবশ্যই পরিহার করবে। কেননা, মিথ্যা (মানুষকে) পাপের পথ দেখায়, আর পাপ জাহান্নামের পথে নিয়ে যায়। কোন বান্দাহ প্রতিনিয়ত মিথ্যা বলতে থাকলে এবং মিথ্যার প্রতি ঝুঁকে থাকলে শেষ পর্যন্ত সে আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে চরম মিথ্যাবাদী হিসাবে তালিকাভুক্ত হয়।

সহীহ, বুখারী ও মুসলিম।

আবূ বাক্‌র সিদ্দীক, উমার, আবদুল্লাহ ইবনুশ শিখখীর ও ইবনু উমার (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

١٩٧٣- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : مَا كَانَ خُلُقٌ أَبْغَضَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْكَذِبِ ، وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُحَدِّثُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ بِالْكِذْبَةِ ،فَمَا يَزَالُ فِي نَفْسِهِ ، حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّهُ قَدْ أَحْدَثَ مِنْهَا تَوْبَةً . - **إسناده صحيح .**

১৯৭৩। আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, মিথ্যা হতে অধিক ঘৃণিত চরিত্র রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আর কিছুই ছিল না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে কেউ মিথ্যা বললে তা অবিরত তাঁর মনে থাকত, যে পর্যন্ত না তিনি জানতে পারতেন যে, মিথ্যাবাদী তার মিথ্যা কথন হতে তাওবাহ্ করেছে।

সনদ সহীহ্।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান।

٤٧- بَابُ مَا جَاءَ فِي الْفُحْشِ ، وَ التَّفَحُّشِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৭ ॥ নির্লজ্জতা, বেহায়াপনা ও অশ্লীল আচরণ প্রসঙ্গে

١٩٧٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ ، وَ غَيْرُ وَاحِدٍ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ،عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : " مَا كَانَ الْفُحْشُ فِي شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ ، وَمَا كَانَ الْحَيَاءُ فِي شَيْءٍ ، إِلَّا زَانَهُ " .

صحيح: "ابن ماجه (٤١٨٥)

১৯৭৪। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নির্লজ্জতা ও অশ্লীলতা কোন বস্তুর শুধুমাত্র কদর্যতাই বাড়িয়ে দেয়। আর লজ্জা কোন জিনিসের সৌন্দর্য তাই বাড়িয়ে দেয়।

সহীহ, ইবনু মা-জাহ (৪১৮৫)

আইশা (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব। আমরা এ হাদীসটি শুধুমাত্র আবদুর রাযযাকের সূত্রেই জেনেছি।

١٩٧٥- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ : حَدَّثَنَا أَبُوْدَاوُدَ ، قَالَ : أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ ، عَنْ مَسْرُوْقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "خِيَارُكُمْ أَحَاسِنُكُمْ أَخْلَاقًا " . وَ لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ ﷺ فَاحِشًا وَلَا مُتَفَحِّشًا .

-صحيح : ق ، و انظر " الصحيحة" (٧٩١) .

১৯৭৫। আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সর্বোত্তম চরিত্রবান ব্যক্তিই তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। (বর্ণনাকারী বলেন,) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অশ্লীলভাষীও ছিলেন না এবং অশ্লীলতার ভানও করতেন না।

সহীহ, বুখারী ও মুসলিম, দেখুন সহীহাহ্ (৭৯১)।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

٤٨ - بَابُ مَا جَاءَ فِي اللَّعْنَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৮ ॥ অভিশাপ বা বদ-দু'আ

١٩٧٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ

: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "لاَ تَلاَعَنُوْا بِلَعْنَةِ اللّٰهِ، وَلاَ بِغَضَبِهِ، وَلاَ بِالنَّارِ".

– صحيح : "الصحيحة" (٨٩٣).

১৯৭৬। সামুরা ইবনু জুনদাব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা পরস্পর পরস্পরকে আল্লাহ্ তা'আলার অভিসম্পাত, তাঁর গযব ও জাহান্নামের বদ-দু'আ করো না।

সহীহ, সহীহাহ্ (৮৯৩)।

ইবনু আব্বাস, আবূ হুরাইরা, ইবনু উমার ও ইমরান ইবনু হুসাইন (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

•

١٩٧٧ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْأَزْدِيُّ الْبَصْرِيُّ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ سَابِقٍ، عَنْ إِسْرَائِيْلَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ، وَلاَ اللَّعَّانِ، وَلاَ الْفَاحِشِ، وَلاَ الْبَذِيْءِ".

– صحيح : "الصحيحة" (٣٢٠).

১৯৭৭। আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মু'মিন কখনো দোষারোপকারী ও নিন্দাকারী হতে পারে না, অভিসম্পাতকারী হতে পারে না, অশ্লীল কাজ করে না এবং কটুভাষীও হয় না।

সহীহ, সহীহাহ্ (৩২০)।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব। আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে অন্যসূত্রেও এ হাদীসটি বর্ণিত আছে।

١٩٧٨ – حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ الطَّائِيُّ الْبَصْرِيُّ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ : حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيْدَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ رَجُـلاً لَعَنَ الرِّيْحَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ : "لاَ تَلْعَنِ الرِّيْحَ؛ فَإِنَّهَا مَأْمُوْرَةٌ، وَإِنَّهُ مَنْ لَعَنَ شَيْئًا لَيْسَ لَهُ بِأَهْلٍ؛ رَجَعَتِ اللَّعْنَةُ عَلَيْهِ".

– صحيح : "الصحيحة" (٥٢٨).

১৯৭৮। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে একজন লোক বাতাসকে অভিসম্পাত করে। তিনি বললেন ঃ বাতাসকে অভিশাপ প্রদান করো না, কারণ, সে তো হুকুমের গোলাম। কোন ব্যক্তি অপাত্রে অভিশাপ প্রদান করলে তা অভিশাপকারীর উপর ফিরে আসে।

সহীহ, সহীহাহ্ (৫২৮)।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গারীব। এ হাদীসটি মুসনাদভাবে বিশ্‌র ইবনু উমার ব্যতীত আর কেউ বর্ণনা করেছেন বলে আমাদের জানা নেই।

٤٩ – بَابُ مَا جَاءَ فِيْ تَعْلِيْمِ النَّسَبِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৯ ॥ বংশধারার প্রসঙ্গে জ্ঞানদান

١٩٧٩ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عِيْسَى الثَّقَفِيِّ، عَنْ يَزِيْدَ – مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ –، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : "تَعَلَّمُوْا مِنْ أَنْسَابِكُمْ مَا تَصِلُوْنَ بِهِ أَرْحَامَكُمْ؛ فَإِنَّ صِلَةَ الرَّحِمِ مَحَبَّةٌ فِي الأَهْلِ، مَثْرَاةٌ فِي الْمَالِ، مَنْسَأَةٌ فِي الأَثَرِ". – صحيح : "الصحيحة" (٢٧٦).

১৯৭৯। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা নিজেদের বংশধারার ব্যাপারে জ্ঞান অর্জন কর, যাতে করে তোমাদের বংশীয় আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখতে পার। কেননা, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় থাকলে নিজেদের মধ্যে আন্তরিকতা ও ভালবাসা তৈরী হয় এবং ধন-সম্পদ ও আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি পায়।

সহীহ, সহীহাহ্ (২৭৬)।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি উল্লেখিত সনদসূত্রে গারীব। "মানসাআতুন ফিল আসার"-এর অর্থ 'আয়ুষ্কাল' বৃদ্ধি পাওয়া।

٥١ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الشَّتْمِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৫১ ॥ গালিগালাজ প্রসঙ্গে

١٩٨١ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْعَلَاءِ ابْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : "اَلْمُسْتَبَّانِ: مَا قَالَا؛ فَعَلَى الْبَادِيْ مِنْهُمَا؛ مَا لَمْ يَعْتَدِ الْمَظْلُوْمُ".

– صحيح : م.

১৯৮১। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দুইজন লোক একে অপরকে গালি দেয়ার অপরাধ প্রথমে গালি প্রদানকারীর উপর এসে পড়ে, যতক্ষন পর্যন্ত নির্যাতিত ব্যক্তি (দ্বিতীয় ব্যক্তি) সীমালংঘন না করে।

সহীহ, মুসলিম।

সা'দ, ইবনু মাসউদ ও আবদুল্লাহ ইবনু মুগাফফাল (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

١٩٨٢ - حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ : حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، قَالَ : سَمِعْتُ الْمُغِيْرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يَقُوْلُ : قَالَ

رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "لَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ؛ فَتُؤْذُوا الْأَحْيَاءَ".

– صحيح : "الروض" (٣٥٧)، "التعليق الرغيب" (٤/١٣٥)، "الصحيحة" (٢٣٧٩).

১৯৮২। যিয়াদ ইবনু ইলাকা (রাহ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, মুগীরা ইবনু শুবা (রাঃ)-কে আমি বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মৃত ব্যক্তিদেরকে তোমরা গালি দিও না, (যদি দাও) তাহলে জীবিতদেরই কষ্ট দিলে।

সহীহ, রাওয (৩৫৭), তা'লীকুর রাগীব (৪/১৩৫), সহীহাহ্ (২৩৭৯)

আবূ ঈসা বলেন, এই হাদীসটি বর্ণনায় সুফিয়ানের শাগরিদগণ দ্বিমত পোষণ করেছেন। তাদের কেউ কেউ আল-হাফারীর রিওয়ায়াতের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন এবং অনেকে বলেছেন, সুফিয়ান-যিয়াদ ইবনু ইলাকা হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন, আমি এক ব্যক্তিকে মুগীরা ইবনু শুবার নিকট (রাঃ)-রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সূত্রে একইরকম হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি।

٥٢ – بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ৫২ ॥ মুসলমানদের গালি দেয়া

١٩٨٣ – حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ : حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زُبَيْدِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِيْ وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ".

– صحيح : "ابن ماجه" (٦٩) ق.

১৯৮৩। আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মুসলমানকে গালি দেয়া ফাসিকী ও নাফারমানীমূলক কাজ এবং তাকে মেরে ফেলা বা তার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করা কুফরীমূলক কাজ।

সহীহ, ইবনু মা-জাহ (৬৯), বুখারী ও মুসলিম।

অধঃস্তন বর্ণনাকারী যুবাইদ বলেন, আবূ ওয়াইলকে আমি প্রশ্ন করলাম, আপনি এ হাদীসটি কি আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ)-এর নিকট সরাসরি শুনেছেন? তিনি বলেন, হ্যাঁ।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

٥٣ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ قَوْلِ الْمَعْرُوْفِ
অনুচ্ছেদ ঃ ৫৩ ॥ উত্তম কথা বলা প্রসঙ্গে

١٩٨٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "إِنَّ فِي الْجَنَّةِ غُرَفًا، تُرٰى ظُهُوْرُهَا مِنْ بُطُوْنِهَا، وَبُطُوْنُهَا مِنْ ظُهُوْرِهَا"، فَقَامَ أَعْرَابِيٌّ، فَقَالَ : لِمَنْ هِيَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟! قَالَ : "لِمَنْ أَطَابَ الْكَلَامَ، وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، وَأَدَامَ الصِّيَامَ، وَصَلّٰى لِلّٰهِ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ".

- حسن : "المشكاة" (٢٣٣٥)، "التعليق الرغيب" (٢/٤٦).

১৯৮৪। আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ জান্নাতের মধ্যে একটি বালাখানা (প্রাসাদ) আছে। এর ভিতর হতে বাইরের এবং বাহির হতে ভিতরের দৃশ্য দেখা যায়। এক বিদুঈন (গ্রাম্যলোক) দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! এই বালাখানা কোন ব্যক্তির জন্য? তিনি বললেন ঃ যে লোক মানুষের সাথে উত্তমভাবে কথা বলে, ক্ষুধার্তকে খাদ্য দেয়, সর্বদা রোযা পালন করে এবং মানুষ যখন রাতে ঘুমিয়ে থাকে তখন আল্লাহ্ তা'আলার উদ্দেশ্যে নামায আদায় করে তার জন্য। **হাসান, মিশকাত (২৩৩৫), তা'লীকুর রাগীব (২/৪৬)।**

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গারীব। আমরা এ হাদীস প্রসঙ্গে শুধুমাত্র আবদুর রাহমান ইবনু ইসহাকের সূত্রেই জেনেছি। এই আবদুর রাহমানের স্মরণশক্তি সম্পর্কে কোন কোন হাদীস বিশারদ সমালোচনা করেছেন। তিনি কূফার বাসিন্দা। আর আবদুর রাহমান ইবনু ইসহাক

আল-কুরাশী একজন মাদীনার অধিবাসী। তিনি পূর্বোক্তজনের চাইতে বেশি বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য। তারা উভয়ে ছিলেন সমসাময়িক।

٥٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ فَضْلِ الْمَمْلُوْكِ الصَّالِحِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৪ ॥ সৎকর্মশীল গোলামের মর্যাদা

١٩٨٥ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عُمَرَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : "نِعِمَّا لِأَحَدِهِمْ أَنْ يُّطِيْعَ رَبَّهُ، وَيُؤَدِّيَ حَقَّ سَيِّدِهِ". -يَعْنِيْ : اَلْمَمْلُوْكَ-.

- صحيح : "التعليق الرغيب" (١٥٩/٣) ق.

১৯৮৫। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সেই লোক কতই না উত্তম যে নিজের প্রভুরও আনুগত্য করে এবং নিজের মনিবের হক্বও আদায় করে অর্থাৎ গোলাম। সহীহ, তা'লীকুর রাগীব (৩/১৫৯), বুখারী ও মুসলিম।

কা'ব (রাঃ) বলেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সত্যিই বলেছেন।

এ অনুচ্ছেদে আবূ মূসা ও ইবনু উমার (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

٥٥ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ مُعَاشَرَةِ النَّاسِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৫ ॥ মানুষের সাথে সদ্ভাব বজায় রাখা

١٩٨٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَبِيْبِ بْنِ أَبِيْ ثَابِتٍ، عَنْ مَيْمُوْنِ بْنِ أَبِيْ شَبِيْبٍ، عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ، قَالَ : قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "اِتَّقِ اللّٰهَ حَيْثُمَا كُنْتَ، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ".

- حسن : "المشكاة" (٥٠٨٣)، "الروض النضير" (٨٥٥).

১৯৮৭। আবূ যার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেন ঃ তুমি যেখানেই থাক আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় কর, মন্দ কাজের পরপরই ভাল কাজ কর, তাতে মন্দ দূরীভূত হয়ে যাবে এবং মানুষের সাথে উত্তম আচরণ কর।

হাসান, মিশকাত (৫০৮৩), রাওযুন নাযীর (৮৫৫)

আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্। মাহমূদ ইবনু গাইলান-আবূ আহমাদ হতে, তিনি আবূ নুআইম হতে, তিনি সুফিয়ান হতে, তিনি হাবীব (রাহঃ) হতে এই সূত্রে একইরকম বর্ণনা করেছেন। মাহমূদ-ওয়াকী হতে, তিনি সুফিয়ান হতে, তিনি হাবীব ইবনু আবী সাবিত হতে, তিনি মাইমূন ইবনু আবী শাবীব হতে, তিনি মুআয ইবনু জাবাল (রাঃ) হতে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে একইরকম বর্ণনা করেছেন। মাহ্মূদ বলেন, আবূ যার (রাঃ)-এর হাদীসটি সহীহ্।

٥٦ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ ظَنِّ السُّوْءِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৬ ॥ কু-ধারণা পোষণ

١٩٨٨ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عُمَرَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : "إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ؛ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيْثِ".

- صحيح : "غاية المرام" (٤١٧) ق.

১৯৮৮। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ মন্দ ধারণা পোষণ করা হতে তোমরা দূরে থাক। কেননা, মন্দ ধারণা হলো সবচেয়ে বড় মিথ্যা কথা।

সহীহ, গাইয়াতুল মারাম (৪১৭), বুখারী ও মুসলিম।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্। সুফিয়ান বলেন

ধারণা-অনুমান দুই প্রকারে বিভক্ত। এক প্রকার ধারণা পাপের অন্তর্ভুক্ত এবং অন্য প্রকার ধারণা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত নয়। অন্তরে কাল্পনিক ধারণা পোষণ করে মুখে তা প্রকাশ করা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। যদি মনে মনে ধারণা পোষণ করা হয় এবং তা মুখে প্রকাশ না করা হয় তাহলে তা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত নয়।

٥٧ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمِزَاحِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৭ ॥ কৌতুক করা

١٩٨٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْوَضَّاحِ الْكُوفِيُّ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ : إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَيُخَالِطُنَا، حَتّٰى إِنْ كَانَ لَيَقُوْلُ لأَخٍ لِّيْ صَغِيْرٍ : "يَا أَبَا عُمَيْرٍ! مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ؟".

– صحيح : ق، وقد مضى (٣٣٣).

১৯৮৯। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের (ছোটদের) সাথে মিশতেন। এমনকি আমার ছোট ভাইটিকে তিনি কৌতুক করে বলতেন ঃ হে আবূ উমাইর! কি করেছে নুগাইর (ছোট্ট পোষা পাখি)।

সহীহ, বুখারী ও মুসলিম। ৩৩৩ নং হাদীস পূর্বে বর্ণিত হয়েছে

হান্নাদ-ওয়াকী হতে, তিনি শুবা হতে, তিনি আবুত তাইয়্যাহ হতে, তিনি আনাস (রাঃ) হতে একইরকম বর্ণনা করেছেন। আবুত তাইয়্যাহ্-এর নাম ইয়াযীদ, পিতা হুমাইদ আয-যুবাই। আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান্ সহীহ্।

١٩٩٠ - حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّوْرِيُّ الْبَغْدَادِيُّ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ ابْنُ الْحَسَنِ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ

سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! إِنَّكَ تُدَاعِبُنَا؟! قَالَ : "إِنِّيْ لَا أَقُوْلُ إِلَّا حَقًّا".

- صحيح : "الصحيحة" (١٧٢٦)، "مختصر الشمائل" (٢٠٢).

১৯৯০। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আপনি তো আমাদের সাথে কৌতুকও করে থাকেন। তিনি বললেন ঃ আমি শুধু সত্য কথাই বলে থাকি (এমনকি কৌতুকেও)।

সহীহ, সহীহাহ্ (১৭২৬), মুখতাসার শামা-ইল (২০২)।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

١٩٩١ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْوَاسِطِيُّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : أَنَّ رَجُلًا اِسْتَحْمَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ، فَقَالَ : "إِنِّيْ حَامِلُكَ عَلٰى وَلَدِ النَّاقَةِ"، فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! مَا أَصْنَعُ بِوَلَدِ النَّاقَةِ؟! فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "وَهَلْ تَلِدُ الْإِبِلَ إِلَّا النُّوْقُ؟!".

- صحيح : "المشكاة" (٤٨٨٦)، "مختصر الشمائل" (٢٠٣).

১৯৯১। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট একজন লোক আরোহণযোগ্য একটি বাহন চাইল। তিনি বললেন ঃ একটি উষ্ট্রীর বাচ্চায় আমি তোমাকে আরোহণ করাব। সে বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আমি উষ্ট্রীর বাচ্চা দিয়ে কি করব? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ উষ্ট্রী ব্যতীত আর কোন কিছু কি উট প্রসব করে?

সহীহ, মিশকাত (৪৮৮৬), মুখতাসার শামা-ইল (২০৩)।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্ গারীব।

١٩٩٢ - حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ : حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ، عَنْ شَرِيْكٍ،

عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ : "يَا ذَا الْأُذُنَيْنِ".

– صحيح : "مختصر الشمائل" (٢٠٠).

১৯৯২। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে "হে দুই কান বিশিষ্ট" বলে সম্বোধন করেন।

সহীহ্, মুখতাসার শামা-ইল (২০০)

আবূ উসামা বলেন, তিনি কৌতুক হিসাবে তা বলতেন। আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সহীহ্ গারীব।

٥٩ – بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُدَارَاةِ
অনুচ্ছেদ ঃ ৫৯ ॥ কোমল ধরনের আচরণ

١٩٩٦ – حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتِ : اسْتَأْذَنَ رَجُلٌ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ؛ وَأَنَا عِنْدَهُ، فَقَالَ : "بِئْسَ ابْنُ الْعَشِيْرَةِ – أَوْ أَخُو الْعَشِيْرَةِ –"، ثُمَّ أَذِنَ لَهُ، فَأَلَانَ لَهُ الْقَوْلَ، فَلَمَّا خَرَجَ؛ قُلْتُ لَهُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! قُلْتَ لَهُ مَا قُلْتَ، ثُمَّ أَلَنْتَ لَهُ الْقَوْلَ؟! فَقَالَ : "يَا عَائِشَةُ! إِنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ – أَوْ وَدَعَهُ النَّاسُ –؛ اِتِّقَاءَ فُحْشِهِ".

– صحيح : "الصحيحة" (١٠٤٩)، "مختصر الشمائل" (٣٠١) ق.

১৯৯৬। আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে দেখা করার জন্য একজন লোক অনুমতি চাইলো। আমি সে সময়ে তাঁর সামনে উপস্থিত ছিলাম। তিনি বললেন ঃ গোত্রের মধ্যে এই লোকটি অথবা গোত্রের এই ভাই কতই না

মন্দ! তারপর তিনি তাকে ভিতরে প্রবেশের সম্মতি প্রদান করলেন এবং তার সাথে নম্র ভাষায় কথা বললেন। লোকটি চলে যাওয়ার পর আমি তাকে বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আপনি প্রথম অবস্থায় তার ব্যাপারে এই এই কথা বললেন, তারপর তার সাথে নম্র ভাষায় কথা বললেন! তিনি বললেন, হে আইশা! মানুষের মধ্যে সেই ব্যক্তি সবচেয়ে নিকৃষ্ট, যার অশালীন আচরণ হতে মুক্তির জন্য জনগণ তাকে পরিত্যাগ করে।

সহীহ, সহীহাহ (১০৪৯), মুখতাসার শামাইল (৩০১), বুখারী, মুসলিম।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

٦٠ – بَابُ مَا جَاءَ فِي الْاِقْتِصَادِ فِي الْحُبِّ، وَالْبُغْضِ

অনুচ্ছেদ ৬০ ॥ বন্ধুত্ব ও বিদ্বেষ উভয় ক্ষেত্রে ভারসাম্য বজায় রাখা

١٩٩٧ – حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ : حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ عَمْرٍو الْكَلْبِيُّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوْبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ– أُرَاهُ رَفَعَهُ–، قَالَ : "أَحْبِبْ حَبِيْبَكَ هَوْنًا مَا؛ عَسٰى أَنْ يَّكُوْنَ بَغِيْضَكَ يَوْمًا مَا، وَأَبْغِضْ بَغِيْضَكَ هَوْنًا مَا؛ عَسٰى أَنْ يَّكُوْنَ حَبِيْبَكَ يَوْمًا مَا".

– صحيح : "غاية المرام" (٤٧٢).

১৯৯৭। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, (মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন বলেন) আমার অনুমান যে, তিনি এটা মারফূভাবে বর্ণনা করেছেন (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী স্বরূপ বর্ণনা করেছেন)। তিনি বলেছেন ঃ নিজের বন্ধুর সাথে ভালবাসার আধিক্য প্রদর্শন করবে না। হয়ত সে একদিন তোমার শত্রু হয়ে যাবে। তোমার শত্রুর সাথেও শত্রুতার চরম সীমা প্রদর্শন করবে না। হয়ত সে একদিন তোমার বন্ধু হয়ে যাবে।

সহীহ, গাইয়াতুল মারাম (৪৭২)।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গারীব। আমরা তা উল্লেখিত সনদসূত্রে এভাবেই জেনেছি। এ হাদীসটি আইয়ূ্যব (রাহঃ) হতে ভিন্ন সনদেও বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান ইবনু আবূ জাফর আলী (রাঃ)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এটি দুর্বল। সহীহ্ হলো আলী (রাঃ) হতে মাওকূফ বর্ণনাটি।

٦١ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْكِبْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৬১ ॥ অহংকার প্রসঙ্গে

١٩٩٨ - حَدَّثَنَا أَبُوْ هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ : حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ مِّنْ كِبْرٍ، وَلَا يَدْخُلُ النَّارَ مَنْ كَانَ فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِّنْ إِيْمَانٍ".

- صحيح : "تخريج إصلاح المساجد" (١١٥)م.

১৯৯৮। আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সরিষার দানা সমপরিমাণ অহংকারও (সামান্যতম) যার অন্তরে আছে সে জান্নাতে যেতে পারবে না। আর সরিষার দানা সমপরিমান ঈমানও যার অন্তরে আছে সে জাহান্নামে যাবে না।

সহীহ, তাখরীজ ইসলাহুল মাসা-জিদ (১১৫), মুসলিম।

আবূ হুরাইরা, ইবনু আব্বাস, সালামা ইবনুল আকওয়া ও আবূ সাঈদ (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

١٩٩٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى، وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، قَالَا : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ، عَنْ فُضَيْلٍ

ابْنِ عَمْرٍو، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : "لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِّنْ كِبْرٍ، وَلاَ يَدْخُلُ النَّارَ -يَعْنِيْ- مَنْ كَانَ فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِّنْ إِيْمَانٍ"، قَالَ : فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : إِنَّهُ يُعْجِبُنِيْ أَنْ يَكُوْنَ ثَوْبِيْ حَسَنًا، وَنَعْلِيْ حَسَنَةً؟! قَالَ : "إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْجَمَالَ، وَلٰكِنَّ الْكِبْرَ : مَنْ بَطِرَ الْحَقَّ، وَغَمَصَ النَّاسَ".

- صحيح : "الصحيحة" (١٦٢٦)م.

১৯৯৯। আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তির অন্তরে অণু পরিমাণ অহংকারও আছে সে জান্নাতে যেতে পারবে না। আর যে ব্যক্তির অন্তরে অণু পরিমাণ ঈমানও আছে সে জাহান্নামে যাবে না। তখন একজন বলল, আমার নিকট এটা তো খুবই পছন্দনীয় যে, আমার জামা-কাপড় সুন্দর হোক এবং আমার জুতা জোড়াও সুন্দর হোক। তিনি বললেনঃ আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই সৌন্দর্যকে পছন্দ করেন। কোন ব্যক্তির সদর্পে সত্যকে প্রত্যাখ্যান করা এবং মানুষকে তুচ্ছজ্ঞান করাই হলো অহংকার।

সহীহ, সহীহাহ্ (১৬২৬), মুসলিম।

"যে ব্যক্তির অন্তরে অণু পরিমাণ ঈমানও আছে সে ব্যক্তি জাহান্নামে যাবে না" শীর্ষক হাদীসের ব্যাখ্যায় একদল মুহাদ্দিস বলেন, সে জাহান্নামে স্থায়ী হবে না (আযাবের পর মুক্তি পাবে)। আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ)-এর সূত্রে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন ঃ "যার অন্তরে অনুপরিমাণ ঈমানও আছে তাকে জাহান্নাম হতে বের করা হবে"। "হে আমাদের প্রভু! তুমি যে ব্যক্তিকে জাহান্নামে দাখিল করাবে তাকে তুমি অপমান করলে" শীর্ষক আয়াতের ব্যাখ্যায় একদল তাবিঈ বলেন, যে ব্যক্তিকে তুমি চিরস্থায়ী জাহান্নামী করলে তাকে তুমি চরম অপমানিত করলে। আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্ গারীব।

٢٠٠١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عِيْسَى الْبَغْدَادِيُّ : حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ

سَوَّارٍ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ ابْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ : تَقُوْلُوْنَ : فِيَّ التِّيْهُ؛ وَقَدْ رَكِبْتُ الْحِمَارَ، وَلَبِسْتُ الشَّمْلَةَ، وَقَدْ حَلَبْتُ الشَّاةَ، وَقَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "مَنْ فَعَلَ هٰذَا؛ فَلَيْسَ فِيْهِ مِنَ الْكِبْرِ شَيْءٌ".

– صحيح : الإسناد.

২০০১। নাফি ইবনু জুবাইর ইবনু মুতঈম (রাঃ) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি (যুবাইর) বলেন, তোমরা বলে থাক আমার মধ্যে অহংকার রয়েছে। অথচ আমি গাধায় আরোহণ করি, চাদর পরিধান এবং ছাগলের দুধ দোহন করি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে এ কাজগুলো করে তার মধ্যে সামান্যতম অহংকারও নেই।

সনদ সহীহ।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্ গারীব।

٦٢ – بَابُ مَا جَاءَ فِيْ حُسْنِ الْخُلُقِ
অনুচ্ছেদ ঃ ৬২ ॥ সচ্চরিত্র ও সদাচার

٢٠٠٢ – حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ مَمْلَكٍ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : "مَا شَيْءٌ أَثْقَلُ فِيْ مِيْزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؛ مِنْ خُلُقٍ حَسَنٍ، وَإِنَّ اللّٰهَ لَيُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيْءَ".

– صحيح : "الصحيحة" (٨٧٦)، "الروض النضير" (٩٤١).

২০০২। আবুদ দারদা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামাত দিবসে মু'মিনের দাঁড়িপাল্লায়

সচ্চরিত্র ও সদাচারের চেয়ে বেশি ওজনের আর কোন জিনিস হবে না। কেননা, আল্লাহ তা'আলা অশ্লীল ও কটুভাষীকে ঘৃণা করেন।

সহীহ, সহীহাহ্ (৮৭৬), রাওযুন নাযীর (৯৪১)

আবূ ঈসা বলেন, আইশা, আবূ হুরাইরা, আনাস ও উসামা ইবনু শারীক (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

٢٠٠٣ - حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ : حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ بْنُ اللَّيْثِ الْكُوْفِيُّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ : "مَا مِنْ شَيْءٍ يُوْضَعُ فِي الْمِيْزَانِ؛ أَثْقَلُ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ، وَإِنَّ صَاحِبَ حُسْنِ الْخُلُقِ؛ لَيَبْلُغُ بِهِ دَرَجَةَ صَاحِبِ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ".

- صحيح : المصدر نفسه.

২০০৩। আবুদ দারদা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ সচ্চরিত্র ও সদাচারই দাঁড়িপাল্লায় মধ্যে সবচাইতে ভারী হবে। সচ্চরিত্রবান ও সদাচারী ব্যক্তি তার সদাচার ও চরিত্র মাধুর্য দ্বারা অবশ্যই রোযাদার ও নামাযীর পর্যায়ে পৌঁছে যায়।

সহীহ, প্রাগুক্ত।

আবূ ঈসা বলেন, উল্লেখিত সনদসূত্রে এ হাদীসটি গারীব।

٢٠٠٤ - حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ إِدْرِيْسَ : حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ الْجَنَّةَ؟ فَقَالَ : "تَقْوَى اللّٰهِ، وَحُسْنُ

الْخُلُقِ"، وَسُئِلَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ؟ فَقَالَ : "الْفَمُ، وَالْفَرْجُ".

– حسن : الإسناد.

২০০৪। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করা হলো, কোন কর্মটি সবচাইতে বেশি পরিমাণ মানুষকে জান্নাতে নিয়ে যাবে। তিনি বললেন ঃ আল্লাহভীতি, সদাচার ও উত্তম চরিত্র। আবার তাঁকে প্রশ্ন করা হলো, কোন কাজটি সবচাইতে বেশি পরিমাণ মানুষকে জাহান্নামে নিয়ে যাবে। তিনি বললেন ঃ মুখ ও লজ্জাস্থান।

সনদ, হাসান।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সহীহ গারীব। আবদুল্লাহ ইবনু ইদরীস হলেন ইবনু ইয়াযীদ ইবনু আবদুর রাহমান আল-আওদী।

٢٠٠٥ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ : حَدَّثَنَا أَبُو وَهْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ : أَنَّهُ وَصَفَ حُسْنَ الْخُلُقِ، فَقَالَ : هُوَ بَسْطُ الْوَجْهِ، وَبَذْلُ الْمَعْرُوفِ، وَكَفُّ الْأَذَى.

– صحيح الإسناد.

২০০৫। সদাচার ও উত্তম চরিত্রের বর্ণনা দিতে গিয়ে আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাক (রাহঃ) বলেন, তা হলো হাস্যোজ্জ্বল চেহারা, উত্তম জিনিস দান করা এবং কষ্ট দেয়া হতে বিরত থাকা। **সনদ সহীহ।**

٦٣ – بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِحْسَانِ، وَالْعَفْوِ

অনুচ্ছেদঃ ৬৩ ॥ ইহ্সান (অনুগ্রহ) এবং ক্ষমা ও উদারতা প্রদর্শন

٢٠٠٦ – حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالُوا : حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ

أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللّٰهِ! اَلرَّجُلُ أَمُرُّ بِهِ، فَلَا يَقْرِيْنِيْ، وَلَا يُضَيِّفُنِيْ، فَيَمُرُّ بِيْ؛ أَفَأَجْزِيْهِ؟ قَالَ : "لَا؛ اقْرِهِ". قَالَ : وَرَآنِيْ رَثَّ الثِّيَابِ، فَقَالَ : "هَلْ لَكَ مِنْ مَالٍ؟". قُلْتُ : مِنْ كُلِّ الْمَالِ قَدْ أَعْطَانِيَ اللّٰهُ؛ مِنَ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ، قَالَ : "فَلْيُرَ عَلَيْكَ".

– صحيح : "غاية المرام" (٧٥)، "الصحيحة" (١٣٢٠).

২০০৬। আবুল আহ্ওয়াস (রাহঃ) হতে তার বাবার সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আমি কোন লোককে অতিক্রম করি, সে আমাকে পানাহার করায় না, মেহমানদারীও করে না। যদি ঐ লোকটি আমাকে অতিক্রম করে, আমি কি একইভাবে তার প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারি? তিনি বললেন ঃ না, তুমি তার মেহমানদারী কর। (বর্ণনাকারী বলেন) আমাকে খুবই পুরাতন পোশাক পরে থাকতে দেখে তিনি প্রশ্ন করলেনঃ তোমার ধন-দৌলত আছে কি? আমি বললাম, আল্লাহ তা'আলা আমাকে উট, ছাগল-ভেড়া প্রভৃতি সকল প্রকার সম্পদই দিয়েছেন। তিনি বললেন ঃ তা তোমার শরীরে পরিলক্ষিত হওয়া উচিত।

সহীহ, গাইয়াতুল মারাম (৭৫), সহীহাহ্ (১৩২০)।

আবূ ঈসা বলেন, আইশা, জাবির ও আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান সহীহ্। আবুল আহ্ওয়াসের নাম আওফ, পিতা মালিক ইবনু নাযলা আল-জুশামী। "ইক্‌রিহি" অর্থ তাকে আতিথ্য প্রদর্শন কর। "আল-কিরা" অর্থ "আতিথেয়তা"।

٦٤ – بَابُ مَا جَاءَ فِيْ زِيَارَةِ الْإِخْوَانِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৪ ॥ ভাইদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করা

٢٠٠٨ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَالْحُسَيْنُ بْنُ أَبِيْ كَبْشَةَ

الْبَصْرِيُّ، قالا : حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ يَعْقُوْبَ السَّدُوْسِيُّ : حَدَّثَنَا أَبُوْ سِنَانٍ الْقَسْمَلِيُّ- هُوَ الشَّامِيُّ-، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِيْ سَوْدَةَ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "مَنْ عَادَ مَرِيْضًا، أَوْ زَارَ أَخًا لَّهُ فِي اللّٰهِ؛ نَادَاهُ مُنَادٍ : أَنْ طِبْتَ وَطَابَ مَمْشَاكَ، وَتَبَوَّأْتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنْزِلًا".

– حسن : "المشكاة" (٥٠١٥).

২০০৮। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে লোক আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি হাসিলের আশায় কোন অসুস্থ লোককে দেখতে যায় অথবা নিজের ভাইয়ের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করতে যায়, একজন ঘোষক (ফিরিশতা) তাকে ডেকে বলতে থাকেন ঃ কল্যাণময় তোমার জীবন, কল্যাণময় তোমার এই পথ চলাও। তুমি তো জান্নাতের মধ্যে একটি বাসস্থান নির্দিষ্ট করে নিলে।

হাসান, মিশকাত (৫০১৫)।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব। আবূ সিনানের নাম ঈসা ইবনু সিনান। হাম্মাদ ইবনু সালামা-সাবিত হতে, তিনি আবূ রাফি হতে, তিনি আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে এইরকম কিছু বর্ণনা করেছেন।

٦٥ – بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحَيَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৫ ॥ লজ্জা ও সম্ভ্রমবোধ

٢٠٠٩ – حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ : حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَعَبْدُ الرَّحِيْمِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو : حَدَّثَنَا أَبُوْ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "اَلْحَيَاءُ مِنَ الْإِيْمَانِ، وَالْإِيْمَانُ

فِي الْجَنَّةِ، وَالْبَذَاءُ مِنَ الْجَفَاءِ، وَالْجَفَاءُ فِي النَّارِ".

– صحيح : "الصحيحة (٤٩٥)، "الروض النضير" (٧٤٦).

২০০৯। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ লজ্জা-সম্ভ্রম হচ্ছে ঈমানের অঙ্গ, আর ঈমানের (ঈমানদারের) জায়গা জান্নাতে। নির্লজ্জতা ও অসভ্যতা হচ্ছে দুর্ব্যবহারের অঙ্গ, আর দুর্ব্যবহারের (দুর্ব্যবহারকারীর) জায়গা জাহান্নামে।

সহীহ, সহীহাহ্ (৪৯৫), রাওযুন নাযীর (৭৪৬)।

আবূ ঈসা বলেন, ইবনু উমার, আবূ বাক্রা, আবূ উমামা ও ইমরান ইবনু হুসাইন (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

٦٦ – بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّأَنِّيْ وَالْعَجَلَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৬ ॥ ধীর-স্থিরতা ও তাড়াহুড়া

٢٠١٠ – حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ : حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عِمْرَانَ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَرْجِسَ الْمُزَنِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : "السَّمْتُ الْحَسَنُ، وَالتُّؤَدَةُ، وَالْاِقْتِصَادُ؛ جُزْءٌ مِّنْ أَرْبَعَةٍ وَّعِشْرِيْنَ جُزْءًا مِّنَ النُّبُوَّةِ".

– حسن : "الروض النضير" (٣٨٤)، "التعليق الرغيب" (٣/٦).

২০১০। আবদুল্লাহ ইবনু সারজিস আল-মুযানী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ উত্তম আচরণ, দৃঢ়তা-স্থিরতা ও মধ্যমপন্থা অবলম্বন করা হচ্ছে নাবুওয়াতের চব্বিশ ভাগের একভাগ।

হাসান, রাওযুন নাযীর (৩৮৪), তা'লীকুর রাগীব (৩/৬)।

আবূ ঈসা বলেন, ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান গারীব। কুতাইবা-নূহ ইবনু কাইস হতে, তিনি আবদুল্লাহ ইবনু ইমরান হতে, তিনি আবদুল্লাহ ইবনু সারজিস (রাঃ) হতে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে (উপরের হাদীসের) একইরকম বর্ণনা করেছেন। এই সূত্রটিতে আসিমের উল্লেখ নেই। কিন্তু নাসর ইবনু আলীর হাদীসটিই সহীহ্।

٢٠١١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَزِيْعٍ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ قُرَّةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِأَشَجِّ عَبْدِ الْقَيْسِ : "إِنَّ فِيْكَ خَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللهُ : اَلْحِلْمُ، وَالْأَنَاةُ".

- صحيح : "ابن ماجه" (٤١٨٨) م.

২০১১। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, আবদুল কাইস বংশের প্রতিনিধি দলের নেতা আশাজ্জকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের মধ্যে এরূপ দুটি গুণ রয়েছে যা আল্লাহ তা'আলা অধিক পছন্দ করেন ঃ সহিষ্ণুতা ও স্থিরতা।

সহীহ, ইবনু মা-জাহ (৪১৮৮), মুসলিম।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ গারীব। আশাজ্জ আল-আসারী (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে।

٦٧ - بَابُ مَاجَاءَ فِى الرِّفْقِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৭ ॥ নম্রতা প্রসঙ্গে

٢٠١٣ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ مَمْلَكٍ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: "مَنْ أُعْطِيَ حَظَّهُ مِنَ الرِّفْقِ؛ فَقَدْ أُعْطِيَ حَظَّهُ مِنَ الْخَيْرِ، وَمَنْ حُرِمَ حَظَّهُ مِنَ الرِّفْقِ؛ فَقَدْ حُرِمَ حَظَّهُ مِنَ الْخَيْرِ".

- صحيح : "الصحيحة" (٥١٥، ٨٧٤).

২০১২। আবুদ দারদা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তিকে নমনীয়তার অংশ দেয়া হয়েছে তাকে কল্যাণের অংশ দেয়া হয়েছে। নমনীয়তার অংশ হতে যে ব্যক্তিকে বঞ্চিত করা হয়েছে তাকে কল্যাণের অংশ হতে বঞ্চিত করা হয়েছে।

সহীহ, সহীহাহ্ (৫১৫, ৮৭৪)।

আবূ ঈসা বলেন, আইশা, জারীর ইবনু আবদুল্লাহ ও আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

٦٨ - بَابُ مَا جَاءَ فِي دَعْوَةِ الْمَظْلُومِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৮ ॥ অত্যাচারিতের বদ-দু'আ

٢٠١٤ - حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ صَيْفِيٍّ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعَثَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ : "اِتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ؛ فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللّٰهِ حِجَابٌ".

- صحيح : "صحيح أبي داود" (١٤١٢) ق.

২০১৪। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুআয (রাঃ)-কে ইয়ামানে প্রেরণের সময়

বলেন ঃ অত্যাচারিতের বদ-দু'আকে ভয় কর। কেননা, তার বদ-দু'আ এবং আল্লাহ্ তা'আলার মাঝখানে কোন প্রতিবন্ধকতা নেই।

সহীহ, সহীহ আবূ দাউদ (১৪১২), বুখারী, মুসলিম।

আবূ ঈসা বলেন, আনাস, আবূ হুরাইরা, আবদুল্লাহ ইবনু আমর ও আবূ সাঈদ (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান সহীহ। আবূ মা'বাদের নাম না-ফিয।

٦٩ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ خُلُقِ النَّبِيِّ ﷺ

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৯ ॥ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চরিত্র বৈশিষ্ট্য

٢٠١٥ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضُّبَعِيُّ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: خَدَمْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَشْرَ سِنِيْنَ، فَمَا قَالَ لِيْ : أُفٍّ- قَطُّ-، وَمَا قَالَ لِشَيْءٍ صَنَعْتُهُ : لِمَ صَنَعْتَهُ؟ وَلاَ لِشَيْءٍ تَرَكْتُهُ : لِمَ تَرَكْتَهُ؟ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ خُلُقًا، وَلاَ مَسِسْتُ خَزًّا- قَطُّ-، وَلاَ حَرِيْرًا، وَلاَ شَيْئًا؛ كَانَ أَلْيَنَ مِنْ كَفِّ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، وَلاَ شَمِمْتُ مِسْكًا- قَطُّ- وَلاَ عِطْرًا؛ كَانَ أَطْيَبَ مِنْ عَرَقِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ.

- صحيح : "مختصر الشمائل المحمدية" (٢٩٦) ق.

২০১৫। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি দশবছর যাবতকাল ধরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেবা-যত্ন করেছি। তিনি আমার প্রতি কখনো 'উহ্' শব্দটিও উচ্চারণ করেননি (অসন্তোষ প্রকাশ করেননি)। তিনি আমার কোন কাজে কখনো অসন্তোষ প্রকাশ করে বলেননি যে, এটা তুমি করলে কেন অথবা কোন কাজ ছুটে যাওয়ার কারণেও তিনি বলেননি যে, এটা তুমি কেন করলে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন সবচাইতে উত্তম

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মানুষ। আমি রেশম এবং পশম মিশিয়ে বানানো কাপড়ও নিজ হাতে ছুয়ে দেখেছি এবং খাঁটি রেশমী কাপড়ও ছুয়েছি কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতের চেয়ে অধিক নরম ও মসৃন কোন কিছু স্পর্শ করিনি। আমি মৃগনাভির গন্ধও গ্রহণ করেছি এবং আতরের গন্ধও গ্রহণ করেছি কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীরের ঘামের চেয়ে অধিক সুগন্ধ কোন কিছুতেই পাইনি।

সহীহ্, মুখতাসার শামা-ইল (২৯৬), বুখারী, মুসলিম।

আবূ ঈসা বলেন, আইশা ও বারাআ (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

٢٠١٦ - حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ : حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ، قَالَ : أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ الْجَدَلِيَّ يَقُوْلُ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ خُلُقِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ؟ فَقَالَتْ : لَمْ يَكُنْ فَاحِشًا، وَلَا مُتَفَحِّشًا، وَلَا صَخَّابًا فِي الْأَسْوَاقِ، وَلَا يَجْزِي بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ، وَلٰكِنْ يَعْفُو وَيَصْفَحُ.

- صحيح : "مختصر الشمائل" (٢٩٨)، "المشكاة" (٥٨٢٠).

২০১৬। আবূ আবদুল্লাহ আল-জাদালী (রাহঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চরিত্র-মাধুর্য সম্বন্ধে আইশা (রাঃ)-কে প্রশ্ন করলাম। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো অশ্লীল ও কটুভাষী ছিলেন না, অশ্লীল ব্যবহারও করেননি। তিনি কখনো বাজারে গিয়ে হট্টগোল করতেন না এবং অন্যায়ের দ্বারা অন্যায়ের প্রতিশোধ নেননি। বরং তিনি উদার মন নিয়ে ক্ষমা করে দিতেন।

সহীহ্, মুখতাসার শামা-ইল (২৯৮), মিশকাত (৫৮২০)

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্। আবূ আবদুল্লাহ আল-জাদালীর নাম আব্দ ইবনু আব্দ, মতান্তরে আবদুর রাহমান ইবনু আব্দ।

٧٠ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ حُسْنِ الْعَهْدِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৭০ ॥ উত্তমভাবে ওয়াদা পালন

٢٠١٧ - حَدَّثَنَا أَبُوْ هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ : حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : مَا غِرْتُ عَلٰى أَحَدٍ مِّنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ مَا غِرْتُ عَلٰى خَدِيْجَةَ، وَمَا بِيْ أَنْ أَكُوْنَ أَدْرَكْتُهَا، وَمَا ذَاكَ إِلاَّ لِكَثْرَةِ ذِكْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَهَا، وَإِنْ كَانَ لَيَذْبَحُ الشَّاةَ، فَيَتَتَبَّعُ بِهَا صَدَائِقَ خَدِيْجَةَ، فَيُهْدِيْهَا لَهُنَّ.

- صحيح : ق.

২০১৭। আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমার খাদীজা (রাঃ)-এর উপর যতটুকু ঈর্ষা হয়েছিল, এতটুকু পরিমাণ ঈর্ষা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আর কোন স্ত্রীর উপর হয়নি। অথচ আমি তাঁকে পাইনি। আমার ঈর্ষার কারণ ছিল, তাঁকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেশি বেশি স্মরণ করতেন। তিনি কখনো ছাগল যবেহ করলে খাদীজা (রাঃ)-এর বান্ধবীদের খুঁজে খুঁজে তার গোশত্ উপহার স্বরূপ প্রদান করতেন।

সহীহ্, বুখারী, মুসলিম।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব সহীহ্।

٧١ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ مَعَالِي الْأَخْلَاقِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৭১ ॥ উন্নত চারিত্রিক গুণ

٢٠١٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ خِرَاشٍ الْبَغْدَادِيُّ : حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ : حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ : حَدَّثَنِيْ عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ سَعِيْدٍ،

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : "إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ، وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّيْ مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ : أَحَاسِنَكُمْ أَخْلَاقًا، وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ، وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّيْ مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ : اَلثَّرْثَارُوْنَ، وَالْمُتَشَدِّقُوْنَ، وَالْمُتَفَيْهِقُوْنَ"، قَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! قَدْ عَلِمْنَا "الثَّرْثَارُوْنَ وَالْمُتَشَدِّقُوْنَ"؛ فَمَا "الْمُتَفَيْهِقُوْنَ"؟ قَالَ : "اَلْمُتَكَبِّرُوْنَ".

– صحيح : "الصحيحة" (٧٩١).

২০১৮। জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের যে ব্যক্তির চরিত্র ও আচরণ সর্বোত্তম তোমাদের মধ্যে সে-ই আমার নিকট সর্বাধিক প্রিয় এবং কিয়ামাত দিবসেও আমার খুবই নিকটে থাকবে। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি আমার নিকট সবচেয়ে বেশি ঘৃণ্য সে ব্যক্তি কিয়ামাত দিবসে আমার নিকট হতে অনেক দূরে থাকবে তারা হলো ঃ বাচাল, ধৃষ্ট-নির্লজ্জ এবং অহংকারে মত্ত ব্যক্তিরা। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! বাচাল ও ধৃষ্ট-দাম্ভিকদের তো আমরা জানি কিন্তু মুতাফাইহিকূন কারা? তিনি বললেন ঃ অহংকারীরা।

সহীহ, সহীহাহ্ (৭৯১)।

আবূ ঈসা বলেন, আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান ও উপরোক্ত সূত্রে গারীব। একদল বর্ণনাকারী তাদের বর্ণনায় আবদু রব্বিহি ইবনু সাঈদের নাম উল্লেখ করেননি। তারা সরাসরি মুবারাক ইবনু ফাযালার মাধ্যমে মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির হতে জাবির (রাঃ)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। এই সূত্রটিই অনেক বেশি সহীহ্। 'আস-সারসার' যে লোক বেশি কথা বলে (বাচাল)। 'আল-মুতাশাদ্দিক' মানুষের সামনে যে লোক লম্বা লম্বা কথা বলে বেড়ায়, ধৃষ্টতাপূর্ণ ও অশালীন উক্তি করে, নির্লজ্জ ও দাম্ভিকতাপূর্ণ কথা বলে।

٧٢ - بَابُ مَا جَاءَ فِي اللَّعْنِ وَالطَّعْنِ
অনুচ্ছেদ ঃ ৭২ ॥ অভিশাপ ও তিরস্কার করা

٢٠١٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا أَبُوْ عَامِرٍ، عَنْ كَثِيْرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "لَا يَكُوْنُ الْمُؤْمِنُ لَعَّانًا". - **صحيح : "المشكاة" (٤٨٤٨-التحقيق الثاني)، "ظلال الجنة" (١٠١٤).**

২০১৯। ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মু'মিন ব্যক্তি কখনো অভিশাপকারী হতে পারে না।

সহীহ, মিশকাত তাহকীক সানী (৪৮৪৮), জিলালুল জান্নাত (১০১৪)।

আবূ ঈসা বলেন, ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান গারীব। এ হাদীসটিকে অন্য একদল বর্ণনাকারী উল্লেখিত সনদসূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ "মু'মিনের জন্য অভিশাপকারী হওয়া শোভনীয় নয়" এ হাদীসটি পূর্বের হাদীসের ব্যাখ্যা।

٧٣ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَثْرَةِ الْغَضَبِ
অনুচ্ছেদ ঃ ৭৩ ॥ অধিক ক্রোধ বা উত্তেজনা

٢٠٢٠ - حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ، وَحَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِيْ حَصِيْنٍ، عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : عَلِّمْنِيْ شَيْئًا، وَلَا تُكْثِرْ عَلَيَّ؛ لَعَلِّيْ أَعِيْهِ، قَالَ : "لَا تَغْضَبْ"، فَرَدَّدَ ذٰلِكَ مِرَارًا؛ كُلَّ ذٰلِكَ يَقُوْلُ : "لَا تَغْضَبْ".

- **صحيح : خ.**

২০২০। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট একজন লোক এসে বলল, আমাকে কিছু শিখিয়ে দিন, তবে আমাকে বেশি বলবেন না, যাতে আমি তা মুখস্থ করতে পারি। তিনি বললেন ঃ ক্রোধ প্রকাশ করো না, উত্তেজিত হয়ো না। লোকটি তার কথার পুনরাবৃত্তি করলে প্রতিবারই তিনি বললেন ঃ ক্রোধ প্রকাশ করো না, উত্তেজিত হয়ো না।

সহীহ, বুখারী।

আবূ ঈসা বলেন, আবূ সাইদ ও সুলাইমান ইবনু সারদ (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান সহীহ্ এবং উল্লেখিত সনদসূত্রে গারীব। আবূ হাসীনের নাম উসমান, পিতা আসিম আল-আসাদী।

٧٤ – بَابٌ فِيْ كَظْمِ الْغَيْظِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৪ ॥ ক্রোধ নিয়ন্ত্রন প্রসঙ্গে

٢٠٢١ – حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّوْرِيُّ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوْا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيْدَ الْمُقْرِئُ : حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِيْ أَيُّوْبَ : حَدَّثَنِيْ أَبُوْ مَرْحُوْمٍ عَبْدُ الرَّحِيْمِ بْنُ مَيْمُوْنٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ الْجُهَنِيِّ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : "مَنْ كَظَمَ غَيْظًا، وَهُوَ يَسْتَطِيْعُ أَنْ يُنْفِذَهُ؛ دَعَاهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلٰى رُءُوْسِ الْخَلَائِقِ، حَتّٰى يُخَيِّرَهُ فِيْ أَيِّ الْحُوْرِ شَاءَ".

– صحيح : "الصحيحة" (١٧٥٠).

২০২১। সাহ্ল ইবনু মুআয ইবনু আনাস আল-জুহানী (রাহঃ) হতে তার বাবার সূত্রে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে লোক তার ক্রোধকে বাস্তবায়ন করার ক্ষমতা রেখেও তা

নিয়ন্ত্রণ করে- আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামাত দিবসে তাকে সমগ্র সৃষ্টির সামনে ডেকে এনে জান্নাতের যে কোন হূর নিজের ইচ্ছামতো বেছে নেয়ার অধিকার দিবেন।

সহীহ, সহীহাহ্ (১৭৫০)।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব।

٧٦ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُتَهَاجِرِيْنَ

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৬ ॥ পরস্পর সম্পর্ক ছিন্নকারীদের প্রসঙ্গে

٢٠٢٣ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سُهَيْلِ ابْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : "تُفَتَّحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسِ، فَيُغْفَرُ فِيْهِمَا لِمَنْ لاَ يُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا؛ إِلاَّ الْمُهْتَجِرِيْنَ، يُقَالُ : رُدُّوْا هٰذَيْنِ، حَتّٰى يَصْطَلِحَا".

- صحيح : "الإرواء" (٣/١٠٥)، "غاية المرام" (٤١٢) م.

২০২৩। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ জান্নাতের দরজাগুলো সোমবার ও বৃহস্পতিবার খুলে দেয়া হয়। যেসব পাপী আল্লাহ্ তা'আলার সাথে অংশীদারিত্ব স্থাপন করেনি তাদেরকে মাফ করে দেয়া হয়। কিন্তু পরস্পর সম্পর্ক ছিন্নকারীর ব্যাপারে (আল্লাহ তা'আলা বলেন) ঃ এদেরকে ফিরিয়ে দাও যে পর্যন্ত না এরা নিজেদের মধ্যে সমঝোতা স্থাপন করে।

সহীহ, ইরওয়া (৩/১০৫), গাইয়াতুল মারাম (৪১২), মুসলিম।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্। কোন কোন হাদীসে এভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ "এদের উভয়ের বিষয়টি মুলতবি রাখ যে পর্যন্ত না নিজেদের পারস্পরিক সম্পর্ক সংশোধন করে নেয়।" "আল-মুহ্তাজিরাইনি" বলতে এমন দুইজনকে বুঝানো হয়েছে, যারা পরস্পর সম্পর্ক ছিন্ন করে একজন অন্যজনের প্রতি শত্রুতা পোষণ করে।

এটি ঐ হাদীসের মতো যাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "কোন মুসলমান ব্যক্তির পক্ষে তিনদিনের বেশি সময় তার ভাইকে ছেড়ে থাকা বৈধ নয়"।

٧٧ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّبْرِ
অনুচ্ছেদ ঃ ৭৭ ॥ ধৈর্য ধারণ করা

٢٠٢٤ - حَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ : حَدَّثَنَا مَعْنٌ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ، عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ. أَنَّ نَاسًا مِّنَ الأَنْصَارِ سَأَلُوا النَّبِيَّ ﷺ، فَأَعْطَاهُمْ، ثُمَّ سَأَلُوهُ، فَأَعْطَاهُمْ، ثُمَّ قَالَ : "مَا يَكُوْنُ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ؛ فَلَنْ أَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ، وَمَنْ يَّسْتَغْنِ؛ يُغْنِهِ اللّٰهُ، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ؛ يُعِفَّهُ اللّٰهُ، وَمَنْ يَتَصَبَّرْ؛ يُصَبِّرْهُ اللّٰهُ، وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ شَيْئًا؛ هُوَ خَيْرٌ وَأَوْسَعُ مِنَ الصَّبْرِ".

صحيح : "التعليق الرغيب" (٢/١١)، "صحيح أبي داود" (١٤٥١) ق.

২০২৪। আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, আনসারদের কয়েকজন লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে যৎসামান্য সাহায্য প্রার্থনা করল। তাদেরকে তিনি তা দিলেন। তারা আরো চাইলে তিনি তাদেরকে তা দিলেন। তারপর তিনি বললেন ঃ আমার নিকট যে সম্পদই আছে তোমাদের তা না দিয়ে কখনো জমা করে রাখি না। যে স্বনির্ভর হতে চায় আল্লাহ তা'আলা তাকে স্বনির্ভর করেন। যে (অপরের নিকট চাওয়া হতে) সংযমী হতে চায় আল্লাহ তা'আলা তাকে সংযমী করেন। যে ধৈর্যশীল হতে চায়, আল্লাহ তা'আলা তাকে ধৈর্যের তাওফীক দেন। ধৈর্যের চেয়ে বেশি কল্যাণকর প্রাচুর্যপুর্ণ কোন সম্পদ কাউকে দেয়া হয়নি।

সহীহ, তা'লীকুর রাগীব (২/১১), সহীহ আবূ দাউদ (১৪৫১), বুখারী, মুসলিম।

আবূ ঈসা বলেন, আনাস (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান সহীহ্। ইমাম মালিকের বর্ণনায় আছে "ফালান আযখারাহু আনকুম", অর্থ একই (তোমাদেরকে না দিয়ে আমি তা জমা করে রাখি না)।

٧٨ – بَابُ مَا جَاءَ فِيْ ذِي الْوَجْهَيْنِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৮ ॥ দ্বিমুখীপনা প্রসঙ্গে

٢٠٢٥ – حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "إِنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللّٰهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؛ ذَا الْوَجْهَيْنِ".

– صحيح : "صحيح الجامع" (٢٢٢٦)، "صحيح الأدب المفرد" (٩٨٧)ق.

২০২৫। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামাত দিবসে দ্বিমুখী স্বভাবের মানুষেরা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সবচেয়ে নিকৃষ্ট বলে গণ্য হবে।

সহীহ, সহীহুল জামি' (২২২৬), সহীহুল আদাবিল মুফরাদ (৯৮৭), বুখারী, মুসলিম।

আবূ ঈসা বলেন, আম্মার ও আনাস (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

٧٩ – بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّمَّامِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৯ ॥ চোগলখোর (পরোক্ষে নিন্দাকারী) প্রসঙ্গে

٢٠٢٦ – حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عُمَرَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ

مَنْصُوْرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ : مَرَّ رَجُلٌ عَلٰى حُذَيْفَةَ ابْنِ الْيَمَانِ، فَقِيْلَ لَهُ : إِنَّ هٰذَا يُبَلِّغُ الْأُمَرَاءَ الْحَدِيْثَ عَنِ النَّاسِ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ".

– صحيح : "الصحيحة" (١٠٣٤)، " غاية المرام" (٤٣٣) ق.

২০২৬। হাম্মাম ইবনুল হারিস (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান (রাঃ)-কে একজন লোক অতিক্রম করে যাচ্ছিল। তাকে বলা হলো, এই লোক জনসাধারণের কথা প্রশাসকদের কানে পৌঁছিয়ে দেয়। (একথা শুনে) হুযাইফা (রাঃ) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ চোগলখোর জান্নাতে যেতে পারবে না।

সহীহ, সহীহাহ্ (১০৩৪), গাইয়াতুল মারাম (৪৩৩), বুখারী, মুসলিম।

সুফিয়ান বলেন, “আল-কাত্তাত” অর্থ চোগলখোর।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

٨٠ – بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعِيِّ

অনুচ্ছেদ ঃ ৮০ ॥ অল্প কথা বলা

٢٠٢٧ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ : حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ، عَنْ أَبِيْ غَسَّانَ مُحَمَّدِ بْنِ مُطَرِّفٍ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : "اَلْحَيَاءُ وَالْعِيُّ شُعْبَتَانِ مِنَ الْإِيْمَانِ، وَالْبَذَاءُ وَالْبَيَانُ شُعْبَتَانِ مِنَ النِّفَاقِ".

– صحيح : "إيمان ابن أبي شيبة" (١١٨)، "المشكاة" (٤٧٩٦– التحقيق الثاني).

২০২৭। আবূ উমামা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ লজ্জা-সম্ভ্রম ও অল্প কথা বলা ঈমানের দুইটি শাখা। অশ্লীলতা ও বাকপটুতা (বাচালতা) নিফাকের (মুনাফিকীর) দুইটি শাখা।

সহীহ, ঈমান ইবনে আবী শাইবা(১১৮), মিশকাত তাহকীক ছানী(৪৭৯৬)

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব। আমরা এটিকে আবূ গাসান মুহাম্মাদ ইবনু মুতারিরকের হাদীস হিসেবে জেনেছি। বর্ণনাকারী বলেন, 'আল-আয়্যু' অর্থ স্বল্পবাক 'আল-বাযা-য়ু' অর্থ অশ্লীল ও নির্লজ্জবাক, 'আল-বায়ান' অর্থ বাকপটু, বাক্যবাগীশ। যেমন পেশাধারী বক্তারা লম্বা লম্বা বক্তৃতা দিয়ে বেড়ায়, কথার বন্যা ছুটিয়ে দেয় এবং বাকপটুতার আশ্রয় নিয়ে মানুষের এমন সব প্রশংসা করতে থাকে, যা আল্লাহ তা'আলা মোটেই পছন্দ করেন না।

٨١ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا

অনুচ্ছেদ ঃ ৮১ ॥ বক্তৃতা-ভাষণেও রয়েছে যাদুকরী প্রভাব

٢٠٢٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَجُلَيْنِ قَدِمَا فِيْ زَمَانِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، فَخَطَبَا، فَعَجِبَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِهِمَا، فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ، فَقَالَ : "إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا - أَوْ إِنَّ بَعْضَ الْبَيَانِ سِحْرٌ -".

- صحيح : خ.

২০২৮। ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমলে দুইজন লোক এসে উপস্থিত হয়। তারা দুজনে এরকম জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিল যে, জনগণ আশ্চর্য হয়ে গেল। তখন আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ কোন কোন বক্তৃতায় যাদু রয়েছে অথবা কোন কোন ভাষণে রয়েছে যাদুকরী প্রভাব। **সহীহ্ ঃ বুখারী**

আবূ ঈসা বলেন, আম্মার, ইবনু মাসউদ ও আবদুল্লাহ ইবনুশ শিখখীর (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

٨٢ - بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّوَاضُعِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৮২ ॥ বিনয় ও নম্রতা প্রসঙ্গে

٢٠٢٩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْعَلَاءِ ابْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : "مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِّنْ مَّالٍ، وَمَا زَادَ رَجُلاً بِعَفْوٍ إِلاَّ عِزًّا، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلّٰهِ؛ إِلاَّ رَفَعَهُ اللّٰهُ".

- صحيح : "الإرواء" (٢٢٠٠)، "الصحيحة" (٢٣٢٨) م.

২০২৯। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যাকাত বা দানের কারণে কখনো সম্পদের কমতি হয় না। অবশ্যই ক্ষমা ও উদারতার দ্বারা আল্লাহ তা'আলা মান-সম্মান বাড়িয়ে দেন। আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি হাসিলের উদ্দেশ্যে যে লোক বিনয় ও নম্রতা অবলম্বন করে আল্লাহ তা'আলা তাকে অতি মর্যাদা সম্পন্ন করেন।

সহীহ, ইরওয়া (২২০০), সহীহাহ (২৩২৮), মুসলিম।

আবূ ঈসা বলেন, আবদুর রাহমান ইবনু আওফ, ইবনু আব্বাস ও আবূ কাবশা আমর ইব্নু সা'দ আল-আনসা-রী (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

٨٣ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الظُّلْمِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৮৩ ॥ যুলুম-অত্যাচার প্রসঙ্গে

٢٠٣٠ - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الْعَنْبَرِيُّ : حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ

عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : "اَلظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ".

– صحيح : ق.

২০৩০। ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামাত দিবসে যুলুম-অত্যাচার অন্ধকারের মতো আবির্ভূত হবে।

সহীহ, বুখারী, মুসলিম।

আবূ ঈসা বলেন, আবদুল্লাহ ইবনু আমর, আইশা, আবূ মূসা, আবূ হুরাইরা ও জাবির (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। ইবনু উমারের হাদীস হিসেবে এ হাদীসটি হাসান সহীহ গারীব।

٨٤ – بَابُ مَا جَاءَ فِيْ تَرْكِ الْعَيْبِ لِلنِّعْمَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৮৪ ॥ নিয়ামাতের মধ্যে ত্রুটি সন্ধান করা অনুচিত

٢٠٣١ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِيْ حَازِمٍ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : مَا عَابَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ طَعَامًا – قَطُّ –، كَانَ إِذَا اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ؛ وَإِلَّا تَرَكَهُ.

– صحيح : ق.

২০৩১। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন খাদ্যের উপর কখনো দোষারোপ করতেন না। রুচি হলে খেতেন আর না হয় পরিত্যাগ করতেন।

সহীহ, বুখারী, মুসলিম।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্। আবূ হাযিম হলেন আল-আশজাঈ আল-কূফী, তার নাম সালমান, আয্যা আল-আশজাঈয়ার মুক্তদাস।

٨٥ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ تَعْظِيْمِ الْمُؤْمِنِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৮৫ ॥ মু'মিন লোককে সম্মান প্রদর্শন করা

٢٠٣٢ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَكْثَمَ، وَالْجَارُوْدُ بْنُ مُعَاذٍ، قَالاَ : حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسٰى : حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، عَنْ أَوْفَى بْنِ دَلْهَمٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ : صَعِدَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمِنْبَرَ، فَنَادٰى بِصَوْتٍ رَفِيْعٍ، فَقَالَ : "يَا مَعْشَرَ مَنْ أَسْلَمَ بِلِسَانِهِ، وَلَمْ يُفْضِ الْإِيْمَانُ إِلٰى قَلْبِهِ! لاَ تُؤْذُوا الْمُسْلِمِيْنَ، وَلاَ تُعَيِّرُوْهُمْ، وَلاَ تَتَّبِعُوْا عَوْرَاتِهِمْ؛ فَإِنَّهُ مَنْ تَتَبَّعَ عَوْرَةَ أَخِيْهِ الْمُسْلِمِ؛ تَتَبَّعَ اللّٰهُ عَوْرَتَهُ، وَمَنْ تَتَبَّعَ اللّٰهُ عَوْرَتَهُ؛ يَفْضَحْهُ وَلَوْ فِيْ جَوْفِ رَحْلِهِ".

قَالَ : وَنَظَرَ ابْنُ عُمَرَ يَوْمًا إِلَى الْبَيْتِ - أَوْ إِلَى الْكَعْبَةِ -، فَقَالَ : مَا أَعْظَمَكِ وَأَعْظَمَ حُرْمَتَكِ! وَالْمُؤْمِنُ أَعْظَمُ حُرْمَةً عِنْدَ اللّٰهِ مِنْكِ!

- حسن : "المشكاة" (٥٠٤٤)، "التعليق الرغيب" (٣/٢٧٧).

২০৩২। ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বারে উঠে চিৎকার দিয়ে বললেন ঃ হে ঐ জামা'আত, যারা মুখে ইসলাম কবুল করেছ কিন্তু অন্তরে এখনো ঈমান মাজবুত হয়নি! তোমরা মুসলমানদের কষ্ট দিবে না, তাদের লজ্জা দিবে না এবং তাদের গোপন দোষ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হবে না। কেননা, যে লোক তার মুসলিম ভাইয়ের গোপন দোষ অনুসন্ধানে নিয়োজিত হবে আল্লাহ তা'আলা তার গোপন দোষ প্রকাশ করে দিবেন। আর যে ব্যক্তির দোষ আল্লাহ তা'আলা প্রকাশ করে দিবেন তাকে অপমান করে ছাড়বেন, সে তার উটের হাওদার ভিতরে অবস্থান করে থাকলেও।

বর্ণনাকারী (নাফি) বলেন, একদিন ইবনু উমার (রাঃ) বাইতুল্লাহ বা কা'বার দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি কতই না ব্যাপক ও বিরাট! তুমি কতইনা সম্মানি তা কিন্তু তোমার চেয়েও মু'মিনের সম্মান ও মর্যাদা আল্লাহ্ তা'আলার নিকটে অনেক বেশি।

হাসান, মিশকাত (৫০৪৪), তা'লীকুর রাগীব (৩/২৭৭)।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গারীব। আমরা এ হাদীসটি শুধু হুসাইন ইবনু ওয়াকিদের সূত্রেই জেনেছি। ইসহাক ইবনু ইবরাহীম আস-সামারকান্দী-হুসাইন ইবনু ওয়াকিদ হতে একইরকম বর্ণনা করেছেন। আবূ বারযা আল-আসলামী (রাঃ)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হতে একইরকম বর্ণিত আছে।

٨٧ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُتَشَبِّعِ بِمَا لَمْ يُعْطَهُ

অনুচ্ছেদ ঃ ৮৭ ॥ কিছু না পেয়ে পাওয়ার ভান করা

٢٠٣٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ : أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : "مَنْ أُعْطِيَ عَطَاءً فَوَجَدَ؛ فَلْيَجْزِ بِهِ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ؛ فَلْيُثْنِ؛ فَإِنَّ مَنْ أَثْنَى؛ فَقَدْ شَكَرَ، وَمَنْ كَتَمَ؛ فَقَدْ كَفَرَ، وَمَنْ تَحَلَّى بِمَا لَمْ يُعْطَهُ؛ كَانَ كَلاَبِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ".

- حسن : "الصحيحة" (٢٦١٧)، "التعليق الرغيب" (٢/٥٥).

২০৩৪। জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কাউকে কিছু দান করা হলে পরে তার (দান গ্রহীতার) সংগতি হলে সে যেন এর প্রতিদান দেয়। সংগতি না হলে সে যেন তার প্রশংসা করে। কেননা, যে লোক প্রশংসা করল সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল। আর যে তা গোপন রাখল সে অকৃতজ্ঞ হলো। যে লোক

এমন কিছু পাওয়ার ভান করল যা তাকে দান করা হয়নি, সে যেন ধোঁকাবাজি ও প্রতারণার দুটি পোশাক পরল।

হাসান, সহীহাহ্ (২৬১৭), তা'লীকুর রাগীব (২/৫৫)।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব। আসমা বিনতু আবী বাক্‌র ও আইশা (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। "মান কাতামা ফাকাদ কাফারা"-এর অর্থ "যে অনুগ্রহ গোপন করল সে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল"।

٢٠٣٥ - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَرْوَزِيُّ- بِمَكَّةَ-، وَإِبْرَاهِيمُ ابْنُ سَعِيْدٍ الْجَوْهَرِيُّ، قَالَا : حَدَّثَنَا الْأَحْوَصُ بْنُ جَوَّابٍ، عَنْ سُعَيْرِ بْنِ الْخِمْسِ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيْ عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "مَنْ صُنِعَ إِلَيْهِ مَعْرُوْفٌ، فَقَالَ لِفَاعِلِهِ : جَزَاكَ اللّٰهُ خَيْرًا؛ فَقَدْ أَبْلَغَ فِي الثَّنَاءِ".

- صحيح : "المشكاة" (٣٠٢٤)، "التعليق الرغيب" (٢/٥٥)، "الروض النضير" (٨).

২০৩৫। উসামা ইবনু যাইদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কাউকে অনুগ্রহ করা হলে সে যদি অনুগ্রহকারীকে বলে, "তোমাকে আল্লাহ তা'আলা কল্যাণকর প্রতিদান দিন" তবে সে উপযুক্ত ও পরিপূর্ণ প্রশংসা করল।

সহীহ, মিশকাত (৩০২৪), তা'লীকুর রাগীব (২/৫৫), রাওযুন নাযীর (৮)।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, জায়্যিদ (উত্তম) গারীব। এটিকে শুধুমাত্র উক্ত সনদে উসামা ইবনু যাইদ (রাঃ)-এর হাদীস বলে আমরা জানি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুরূপ হাদীস আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতেও বর্ণিত হয়েছে। আমি মুহাম্মাদ (বুখারীকে) কে এ প্রসঙ্গে প্রশ্ন করলে তিনি এটি জানেন না বলেছেন।

আব্দুর রহিব ইবনু হাযিম আল বালখী হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মাক্কী ইবনু ইবরাহীমকে বলতে শুনেছি, আমরা ইবনু জুরাইজ আল-মাক্কীর নিকট উপস্থিত ছিলাম এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি এসে তার নিকট কিছু চাইল। ইবনু জুরাইজ তার অর্থ সচিবকে বললেন তাকে একটি দীনার দিন। সে বলল, আমার নিকট একটি দীনার ব্যতীত আর কিছু নেই। এটি তাকে দান করলে আমার আপনার পরিবারের সবাইকে উপোস করতে হবে। একথা শুনে তিনি রাগান্বিত হলেন এবং বললেন ঃ তাকে সেটা দাও। মাক্কী বলেন, আমরা ইবনু জুরাইজের নিকট থাকাবস্থায়ই এক ব্যক্তি একটি চিঠি এবং একটি থলে নিয়ে উপস্থিত হলেন। যাহা তার কোন ভাই তার নিকট পাঠিয়েছে। চিঠিতে লিখাছিল আমি পঞ্চাশটি দীনার পাঠাইলাম। বর্ণনাকারী বলেন, ইবনু জুরাইজ থলেটি খুলে দীনার গননা করলেন। তাতে তিনি (৫১) একান্নটি দীনার পেলেন। এতে ইবনু জুরাইজ তার অর্থ সচীবকে বললেন ঃ তুমি একদীনার দান করেছ, আল্লাহ সেটা তোমাকে ফেরত দিয়েছেন তার সাথে অতিরিক্ত আরো পঞ্চাশটি দিয়েছেন।

بسم الله الرحمن الرحيم
পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

٢٦ - كِتَابُ الطِّبِّ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

অধ্যায় ঃ ২৬ চিকিৎসা

١ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحِمْيَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১ ॥ রুগ্ন অবস্থায় সংযত পানাহার

٢٠٣٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَرْوِيُّ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، عَنْ مَحْمُوْدِ ابْنِ لَبِيْدٍ، عَنْ قَتَادَةَ بْنِ النُّعْمَانِ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : "إِذَا أَحَبَّ اللّٰهُ عَبْدًا؛ حَمَاهُ الدُّنْيَا؛ كَمَا يَظَلُّ أَحَدُكُمْ يَحْمِي سَقِيْمَهُ الْمَاءَ".

- صحيح : "المشكاة" (٥٢٥٠-التحقيق الثاني).

২০৩৬। কাতাদা ইবনুন নু'মান (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আল্লাহ তা'আলা যখন কোন বান্দাহকে ভালবাসেন তাকে দুনিয়া হতে বাঁচিয়ে রাখেন, যেমন তোমাদের কেউ তার রোগীকে পানি হতে বাঁচিয়ে রাখে।

সহীহ, মিশকাত তাহকীক ছানী (৫২৫০)।

আবূ ঈসা বলেন, সুহাইব এবং উম্মুল মুনযির (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান গারীব। এ হাদীসটি মুরসালরূপেও মাহমূদ ইবনু লাবীদের সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত হয়েছে। আলী ইবনু হুজর-ইসমাঈল ইবনু জা'ফর হতে, তিনি আমর ইবনু আবী আমর হতে, তিনি আসিম ইবনু উমার ইবনি কাতাদা হতে, তিনি মাহমূদ ইবনু লাবীদ (রাঃ) হতে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে (উপরের হাদীসের) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এই সূত্রে কাতাদার উল্লেখ নেই। আবূ ঈসা বলেন, কাতাদা (রাঃ) আবূ সাঈদ আল-খুদরীর বৈপিত্রেয় ভাই। মাহমূদ ইবনু লাবীদ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষাৎ পেয়েছেন। তিনি তখন ছোট বালক ছিলেন।

٢٠٣٧ – حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّوْرِيُّ : حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ : حَدَّثَنَا فُلَيْحُ ابْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ يَعْقُوْبَ بْنِ أَبِيْ يَعْقُوْبَ، عَنْ أُمِّ الْمُنْذِرِ، قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ؛ وَمَعَهُ عَلِيٌّ، وَلَنَا دَوَالٍ مُعَلَّقَةٌ، قَالَتْ : فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَأْكُلُ، وَعَلِيٌّ مَعَهُ يَأْكُلُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : لِعَلِيٍّ : "مَهْ مَهْ يَا عَلِيُّ! فَإِنَّكَ نَاقِهٌ"، قَالَ : فَجَلَسَ عَلِيٌّ؛ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَأْكُلُ، قَالَتْ : فَجَعَلْتُ لَهُمْ سِلْقًا وَّشَعِيْرًا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "يَا عَلِيُّ! مِنْ هٰذَا فَأَصِبْ؛ فَإِنَّهُ أَوْفَقُ لَكَ".

– حسن : انظر مابعده.

২০৩৭। উম্মুল মুনযির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার বাসায় আসলেন। আলী (রাঃ)-ও তাঁর সাথে ছিলেন। আমাদের খেজুরের ছড়া ঝুলিয়ে রাখা ছিল। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা থেকে খেতে আরম্ভ করলেন। তাঁর সাথে আলী (রাঃ)-ও খেতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী (রাঃ)-কে বললেন ঃ হে

আলী! থাম, থাম, তুমি তো অসুস্থতাজনিত দুর্বল। বর্ণনাকারী বলেন, আলী (রাঃ) বসে গেলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খেতে থাকলেন। আমি (উম্মুল মুনযির) তাদের জন্য বীট এবং বার্লি বানিয়ে আনলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ হে আলী! তুমি এটা খেতে পার, তোমার জন্য এটা বেশি উপযোগী।

হাসান, দেখুন পরবর্তী হাদীস।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব। আমরা এ হাদীসটি শুধুমাত্র ফুলাইহ্-এর সূত্রেই জেনেছি। এটি ফুলাইহ্ হতে আইয়্যূব ইবনু আবদুর রাহমানের সূত্রেও বর্ণিত আছে।

– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا أَبُوْ عَامِرٍ، وَأَبُوْ دَاوُدَ، قَالاَ : حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَيُّوْبَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ يَعْقُوْبَ بْنِ أَبِيْ يَعْقُوْبَ، عَنْ أُمِّ الْمُنْذِرِ الأَنْصَارِيَّةِ، قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ . . . فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيْثِ يُوْنُسَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ فُلَيْحِ بْنِ سُلَيْمَانَ؛ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ : "أَنْفَعُ لَكَ".

– حسن : "ابن ماجه" (٣٤٤٢).

উম্মুল মুনযির আল-আনসারিয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের বাড়ীতে আসলেন... উপরের হাদীসের অনুরূপ। এই বর্ণনার শেষে আছে ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তোমার জন্য এটা বেশি উপকারী।

হাসান, ইবনু মা-জাহ (৩৪৪২)।

মুহাম্মাদ ইবনু বাশশার বলেন, এ হাদীসটি আইয়্যূব ইবনু আবদুর রাহমান আমার নিকট বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসটি উত্তম গারীব।

٢ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الدَّوَاءِ، وَالْحَثِّ عَلَيْهِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২ ॥ চিকিৎসা গ্রহণে উৎসাহ প্রদান করা

٢٠٣٨ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ : حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيْكٍ، قَالَ : قَالَتِ الْأَعْرَابُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! أَلَا نَتَدَاوَى؟ قَالَ : "نَعَمْ يَا عِبَادَ اللّٰهِ! تَدَاوَوْا؛ فَإِنَّ اللّٰهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً؛ إِلَّا وَضَعَ لَهُ شِفَاءً - أَوْ قَالَ : دَوَاءً-؛ إِلَّا دَاءً وَاحِدًا"، قَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! وَمَا هُوَ؟ قَالَ : "اَلْهَرَمُ".

- صحيح : "ابن ماجه" (٣٤٣٦).

২০৩৮। উসামা ইবনু শারীক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, মফস্বলের লোকেরা বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আমরা কি (রোগীর) চিকিৎসা করব না? তিনি বললেন, হ্যাঁ, হে আল্লাহ্‌র বান্দাহগণ! তোমরা চিকিৎসা কর। আল্লাহ তা'আলা এমন কোন রোগ সৃষ্টি করেননি যার ঔষধ বা নিরাময়ের ব্যবস্থা রাখেননি (রোগও দিয়েছেন রোগ সারাবার ব্যবস্থাও করেছেন)। কিন্তু একটি রোগের কোন নিরাময় নেই। সাহাবীগণ বললেন ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! সে রোগটি কি? তিনি বললেন ঃ বার্ধক্য।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (৩৪৩৬)।

আবূ ঈসা বলেন, ইবনু মাসঊদ, আবূ হুরাইরা, আবূ খুযামা তার পিতার সূত্রে ও ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

٤ - بَابُ مَا جَاءَ لاَ تُكْرِهُوْا مَرْضَاكُمْ عَلَى الطَّعَامِ، وَالشَّرَابِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪ ॥ রোগীকে জোর করে পানাহার করানো নিষেধ

٢٠٤٠ - حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ : حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ يُوْنُسَ بْنِ بُكَيْرٍ، عَنْ مُوْسَى بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "لاَ تُكْرِهُوْا مَرْضَاكُمْ عَلَى الطَّعَامِ؛ فَإِنَّ اللّٰهَ يُطْعِمُهُمْ وَيَسْقِيْهِمْ".

- صحيح : "ابن ماجه" (٣٤٤٤).

২০৪০। উকবা ইবনু আমির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা তোমাদের রোগীদেরকে জোরপূর্বক পানাহারে বাধ্য করো না। কেননা, প্রাচুর্যময় আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে পানাহার করান।

সহীহ, ইবনু মা-জাহ (৩৪৪৪)।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব। আমরা এ হাদীসটি শুধুমাত্র উপরোক্ত সূত্রেই জেনেছি।

٥ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৫ ॥ কালোজিরার বিবরণ

٢٠٤١ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، وَسَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمَخْزُوْمِيُّ، قَالاَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : "عَلَيْكُمْ بِهٰذِهِ الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ؛ فَإِنَّ فِيْهَا شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ؛ إِلاَّ السَّامَ". وَالسَّامُ : الْمَوْتُ.

- صحيح : "ابن ماجه" (٣٤٤٧) ق.

২০৪১। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমরা এই কালো বীজ (কালোজিরা) নিজেদের জন্য ব্যবহারকে বাধ্যতামূলক করে নাও। কেননা, মৃত্যু ব্যতীত সকল রোগের নিরাময় এর মধ্যে রয়েছে। 'আস-সাম' অর্থ 'মৃত্যু'।

সহীহ, ইবনু মা-জাহ (৩৪৪৭), বুখারী, মুসলিম।

আবূ ঈসা বলেন, বুরাইদা, ইবনু উমার ও আইশা (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

٦ – بَابُ مَا جَاءَ فِيْ شُرْبِ أَبْوَالِ الْإِبِلِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৬ ॥ উটের প্রস্রাব পান করা প্রসঙ্গে

٢٠٤٢ – حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ : حَدَّثَنَا عَفَّانُ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ : أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ، وَثَابِتٌ، وَقَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ نَاسًا مِنْ عُرَيْنَةَ قَدِمُوا الْمَدِيْنَةَ، فَاجْتَوَوْهَا، فَبَعَثَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ، وَقَالَ : "اِشْرَبُوْا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا".

– صحيح : ق.

২০৪২। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, উরাইনা বংশের কিছু লোক মাদীনায় আসলে এ অঞ্চলের আবহাওয়া তাদের জন্যে অনুকূল হয়নি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে সাদকার উটের নিকট পাঠিয়ে দেন এবং বলেন ঃ তোমরা এর দুধ ও প্রস্রাব পান কর।

সহীহ, বুখারী, মুসলিম।

আবূ ঈসা বলেন, ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

٧ – بَابُ مَا جَاءَ فِيْمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِسُمٍّ، أَوْ غَيْرِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৭ ॥ বিষপানে বা অন্যকিছু প্রয়োগে আত্মহত্যা করলে

٢٠٤٣ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ : حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنِ

الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ- أُرَاهُ رَفَعَهُ-، قَالَ : "مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ؛ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ، يَتَوَجَّأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ؛ خَالِدًا مُخَلَّدًا أَبَدًا، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِسُمٍّ؛ فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ، يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ؛ خَالِدًا مُخَلَّدًا أَبَدًا".

– صحيح : "ابن ماجه" (٣٤٦٠) ق.

২০৪৩। আবূ হুরাইরা (রাঃ) মারফূভাবে বর্ণনা করেন ঃ যে লোক লোহার অস্ত্র দ্বারা আত্মহত্যা করবে, সে ঐ লৌহঅস্ত্র হাতে নিয়ে কিয়ামাত দিবসে হাযির হবে। সে নিজের পেটে এটা অবিরতভাবে বিদ্ধ করতে থাকবে এবং সে চিরকাল জাহান্নামে থাকবে। যে লোক বিষপান করে আত্মহত্যা করবে, সে ঐ বিষ হাতে নিয়ে কিয়ামাত দিবসে হাযির হবে। সে চিরকাল জাহান্নামে থাকবে এবং সর্বদা এই বিষ গলাধঃকরণ করতে থাকবে।

সহীহ, ইবনু মা-জাহ (৩৪৬০), বুখারী, মুসলিম।

٢٠٤٤ – حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ : حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : "مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ؛ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ، يَتَوَجَّأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ؛ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِسُمٍّ؛ فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ، يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ؛ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ، فَقَتَلَ نَفْسَهُ؛ فَهُوَ يَتَرَدَّى فِي نَارِ جَهَنَّمَ؛ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا".

– صحيح : انظر ما قبله.

২০৪৪। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ লৌহ অস্ত্রের মাধ্যমে যে লোক আত্মহত্যা

করবে, সে ঐ অস্ত্র হাতে নিয়ে কিয়ামাত দিবসে হাযির হবে। জাহান্নামে সে এটা সর্বদাই তার পেটের মধ্যে বিদ্ধ করতে থাকবে এবং অনন্তকাল জাহান্নামে থাকবে। যে লোক বিষপানে আত্মহত্যা করবে, সে ঐ বিষ হাতে নিয়ে কিয়ামাত দিবসে হাযির হবে জাহান্নামে। সে উহা সর্বদা পান করতে থাকবে এবং অনন্তকাল জাহান্নামে থাকবে। পাহাড়ের উপর থেকে ঝাঁপ দিয়ে যে লোক আত্মহত্যা করবে, সে সর্বদাই জাহান্নামের মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে পড়তে থাকবে এবং চিরকাল জাহান্নামে থাকবে।

সহীহ, দেখুন পূর্বের হাদীস।

উপরোক্ত হাদীসের মতো বর্ণনা করেছেন মুহাম্মাদ ইবনুল আলা-ওয়াকী হতে, তিনি আবূ মুআবিয়া হতে, তিনি আ'মাশ হতে, তিনি আবূ সালিহ হতে, তিনি আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে। আবূ ঈসা বলেন, এই হাদীসটি সহীহ্। প্রথমোক্ত হাদীসের তুলনায় এটা অনেক বেশি সহীহ্। এ হাদীসটি আরো অনেকে আ'মাশ হতে আবূ সালেহ এর বরাতে আবূ হুরাইরার সূত্রে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে একটি সূত্রে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "বিষপানের মাধ্যমে যে লোক আত্মহত্যা করবে, তাকে জাহান্নামের আগুনে শাস্তি দেয়া হবে।" এ সূত্রে, "অনন্তকাল জাহান্নামে থাকবে" এ কথার উল্লেখ নেই। আবুয যিনাদ তার শিক্ষক আ'রাজের সূত্রে আবূ হুরাইরা (রাঃ)-এর বরাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে একইরকম বর্ণনা করেছেন। সকল বর্ণনার মধ্যে এটাই অনেক বেশি সহীহ্। কেননা, অসংখ্য হাদীসে বর্ণিত আছে ঃ তৌহীদের উপর বিশ্বাসী অপরাধীরা জাহান্নামের আযাব ভোগ করবে। অবশেষে তারা জাহান্নাম হতে মুক্তি পাবে। কিন্তু তাতে এ কথার উল্লেখ নেই যে, তারা অনন্তকাল জাহান্নামে থাকবে।

٢٠٤٥ – حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُوْنُسَ بْنِ أَبِيْ إِسْحَاقَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ الدَّوَاءِ الْخَبِيْثِ.

– صحيح : "ابن ماجه" (٣٤٥٩).

২০৪৫। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, হারাম ঔষধ প্রয়োগ করতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন।

সহীহ, ইবনু মা-জাহ (৩৪৫৯)।

আবূ ঈসা বলেন, হারাম ঔষধ। এর অর্থ বিষ।

٨ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ التَّدَاوِيْ بِالْمُسْكِرِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৮ ॥ নেশা জাতীয় দ্রব্য দিয়ে চিকিৎসা করা নিষেধ

٢٠٤٦ - حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ : حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيْهِ : أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ ﷺ؛ وَسَأَلَهُ سُوَيْدُ بْنُ طَارِقٍ- أَوْ طَارِقُ بْنُ سُوَيْدٍ- عَنِ الْخَمْرِ؟ فَنَهَاهُ عَنْهُ، فَقَالَ : إِنَّا نَتَدَاوَى بِهَا؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "إِنَّهَا لَيْسَتْ بِدَوَاءٍ، وَلٰكِنَّهَا دَاءٌ".

- صحيح : "ابن ماجه" (٣٥٠٠) م.

২০৪৬। ওয়াইল (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি কোন একসময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে উপস্থিত ছিলেন। এ সময় তাকে সুয়াইদ ইবনু তারিক অথবা তারিক ইবনু সুয়াইদ (রাঃ) মাদক দ্রব্য প্রসঙ্গে প্রশ্ন করেন। তিনি এটা ব্যবহার করতে তাকে নিষেধ করেন। তিনি (সুয়াইদ) বললেন, আমরা ঔষধ হিসাবে এটা ব্যবহার করব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ এটা কোন ঔষধ নয়, বরং এটা স্বয়ং একটা রোগ।

সহীহ, ইবনু মা-জাহ (৩৫০০), মুসলিম।

মাহমূদ-নাযর ইবনু শুমাইল ও শাবাবা হতে শুবা (রাহঃ)-এর সূত্রে একইরকম বর্ণনা করেছেন। নাযর (রাহঃ) বলেছেন প্রশ্নকারী সাহাবীর

নাম তারিক ইবনু সুয়াইদ এবং শাবাবা (রাহঃ) বলেছেন তার নাম সুয়াইদ ইবনু তারিক। আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

١٠ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ التَّدَاوِيْ بِالْكَيِّ

অনুচ্ছেদ ঃ ১০ ॥ দাগ লাগানো (উত্তপ্ত লোহার মাধ্যমে শরীর দগ্ধ করা) নিষেধ

٢٠٤٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ : أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنِ الْكَيِّ، قَالَ : فَابْتُلِيْنَا، فَاكْتَوَيْنَا، فَمَا أَفْلَحْنَا وَلَا أَنْجَحْنَا.

- صحيح : "ابن ماجه" (٣٤٩٠).

২০৪৯। ইমরান ইবনু হুসাইন (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, উত্তপ্ত লোহার মাধ্যমে শরীরে দাগ দিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা যখন রোগাক্রান্ত হয়ে উত্তপ্ত লোহা দ্বারা দাগ লাগিয়েছি তখন ব্যর্থতা ও বিফলতা ব্যতীত আর কিছুই পাইনি।

সহীহ, ইবনু মা-জাহ (৩৪৯০)।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

ইমরান ইবনু হুসাইন (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমাদেরকে শরীরে উত্তপ্ত লোহার মাধ্যমে দাগ লাগাতে বারণ করা হয়েছে।

আবূ ঈসা বলেন, ইবনু মাসউদ, উকবা ইবনু আমির ও ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

١١ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِيْ ذٰلِكَ

অনুচ্ছেদ ঃ ১১ ॥ উত্তপ্ত লৌহ দ্বারা দগ্ধ করার অনুমতি প্রসঙ্গে

٢٠٥٠ - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ : حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَوٰى أَسْعَدَ بْنَ زُرَارَةَ مِنَ الشَّوْكَةِ.

- صحيح : "المشكاة" (٣٥٣٤- التحقيق الثاني).

২০৫০। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সা'দ ইবনু যুরারাকে কাঁটা বিদ্ধ হওয়ার কারনে উত্তপ্ত লোহার মাধ্যমে দগ্ধ করেছিলেন।

সহীহ, মিশকাত তাহকীক ছানী (৩৫৩৪)।

আবূ ঈসা বলেন, উবাই ও জাবির (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান গারীব।

١٢ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحِجَامَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১২ ॥ রক্তক্ষরণ প্রসঙ্গে

٢٠٥١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوْسِ بْنُ مُحَمَّدٍ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، وَجَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ، قَالَا : حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَحْتَجِمُ فِي الْأَخْدَعَيْنِ وَالْكَاهِلِ، وَكَانَ يَحْتَجِمُ لِسَبْعَ عَشَرَةَ، وَتِسْعَ عَشَرَةَ، وَإِحْدٰى وَعِشْرِيْنَ.

- صحيح : "ابن ماجه" (٣٤٨٣).

২০৫২। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘাড়ের দুই পাশের শিরায় এবং ঘাড়ের কাছাকাছি পিঠের ফুলা অংশে রক্তক্ষরণ করাতেন। তিনি মাসের সতের, উনিশ ও একুশ তারিখে রক্তক্ষরণ করাতেন।

সহীহ, ইবনু মা-জাহ (৩৪৮৩)।

আবূ ঈসা বলেন, ইবনু আব্বাস ও মা'কিল ইবনু ইয়াসার (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান গারীব।

٢٠٥٢ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ بُدَيْلِ بْنِ قُرَيْشٍ الْيَامِيُّ الْكُوفِيُّ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ-، عَنْ أَبِيْهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ، قَالَ : حَدَّثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ لَيْلَةِ أُسْرِيَ بِهِ : أَنَّهُ لَمْ يَمُرَّ عَلَى مَلَإٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ؛ إِلاَّ أَمَرُوْهُ؛ أَنْ مُرْ أُمَّتَكَ بِالْحِجَامَةِ.

– صحيح : "ابن ماجه" (٣٤٧٧).

২০৫২। ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, মিরাজের রাত প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে, এই রাতে ফিরিশতাদের যে দলের সম্মুখ দিয়েই তিনি যাচ্ছিলেন তারা বলেছেন, “আপনার উম্মাতকে রক্তক্ষরণের নির্দেশ দিন”।

সহীহ, ইবনু মা-জাহ (৩৪৭৭)।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও ইবনু মাসউদ (রাঃ)-এর রিওয়ায়াত হিসাবে গারীব।

٢٠٥٣ – حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ : أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ : حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مَنْصُوْرٍ، قَالَ : سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ يَقُوْلُ : وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ عُرِجَ بِهِ؛ مَا مَرَّ عَلَى مَلَإٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ؛ إِلاَّ قَالُوْا : عَلَيْكَ بِالْحِجَامَةِ.

– صحيح.

– وَقَالَ : "إِنَّ خَيْرَ مَا تَحْتَجِمُوْنَ فِيْهِ: يَوْمَ سَبْعَ عَشْرَةَ، وَيَوْمَ تِسْعَ عَشْرَةَ، وَيَوْمَ إِحْدٰى وَعِشْرِيْنَ".

– وَقَالَ : "إِنَّ خَيْرَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ : اَلسَّعُوْطُ، وَاللَّدُوْدُ، وَالْحِجَامَةُ، وَالْمَشِيُّ".

وَإِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَدَّهُ الْعَبَّاسُ وَأَصْحَابُهُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "مَنْ لَدَّنِيْ؟". فَكُلُّهُمْ أَمْسَكُوْا، فَقَالَ : "لَا يَبْقٰى أَحَدٌ مِّمَّنْ فِي الْبَيْتِ؛ إِلَّا لُدَّ"؛ غَيْرَ عَمِّهِ الْعَبَّاسِ.

قَالَ عَبْدٌ، قَالَ النَّضْرُ : اَللَّدُوْدُ : اَلْوَجُوْرُ.

– صَحِيْحٌ : دُوْنَ قَوْلِهِ : (لَدَّهُ الْعَبَّاسُ)؛ بَلْ هُوَ مُنْكَرٌ؛ لِمُخَالِفَتِهِ لِقَوْلِهِ ﷺ فِيْ حَدِيْثِ عَائِشَةَ نَحْوَهُ بِلَفْظٍ : "غَيْرَ الْعَبَّاسِ؛ فَإِنَّهُ لَمْ يَشْهَدْكُمْ" : خ(٤٥٨)، م(٧/٢٤).

২০৫৩। ইকরিমা (রাহঃ) বলেন, ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিরাজে যাবার সময় তিনি ফিরিশতাদের যে দলকেই অতিক্রম করেন তারা বলেন, "আপনি অবশ্যই রক্তক্ষরণ করাবেন"। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন ঃ সতের, ঊনিশ ও একুশ তারিখে তোমাদের রক্তক্ষরণ করানো উত্তম। তিনি আরো বলেছেন ঃ তোমরা যে সমস্ত ঔষধ ব্যবহার কর তার মধ্যে উত্তম ঔষধ হচ্ছে নস্য, লাদু, রক্তক্ষরণ ও জোলাপ। আব্বাস (রাঃ) ও তার সঙ্গীগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মুখ দিয়ে ঔষদ সেবন করান। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কে আমাকে ঔষদ সেবন করিয়েছে? সবাই এ কথায় চুপ থাকলেন। তিনি বলেন, যারা ঘরের মধ্যে উপস্থিত আছে তাদের মধ্যে তাঁর চাচা আব্বাস (রাঃ) ব্যতীত আর সবাইকে লাদু পান করানো হবে।

আব্বাস তাকে ঔষুধ সেবন করিয়েছে এই অংশ বাদে হাদীসটি সহীহ, আর এ অংশটুকু মুনকার। কেননা, আইশা (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ আছে আব্বাস ব্যতীত। কেননা, তিনি তোমাদের মাঝে উপস্থিত নেই।

বুখারী (৪৫৮), মুসলিম (৭/২৪)।

নাযরের মতে লাদূদ ও ওয়াজূর সমার্থবোধক। আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব। আব্বাস ইবনু মানসূরের সূত্রেই শুধুমাত্র আমরা এ হাদীস প্রসঙ্গে জেনেছি। এ অনুচ্ছেদে আইশা (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে।

١٣ – بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّدَاوِي بِالْحِنَّاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩ ॥ ঔষধ হিসাবে মেহেদীর প্রয়োগ

٢٠٥٤ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ الْخَيَّاطُ : حَدَّثَنَا فَائِدٌ–مَوْلَى لآلِ أَبِي رَافِعٍ–، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ جَدَّتِهِ سَلْمَى– وَكَانَتْ تَخْدُمُ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَتْ : مَا كَانَ يَكُوْنُ بِرَسُوْلِ اللهِ ﷺقَرْحَةٌ وَلاَ نَكْبَةٌ؛ إِلاَّ أَمَرَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ أَضَعَ عَلَيْهَا الْحِنَّاءَ.

– صحيح : "ابن ماجه" (٣٥٠٢).

২০৫৪। আলী ইবনু উবাইদুল্লাহ (রাহঃ) হতে তার দাদীর সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খাদিমা (সেবিকা) ছিলেন। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেহে কোন তলোয়ার বা দা-এর আঘাতে ক্ষত হতো, তিনি তাতে মেহেদী লাগানোর জন্য আমাকে নির্দেশ দিতেন।

সহীহ, ইবনু মা-জাহ (৩৫০)।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব। আমরা এ হাদীস প্রসঙ্গে শুধুমাত্র ফাইদের সূত্রে জেনেছি। এই হাদীসটি কেউ কেউ ফাইদের সূত্রে বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, উবাইদুল্লাহ ইবনু আলী-তার দাদী

সালমা হতে বর্ণিত। সনদসূত্রে উবাইদুল্লাহ ইবনু আলী উল্লেখ করাই সহীহ্। উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে মুহাম্মাদ ইবনুল আলা হতে, তিনি যাইদ ইবনুল হুবাব হতে, তিনি উবাইদুল্লাহ ইবনু আলীর মুক্তদাস ফাইদ হতে, তিনি তার দাদী হতে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সূত্রে।

١٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ الرُّقْيَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪ ॥ ঝাড়ফুঁক ইত্যাদি মাকরূহ্

٢٠٥٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُوْرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَقَّارِ بْنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "مَنِ اكْتَوٰى، أَوِ اسْتَرْقٰى؛ فَقَدْ بَرِئَ مِنَ التَّوَكُّلِ".

- صحيح : "ابن ماجه" (٣٤٨٩).

২০৫৫। আক্কার ইবনুল মুগীরা (রাহঃ) হতে তার বাবার সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি (মুগীরা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে লোক (শরীরে) দাগ নেয় অথবা ঝাড়ফুঁক করায় সে তাওয়াক্কুল (আল্লাহ্ তা'আলার উপর নির্ভরশীলতা) হতে বিচ্যুত হয়েছে।

সহীহ, ইবনু মা-জাহ (৩৪৮৯)।

আবূ ঈসা বলেন, ইবনু মাসঊদ, ইবনু আব্বাস ও ইমরান ইবনু হুসাইন (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

١٥ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِيْ ذٰلِكَ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫ ॥ ঝাড়ফুঁক ইত্যাদির অনুমতি প্রসঙ্গে

٢٠٥٦ - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْخُزَاعِيُّ : حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَخَّصَ فِي الرُّقْيَةِ مِنَ الْحُمَةِ، وَالْعَيْنِ، وَالنَّمْلَةِ.

- صحيح : م.

২০৫৬। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, জ্বর, বদ-নজর ও ব্রণ-ফুসকুড়ি (ক্ষুদ্র ফোঁড়া) ইত্যাদি ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঝাড়ফুঁক দেয়ার সম্মতি প্রদান করেছেন।

সহীহ, মুসলিম।

- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، وَأَبُوْ نُعَيْمٍ، قَالَا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ يُوْسُفَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَخَّصَ فِي الرُّقْيَةِ مِنَ الْحُمَةِ، وَالنَّمْلَةِ.

- صحيح : م.

আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, জ্বর ও ফুসকুড়ির ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঝাড়ফুঁক দেয়ার সম্মতি প্রদান করেছেন।

সহীহ, মুসলিম।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব। তিনি আরও বলেন, আমার মতে পূর্ববর্তী হাদীসের তুলনায় এ হাদীসটি অনেক বেশি সহীহ্।

বুরাইদা, ইমরান ইবনু হুসাইন, জাবির, আইশা, তালক ইবনু আলী, আমর ইবনু হাযম ও আবূ খিযামা (রাঃ) হতে তার বাবার সূত্রে এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে।

٢٠٥٧ – حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : "لَا رُقْيَةَ إِلَّا مِنْ عَيْنٍ، أَوْ حُمَةٍ".

– صحيح : "المشكاة" (٤٥٥٧)خ موقوفا.

২০৫৭। ইমরান ইবনু হুসাইন (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ বদ-নজর ও জ্বর ব্যতীত আর অন্য কোন ক্ষেত্রে ঝাড়ফুঁক বৈধ নয়।

সহীহ, মিশকাত (৪৫৫৭), বুখারী মাওকুফরূপে বর্ণনা করেছেন।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হুসাইন-শাবী হতে, তিনি বুরাইদা (রাঃ) হতে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে একইরকম বর্ণনা করেছেন।

١٦ – بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّقْيَةِ بِالْمُعَوِّذَتَيْنِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬ ॥ সূরা ফালাক ও সূরা নাস-এর মাধ্যমে ঝাড়ফুঁক করা

٢٠٥٨ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوْنُسَ الْكُوْفِيُّ : حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ الْمُزَنِيُّ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ، قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَتَعَوَّذُ مِنَ الْجَانِّ، وَعَيْنِ الْإِنْسَانِ، حَتّٰى نَزَلَتِ الْمُعَوِّذَتَانِ، فَلَمَّا نَزَلَتَا؛ أَخَذَ بِهِمَا، وَتَرَكَ مَا سِوَاهُمَا.

– صحيح : "ابن ماجه" (٣٥١١).

২০৫৮। আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জ্বিন এবং মানুষের কু-দৃষ্টি হতে আশ্রয় চাইতেন। তারপর সূরা ফালাক ও সূরা নাস নাযিল হলে তিনি এ সূরা দুটি গ্রহণ করেন এবং বাকীগুলো পরিত্যাগ করেন।

সহীহ, ইবনু মা-জাহ (৩৫১১)।

আবূ ঈসা বলেন, আনাস (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান গারীব।

١٧ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّقْيَةِ مِنَ الْعَيْنِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭ ॥ কু-দৃষ্টিতে ঝাড়ফুঁক করা

٢٠٥٩ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عُرْوَةَ-وَهُوَ ابْنُ عَامِرٍ-، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ الزُّرَقِيِّ، أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ، قَالَتْ : يَا رَسُوْلَ اللهِ! إِنَّ وَلَدَ جَعْفَرٍ تُسْرِعُ إِلَيْهِمُ الْعَيْنُ؛ أَفَأَسْتَرْقِي لَهُمْ؟ فَقَالَ : "نَعَمْ؛ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابَقَ الْقَدَرَ؛ لَسَبَقَتْهُ الْعَيْنُ".

- صحيح : "ابن ماجه" (٣٥١٠).

২০৫৯। উবাইদ ইবনু রিফাআ আয-যুরাকী (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, আসমা বিনতু উমাইস (রাঃ) বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! জাফরের সন্তানদের তাড়াতাড়ি বদ-নজর লেগে যায়। আমি কি তাদেরকে ঝাড়ফূঁক করতে পারি? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ। কেননা, কোন জিনিস যদি ভাগ্যকে অতিক্রম করতে পারত তাহলে বদ-নজরই তা অতিক্রম করতে পারত।

সহীহ, ইবনু মা-জাহ (৩৫১০)।

আবূ ঈসা বলেন, ইমরান ইবনু হুসাইন ও বুরাইদা (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান সহীহ্। এ হাদীসটি

আইয়্যুব-আমর ইবনু দীনার হতে, তিনি উরওয়া ইবনু আমির হতে, তিনি উবাইদ ইবনু রিফাআ হতে, তিনি আসমা বিনতু উমাইস হতে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে এই সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। আমাদের কাছে এই হাদীসটি হাসান ইবনু আলী আল-খাল্লাল (রাহঃ)-আবদুর রায্যাক হতে, তিনি মামার হতে, তিনি আইয়্যুব (রাহঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

١٨ - بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৮ ॥ (হাসান-হুসাইন (রাঃ)-কে ঝাড়ফুঁক)

٢٠٦٠ - حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَيَعْلَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُوْرٍ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُعَوِّذُ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ يَقُوْلُ : "أُعِيْذُ كُمَا بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَ هَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ" وَيَقُوْلُ "هٰكَذَا كَانَ إِبْرَاهِيْمُ يُعَوِّذُ إِسْحَاقَ وَإِسْمَاعِيْلَ -عَلَيْهِمُ السَّلَامُ-".

- صحيح : "ابن ماجه" (٣٥٢٥) خ.

২০৬০। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, হাসান ও হুসাইন (রাঃ)-এর জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দু'আ পাঠ করে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন ঃ "আমি তোমাদের উভয়ের উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ তা'আলার পরিপূর্ণ কল্যাণময় কালামের মাধ্যমে প্রতিটি শাইতান, জীবননাশক বিষ ও অনিষ্টকারী কু-দৃষ্টি হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি"। তিনি বলতেন ঃ এভাবে ইবরাহীম (আঃ) তাঁর দুই ছেলে ইসহাক ও ইসমাঈলের জন্য আশ্রয় চাইতেন।

সহীহ, ইবনু মা-জাহ (৩৫২৫), বুখারী।

উক্ত মর্মে একইরকম হাদীস হাসান ইবনু আলী আল-খাল্লাল-ইয়াযীদ ইবনু হারুন ও আবদুর রাযযাক হতে, তিনি সুফিয়ান

হতে, তিনি মানসূর (রাহঃ) হতে এই সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

١٩ – بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْعَيْنَ حَقٌّ، وَالْغَسْلُ لَهَا

অনুচ্ছেদ ঃ ১৯ ॥ কু-দৃষ্টি সত্য এবং এজন্য গোসল করা

٢٠٦٢ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ خِرَاشٍ الْبَغْدَادِيُّ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ : حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "لَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابَقَ الْقَدَرَ؛ لَسَبَقَتْهُ الْعَيْنُ، وَإِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ؛ فَاغْسِلُوا".

– صحيح : "الصحيحة" (١٢٥١– ١٢٥٢)، "الكلم الطيب" (٢٤٢) م.

২০৬২। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ভাগ্যকে কোন জিনিস অতিক্রম করতে সমর্থ হলে কু-দৃষ্টিই তা অতিক্রম করতে পারত। যদি এ প্রসঙ্গে কেউ তোমাদেরকে গোসল করাতে চায় তাহলে তোমরা তাতে সম্মত হও।

সহীহ, সহীহাহ্ (১২৫১-১২৫২), আল-কালিমুত তাইয়্যিব (২৪২), মুসলিম।

আবূ ঈসা বলেন, আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান সহীহ্ গারীব। হাইয়্যাহ ইবনু হাবিস হতে বর্ণিত হাদীসটি গারীব। শাইবান ইয়াহইয়া ইবনু কাদীর হতে, তিনি হাইয়্যাহ্ ইবনু হাবিস হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি আবূ হুরাইরা হতে, তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। আলী ইবনুল মুবারক এবং হারব ইবনু শাদ্দাদ আবূ হুরাইরা (রাঃ)-এর উল্লেখ করেন নাই।

٢٠ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ أَخْذِ الْأَجْرِ عَلَى التَّعْوِيْذِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২০ ॥ ঝাড়ফুঁকের বিনিময় গ্রহণ করা

٢٠٦٣ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ، عَنْ أَبِيْ نَضْرَةَ، عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ، قَالَ : بَعَثَنَا رَسُوْلُ اللّٰه ﷺ فِيْ سَرِيَّةٍ، فَنَزَلْنَا بِقَوْمٍ، فَسَأَلْنَاهُمُ الْقِرٰى، فَلَمْ يَقْرُوْنَا، فَلُدِغَ سَيِّدُهُمْ، فَأَتَوْنَا، فَقَالُوْا : هَلْ فِيْكُمْ مَنْ يَّرْقِيْ مِنَ الْعَقْرَبِ؟ قُلْتُ : نَعَمْ؛ أَنَا، وَلٰكِنْ لَا أَرْقِيْهِ حَتّٰى تُعْطُوْنَا غَنَمًا، قَالَ : فَأَنَا أُعْطِيْكُمْ ثَلَاثِيْنَ شَاةً، فَقَبِلْنَا، فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ : {اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ} سَبْعَ مَرَّاتٍ، فَبَرَأَ، وَقَبَضْنَا الْغَنَمَ، قَالَ : فَعَرَضَ فِيْ أَنْفُسِنَا مِنْهَا شَيْءٌ، فَقُلْنَا : لَا تَعْجَلُوْا حَتّٰى تَأْتُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ، قَالَ : فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَيْهِ؛ ذَكَرْتُ لَهُ الَّذِيْ صَنَعْتُ؟ قَالَ : "وَمَا عَلِمْتَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ؟! اِقْبِضُوا الْغَنَمَ، وَاضْرِبُوْا لِيْ مَعَكُمْ بِسَهْمٍ".

- صحيح : "ابن ماجه" (٢١٥٦) ق.

২০৬৩। আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি সামরিক অভিযানে প্রেরণ করেন। আমরা একটি জনপদে আসার পর তাদের কাছে মেহমানদারী প্রার্থনা করলাম। কিন্তু তারা আমাদেরকে আপ্যায়ন করাল না। এরকম পরিস্থিতিতে তাদের বংশের প্রধানকে বিচ্ছু দংশন করে। তারা আমাদের নিকট এসে বলে, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি যে বিচ্ছু দংশনকারীকে ঝাড়ফুঁক করতে পারে? আমি বললাম, হ্যাঁ আমি নিজেই। কিন্তু তোমরা যদি আমাদেরকে এক পাল বকরী প্রদান না কর তাহলে আমি ঝাড়ফুঁক করতে সম্মত নই। তারা বলল, আমরা তোমাদেরকে ত্রিশটি বকরী প্রদান করব। আমরা এ প্রস্তাবে রাজি হলাম।

আমি সাতবার সূরা ফাতিহা পাঠ করে তাকে ঝাড়ফুঁক করলাম। ফলে সে রোগমুক্ত হলো এবং আমরা বকরীগুলো হস্তগত করলাম। বর্ণনাকারী বলেন, এই বিষয়ে আমাদের মনে সন্দেহের উদ্রেক হলো। আমরা বললাম, তোমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে হাযির হওয়ার আগ পর্যন্ত (সিদ্ধান্তে পৌঁছতে) তাড়াহুড়া করবে না। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা তাঁর নিকট উপস্থিত হওয়ার পর আমি যা করেছি তা তাঁকে অবহিত করলাম। তিনি বললেন ঃ কিভাবে তুমি জানতে পারলে, এটা দিয়ে ঝাড়ফুঁক করা যায়? বকরীগুলো হস্তগত কর এবং তোমাদের সাথে আমার জন্যও একটি অংশ রেখ।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (২১৫৬), বুখারী, মুসলিম।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। আবূ নাযরার নাম আল-মুনযির ইবনু মালিক ইবনু কুতাআ। ইমাম শাফিঈ (রাহঃ) এ হাদীসের ভিত্তিতে বলেন, কুরআন শিক্ষা দানের ফলে বিনিময় গ্রহণ বৈধ। উস্তাদ এই বিষয়ে চুক্তিও করতে পারবেন। জা'ফর ইবনু ইয়াস হলেন জা'ফর ইবনু আবী ওয়াহসিইয়্যা আর তিনি আবূ বিশর। এ হাদীসটি শুবা, আবূ আওয়ানা, হিশাম, আরও অনেকে আবূ বিশর হতে, তিনি আবুল মুতাওয়াক্কিল হতে, তিনি আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে এই সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

٢٠٦٤ – حَدَّثَنَا أَبُوْ مُوْسٰى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى : حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الصَّمَدِ ابْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ : حَدَّثَنَا أَبُوْ بِشْرٍ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا الْمُتَوَكِّلِ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ : أَنَّ نَاسًا مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مَرُّوْا بِحَيٍّ مِنَ الْعَرَبِ، فَلَمْ يَقْرُوْهُمْ، وَلَمْ يُضَيِّفُوْهُمْ، فَاشْتَكٰى سَيِّدُهُمْ، فَأَتَوْنَا، فَقَالُوْا : هَلْ عِنْدَكُمْ دَوَاءٌ؟ قُلْنَا : نَعَمْ، وَلٰكِنْ لَمْ تَقْرُوْنَا، وَلَمْ تُضَيِّفُوْنَا، فَلَا نَفْعَلُ حَتّٰى تَجْعَلُوْا لَنَا جُعْلًا، فَجَعَلُوْا عَلٰى ذٰلِكَ قَطِيْعًا مِّنَ الْغَنَمِ، قَالَ :

فَجَعَلَ رَجُلٌ مِّنَّا يَقْرَأُ عَلَيْهِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَبَرَأَ، فَلَمَّا أَتَيْنَا النَّبِيَّ ﷺ؛ ذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ؟ قَالَ : "وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ؟!، وَلَمْ يَذْكُرْ نَهْيًا مِنْهُ، وَقَالَ : "كُلُوا، وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ بِسَهْمٍ".

- صحيح : انظر ما قبله.

২০৬৪। আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, কোন এক আরব গোত্রের অঞ্চল দিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একদল সাহাবী পথ চলছিলেন। তারা তাদেরকে অতিথিসেবা করল না। ঘটনাক্রমে তাদের বংশের প্রধান ব্যক্তিটি অসুস্থ হয়ে যায়। তারা আমাদের নিকট এসে বলে, তোমাদের নিকট কি কোন ঔষধ আছে? আমরা বললাম, হ্যাঁ আছে কিন্তু তোমরা আমাদের মেহমানদারী করনি। অতএব, যে পর্যন্ত তোমরা আমাদের জন্য পারিশ্রমিক ঠিক না করবে আমরা চিকিৎসা করব না। আমাদেরকে একপাল ছাগল প্রদান করতে তারা রাজি হলো। আমাদের মধ্যেকার একজন সূরা ফাতিহা দ্বারা তাকে ঝাড়ফুঁক করল। ফলে সে রোগমুক্ত হয়ে গেল। আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বিষয়টি তাঁকে খুলে বললাম। তিনি বললেন ঃ তুমি কিভাবে জানতে পারলে যে, এর মাধ্যমে ঝাড়ফুঁক করা যায়? বর্ণনাকারী এ বিষয়ে তাঁর পক্ষ হতে কোন নিষেধাজ্ঞা উল্লেখ করেননি। তিনি বললেন ঃ এগুলো তোমরা ভোগ কর এবং তোমাদের সাথে আমার জন্যও একটা ভাগ রাখ।

সহীহ, দেখুন পূর্বের হাদীস।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সহীহ্। এটা পূর্ববর্তী জা'ফর ইবনু ইয়াস হতে আ'মাশের রিওয়ায়াতের তুলনায় অনেক বেশি সহীহ্। একাধিক বর্ণনাকারী আবূ বিশর হতে, তিনি আবূল মুতাওয়াক্কিল হতে, তিনি আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে এই সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। জাফর ইবনু ইয়াস হলেন জাফর ইবনু আবূ ওয়াহ্শিইয়্যা।

٢٢ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْكَمْأَةِ، وَالْعَجْوَةِ
অনুচ্ছেদ ঃ ২২ ॥ আজওয়া খেজুর ও ছত্রাক (ব্যাঙের ছাতা) প্রসঙ্গে

٢٠٦٦ - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ أَبِي السَّفَرِ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْهَمْدَانِيُّ، وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالاَ : حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : "الْعَجْوَةُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَفِيْهَا شِفَاءٌ مِّنَ السُّمِّ، وَالْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ، وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِّلْعَيْنِ".

- حسن صحيح : "المشكاة" (٤٢٣٥- التحقيق الثاني).

২০৬৬। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আজওয়া হচ্ছে জান্নাতের খেজুরবিশেষ এবং এর মধ্যে বিষের প্রতিষেধক রয়েছে। ছত্রাক হলো মান নামক আসমানী খাবারের অন্তর্ভুক্ত এবং এর পানি চক্ষুরোগের প্রতিষেধক।

হাসান সহীহ, মিশকাত, তাহকীক ছানী (৪২৩৫)।

আবূ ঈসা বলেন, সাঈদ ইবনু যাইদ, আবূ সাঈদ ও জাবির (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান গারীব। আমরা এ হাদীস সম্বন্ধে শুধুমাত্র সাঈদ ইবনু আমির-মুহাম্মাদ ইবনু আমরের সূত্রেই জেনেছি।

٢٠٦٧ - حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ : حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدِ الطَّنَافِسِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ. (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ

سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : "اَلْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ، وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ".

– صحيح : "الروض النضير" (٤٤٤) ق.

২০৬৭। সাঈদ ইবনু যাইদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ 'ছত্রাক' মান্নের অন্তর্ভুক্ত। এর পানি চোখের জন্য নিরাময়।

সহীহ, রাওযুন নাযীর (৪৪৪), বুখারী, মুসলিম।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

٢٠٦٨ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ : حَدَّثَنَا أَبِيْ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ : أَنَّ نَاسًا مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالُوْا : اَلْكَمْأَةُ جُدَرِيُّ الْأَرْضِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "اَلْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ، وَالْعَجْوَةُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَهِيَ شِفَاءٌ مِّنَ السُّمِّ".

– صحيح بما قبله.

২০৬৮। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কিছু সাহাবী বলেন, ছত্রাক হলো যমীনের বসন্ত রোগ। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ ছত্রাক হলো মান্নের অন্তর্ভুক্ত এবং এর পানি চক্ষুরোগের প্রতিষেধক। আজওয়া হলো বেহেশতের খেজুরের অন্তর্ভুক্ত এবং এটা বিষের প্রতিষেধক।

পূর্বের হাদীসের সহায়তায় সহীহ।

٢٣ – بَابُ مَا جَاءَ فِيْ أَجْرِ الْكَاهِنِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২৩ ॥ গণকের পারিশ্রমিক

٢٠٧١ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِيْ

بَكْرِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمنِ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ : نَهى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ.

– صحيح : "ابن ماجه" (٢١٥٩).

২০৭১। আবূ মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, কুকুরের বিক্রয় মূল্য, বেশ্যার পারিশ্রমিক এবং গণকের উপঢৌকনকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষিদ্ধ করেছেন।

সহীহ, ইবনু মা-জাহ (২১৫৯)।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

٢٤ – بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ التَّعْلِيْقِ
অনুচ্ছেদ ঃ ২৪ ॥ তাবিজ ইত্যাদি ঝুলানো মাকরূহ্

٢٠٧٢ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَدُّويَهِ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلٰى، عَنْ عِيْسٰى–أَخِيْهِ–، قَالَ : دَخَلْتُ عَلٰي عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُكَيْمٍ أَبِي مَعْبَدِ الْجُهَنِيِّ؛ أَعُوْدُهُ، وَبِهٖ حُمْرَةٌ، فَقُلْنَا : أَلَا تُعَلِّقُ شَيْئًا؟ قال : اَلْمَوْتُ أَقْرَبُ مِنْ ذٰلِكَ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا؛ وُكِلَ إِلَيْهِ".

– صحيح : "غاية المرام" (٢٩٧).

২০৭২। ঈসা ইবনু আবদুর রাহমান ইবনু আবূ লাইলা (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনু উকাইম আবূ মা'বাদ আল-জুহানীর অসুস্থ অবস্থায় তাকে দেখতে গেলাম। তিনি বিষাক্ত ফোঁড়ায় আক্রান্ত ছিলেন। আমি বললাম, কিছু তাবিজ-তুমার ঝুলিয়ে রাখছেন না কেন? তিনি বললেন, মৃত্যু তো এর চেয়েও নিকটে। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে লোক কোনকিছু ঝুলিয়ে রাখে (তাবিজ-তুমার) তাকে তার উপরই সোপর্দ করা হয়।

সহীহ, গাইয়াতুল মারাম (২৯৭)।

আবূ ঈসা বলেন, আমরা আবদুল্লাহ ইবনু উকাইমের হাদীসটি শুধুমাত্র মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুর রহমান-এর সূত্রেই জেনেছি। আবদুল্লাহ ইবনু উকাইম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমল পেলেও তাঁর কাছ থেকে হাদীস শ্রবণ করতে পারেননি। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাছে চিঠি লিখেন। মুহাম্মাদ ইবনু বাশশার-ইয়াহ্ইয়া ইবনু সাঈদ হতে, তিনি ইবনু আবূ লাইলা (রাহঃ)-এর সূত্রে উক্ত মর্মে একইরকম হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবূ ঈসা বলেন ঃ উকবা ইবনু আমির (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে।

٢٣ - بَابُ مَاجَاءَ فِيْ تَبْرِيْدِ الْحُمّٰى بِالْمَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২৫ ॥ পানি ঢেলে জ্বর ঠাণ্ডা করা

٢٠٧٣ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ مَسْرُوْقٍ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : "اَلْحُمّٰى فَوْرٌ مِّنَ النَّارِ، فَأَبْرِدُوْهَا بِالْمَاءِ".

- صحيح : "ابن ماجه" (٣٤٧٣) ق.

২০৭৩। রাফি ইবনু খাদীজ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ জ্বর হচ্ছে জাহান্নামের একটি উত্তাপ। তোমরা পানি ঢেলে তা ঠাণ্ডা কর।

সহীহ, ইবনু মা-জাহ (৩৪৭৩), বুখারী, মুসলিম।

আবূ ঈসা বলেন, আসমা বিনতু আবী বাক্র, ইবনু উমার, ইবনু আব্বাস, যুবাইরের স্ত্রী ও আইশা (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে।

٢٠٧٤ - حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ : حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ

قَالَ : "إِنَّ الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ؛ فَأَبْرِدُوْهَا بِالْمَاءِ".

- صحيح : ق.

২০৭৪। আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ জ্বর হলো জাহান্নামের উত্তাপের অংশবিশেষ। তোমরা পানি ঢেলে এটাকে ঠাণ্ডা কর।

সহীহ, বুখারী, মুসলিম।

হারুন ইবনু ইসহাক-আবদাহ হতে, তিনি হিশাম ইবনু উরওয়া হতে, তিনি ফাতিমা বিনতুল মুনযির হতে, তিনি আসমা বিনতু আবী বাক্‌র (রাঃ) হতে তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে একইরকম হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবূ ঈসা বলেন, এ সূত্রটিও সহীহ্। আসমার হাদীসের আরও বক্তব্য আছে।

٢٧ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْغِيْلَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২৭ ॥ দুগ্ধবতী স্ত্রীর সাথে সহবাস করা

٢٠٧٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوْبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ ابْنَةِ وَهْبٍ- وَهِيَ جُدَامَةُ-، قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : "أَرَدْتُ أَنْ أَنْهٰى عَنِ الْغِيَالِ؛ فَإِذَا فَارِسُ وَالرُّوْمُ يَفْعَلُوْنَ، وَلَا يَقْتُلُوْنَ أَوْلَادَهُمْ".

- صحيح : "ابن ماجه" (٢٠١١) م.

২০৭৬। আইশা (রাঃ) হতে জুদামা বিনতু ওয়াহ্‌ব (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি (জুদামা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ আমি দুগ্ধদায়িনী স্ত্রীর সাথে সহবাস করাকে

নিষিদ্ধ করতে ইচ্ছা করলাম। কিন্তু আমি অবহিত হলাম যে, পারস্য ও রোমের (এশিয়া মাইনর) জনগণ এটা করে থাকে (দুগ্ধপোষ্য শিশু থাকাকালীন সময়ে স্ত্রী সহবাস করে)। অথচ তাদের সন্তানদের তারা হত্যা করে না (উল্লেখিত সময়ে সহবাসের কারণে শিশুর কোন ক্ষতি হয় না)।

সহীহ, ইবনু মা-জাহ (২০১১), মুসলিম।

আবূ ঈসা বলেন, আসাম বিনতু ইয়াযীদ (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি সহীহ্। মালিক-আবুল আসওয়াদ হতে, তিনি উরওয়া হতে, তিনি আইশা হতে, তিনি জুদামা বিনতু ওয়াহ্‌ব (রাঃ) হতে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে একইরকম বর্ণনা করেছেন। ইমাম মালিক (রাহঃ) বলেন, 'গীলা' অর্থ দুগ্ধপোষ্য শিশুর মায়ের সাথে সহবাস করা।

٢٠٧٧ – حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ : حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ الْأَسَدِيَّةِ، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : "لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهٰى عَنِ الْغِيْلَةِ، حَتّٰى ذَكَرْتُ أَنَّ الرُّوْمَ وَفَارِسَ يَصْنَعُوْنَ ذٰلِكَ، فَلَا يَضُرُّ أَوْلَادَهُمْ".

– صحيح : انظر ما قبله.

২০৭৭। জুদামা বিনতু ওয়াহ্‌ব আল-আসাদীয়্যাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ আমি সন্তানের দুধ পানের সময়সীমার মধ্যে স্ত্রীসহবাস করাকে নিষিদ্ধ করতে চাইলাম। অবশেষে আমি জানলাম যে, পারস্য ও রোমের জনগণ (এ সময়) স্ত্রীসহবাস করে থাকে। এর ফলে তাদের সন্তানদের কোন ক্ষতি হয় না।

সহীহ, দেখুন পূর্বের হাদীস।

ঈসা ইবনু আহ্মাদ (রাহঃ) ইসহাক ইবনু ঈসা হতে, তিনি মালিক হতে, তিনি আবুল আসওয়াদ হতে একইরকম বর্ণনা করেছেন। আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্ গারীব।

٢٩ - بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ২৯ ॥ দু'আ পাঠ করে ব্যথার উপর হাত বুলানো

٢٠٨٠ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ : حَدَّثَنَا مَعْنٌ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبٍ السُّلَمِيِّ، أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أَخْبَرَهُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ، أَنَّهُ قَالَ : أَتَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ؛ وَبِي وَجَعٌ قَدْ كَادَ يُهْلِكُنِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "اِمْسَحْ بِيَمِينِكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ، وَقُلْ : أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللهِ وَقُدْرَتِهِ وَسُلْطَانِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ"، قَالَ : فَفَعَلْتُ، فَأَذْهَبَ اللهُ مَا كَانَ بِي، فَلَمْ أَزَلْ آمُرُ بِهِ أَهْلِي، وَغَيْرَهُمْ.

- صحيح : "ابن ماجه" (٣٥٢٢)م.

২০৮০। উসমান ইবনু আবুল আস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট এলেন। আমি তখন ধ্বংসাত্মক ব্যথার কারণে অস্থির ছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ ব্যথার জায়গাতে তোমার ডানহাত দিয়ে সাতবার মর্দন কর এবং বল, “আমি আল্লাহ্ তা'আলার ইজ্জাত ও সম্মান, তাঁর কুদরাত ও শক্তি এবং তাঁর রাজত্ব, সার্বভৌমত্ব ও কর্তৃত্বের নিকট আমার এই কষ্ট হতে মুক্তি প্রার্থনা করছি”। বর্ণনাকারী বলেন, আমি তা-ই করলাম। আমার সম্পূর্ণ ব্যথাই আল্লাহ তা'আলা সারিয়ে দিলেন। আমি এরপর হতেই আমার পরিবারের লোকদেরকে এবং অন্যান্যদেরকে এরূপ করার জন্য নির্দেশ দিয়ে আসছি।

সহীহ, ইবনু মা-জাহ (৩৫২২), মুসলিম।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

٣١ - بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّدَاوِيْ بِالْعَسَلِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩১ ॥ মধু দ্বারা চিকিৎসা প্রসঙ্গে

٢٠٨٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ : إِنَّ أَخِيْ اِسْتَطْلَقَ بَطْنُهُ، فَقَالَ : "اِسْقِهِ عَسَلاً"، فَسَقَاهُ، ثُمَّ جَاءَ، فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! قَدْ سَقَيْتُهُ عَسَلاً، فَلَمْ يَزِدْهُ إِلاَّ اِسْتِطْلاَقًا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "اِسْقِهِ عَسَلاً"، فَسَقَاهُ، ثُمَّ جَاءَهُ، فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! قَدْ سَقَيْتُهُ عَسَلاً، فَلَمْ يَزِدْهُ إِلاَّ اِسْتِطْلاَقًا، قَالَ : فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "صَدَقَ اللّٰهُ، وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِيْكَ، اِسْقِهِ عَسَلاً"، فَسَقَاهُ عَسَلاً، فَبَرَأَ.

- صحيح : ق.

২০৮২। আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট একজন লোক এসে বলল, আমার ভাইয়ের পাতলা পায়খানা (উদরাময়) হচ্ছে। তিনি বললেন ঃ তাকে মধু পান করাও। সে তাকে মধু পান করায়, তারপর এসে বলে, হে আল্লাহ্র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আমি তাকে মধু পান করিয়েছি। কিন্তু তাতে দাস্ত আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তাকে মধু পান করাও। বর্ণনাকারী বলেন, সে তাকে মধু পান করানোর পর এসে বলে, হে আল্লাহ্র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আমি তাকে তা পান করিয়েছি। কিন্তু এর ফলে তার দাস্ত আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলা সত্য বলেছেন (মধুতে নিরাময় আছে), কিন্তু তোমার ভাইয়ের পেটই মিথ্যা বলছে। আবার তাকে মধু পান করাও। অতএব, লোকটি তাকে মধু পান করায় এবং সে সুস্থ হয়ে উঠে। **সহীহ, বুখারী, মুসলিম।**

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

٣٢ - بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩২ ॥ রোগীর জন্য দু'আ তার সুস্থতার কারণ হয়

٢٠٨٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَالِدٍ، قَالَ : سَمِعْتُ الْمِنْهَالَ بْنَ عَمْرٍو يُحَدِّثُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ : "مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَعُودُ مَرِيضًا، لَمْ يَحْضُرْ أَجَلُهُ، فَيَقُولُ سَبْعَ مَرَّاتٍ : أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ، رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ؛ أَنْ يَشْفِيَكَ؛ إِلاَّ عُوفِيَ".

- صحيح : "المشكاة" (١٥٥٣)، "الكلم الطيب" (١٤٩).

২০৮৩। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন লোক যদি কোন রোগীকে দেখতে যায় যার মৃত্যুক্ষণ আসেনি, সে তাকে সাতবার এই দু'আ করলে ঃ "আমি মহান আরশের রব (প্রভু) মহামহিম আল্লাহ্ তা'আলার নিকট দু'আ প্রার্থনা করছি, তিনি তোমাকে রোগ হতে সুস্থতা দান করুন", তাকে রোগমুক্ত করা হবে।

সহীহ, মিশকাত (১৫৫৩), আল কালিমুত তাইয়্যিব (১৪৯)।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব। আমরা এ হাদীসটি শুধুমাত্র আবুল মিনহালের সূত্রে জেনেছি।

٣٤ - بَابُ التَّدَاوِي بِالرَّمَادِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৪ ॥ ছাই দিয়ে চিকিৎসা করা

٢٠٨٥ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ : سُئِلَ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ؛ وَأَنَا أَسْمَعُ : بِأَيِّ شَيْءٍ دُووِيَ جَرْحُ رَسُولِ

اللّٰهِ ﷺ؟ فَقَالَ : مَا بَقِيَ أَحَدٌ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّيْ: كَانَ عَلِيٌّ يَأْتِيْ بِالْمَاءِ فِيْ تُرْسِهِ، وَفَاطِمَةُ تَغْسِلُ عَنْهُ الدَّمَ، وَأُحْرِقَ لَهُ حَصِيْرٌ، فَحَشَا بِهِ جُرْحَهُ.

- صحيح : ق.

২০৮৫। আবূ হাযিম (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, সাহ্‌ল ইবনু সা'দ (রাঃ)-কে প্রশ্ন করা হলো এবং আমিও তা শুনলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জখমের মধ্যে কোন্ দ্রব্য প্রয়োগ করা হয়েছিল? তিনি বললেন, এ বিষয়ে আমার চেয়ে অধিক ভাল আর কোন ব্যক্তি জানে না। আলী (রাঃ) তার ঢালে করে পানি নিয়ে আসছিলেন এবং ফাতিমা (রাঃ) তাঁর জখমের রক্ত ধুয়ে দিচ্ছিলেন। একটি মাদুর পুড়িয়ে তার ছাই তাঁর ক্ষত স্থানের ভিতরে ঢুকিয়ে দেয়া হয়।

সহীহ, বুখারী, মুসলিম।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

٣٥ - بَابٌ

অনুচ্ছেদ ৩৫ ॥ (জ্বর পৃথিবীতে মু'মিন গুনাহগারের শাস্তি)

٢٠٨٨ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، وَمَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَا : حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ، عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ الْأَشْعَرِيِّ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَادَ رَجُلًا مِنْ وَعَكٍ كَانَ بِهِ، فَقَالَ : "أَبْشِرْ؛ فَإِنَّ اللّٰهَ يَقُوْلُ : هِيَ نَارِيْ، أُسَلِّطُهَا عَلٰى عَبْدِي الْمُذْنِبِ؛ لِتَكُوْنَ حَظَّهُ مِنَ النَّارِ".

- صحيح : "الصحيحة" (٢/٩٨).

২০৮৮। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জ্বরে আক্রান্ত এক ব্যক্তিকে দেখতে গিয়ে বললেন,

"তুমি সুসংবাদ গ্রহণ কর। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ সেটা আমার অগ্নি, আমার গুনাহগার বান্দার উপর উহা চাপিয়ে দিয়ে থাকি, যাতে উহা তার জাহান্নামের শাস্তির অংশ হয়ে যায়" অর্থাৎ পরকালের পরিবর্তে দুনিয়াতেই তার শাস্তি হয়ে যায়।

সহীহ, সহীহাহ্ (২/৯৮)।

٢٠٨٩ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ : كَانُوا يَرْتَجُوْنَ الْحُمّٰى لَيْلَةً؛ كَفَّارَةً لِّمَا نَقَصَ مِنَ الذُّنُوبِ.

- صحيح مقطوع.

২০৮৯। হাসান (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, গুনাহর কারনে তাদের মর্যাদার ঘাটতি পূরণের কাফ্ফারা স্বরূপ তারা রাতের বেলায় জ্বরের আকাঙ্খা করত।

সহীহ মাক্তু'

بسم الله الرحمن الرحيم
পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

٢٧ - كِتَابُ الْفَرَائِضِ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ
অধ্যায় ঃ ২৭ ফারাইয

١ - بَابُ مَا جَاءَ : "مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ"
অনুচ্ছেদ ঃ ১ ॥ মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া সম্পত্তি তার উত্তরাধিকারদের প্রাপ্য

٢٠٩٠ - حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدِ الْأُمَوِيُّ : حَدَّثَنَا أَبِيْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو؛ حَدَّثَنَا أَبُوْ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "مَنْ تَرَكَ مَالاً؛ فَلِأَهْلِهِ، وَمَنْ تَرَكَ ضَيَاعًا؛ فَإِلَيَّ".

- صحيح : وهو طرف من حديث تقدم بتمامه (١٠٧٠) ق.

২০৯০। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন লোক যদি ধন-সম্পদ রেখে মৃত্যুবরণ করে তাহলে তা তার পরিবারের (উত্তরাধিকারীদের) প্রাপ্য। আর কোন লোক সহায়হীন পরিবার রেখে মৃত্যুবরণ করলে তাদের (ভরণ-পোষণের) দায়িত্ব আমার উপর।

সহীহ, এটি পূর্বে বর্ণিত (১০৭০নং) হাদীসের অংশ, বুখারী, মুসলিম।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্। জাবির ও আনাস (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। ইমাম যুহরী আবূ সালামা হতে, তিনি আবূ হুরাইরা (রাঃ) তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হাদীসটি আরো দীর্ঘ ও পূর্ণাঙ্গভাবে বর্ণনা করেছেন। "মান তারাকা যাইয়াআন" অর্থঃ কেউ যদি সহায়-সম্বলহীন পরিবার রেখে মৃত্যুবরণ করে যাদের কিছুই নেই, তাদের দায়-দায়িত্ব আমার উপর। আমি তাদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করব।

٣ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ مِيْرَاثِ الْبَنَاتِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩ ॥ পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে মেয়ে সন্তানদের অংশ

٢٠٩٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ : حَدَّثَنِي زَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدِيٍّ : أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ، قَالَ : جَاءَتِ امْرَأَةُ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ بِابْنَتَيْهَا مِنْ سَعْدٍ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، فَقَالَتْ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! هَاتَانِ ابْنَتَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ؛ قُتِلَ أَبُوْهُمَا مَعَكَ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيْدًا، وَإِنْ عَمَّهُمَا أَخَذَ مَالَهُمَا، فَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَالًا، وَلَا تُنْكَحَانِ؛ إِلَّا وَلَهُمَا مَالٌ، قَالَ : "يَقْضِي اللّٰهُ فِيْ ذٰلِكَ"، فَنَزَلَتْ آيَةُ الْمِيْرَاثِ، فَبَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِلَي عَمِّهِمَا، فَقَالَ : "أَعْطِ ابْنَتَيْ سَعْدٍ الثُّلُثَيْنِ، وَأَعْطِ أُمَّهُمَا الثُّمُنَ، وَمَا بَقِيَ؛ فَهُوَ لَكَ".

- حسن : "ابن ماجه" (٢٧٢٠).

২০৯২। জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, সা'দ ইবনুর রাবী (রাঃ)-এর স্ত্রী সা'দের ঔরসজাত তার দুই মেয়েসহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে হাযির হয়ে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! এরা সা'দ ইবনুর রাবীর দুই মেয়ে। এদের বাবা উহুদের যুদ্ধে আপনার সাথে অংশগ্রহণ করে শহীদ হয়েছেন। এদের সমস্ত ধন-সম্পদ এদের চাচা নিয়ে নিয়েছে, এদের জন্য সামান্য কিছুও রাখেনি। এদের কোন ধন-সম্পদ না থাকলে এদের বিয়েও তো হবে না। তিনি বললেন ঃ এ বিষয়টি আল্লাহ্ তা'আলাই সমাধান করে দিবেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে মীরাস বণ্টন বিষয়ক আয়াত অবতীর্ণ হয়। তাদের চাচাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ডেকে এনে বললেন ঃ সা'দের দুই মেয়েকে দুই-তৃতীয়াংশ

সম্পত্তি এবং তাদের মাকে এক-অষ্টমাংশ সম্পত্তি দিয়ে দাও, তারপর যেটুকু বাকী থাকে তা তোমার

হাসান, ইবনু মা-জাহ (২৭২০)।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্। আমরা এ হাদীসটি শুধুমাত্র আবদুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আকীলের সূত্রেই জেনেছি। এ হাদীসটি আবদুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদের সূত্রে শারীকও বর্ণনা করেছেন।

٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ مِيْرَاثِ ابْنَةِ الْاِبْنِ مَعَ ابْنَةِ الصُّلْبِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪ ॥ ঔরসজাত মেয়ের সাথে নাতনীর মীরাস

٢٠٩٣ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ : حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِيْ قَيْسٍ الْأَوْدِيِّ، عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيْلَ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِيْ مُوْسَى، وَسَلْمَانَ بْنِ رَبِيْعَةَ، فَسَأَلَهُمَا عَنِ الْابْنَةِ، وَابْنَةِ الْاِبْنِ، وَأُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ؟ فَقَالَ : لِلْابْنَةِ النِّصْفُ، وَلِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ، وَالْأُمِّ مَا بَقِيَ، وَقَالَا لَهُ : انْطَلِقْ إِلَى عَبْدِ اللهِ، فَاسْأَلْهُ؛ فَإِنَّهُ سَيُتَابِعُنَا، فَأَتَى عَبْدَ اللهِ، فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهُ، وَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَا؟ قَالَ عَبْدُ اللهِ : قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ، وَلٰكِنْ أَقْضِيْ فِيْهِمَا كَمَا قَضَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : لِلْابْنَةِ النِّصْفُ، وَلِابْنَةِ الْاِبْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وَلِلْأُخْتِ مَا بَقِيَ.

- صحيح : "ابن ماجه" (٢٧٢١) خ.

২০৯৩। হুযাইল ইবনু শুরাহ্‌বীল (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আবূ মূসা (রাঃ) ও সালমান ইবনু রাবীআ (রাঃ)-এর নিকট একজন লোক এসে তাদের কাছে মেয়ে, নাতনী ও সহোদরা বোনের মীরাসের ব্যাপারে প্রশ্ন করে। তারা দুজনেই বললেন, মেয়ে পাবে অর্ধেক সম্পত্তি এবং সহোদর বোন পাবে বাকী অংশ। তারা আরো বললেন, তুমি

আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ)-এর কাছে যাও এবং তাকে প্রশ্ন কর। তিনিও আমাদেরই অনুসরণ করবেন। লোকটি আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ)-এর নিকট এসে তাকে ঘটনা বলে এবং তারা দুজনে যা বলেছেন তাও তাকে অবহিত করায়। আবদুল্লাহ (রাঃ) বললেন, আমি যদি তাদের দুজনের অনুসরণ করি তাহলে পথভ্রষ্ট হব এবং সঠিক পথে অটুট থাকতে পারব না। আমি এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুরূপ ফায়সালাই প্রদান করব। মেয়ে পাবে অর্ধেক সম্পত্তি এবং নাতনী পাবে এক-ষষ্ঠাংশ সম্পত্তি। এভাবে দুজনের অংশ একত্রে দুই-তৃতীয়াংশ পূর্ণ হবে। বাকী সম্পত্তি পাবে বোন।

সহীহ, ইবনু মা-জাহ (২৭২১), বুখারী।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্। আবূ কাইস আল-আওদীর নাম আবদুর রাহমান, পিতা সারওয়ান আল-কূফী। এ হাদীসটি শুবাও আবূ কাইসের সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

٥ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ مِيْرَاثِ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ، وَالْأُمِّ

অনুচ্ছেদ ঃ ৫ ॥ সহোদর ভাইদের মীরাস

٢٠٩٤ - حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ : حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ قَالَ : إِنَّكُمْ تَقْرَءُوْنَ هٰذِهِ الْآيَةَ : {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوْصُوْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ}، وَإِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَضٰى بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ، وَإِنَّ أَعْيَانَ بَنِي الْأُمِّ يَتَوَارَثُوْنَ دُوْنَ بَنِي الْعَلَّاتِ : اَلرَّجُلُ يَرِثُ أَخَاهُ لِأَبِيْهِ، وَأُمِّهِ دُوْنَ أَخِيْهِ لِأَبِيْهِ.

- حسن : "ابن ماجه" (٢٧١٥).

২০৯৪। আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, তোমরা এ আয়াত পাঠ করে থাক ঃ "যা কিছু তোমরা ওয়াসিয়াত কর বা যে ঋণ

রয়েছে তা আদায় করার পর........" (সূরা ঃ আন-নিসা– ১২)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়াসিয়াত পূরন করার পূর্বে ঋণ আদায়ের ফায়সালা দিয়েছেন। বৈমাত্রেয় বা বৈপিত্রেয় ভাইদের আগে সহোদর ভাই উত্তরাধিকারী হবে (যদি মৃত ব্যক্তির উভয় ধরনের ভাই থাকে)। সহোদর ভাই উত্তরাধিকারী হবে, বৈমাত্রেয় ভাইয়ের পূর্বে।

হাসান, ইবনু মা-জাহ (২৭১৫)।

বুনদার (রাহঃ) ইয়াযীদ ইবনু হারুন হতে, তিনি যাকারিয়া ইবনু আবূ যাইদা হতে, তিনি আবূ ইসহাক হতে, তিনি আল-হারিস হতে, তিনি আলী (রাঃ) হতে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে একইরকম হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٢٠٩٥ – حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ : حَدَّثَنَا أَبُوْ إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ : قَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنَّ أَعْيَانَ بَنِي الْأُمِّ يَتَوَارَثُوْنَ دُوْنَ بَنِي الْعَلَّاتِ.

– حسن : انظر ما قبله.

২০৯৫। আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফায়সালা দিয়েছেন যে, সহোদর ভাইয়েরা একে অপরের উত্তরাধিকারী হবে, কিন্তু বৈমাত্রেয় ভাই উত্তরাধিকারী হবে না। অর্থাৎ সহোদর ভাই থাকাবস্থায় বৈমাত্রের ভাই উত্তরাধিকার হবে না।

হাসান, দেখুন পূর্বের হাদীস।

আবূ ঈসা বলেন, আমরা এ হাদীসটি শুধুমাত্র আবূ ইসহাক হতে আল-হারিসের বরাতে আলী (রাঃ)-এর সূত্রেই জেনেছি। একদল অভিজ্ঞ মুহাদ্দিস হারিসের সমালোচনা করেছেন। এ হাদীস মুতাবিক সব সাধারণ আলিমগণ আমল করেছেন।

٦ - بَابُ مِيْرَاثِ الْبَنِيْنَ مَعَ الْبَنَاتِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৬ ॥ মেয়েদের সাথে ছেলেদের মীরাস

٢٠٩٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَعْدٍ : أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِيْ قَيْسٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ، قَالَ : جَاءَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَعُوْدُنِيْ؛ وَأَنَا مَرِيْضٌ فِيْ بَنِيْ سَلِمَةَ، فَقُلْتُ : يَا نَبِيَّ اللّٰهِ! كَيْفَ أَقْسِمُ مَالِيْ بَيْنَ وَلَدِيْ؟ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ شَيْئًا، فَنَزَلَتْ {يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْ أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}اَلْآيَةَ.

- صحيح : ق.

২০৯৬। জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দেখতে এলেন। তখন আমি অসুস্থ অবস্থায় সালামা গোত্রে ছিলাম। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আমি কিভাবে আমার ধন-সম্পদ আমার সন্তানদের মাঝে বণ্টন করব? তিনি আমাকে কোন জবাব দিলেন না। ইতোমধ্যে এ আয়াত নাযিল হলো ঃ "আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সন্তানদের ব্যাপারে তোমাদেরকে এই বিধান দিচ্ছেন– একজন পুরুষের অংশ দুইজন মহিলার অংশের সমান......" (সূরা ঃ আন-নিসা - ১১)।

সহীহ, বুখারী, মুসলিম।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্। এ হাদীসটি শুবা, ইবনু উয়াইনা আরও অনেক মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির হতে জাবির (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

٧ - بَابُ مِيْرَاثِ الْأَخَوَاتِ
অনুচ্ছেদ ঃ ৭ ॥ বোনদের মীরাস

٢٠٩٧ - حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَغْدَادِيُّ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ : مَرِضْتُ، فَأَتَانِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَعُوْدُنِيْ، فَوَجَدَنِيْ قَدْ أُغْمِيَ عَلَيَّ، فَأَتَى وَمَعَهُ أَبُوْ بَكْرٍ، وَعُمَرُ وَهُمَا مَاشِيَانِ، فَتَوَضَّأَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ، فَصَبَّ عَلَيَّ مِنْ وَضُوْئِهِ، فَأَفَقْتُ، فَقُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! كَيْفَ أَقْضِيْ فِيْ مَالِيْ -أَوْ كَيْفَ أَصْنَعُ فِيْ مَالِيْ-؟ فَلَمْ يُجِبْنِيْ شَيْئًا، وَكَانَ لَهُ تِسْعُ أَخَوَاتٍ، حَتَّى نَزَلَتْ أٰيَةُ الْمِيْرَاثِ : {يَسْتَفْتُوْنَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} الْأٰيَةَ.

- صحيح : "ابن ماجه" (٢٧٢٨) ق.

২০৯৭। জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, আমি অসুস্থ হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দেখতে এলেন। তিনি আমাকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পেলেন। তাঁর সাথে আবূ বাক্‌র ও উমার (রাঃ)-ও আমাকে দেখতে আসেন। তাঁরা দুজনেই পায়ে হেঁটে আসেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওযূ করলেন এবং ওযূর পানি আমার উপর ছিটিয়ে দিলেন। আমার হুঁশ ফিরে এল। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আমার ধন-সম্পদের ব্যাপারে আমি কি করব? আমার এ কথায় তিনি কোন জবাব দিলেন না। (অধঃস্তন বর্ণনাকারী বলেন) তার নয়টি বোন ছিল। অবশেষে মীরাস বিষয়ক আয়াতটি অবতীর্ণ হলো ঃ "লোকেরা তোমার কাছে জানতে চায়। বল! আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে কালালা প্রসঙ্গে বিধান দিচ্ছেন....." (সূরা ঃ আন-নিসা - ১৭৬)। জাবির (রাঃ) বলেন, এ আয়াতটি আমার সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়েছে।

সহীহ, ইবনু মা-জাহ (২৭২৮), বুখারী, মুসলিম।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

٨ - بَابٌ فِيْ مِيْرَاثِ الْعَصَبَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৮ ॥ আসাবার মীরাস

٢٠٩٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ : أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ : حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُوْسٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : "أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ؛ فَهُوَ لِأَوْلٰى رَجُلٍ ذَكَرٍ".

- صحيح : "ابن ماجه" (٢٧٤٠) ق.

২০৯৮। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নির্ধারিত অংশ তার প্রাপককে (অধিকারীকে) দিয়ে দাও। এরপর যেটুকু অংশ বাকী থাকবে তা পুরুষ নিকটাত্মীয়দের মধ্যে বণ্টন কর।

সহীহ, ইবনু মা-জাহ (২৭৪০), বুখারী, মুসলিম।

আব্‌দ ইবনু হুমাইদ (রাহঃ) আবদুর রায্‌যাক হতে, তিনি মা'মার হতে, তিনি ইবনু তাঊস হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। কিছু সংখ্যক বর্ণনাকারী এটাকে ইবনু তাঊসের সূত্রে, তিনি তার বাবার বরাতে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে মুরসাল হাদীস হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

١٢ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ مِيْرَاثِ الْخَالِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১২ ॥ মামার মীরাস

٢١٠٣ - حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ : حَدَّثَنَا أَبُوْ أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ : حَدَّثَنَا

سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حَكِيْمِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلٰى أَبِيْ عُبَيْدَةَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : "اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ مَوْلٰى مَنْ لاَ مَوْلٰى لَهُ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ".

- صحيح : "ابن ماجه" (٢٧٣٧).

২১০৩। আবূ উমামা ইবনু সাহল ইবনু হুনাইফ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) আবূ উবাইদা (রাঃ)-কে লিখে পাঠান যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তির কোন অভিভাবক নেই, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তার অভিভাবক। যে ব্যক্তির অন্য কোন উত্তরাধিকারী নেই, মামা তার উত্তরাধিকারী।

সহীহ, ইবনু মা-জাহ (২৭৩৭)।

আবূ ঈসা বলেন, আইশা ও মিকদাম ইবনু মাদীকারিব (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

٢١٠٤ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ : أَخْبَرَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُوْسٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "اَلْخَالُ وَارِثُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ".

- صحيح : انظر ماقبله.

২১০৪। আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে লোকের অন্য কোন উত্তরাধিকারী নেই (তার) মামা তার উত্তরাধিকারী হবে।

সহীহ, দেখুন পূর্বের হাদীস

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব। এ হাদীসটিকে একদল বর্ণনাকারী মুরসালভাবে বর্ণনা করেছেন এবং তাতে আইশা (রাঃ)-এর

উল্লেখ করেননি। একদল সাহাবী মামা, খালা ও ফুফুকে উত্তরাধিকারী হিসাবে বিবেচিত করেছেন। বেশিরভাগ অভিজ্ঞ আলিম এ হাদীসটিকে যাবিল আরহামকে (যারা আসাবাগণের অবর্তমানে উত্তরধিকারী হয়) উত্তরাধিকারী হিসাবে স্বীকৃতি দেয়ার ব্যাপারে দলীলরূপে গ্রহণ করেছেন। যাইদ ইবনু সাবিত (রাঃ) যাবিল আরহামকে উত্তরাধিকারী হিসাবে মেনে নেননা। তার মতে (যাবিল ফুরূয ও আসাবাদের অবর্তমানে) মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া সম্পত্তি সরকারী কোষাগারে (বাইতুল-মালে) জমা হবে।

١٣ – بَابُ مَا جَاءَ فِي الَّذِي يَمُوتُ، وَلَيْسَ لَهُ وَارِثٌ

অনুচ্ছেদ ১৩॥ উত্তরাধিকারীহীন অবস্থায় কোন ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলে

٢١٠٥ – حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ، عَنْ مُجَاهِدٍ – وَهُوَ ابْنُ وَرْدَانَ –، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ مَوْلَى لِلنَّبِيِّ ﷺ وَقَعَ مِنْ عِذْقِ نَخْلَةٍ، فَمَاتَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "اُنْظُرُوا : هَلْ لَهُ مِنْ وَارِثٍ؟"، قَالُوا : لَا، قَالَ : "فَادْفَعُوهُ إِلَى بَعْضِ أَهْلِ الْقَرْيَةِ".

– صحيح : "ابن ماجه" (٢٧٣٣).

২১০৫। আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন মুক্তদাস খেজুর গাছের মাথা হতে পড়ে গিয়ে মৃত্যুবরণ করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তোমরা তালাশ করে দেখ তার কোন উত্তরাধিকারী আছে কি না? লোকজন বলল, কেউ নেই। তিনি বললেন ঃ তার রেখে যাওয়া সম্পদ গ্রামের কাউকে দিয়ে দাও।

সহীহ, ইবনু মা-জাহ (২৭৩৩)।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান।

١٥ – بَابُ مَا جَاءَ فِيْ إِبْطَالِ الْمِيْرَاثِ بَيْنَ الْمُسْلِمِ، وَالْكَافِرِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫ ॥ মুসলমান ও কাফির পরস্পরের উত্তরাধিকার স্বত্ব বাতিল

٢١٠٧ – حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمَخْزُوْمِيُّ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوْا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ. (ح) وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ : أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : "لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ".

– صحيح : "ابن ماجه" (٢٧٢٩) ق.

২১০৭। উসামা ইবনু যাইদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মুসলিম ব্যক্তি কাফির ব্যক্তির উত্তরাধিকারী হবে না এবং কাফিরও মুসলিম ব্যক্তির উত্তরাধিকারী হবে না।

সহীহ, ইবনু মা-জাহ (২৭২৯), বুখারী, মুসলিম।

ইবনু আবূ উমার-সুফিয়ান হতে, তিনি যুহ্‌রী (রাহঃ)-এর সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবূ ঈসা বলেন, জাবির ও আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান সহীহ্। মা'মার এবং আরও অনেকে যুহ্‌রীর সূত্রে একইরকম বর্ণনা করেছেন। মালিক (রাহঃ) যুহ্‌রী হতে, তিনি আলী ইবনুল হুসাইন হতে, তিনি উমার ইবনু উসমান হতে, তিনি উসামা ইবনু যাইদ (রাঃ) হতে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে একইরকম বর্ণনা করেছেন। মালিকের বর্ণনা ভ্রান্তিপূর্ণ। এতে মালিকই ভুল করেছেন। এই হাদীসটিকে কোন কোন বর্ণনাকারী মালিকের সূত্রে বর্ণনা করেছেন এবং (উমার-এর স্থলে) আমর বলেছেন। মালিকের বেশিরভাগ শিষ্য

'মালিক-উমার' হতে বলেছেন। উসমান (রাঃ)-এর সন্তানদের মধ্যে আমর প্রসিদ্ধ। উমার নামে তার কোন সন্তান ছিল বলে জানা যায় না। এ হাদীস অনুসারে অভিজ্ঞ আলিমগণ আমল করেছেন। তবে মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি (মীরাস) সম্পর্কে তাদের মধ্যে দ্বিমত আছে। একদল সাহাবী ও অপরাপর আলিম বলেছেন, তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি তার মুসলিম উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বণ্টিত হবে। তাদের অপর দল বলেছেন, মুসলমানরা তার উত্তরাধিকারী হবে না। তারা উপরোক্ত হাদীসটি দলীল হিসাবে গ্রহণ করেছেন। ইমাম শাফিঈর এই অভিমত।

١٦ - بَابُ لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬ ॥ দুটি পৃথক ধর্মের অনুসারী পরস্পরে উত্তরাধিকারী হবে না।

٢١٠٨ - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ : حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : "لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ".

– صحيح : "ابن ماجه" (٢٧٣١).

২১০৮। জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ দুটি পৃথক ধর্মের অনুসারী পরস্পরের উত্তরাধিকারী হবে না।

সহীহ, ইবনু মা-জাহ (২৭৩১)।

আবূ ঈসা বলেন, আমরা এ হাদীস সম্বন্ধে শুধুমাত্র ইবনু আবূ লাইলার সূত্রে জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত হিসাবে জেনেছি।

١٧ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ إِبْطَالِ مِيْرَاثِ الْقَاتِلِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭ ॥ হত্যাকারী নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী স্বত্ব হতে বঞ্চিত হবে

٢١٠٩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : "اَلْقَاتِلُ لَا يَرِثُ".

- صحيح : "ابن ماجه" (٢٧٣٥).

২১০৯। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ হত্যাকারী কোন প্রকার উত্তরাধিকারী হবে না।

ইবনু মা-জাহ (২৭৩৫)।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সহীহ নয়। এ হাদীসটি শুধুমাত্র উল্লেখিত সনদসূত্রেই জানা গেছে। ইসহাক ইবনু আবদুল্লাহকে কয়েকজন বিশেষজ্ঞ মুহাদ্দিস পরিত্যক্ত বলে মত প্রকাশ করেছেন। তাদের মধ্যে আহ্‌মাদ ইবনু হাম্বল অন্যতম। এ হাদীস মুতাবিক অভিজ্ঞ আলিমগণ আমল করেছেন। তাদের মতে, হত্যাকারী নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী হবে না, চাই সে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করুক অথবা ভুলবশতঃ হত্যা করুক। ইমাম মালিকের মতে, ভুলক্রমে হত্যাকাণ্ড ঘটে গেলে হত্যাকারী নিহতের উত্তরাধিকারী হবে।

١٨ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ مِيْرَاثِ الْمَرْأَةِ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا

অনুচ্ছেদ ঃ ১৮ ॥ স্বামীর দিয়াতে স্ত্রীর উত্তরাধিকার স্বত্ব

٢١١٠ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوْا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ : قَالَ

عُمَرُ : اَلدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ، وَلاَ تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا، فَأَخْبَرَهُ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ الْكِلاَبِيُّ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَتَبَ إِلَيْهِ؛ أَنْ : "وَرِّثِ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا".

- صحيح : "ابن ماجه" (٢٦٤٢).

২১১০। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, উমার (রাঃ) বললেন, আকিলার উপর দিয়াত (রক্তমূল্য) ধার্য করা হবে। স্বামীর দিয়াতের মধ্যে স্ত্রী উত্তরাধিকারী হবে না। তখন যাহ্হাক ইবনু সুফিয়ান আল-কিলাবী (রাঃ) তাকে বললেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে লিখে পাঠিয়েছেন ঃ "আশ্ইয়াম আয-যিবাবীর স্ত্রীকে তার স্বামীর দিয়াতের উত্তরাধিকারী বানাও"।

সহীহ, ইবনু মা-জাহ (২৬৪২)।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

١٩ - بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الأَمْوَالَ لِلْوَرَثَةِ، وَالْعَقْلَ عَلَى الْعَصَبَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৯ ॥ মীরাস উত্তরাধিকারীদের প্রাপ্য এবং আকিলা আসাবাদের উপর

٢١١١ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَضَى فِيْ جَنِيْنِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِيْ لِحْيَانَ، سَقَطَ مَيِّتاً؛ بِغُرَّةٍ : عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِيْ قُضِيَ عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ تُوُفِّيَتْ، فَقَضَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ؛ أَنَّ مِيْرَاثَهَا لِبَنِيْهَا وَزَوْجِهَا، وَأَنَّ عَقْلَهَا عَلَى عَصَبَتِهَا.

- صحيح : "الإرواء" (٢٢٠٥) ق.

২১১১। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, লিহ্ইয়ান বংশের একজন স্ত্রীলোককে তার (অন্যের আঘাতে মৃত্যুজনিত কারণে) গর্ভপাতের দিয়াত হিসাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি গোলাম অথবা একটি দাসী প্রদানের ফায়সালা দেন। তিনি যে মহিলাটির উপর এই দিয়াত নির্ধারণ করেন পরে সে মারা যায়। তার রেখে যাওয়া সম্পত্তির ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফায়সালা দেন যে, এটা তার স্বামী ও ছেলেদের মধ্যে ভাগ করে দেয়া হবে এবং তার উপর ধার্যকৃত দিয়াত তার আসাবাগণের উপর বর্তাবে।

সহীহ, ইরওয়া (২২০৫), বুখারী, মুসলিম।

আবূ ঈসা বলেন, ইউনুস (রাহঃ) যুহ্রী হতে, তিনি সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব ও আবূ সালামা হতে, তিনি আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সূত্রে একইরকম বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসটি মালিক-যুহ্রী হতে, তিনি আবূ সালামা হতে, তিনি আবূ হুরাইরা (রাঃ)-এর সূত্রেও বর্ণনা করেছেন। উক্ত হাদীসটি মালিক-যুহ্রী হতে, তিনি সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব হতে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে মুরসাল হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

٢٠ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ مِيْرَاثِ الَّذِيْ يُسْلِمُ عَلٰى يَدَيِ الرَّجُلِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২০ ॥ যে ব্যক্তি কারো হাতে মুসলমান হয় তার মীরাস প্রসঙ্গে

٢١١٢ - حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ : حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ، وَابْنُ نُمَيْرٍ، وَوَكِيْعٌ، عَنْ عَبْدِالْعَزِيْزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَوْهِبٍ- وَقَالَ بَعْضُهُمْ : عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ وَهْبٍ-، عَنْ تَمِيْمٍ الدَّارِيِّ، قَالَ : سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ : مَا السُّنَّةُ فِي الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ يُسْلِمُ عَلٰى يَدَيْ رَجُلٍ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ". - حسن صحيح : "ابن ماجه" (٢٧٥٢).

২১১২। তামীমুদ দারী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করলাম, কোন মুসলিম লোকের হাতে কোন মুশরিক লোক ইসলাম ক্ববূল করলে তার কি বিধান রয়েছে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ সে (মুসলমান লোকটি) তার (নও-মুসলিমের) জীবনে-মরণে অন্য সব মানুষের চেয়ে বেশি প্রাধান্য পাবে।

হাসান সহীহঃ ইবনু মা-জাহ (২৭৫২)

আবূ ঈসা বলেন, আমরা শুধুমাত্র আবদুল্লাহ ইবনু ওয়াহ্বের সূত্রেই এ হাদীসটি জেনেছি। আবার কেউ তা বর্ণনা করেছেন ইবনু মাওহিব হতে, তিনি তামীমুদ দারী (রাঃ)-এর সূত্রে। এই হাদীসের সনদে আবদুল্লাহ ইবনু ওয়াহব ও তামীমুদ দারী (রাঃ)-এর মাঝখানে কোন কোন বর্ণনাকারী কাবীসা ইবনু যুআইব (রাহঃ)-কে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কিন্তু তা সঠিক নয়। আব্দুল আযীয ইবনু উমারের সূত্রে ইয়াহ্ইয়া ইবনু হামযা এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তাতে কাবীসা ইবনু যুআইবের নাম অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আমি মনে করি এ হাদীসের সনদ মুত্তাসিল নয়। এ হাদীস অনুযায়ী একদল অভিজ্ঞ আলিম আমল করেছেন। তাদের মতে, যার হাতে সে লোকটি মুসলমান হয়েছে সে তার উত্তরাধিকারী হবে। বিশেষজ্ঞদের অন্য আরেক দল বলেছেন, তার মারা যাওয়ার পর তার রেখে যাওয়া সম্পত্তি বাইতুল মালে জমা করা হবে। ইমাম শাফিঈর এই অভিমত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই হাদীসটি তার দলীল ঃ "যে লোক গোলাম মুক্ত করে সে-ই 'ওয়ালার' স্বত্বাধিকারী হবে"।

٢١ – بَابُ مَا جَاءَ فِيْ إِبْطَالِ مِيْرَاثِ وَلَدِ الزِّنَا

অনুচ্ছেদ ঃ ২১ ॥ জারজ সন্তান উত্তরাধীকারী নয়।

٢١١٣ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ : "أَيُّمَا رَجُلٍ عَاهَرَ بِحُرَّةٍ أَوْ

أَمَةٍ؛ فَالْوَلَدُ وَلَدُ زِنَا؛ لَا يَرِثُ وَلَا يُوْرَثُ".

– صحيح : "المشكاة" (٣٠٥٤– التحقيق الثاني).

২১১৩। আমর ইবনু শুআইব (রাহঃ) হতে পর্যায়ক্রমে তার বাবা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন লোক যদি কোন স্বাধীন স্ত্রীলোক অথবা দাসীর সাথে যিনায় (ব্যভিচারে) লিপ্ত হয় তাহলে (জন্মগ্রহণকারী) সন্তান 'জারজ সন্তান' বলে গণ্য হবে। সে কারো উত্তরাধিকারী হবে না এবং তারও কেউ উত্তরাধিকারী হবে না।

সহীহ, মিশকাত, তাহকীক ছানী (৩০৫৪)।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি আমর ইবনু শুআইবের সূত্রে ইবনু লাহীআ ছাড়াও অন্য বর্ণনাকারীগণ বর্ণনা করেছেন। বিশেষজ্ঞ আলিমগণ এ হাদীস অনুসারে আমল করেছেন। ব্যভিচারজাত সন্তান তার জন্মদাতা পিতার উত্তরাধিকারী হবে না।

بسم الله الرحمن الرحيم
পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

٢٨ - كِتَابُ الْوَصَايَا عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

অধ্যায় ঃ ২৮ ওয়াসিয়াত

١ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১ ॥ তিনের-একাংশ সম্পত্তিতে ওয়াসিয়াত সীমাবদ্ধ

٢١١٦ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عُمَرَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ : مَرِضْتُ عَامَ الْفَتْحِ مَرَضًا أَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ، فَأَتَانِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَعُوْدُنِيْ، فَقُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! إِنَّ لِيْ مَالاً كَثِيْرًا، وَلَيْسَ يَرِثُنِيْ إِلاَّ ابْنَتِيْ أَفَأُوْصِيْ بِمَالِيْ كُلِّهِ؟ قَالَ : "لاَ"، قُلْتُ : فَثُلُثَيْ مَالِيْ؟ قَالَ : "لاَ"، قُلْتُ : فَالشَّطْرُ؟ قَالَ : "لاَ"، قُلْتُ : فَالثُّلُثُ؟ قَالَ : "الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيْرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ؛ خَيْرٌ مِّنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً، يَتَكَفَّفُوْنَ النَّاسَ، وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً؛ إِلاَّ أُجِرْتَ فِيْهَا، حَتَّى اللُّقْمَةَ تَرْفَعُهَا إِلٰى فِيْ امْرَأَتِكَ"، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! أُخَلَّفُ عَنْ هِجْرَتِيْ؟ قَالَ : "إِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ بَعْدِيْ، فَتَعْمَلَ عَمَلاً تُرِيْدُ بِهِ وَجْهَ اللّٰهِ؛ إِلاَّ ازْدَدْتَ بِهِ رِفْعَةً وَدَرَجَةً، وَلَعَلَّكَ أَنْ تُخَلَّفَ، حَتّٰى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ، وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُوْنَ، اَللّٰهُمَّ! أَمْضِ

لِأَصْحَابِيْ هِجْرَتَهُمْ، وَلاَ تَرُدَّهُمْ عَلٰى أَعْقَابِهِمْ، لٰكِنِ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ"؛ يَرْثِيْ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ أَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ.

– صحيح : "ابن ماجه" (٢٧٠٨) ق.

২১১৬। আমির ইবনু সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) হতে তার বাবার সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি (সা'দ) বলেন, মক্কা বিজয়ের বছর আমি গুরুতরভাবে অসুস্থ হয়ে গেলাম এবং মৃত্যুর আশংকা করলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দেখতে এলেন। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আমার প্রচুর ধন-সম্পদ রয়েছে। মাত্র একটি মেয়ে সন্তান ব্যতীত আমার আর কোন উত্তরাধিকারী নেই। আমি আমার সমস্ত সম্পদের ওয়াসিয়াত করবো কি? তিনি বললেন ঃ না। আমি বললাম, তবে দুই-তৃতীয়াংশ সম্পদ ওয়াসিয়াত করব কি? তিনি বললেন ঃ না। আমি বললাম, তাহলে অর্ধেক? তিনি বললেন ঃ না। আমি বললাম, তাহলে এক-তৃতীয়াংশ? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ এক-তৃতীয়াংশ করতে পার, তবে এক-তৃতীয়াংশও অনেক। তোমার উত্তরাধিকারীদেরকে দরিদ্র এবং অন্য কারো নিকট হাত পাততে বাধ্য অবস্থায় রেখে যাওয়ার চাইতে তাদেরকে সম্পদশালী অবস্থায় রেখে যাওয়া অধিক উত্তম। তুমি যেটুকুই খরচ কর না কেন তার নেকী অবশ্যই পাবে। এমনকি তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে যে গ্রাসটি তুলে দাও তুমি তার জন্যও নেকী পাবে। বর্ণনাকারী বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আমি কি আমার হিজরাত হতে পিছনে পড়ে থাকব (মাদীনায় ফিরে যেতে পারব না)? তিনি বললেন ঃ তুমি আমার পরেও যদি জীবিত থাক এবং আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি হাসিলের উদ্দেশ্যে যে কোন কাজই কর তাতে তোমার মর্যাদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে। আশা করি আমার পরবর্তীতেও তুমি জীবিত থাকবে। তোমার মাধ্যমে বহু লোকের উপকার হবে এবং অসংখ্য লোকের ক্ষতি সাধিত হবে। হে আল্লাহ! আমার সাহাবীদের হিজরাত পূর্ণ করে দাও, তাদেরকে পিছনে ফিরিয়ে দিও না। সা'দ ইবনু খাওলা হতভাগ্য। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সা'দ ইবনু খাওলার জন্য অনেক দুঃখ প্রকাশ করতেন। তিনি মক্কাতে মারা যান।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (২৭০৮), বুখারী, মুসলিম।

আবূ ঈসা বলেন, ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান সহীহ্। এ হাদীসটি সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) হতেও একাধিক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। এ হাদীস মুতাবিক অভিজ্ঞ আলিমগণ আমল করেছেন। কারো পক্ষে তার সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশের বেশি ওয়াসিয়াত করা উচিত নয়। 'তিনের-একাংশও বেশি" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে এক-তৃতীয়াংশের কম পরিমাণ ওয়াসিয়াত করাকেই একদল বিশেষজ্ঞ আলিম উত্তম বলেছেন।

٣ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحَثِّ عَلَى الْوَصِيَّةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩ ॥ ওয়াসিয়াতের জন্য উৎসাহ দেয়া

٢١١٨ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ، وَلَهُ مَا يُوصِي فِيهِ؛ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ".

- صحيح : "ابن ماجه" (٢٦٩٩) ق.

২১১৮। ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যদি কোন মুসলমানের নিকট ওয়াসিয়াত করার মতো কিছু থাকে তাহলে তার নিজের নিকট ওয়াসিয়াতনামা লিখে না রেখে দুই রাতও অতিবাহিত করার অধিকার তার নেই।

সহীহ, ইবনু মা-তজাহ (২৬৯৯), বুখারী, মুসলিম।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্। উক্ত হাদীসটি যুহরী-সালিম হতে, তিনি ইবনু উমার (রাঃ) হতে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে এসূত্রেও বর্ণিত আছে।

٤ - بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يُوْصِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪ ॥ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়াসিয়াত করেননি

٢١١٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ :حَدَّثَنَا أَبُوْ قَطَنٍ عَمْرُو بْنُ الْهَيْثَمِ الْبَغْدَادِيُّ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، قَالَ : قُلْتُ لِابْنِ أَبِي أَوْفٰى : أَوْصٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : لَا، قُلْتُ : كَيْفَ كُتِبَتِ الْوَصِيَّةُ، وَكَيْفَ أَمَرَ النَّاسَ؟! قَالَ : أَوْصٰى بِكِتَابِ اللّٰهِ.

- صحيح : "ابن ماجه" (٢٦٩٦) ق.

২১১৯। তালহা ইবনু মুসাররিফ (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, ইবনু আবী আওফা (রাঃ)-কে আমি প্রশ্ন করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি (কিছু) ওয়াসিয়াত করেছিলেন? তিনি বলেন, না। আমি বললাম, তাহলে কিভাবে ওয়াসিয়াতটি বিধিবদ্ধ হলো এবং কিসের ভিত্তিতে তিনি জনগণকে (ওয়াসিয়াতের) নির্দেশ দিলেন? তিনি বললেন, তিনি আল্লাহ্ তা'আলার কিতাব অনুসারে ওয়াসিয়াতের নির্দেশ দিয়েছেন।

সহীহ, ইবনু মা-জাহ (২৬৯৬), বুখারী, মুসলিম।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্ গারীব। আমরা এ হাদীস প্রসঙ্গে শুধুমাত্র মালিক ইবনু মিগওয়ালের সূত্রেই জেনেছি।

٥ - بَابُ مَا جَاءَ لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ

অনুচ্ছেদ ঃ ৫ ॥ উত্তরাধিকারীদের জন্য ওয়াসিয়াত করার বৈধতা নেই

٢١٢٠ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، وَهَنَّادٌ، قَالَا : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ : حَدَّثَنَا شُرَحْبِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيُّ، عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ،

قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ فِيْ خُطْبَتِهِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ : "إِنَّ اللّٰهَ قَدْ أَعْطَى لِكُلِّ ذِيْ حَقٍّ حَقَّهُ؛ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ، اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ؛ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللّٰهِ، وَمَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيْهِ، أَوِ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيْهِ؛ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ التَّابِعَةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لَا تُنْفِقُ امْرَأَةٌ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا؛ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا"، قِيْلَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! وَلَا الطَّعَامَ؟ قَالَ : "ذٰلِكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا"، ثُمَّ قَالَ : "اَلْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ، وَالْمِنْحَةُ مَرْدُوْدَةٌ، وَالدَّيْنُ مَقْضِيٌّ، وَالزَّعِيْمُ غَارِمٌ".

– صحيح : "ابن ماجه" (٢٧١٣).

২১২০। আবূ উমামা আল-বাহিলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, বিদায় হাজ্জের খুৎবায় আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক হক্বদারের হক্ব (নির্দিষ্ট করে) দিয়েছেন। অতএব, উত্তরাধিকারীদের জন্য ওয়াসিয়াত করা বৈধ নয়। সন্তান বিছানার (মালিকের); আর ব্যভিচারীর জন্য রয়েছে পাথর। তাদের সর্বশেষ ফায়সালার ভার আল্লাহ্ তা'আলার উপর। যে লোক নিজের বাবাকে পরিত্যাগ করে আরেকজনকে বাবা বলে পরিচয় দেয় এবং যে গোলাম নিজের মনিব ব্যতীত অন্য মনিবের পরিচয় দেয় তার উপর অব্যাহতভাবে কিয়ামাত পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলার অভিশাপ। স্ত্রী তার স্বামীর বিনা অনুমতিতে তার ঘর হতে কোন কিছু ব্যয় করবে না। প্রশ্ন করা হলো, হে আল্লাহ্র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! খাদ্যদ্রব্যও নয়? তিনি বললেন ঃ এটাতো আমাদের সর্বোত্তম সম্পদ। তিনি আরো বললেন ঃ ধারকৃত বস্তু ফেরত যোগ্য, মানীহা (দুধপানের উদ্দেশ্যে ধার করা পশু) ফেরত দিতে হবে, ঋণ পরিশোধ করতে হবে এবং যামিনদার দায়বদ্ধ থাকবে।

সহীহ, ইবনু মা-জাহ (২৭১৩)।

আবূ ঈসা বলেন, আমর ইবনু খা-রিজাহ (রাঃ) ও আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান সহীহ। এ হাদীসটি আবূ উমামা (রাঃ) হতে অপরাপর সূত্রেও বর্ণিত আছে।

ইরাক ও হিজাযবাসীদের হতে ইসমাঈল ইবনু আইয়্যাশের একক বর্ণনাগুলো গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, তিনি তাদের সূত্রে বহু মুনকার হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে সিরিয়াবাসীদের সূত্রে বর্ণিত তার হাদীসসমূহ অনেক বেশি সহীহ্। মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল আল-বুখারী এরকম কথাই বলেছেন। তিনি আরো বলেছেন, আমি আহ্মাদ ইবনু হাম্বলকে বলতে শুনেছি যে, বাকিয়্যার তুলনায় ইসমাঈল ইবনু আইয়্যাশের অবস্থা সন্তোষজনক। বাকিয়্যা সিকাহ্ বর্ণনাকারীদের সূত্রেও মুনকার হাদীস বর্ণনা করেছেন। আমি আবদুল্লাহ ইবনু আবদুর রাহমানকে বলতে শুনেছি, আমি যাকারিয়া ইবনু আদীকে বলতে শুনেছি, আবূ ইসহাক আল-ফাযারী বলেন, সিকাহ্ বর্ণনাকারীদের সূত্রে বাকিয়্যা যা কিছু বর্ণনা করেন তোমরা তা গ্রহণ কর। আর নির্ভরযোগ্য ও অনির্ভরযোগ্য যাদের সূত্রেই ইসমাঈল ইবনু আইয়্যাশ হাদীস বর্ণনা করুন না কেন তোমরা তা গ্রহণ করো না।

٢١٢١ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ غَنْمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَطَبَ عَلٰي نَاقَتِهِ؛ وَأَنَا تَحْتَ جِرَانِهَا، وَهِيَ تَقْصَعُ بِجِرَّتِهَا؛ وَإِنَّ لُعَابَهَا يَسِيْلُ بَيْنَ كَتِفَيَّ، فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ : "إِنَّ اللّٰهَ أَعْطٰى كُلَّ ذِيْ حَقٍّ حَقَّهُ، وَلا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ، وَالْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَمَنِ ادَّعٰى إِلٰى غَيْرِ أَبِيْهِ، أَوِ انْتَمٰى إِلٰى غَيْرِ مَوَالِيْهِ رَغْبَةً عَنْهُمْ؛ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ، لا يَقْبَلُ اللّٰهُ مِنْهُ صَرْفًا، وَلاَ عَدْلًا".

– صحيح : "ابن ماجه" (٢٧١٢).

২১২১। আমর ইবনু খা-রিজাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উষ্ট্রীর পিঠে বসে থাকাবস্থায় খুত্বাহ দেন। আমি এর ঘাড়ের নীচে দাঁড়িয়ে ছিলাম। উষ্ট্রী জাবর কাটছিল এবং আমার কাঁধের মাঝখান দিয়ে এর লালা গড়িয়ে পড়ছিল। আমি তাঁকে বলতে শুনেছিঃ সকল হক্বদারের হক্ব আল্লাহ তা'আলা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। অতএব, উত্তরাধিকারীদের জন্য ওয়াসিয়াত করা বৈধ নয়। সন্তান বৈধ বিছানার (মালিকের) এবং ব্যভিচারীর জন্য রয়েছে পাথর। যে ব্যক্তি নিজের বাবাকে পরিত্যাগ করে অন্যজনকে বাবা বলে পরিচয় দেয় অথবা যে গোলাম নিজ মনিবকে পরিত্যাগ করে অন্য মনিবের পরিচয় দেয় তার প্রতি আল্লাহর অভিসম্পাত। আল্লাহ তার ফরয ও নফল কোন ইবাদাতই ক্ববূল করবেন না।

সহীহ, ইবনু মা-জাহ (২৭১২)।

আবূ ঈসা বলেন, আহ্মাদ ইবনুল হাসানকে আমি বলতে শুনেছি, আহ্মাদ ইবনু হাম্বল বলেছেন, আমি শাহ্র ইবনু হাওশাবের বর্ণিত হাদীসের কোন তোয়াক্কা করি না। আমি শাহর ইবনু হাওশাবের প্রসঙ্গে মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈলকে প্রশ্ন করলে তিনি তাকে নির্ভরযোগ্য বলে মন্তব্য করেন এবং বলেন, ইবনু আওন তার সমালোচনা করেছেন। কিন্তু তিনিই আবার হিলাল ইবনু আবী যাইনাব হতে শাহ্র ইবনু হাওশাবের সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

٦ - بَابُ مَا جَاءَ يُبْدَأُ بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ

অনুচ্ছেদ ৬॥ ওয়াসিয়াত মঞ্জুরের পূর্বে দেনা পরিশোধ করতে হবে

٢١٢٢ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ؛ وَأَنْتُمْ تَقْرَؤُونَ الْوَصِيَّةَ قَبْلَ الدَّيْنِ.

- حسن : ومضى(٢٠٩٣) أتم منه.

২১২২। আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, ওয়াসিয়াত পূরনের পূর্বে ঋণ পরিশোধ করার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিয়েছেন। অথচ তোমরা ঋন পরিশোধের পূর্বে ওয়াসিয়াত পূরণের স্বীকৃতি দিয়ে থাক।

হাসান, (২০৯৪) নং হাদীসে আরও পূর্ণাঙ্গ ভাবে ইতোপূর্বে আলোচনা হয়েছে।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীস অনুসারে সকল বিশেষজ্ঞ আলিম আমল করেন। তাদের মতে ওয়াসিয়াত পূরণ করার পূর্বে ঋণ পরিশোধ করতে হবে।

٧ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ، أَوْ يَعْتِقُ عِنْدَ الْمَوْتِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৭ ॥ মৃত্যুর সময় কেউ দান খয়রাত করলে বা গোলাম আযাদ করলে

٢١٢٤ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ : أَنَّ بَرِيْرَةَ جَاءَتْ تَسْتَعِيْنُ عَائِشَةَ فِيْ كِتَابَتِهَا، وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ : اِرْجِعِيْ إِلَى أَهْلِكِ، فَإِنْ أَحَبُّوْا أَنْ أَقْضِيَ عَنْكِ كِتَابَتَكِ، وَيَكُوْنُ لِيْ وَلاَؤُكِ؛ فَعَلْتُ، فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ بَرِيْرَةُ لِأَهْلِهَا، فَأَبَوْا، وَقَالُوْا : إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكِ، وَيَكُوْنَ لَنَا وَلاَؤُكِ" فَلْتَفْعَلْ، فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "اِبْتَاعِيْ، فَأَعْتِقِيْ؛ فَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ"، ثُمَّ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ، فَقَالَ : "مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُوْنَ شُرُوْطًا لَيْسَتْ فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ؟! مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ؛ فَلَيْسَ لَهُ؛ وَإِنِ اشْتَرَطَ مِائَةَ مَرَّةٍ".

- صحيح : "ابن ماجه" (٢٥٢١)ق.

২১২৪। উরওয়া (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তাকে আইশা (রাঃ) জানিয়েছেন। বারীরা (রাঃ) আইশা (রাঃ)-এর নিকট আসেন নিজের মুক্তির চুক্তিপত্রের ব্যাপারে তার সাহায্য প্রার্থনা করতে। তিনি তার চুক্তিপত্রের শর্ত মুতাবিক এ পর্যন্ত কিছুই পরিশোধ করতে পারেননি। আইশা (রাঃ) তাকে বললেন, তুমি তোমার মালিক পরিবারে ফিরে যাও। তারা যদি সম্মত হয় যে, তোমার চুক্তিপত্রের নির্ধারিত মূল্য আমি পরিশোধ করব এবং আমি তোমার 'ওয়ালাআর' হক্বদার হবো, তাহলে আমি মূল্য পরিশোধ করতে তৈরী আছি। তিনি ফিরে গিয়ে বিষয়টি তার মালিক পরিবারের কাছে বললেন। কিন্তু তারা এ শর্তে সম্মত হলো না। তারা বলল, তিনি যদি নেকীর উদ্দেশ্যে তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং তোমার ওয়ালাআর অধিকারী আমরা হবো তাহলে এই শর্তে আমরা সম্মত আছি এবং তিনি তা করতে পারেন। তিনি (আইশা) বিষয়টি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উল্লেখ করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন ঃ তুমি তাকে ক্রয় করে মুক্ত করে দাও। কেননা, যে ব্যক্তি মুক্ত করে সে-ই ওয়ালাআর মালিক হয়। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উঠে দাঁড়িয়ে বললেন ঃ লোকদের কি হলো! তারা এমন শর্তারোপ করে যা আল্লাহ্ তা'আলার গ্রন্থে নেই। যে লোক এরূপ শর্তারোপ করে যা আল্লাহ্ তা'আলার গ্রন্থে নেই সেরূপ শর্ত তার কোন উপকারে আসবে না, সে শতবার শর্তারোপ করলেও।

সহীহ, ইবনু মা-জাহ (২৫২১), বুখারী, মুসলিম।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্। এ হাদীসটি আইশা (রাঃ) হতে একাধিকসূত্রে বর্ণিত হয়েছে। এ হাদীস অনুযায়ী অভিজ্ঞ আলিমগণ আমল করেছেন। তাদের মতে আযাদকারীই ওয়ালাআর স্বত্বাধিকারী হবে।

بسم الله الرحمن الرحيم

পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

٢٩ - كِتَابُ الْوَلَاءِ، وَالْهِبَةِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

অধ্যায় ২৯ ঃ ওয়ালাআ ও হিবা

١ - بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ

অনুচ্ছেদ ঃ ১ ॥ আযাদকারী ব্যক্তিই ওয়ালাআর অধিকারী

٢١٢٥ - حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُوْرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيْرَةَ، فَاشْتَرَطُوا الْوَلَاءَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "اَلْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْطَى الثَّمَنَ- أَوْ لِمَنْ وَلِيَ النِّعْمَةَ-".

- صحيح : "صحيح أبي داود" (٢٥٨٩)ق.

২১২৫। আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বারীরা (রাঃ)-কে ক্রয় করার ইচ্ছা করলেন। কিন্তু মালিক পক্ষ নিজেদের জন্য ওয়ালাআর শর্তারোপ করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ যে ব্যক্তি মূল্য পরিশোধ করে অথবা যে ব্যক্তি নিয়ামাতের (আযাদকৃতের) মালিক সে-ই ওয়ালাআর অধিকারী।

সহীহ, সহীহ আবূ দাউদ (২৫৮৯), বুখারী, মুসলিম।

আবূ ঈসা বলেন, ইবনু উমার ও আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান সহীহ্। এ হাদীস মুতাবিক আলিমগণ আমল করেছেন।

٢ - بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْوَلاَءِ وَعَنْ هِبَتِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২ ॥ ওয়ালাআ-স্বত্ব বিক্রয় করা বা হিবা করা নিষেধ

٢١٢٦ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دِيْنَارٍ، سَمِعَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ : أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ بَيْعِ الْوَلاَءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ.

- صحيح : "ابن ماجه" (٢٧٤٧، ٢٧٤٨) ق.

২১২৬। আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, ওয়ালাআ-স্বত্ব বিক্রয় করতে অথবা হিবা করতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বারণ করেছেন।

সহীহ, ইবনু মা-জাহ (২৭৪৭, ২৭৪৮), বুখারী মুসলিম।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্। আমরা শুধুমাত্র আবদুল্লাহ ইবনু দীনারের সূত্রে ইবনু উমারের বরাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে এ হাদীসটি জেনেছি। তিনি ওয়ালাআ বিক্রয় বা হিবা করতে বারণ করেছেন। উপরে বর্ণিত হাদীসটি আবদুল্লাহ ইবনু দীনারের সূত্রে শুবা, সুফিয়ান সাওরী ও মালিক ইবনু আনাস (রাহঃ) বর্ণনা করেছেন। শুবা (রাহঃ) বলেন, এ হাদীসটি যখন আবদুল্লাহ ইবনু দীনার বর্ণনা করেন তখন আমি মনে মনে ইচ্ছা করছিলাম যে, তিনি সম্মতি দিলে আমি উঠে গিয়ে তার মাথায় চুমু খেতাম। এই হাদীসটি উবাইদুল্লাহ্ ইবনু উমার-নাফি হতে, তিনি ইবনু উমার (রাঃ) হতে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে এই সূত্রে ইয়াহ্ইয়া ইবনু সুলাইম বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এতে বিভ্রান্তি আছে। ইয়াহ্ইয়া ইবনু সুলাইম এতে বিভ্রান্তি ঘটিয়েছেন। সহীহ্ সনদ হলো উবাইদুল্লাহ ইবনু উমার-আবদুল্লাহ ইবনু দীনার হতে, তিনি ইবনু উমার (রাঃ) হতে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে। উবাইদুল্লাহ ইবনু উমার হতে একাধিক বর্ণনাকারী একইরকম বর্ণনা করেছেন। আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি আবদুল্লাহ ইবনু দীনার এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

٣ - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيْهِ، أَوِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيْهِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩ ॥ যে ব্যক্তি নিজের মনিব অথবা বাবাকে পরিত্যাগ করে অন্য কাউকে নিজের মনিব অথবা বাবা বলে দাবি করে

٢١٢٧ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ : خَطَبَنَا عَلِيٌّ، فَقَالَ : مَنْ زَعَمَ أَنَّ عِنْدَنَا شَيْئًا نَقْرَؤُهُ إِلاَّ كِتَابَ اللّٰهِ، وَهٰذِهِ الصَّحِيْفَةَ -صَحِيْفَةٌ فِيْهَا أَسْنَانُ الْإِبِلِ، وَأَشْيَاءُ مِنَ الْجِرَاحَاتِ-؛ فَقَدْ كَذَبَ، وَقَالَ فِيْهَا : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "اَلْمَدِيْنَةُ حَرَامٌ؛ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ، فَمَنْ أَحْدَثَ فِيْهَا حَدَثًا، أَوْ آوٰى مُحْدِثًا؛ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ، لاَ يَقْبَلُ اللّٰهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَّلاَ عَدْلاً، وَمَنِ ادَّعٰى إِلَى غَيْرِ أَبِيْهِ، أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيْهِ؛ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ، لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَّلاَ عَدْلٌ، وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِيْنَ وَاحِدَةٌ، يَسْعٰى بِهَا أَدْنَاهُمْ".

- صحيح : "الإرواء" (١٠٥٨)، "نقد الكتاني" (٤٢)، "صحيح أبي داود" (١٧٧٣)، (١٧٧٤) ق.

২১২৭। ইবরাহীম আত-তাইমী (রাহঃ) হতে তার বাবার সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আলী (রাঃ) আমাদের সামনে খুত্‌বাহ্ দেন এবং বলেন, যে ব্যক্তি ধারণা করে যে, আমাদের নিকট আল্লাহ্ তা'আলার গ্রন্থ এবং এই পুস্তিকা যার মধ্যে উটের বয়সের বিবরণী ও জখমের ক্ষতিপূরণের বিধান রয়েছে তা ব্যতীত আরো কোন গ্রন্থ আছে সে

মিথ্যাবাদী। তিনি তার খুৎবায় আরো বলেন, এই গ্রন্থে আরো আছে ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মাদীনার হেরেমের সীমানা হচ্ছে আইর পাহাড় হতে সাওর পর্বত পর্যন্ত। যদি কেউ এতে কোন প্রকার বিদ'আতের প্রচলন ঘটায় অথবা কোন বিদ'আতীকে আশ্রয় দেয় তাহলে তার উপর আল্লাহ, ফিরিশতাগণ ও সকল মানুষের অভিসম্পাত। কিয়ামাত দিবসে তার কোন ফরয বা নাফল ইবাদাতই আল্লাহ তা'আলা ক্বূল করবেন না। যে লোক তার বাবাকে পরিত্যাগ করে অন্য কাউকে বাবা বলে দাবি করে (নিজের বংশপরিচয় গোপন করে অন্য বংশের পরিচয় দেয়) অথবা তার মনিবকে ছেড়ে দিয়ে অন্য মনিবের নিকট পালিয়ে যায় তার উপর আল্লাহ, ফিরিশতাগণ এবং সকল মানুষের অভিশাপ। তার ফরয বা নাফল কোন ইবাদাতই গ্রহণ করা হবে না। মুসলমানদের যিম্মা প্রদান একই সমান ও অখণ্ড। তাদের মধ্যকার সবচেয়ে সাধারণ ব্যক্তি (কাউকে) আশ্রয় দান করলে তাও রক্ষা করা হবে।

সহীহ, ইরওয়া (১০৫৮), নাক্বদুল কাত্তানী (৪২), সহীহ আবূ দাউদ (১৭৭৩-১৭৭৪), বুখারী, মুসলিম।

আবূ ঈসা বলেন, কিছু বর্ণনাকারী আমাশ হতে, তিনি ইবরাহীম আত-তাইমী হতে, তিনি হারিস ইবনু সুওয়াইদ হতে, তিনি আলী (রাঃ)-এর হতে এই সূত্রে একইরকম বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসটি হাসান সহীহ্। উপরোক্ত হাদীসটি একাধিকভাবে আলী (রাঃ)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত হয়েছে।

٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَنْتَفِي مِنْ وَلَدِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪ ॥ কেউ তার সন্তানের পিতৃত্ব অস্বীকার করলে

٢١٢٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْعَطَّارُ، وَسَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمَخْزُوْمِيُّ، قَالَا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِيْ فَزَارَةَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! إِنَّ امْرَأَتِيْ وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ؟

فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟"، قَالَ : نَعَمْ، قَالَ : "فَمَا أَلْوَانُهَا؟"، قَالَ : حُمْرٌ، قَالَ : "فَهَلْ فِيْهَا أَوْرَقُ؟"، قَالَ : نَعَمْ؛ إِنَّ فِيْهَا لَوُرْقًا، قَالَ : "أَنَّى أَتَاهَا ذٰلِكَ؟"، قَالَ : لَعَلَّ عِرْقًا نَزَعَهَا، قَالَ : فَهٰذَا؛ لَعَلَّ عِرْقًا نَزَعَهُ!".

– صحيح : "ابن ماجه" (٢١٠٢) ق.

২১২৮। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, ফাযারা বংশের একজন লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আমার স্ত্রী একটি কালো বর্ণের ছেলেসন্তান প্রসব করেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন ঃ তোমার উট আছে কি? সে বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেনঃ সেগুলো কি বর্ণের? সে বলল, লাল। তিনি বললেন ঃ সেগুলোর মধ্যে ধূসর বর্ণের উট আছে কি? সে বলল, হ্যাঁ সেগুলোর মধ্যে কয়েকটি ধূসর বর্ণের উটও আছে। তিনি বললেন ঃ সেগুলোর মধ্যে এই ধরনের রং কোথা হতে এল? সে বলল, হয়তো বংশধারা হতে তা এসেছে (এই বংশে হয়তো এরকম কোন উট ছিল)। তিনি বললেন ঃ এটাও হয়তো বংশধারার টান, (তোমার) পূর্বপুরুষের মধ্যে কেউ এরূপ ছিল।

সহীহ, ইবনু মা-জাহ (২১০২), বুখারী, মুসলিম।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

٥ – بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقَافَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৫ ॥ চেহারা ও গঠন-প্রকৃতি দেখে বংশ নির্ণয় (কিয়াফা)

٢١٢٩ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا مَسْرُوْرًا، تَبْرُقُ أَسَارِيْرُ وَجْهِهِ، فَقَالَ : "أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ مُجَزِّزًا نَظَرَ آنِفًا إِلَى زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ، وَأُسَامَةَ بْنِ

زَيْدٍ، فَقَالَ : هٰذِهِ الْأَقْدَامُ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ؟!".

– صحيح : "ابن ماجه" (٢٣٤٩) ق.

২১২৯। আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উৎফুল্লভাবে তার সামনে আসেন। তাঁর মুখমণ্ডলের রেখাগুলো বিদ্যুতের মতো চকচক করছিল। তিনি বললেন ঃ তুমি কি দেখনি! এইমাত্র একজন বংশ বিশারদ যাইদ ইবনু হারিসা ও উসামা ইবনু যাইদকে দেখে বলল, এগুলো একটি হতে আর একটি উদগত হয়েছে।

সহীহ, ইবনু মা-জাহ (২৩৪৯), বুখারী, মুসলিম।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্। এ হাদীসটি ইবনু উয়াইনা যুহ্রী হতে, তিনি উরওয়া হতে, তিনি আইশা (রাঃ) হতে এই সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তাতে আরো আছে, "তুমি কি দেখনি! যাইদ ইবনু হারিসা ও উসামা ইবনু যাইদের পাশ দিয়ে একজন বংশবিশারদ অতিক্রম করছিলো। তাদের দুজনের মাথা তখন ঢাকা ছিল কিন্তু তাদের পা খোলা অবস্থায় ছিল। সে বলল, এ পাগুলো একটি হতে অন্যটি উদগত"। এ হাদীসটি সাঈদ ইবনু আবদুর রাহমান এবং আরও অনেকে সুফিয়ান ইবনু উয়াইনা-যুহ্রী-উরওয়া-আইশা (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এ বর্ণনাটিও হাসান সহীহ্ একদল বিশেষজ্ঞ আলিমের মতে, কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসার জন্য লক্ষণ বা চিহ্নকে প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে। তারা এ হাদীসটি নিজেদের মতের পক্ষে উপস্থাপন করেন।

٧ – بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ الرُّجُوْعِ فِي الْهِبَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৭ ॥ দান করার পর তা ফিরিয়ে নেয়া আপত্তিকর

٢١٣١ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوْسُفَ الْأَزْرَقُ : حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُكْتِبُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : "مَثَلُ الَّذِيْ يُعْطِي الْعَطِيَّةَ، ثُمَّ يَرْجِعُ فِيْهَا؛ كَالْكَلْبِ أَكَلَ، حَتّٰى إِذَا شَبِعَ قَاءَ، ثُمَّ عَادَ، فَرَجَعَ فِيْ قَيْئِهِ".

– صحيح : "الإرواء" (٦/٣٦) ق مختصرا.

২১৩১। ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে লোক দান করার পর তা আবার ফিরিয়ে নেয় সে কুকুর সমতুল্য, যে পেট ভরে খাওয়ার পর বমি করে, আবার ফিরে এসে তা খায়।

সহীহ, ইরওয়া (৬/৩৬), বুখারী, মুসলিম সংক্ষিপ্ত ভাবে।

আবূ ঈসা বলেন, ইবনু আব্বাস ও আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে।

٢١٣٢ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ : حَدَّثَنِي طَاوُوْسُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، يَرْفَعَانِ الْحَدِيْثَ، قَالَ : "لاَ يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً، ثُمَّ يَرْجِعُ فِيْهَا؛ إِلاَّ الْوَالِدَ فِيْمَا يُعْطِيْ وَلَدَهُ، وَمَثَلُ الَّذِيْ يُعْطِي الْعَطِيَّةَ، ثُمَّ يَرْجِعُ فِيْهَا؛ كَمَثَلِ الْكَلْبِ أَكَلَ، حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ، ثُمَّ عَادَ فِيْ قَيْئِهِ".

– صحيح : انظر ما قبله.

২১৩২। ইবনু উমার ও ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ উপহার প্রদানের পর তা আবার ফিরিয়ে নেয়া কারো জন্য বৈধ নয়। তবে পিতা তার সন্তানকে দেয়া উপহার ফিরিয়ে নিতে পারে। উপহার প্রদানের বা দানের পর তা পুনরায় যে লোক ফিরিয়ে নেয় সে লোক কুকুর সমতুল্য। যেমন কুকুর পেট ভরে খাওয়ার পর বমি করে এবং তা আবার ভক্ষণ করে।

সহীহ, দেখুন পূর্বের হাদীস।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্। ইমাম শাফিঈ বলেন, যে ব্যক্তি দান করে তার জন্য তার দানকৃত বস্তু পুনরায় ফিরিয়ে নেয়া বৈধ নয়। তবে পিতার জন্য তা বৈধ অর্থাৎ সে তার সন্তানকে কিছু দান করে তা আবার ফিরিয়ে নিতে পারে। এ হাদীসটি ইমাম শাফিঈ তার মতের অনুকূলে দলীল হিসাবে গ্রহণ করেছেন।

بسم الله الرحمن الرحيم
পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

٣٠ - كِتَابُ الْقَدَرِ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ

অধ্যায় ৩০ ঃ তাকদীর

١ - بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّشْدِيْدِ فِي الْخَوْضِ فِي الْقَدَرِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১ ॥ তাকদীর বিষয়ে তর্ক-বিতর্ক করা নিষেধ

٢١٣٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ الْبَصْرِيُّ : حَدَّثَنَا صَالِحٌ الْمُرِّيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ؛ وَنَحْنُ نَتَنَازَعُ فِي الْقَدَرِ، فَغَضِبَ حَتَّى احْمَرَّ وَجْهُهُ، حَتَّى كَأَنَّمَا فُقِئَ فِيْ وَجْنَتَيْهِ الرُّمَّانُ، فَقَالَ : "أَبِهٰذَا أُمِرْتُمْ؟! أَمْ بِهٰذَا أُرْسِلْتُ إِلَيْكُمْ؟! إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حِيْنَ تَنَازَعُوْا فِيْ هٰذَا الْأَمْرِ، عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ أَلَّا تَتَنَازَعُوْا فِيْهِ".

– حسن : "المشكاة" (٩٨، ٩٩).

২১৩৩। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন একসময় আমাদের সামনে এসে দেখলেন যে, আমরা তাকদীর বিষয়ক তর্কে-বিতর্কে লিপ্ত হয়েছি। তিনি ভীষণ রাগান্বিত হলেন, এতে তাঁর মুখমণ্ডল এমন লালবর্ণ ধারণ করল যেন তাঁর দুই গালে ডালিম নিংড়িয়ে দেয়া হয়েছে। তারপর তিনি বললেনঃ তোমরা কি এজন্য আদেশপ্রাপ্ত হয়েছ, না আমি তোমাদের

প্রতি এটা নিয়ে প্রেরিত হয়েছি? এ বিষয়ে তোমাদের পূর্ববর্তী জনগণেরা যখনই বাক-বিতণ্ডা করেছে তখনই তারা ধ্বংস হয়েছে। আমি দৃঢ় প্রতিজ্ঞার সাথে তোমাদেরকে বলছি ঃ তোমরা এ বিষয়ে কখনো যেন বিতর্কে লিপ্ত না হও।

হাসান, মিশকাত (৯৮, ৯৯)।

আবূ ঈসা বলেন, উমার, আইশা ও আনাস (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি গারীব। আমরা এ বিষয়ে সালিহ আল-মুররীর বর্ণনা ব্যতীত আর কিছু জানি না। তার আরো কিছু গারীব পর্যায়ভুক্ত একক বর্ণনা আছে।

٢ - بَابُ مَاجَاءَ فِيْ حِجَاجِ آدَمَ وَمُوْسٰى عَلَيْهِمَا السَّلَامُ

অনুচ্ছেদ ঃ ২ ॥ আদম (আঃ) ও মূসা (আঃ)-এর পারস্পরিক বিতর্ক

٢١٣٤ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيْبِ بْنِ عَرَبِيٍّ : حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ : حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : "اِحْتَجَّ آدَمُ وَمُوْسٰى، فَقَالَ مُوْسٰى : يَا آدَمُ! أَنْتَ الَّذِيْ خَلَقَكَ اللّٰهُ بِيَدِهِ، وَنَفَخَ فِيْكَ مِنْ رُّوْحِهِ؛ أَغْوَيْتَ النَّاسَ، وَأَخْرَجْتَهُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ، قَالَ : فَقَالَ آدَمُ : وَأَنْتَ مُوْسٰى الَّذِي اصْطَفَاكَ اللّٰهُ بِكَلَامِهِ، أَتَلُوْمُنِيْ عَلٰى عَمَلٍ عَمِلْتُهُ، كَتَبَهُ اللّٰهُ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ تُخْلَقَ السَّمَاوَاتِ، وَالْأَرْضَ؟! قَالَ : فَحَجَّ آدَمُ مُوْسٰى".

– صحيح : "ابن ماجه" (٨٠) ق.

২১৩৪। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ (রূহ্ জগতে) আদম (আঃ) ও মূসা

(আঃ) পরস্পর বিতর্কে লিপ্ত হন। মূসা (আঃ) আদম (আঃ)-কে বলেন ঃ আপনি তো সেই আদম, যাঁকে আল্লাহ তা'আলা নিজ হাতে বানিয়েছেন এবং আপনার মধ্যে তাঁর রূহ্ সঞ্চার করেছেন। আর আপনিই মানবজাতির বিপথগামী ও তাদেরকে জান্নাত হতে বহিষ্কারের কারণ হলেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তারপর আদম (আঃ) বললেন ঃ আপনিই তো মূসা, আল্লাহ তা'আলা তাঁর সাথে কথা বলার জন্য আপনাকে মনোনীত করেছেন। আপনি এরূপ একটি কাজের জন্য আমাকে অভিযুক্ত করছেন, যা করার সিদ্ধান্তকে আল্লাহ তা'আলা আসমান-যামীন সৃষ্টির পূর্বেই আমার জন্য লিখে রেখেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তারপর সেই বিতর্কে আদম (আঃ) মূসা (আঃ)-এর উপর বিজয়ী হন।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (৮০), বুখারী, মুসলিম।

আবূ ঈসা বলেন, উমার ও জুনদাব (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান সহীহ্ এবং সুলাইমান আত-তাইমী-আমাশের সূত্রে গারীব। আর আমাশের কিছু শিষ্য-আমাশ হতে, তিনি আবূ সালিহ হতে, তিনি আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে এই সূত্রে একইরকম হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর কিছু বর্ণনাকারী আমাশ হতে, তিনি আবূ সালিহ হতে, তিনি আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসটি আবূ হুরাইরা (রাঃ)-এর বরাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে একাধিক সূত্রে বর্ণিত আছে।

٣ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الشَّقَاءِ، وَالسَّعَادَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩ ॥ সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য

٢١٣٥ - حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ، قَالَ : سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يُحَدِّثُ

عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! أَرَأَيْتَ مَا نَعْمَلُ فِيْهِ؛ أَمْرٌ مُبْتَدَعٌ- أَوْ مُبْتَدَأٌ -، أَوْ فِيْمَا قَدْ فُرِغَ مِنْهُ؟!، فَقَالَ : "فِيْمَا قَدْ فُرِغَ مِنْهُ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ! وَكُلٌّ مُيَسَّرٌ : أَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ؛ فَإِنَّهُ يَعْمَلُ لِلسَّعَادَةِ، وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاءِ؛ فَإِنَّهُ يَعْمَلُ لِلشَّقَاءِ".

- صحيح : "ظلال الجنة" (١٦١، ١٦٧).

২১৩৫। আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, উমার (রাঃ) প্রশ্ন করেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আমলের ক্ষেত্রে আপনার অভিমত কি? আমরা যেসব কাজ করি তা কি নতুনভাবে ঘটল না আগে থেকেই নির্ধারিত হয়ে আছে? তিনি বললেন ঃ হে খাত্তাবের পুত্র! তা আগে থেকেই নির্ধারিত হয়ে আছে। আর সকলের করণীয় বিষয় সহজ করে রাখা হয়েছে। যারা সৌভাগ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত তারা অবশ্যই সাওয়াবের কাজ সম্পাদন করে আর যারা দুর্ভাগ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত তারা দুর্ভাগ্যজনক কাজই সম্পাদন করে থাকে।

সহীহ, যিলালুল জান্নাহ (১৬১, ১৬৭)।

আবূ ঈসা বলেন, আলী, হুযাইফা ইবনু উসাইদ, আনাস ও ইমরান ইবনু হুসাইন (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

٢١٣٦ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ، وَوَكِيْعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ؛ وَهُوَ يَنْكُتُ فِي الْأَرْضِ؛ إِذْ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، ثُمَّ قَالَ : "مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ؛ إِلاَّ قَدْ عَلِمَ - وَقَالَ وَكِيْعٌ : إِلاَّ قَدْ كُتِبَ - مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ، وَمَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ"،

قَالُوْا : أَفَلَا نَتَّكِلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟! قَالَ : "لَا؛ اِعْمَلُوْا؛ فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ".

– صحيح : "ابن ماجه" (٧٨) ق.

২১৩৬। আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, কোন একদিন আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে অবস্থান করছিলাম। তিনি তখন কাঠি দিয়ে মাটির মধ্যে দাগ কাটছিলেন। হঠাৎ আকাশের দিকে মাথা উঠিয়ে তিনি বললেন ঃ তোমাদের মাঝে এমন কোন ব্যক্তি নেই যার ঠিকানা জাহান্নামে বা জান্নাতে চিহ্নিত করে বা লিপিবদ্ধ করে রাখা হয়নি। তারা প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! তাহলে আমরা কি (সেই লেখার উপর) নির্ভর করে থাকবো না? তিনি বললেন ঃ না, বরং কাজ সম্পাদন করতে থাক। কেননা, যাকে যে কাজের উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে তার জন্য সেই কাজকে সহজ করে দেয়া হয়।

সহীহ, ইবনু মা-জাহ (৭৮), বুখারী, মুসলিম।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্‌।

٤ – بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْأَعْمَالَ بِالْخَوَاتِيْمِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪ ॥ আমল শেষ অবস্থার উপর নির্ভরশীল

٢١٣٧ – حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوْقُ–: "إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِيْ بَطْنِ أُمِّهِ؛ فِيْ أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا، ثُمَّ يَكُوْنُ عَلَقَةً مِثْلَ ذٰلِكَ، ثُمَّ يَكُوْنُ مُضْغَةً مِثْلَ ذٰلِكَ، ثُمَّ يُرْسِلُ اللّٰهُ إِلَيْهِ الْمَلَكَ، فَيَنْفُخُ فِيْهِ الرُّوْحَ، وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعٍ : يَكْتُبُ رِزْقَهُ، وَأَجَلَهُ، وَعَمَلَهُ،

وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيْدٌ، فَوَالَّذِي لَا إِلٰهَ غَيْرُهُ، إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، حَتّٰى مَا يَكُوْنُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلاَّ ذِرَاعٌ، ثُمَّ يَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، فَيُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ؛ فَيَدْخُلُهَا، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، حَتّٰى مَا يَكُوْنُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلاَّ ذِرَاعٌ، ثُمَّ يَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، فَيُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ؛ فَيَدْخُلُهَا".

- صحيح : "ابن ماجه" (٧٦) ق.

২১৩৭। আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বলেছেন, আর তিনি তো সত্যবাদী ও সত্যবাদী বলে স্বীকৃত ঃ তোমাদের সকলেই তার মায়ের গর্ভে সৃষ্টির চল্লিশদিন পর্যন্ত (জমাট বাঁধা) শুক্ররূপে সমন্বিত হতে থাকে, তারপর রক্তপিণ্ডরূপে চল্লিশদিন বিদ্যমান থাকে, তারপর অনুরূপ দিনে গোশতপিণ্ডের রূপ ধারণ করে। তারপর আল্লাহ তা'আলা তার নিকট একজন ফিরিশতা প্রেরণ করেন এবং তার মধ্যে রূহ্ সঞ্চার করেন। আর চারটি বিষয়ে তাকে আদেশ করা হয়। সুতরাং তার রিযিক, মৃত্যু, তার কার্যক্রম এবং সে সৌভাগ্যবান না দুর্ভাগ্যবান– এই বিষয়গুলো সেই ফিরিশতা লিখে দেন। সেই সত্তার শপথ, যিনি ব্যতীত আর কোন মাবুদ নেই! তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি জান্নাতীদের আমল করতে থাকে, এমনকি তার ও জান্নাতের মাঝে মাত্র একহাত ব্যবধান থাকে। এমতাবস্থায় তার সেই ভাগ্যের লেখা তার সামনে উপস্থাপন করা হয়, তখন জাহান্নামীদের আমলের উপর তার পরিসমাপ্তি ঘটে, ফলে সে জাহান্নামেই চলে যায়। আর তোমাদের কোন ব্যক্তি জাহান্নামীদের কর্ম সম্পাদন করতে থাকে, এমনকি তার ও জাহান্নামের মাঝে মাত্র একহাত পরিমাণ দূরত্ব থাকে। এমতাবস্থায় তার সামনে ভাগ্যের সেই লেখা এসে হাযির হয় এবং জান্নাতীদের আমলের উপর তার পরিসমাপ্তি ঘটে, ফলে সে জান্নাতে চলে যায়।

সহীহ, ইবনু মা-জাহ (৭৬), বুখারী, মুসলিম।

আবূ ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান সহীহ। মুহাম্মাদ ইবনু বাশশার-ইয়াহ্ইয়া ইবনু সাঈদ হতে, তিনি আমাশ হতে, তিনি যাইদ ইবনু ওয়াহ্ব হতে, তিনি আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বলেছেন...... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ। আবূ ঈসা বলেন, আবূ হুরাইরা ও আনাস (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। বর্ণনাকারী বলেন, আহ্মাদ ইবনুল হাসানকে আমি বলতে শুনেছি, আমি আহ্মাদ ইবনু হাম্বলকে বলতে শুনেছি ঃ আমি আমার চোখে ইয়াহ্ইয়া ইবনু সাঈদ আল-কাত্তানের মতো ব্যক্তিত্ব আর দেখিনি। এই সনদসূত্রে বর্ণিত হাদীসটি হাসান সহীহ্। আমাশের সূত্রে শুবা ও সাওরীও একইরকম হাদীস বর্ণনা করেছেন। মুহাম্মাদ ইবনু আলা ওয়াকী' হতে, তিনি আ'মাশ হতে, তিনি যাইদ হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٥ - بَابُ مَا جَاءَ كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৫ ॥ প্রত্যেক শিশু প্রকৃতিগত স্বভাবের উপর জন্মগ্রহণ করে

٢١٣٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقُطَعِيُّ الْبَصْرِيُّ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ ابْنُ رَبِيْعَةَ الْبُنَانِيُّ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : "كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ عَلَى الْمِلَّةِ : فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، أَوْ يُشَرِّكَانِهِ"، قِيْلَ : يَا رَسُوْلَ اللهِ!، فَمَنْ هَلَكَ قَبْلَ ذٰلِكَ؟ قَالَ : "اَللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوْا عَامِلِيْنَ بِهِ".

- صحيح : "الإرواء" (١٢٢٠) ق.

- حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ، وَالْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، قَالَا : حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ؛ وَقَالَ : "يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ". - صحيح أيضا.

২১৩৮। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বিধানের অনুগত হিসাবেই প্রত্যেকটি সন্তান জন্ম নেয়। তারপর তার বাবা-মা তাকে ইয়াহূদী, খৃষ্টান অথবা মুশ্‌রিক হিসাবে গড়ে তোলে। বলা হলো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! যেসব সন্তান এর আগেই (শিশু থাকাবস্থায়) মৃত্যুবরণ করে? তিনি বললেন ঃ তারা (জীবিত থাকলে) কি ধরনের আমল করত সে বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা অধিক অবগত।

সহীহ, ইরওয়া (১২২০), বুখারী, মুসলিম।

উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে আবূ কুরাইব ও হুসাইন ইবনু হুরাইস হতে, তাঁরা ওয়াকী হতে, তিনি আ'মাশ হতে, তিনি আবূ সালিহ হতে, তিনি আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে। আর এই হাদীসে "ইউলাদু আলাল-মিল্লাতি"-এর স্থলে "ইউলাদু আলাল ফিতরাতি" (প্রকৃতিগত স্বভাবের উপর জন্ম নেয়) বাক্য এসেছে। আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। এই হাদীসটি শুবা ও অন্যান্যরা আ'মাশ হতে, তিনি আবূ সালিহ হতে, তিনি আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। তাতেও "ইউলাদু আলাল ফিতরাতি" উল্লেখ আছে। আসওয়াদ ইবনু সারী হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে।

٦ - بَابُ مَا جَاءَ لاَ يَرُدُّ الْقَدَرَ إِلاَّ الدُّعَاءُ

অনুচ্ছেদ ঃ ৬ ॥ দু'আ ব্যতীত ভাগ্যের পরিবর্তন হয় না

٢١٣٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ، وَسَعِيْدُ بْنُ يَعْقُوْبَ، قَالاَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الضُّرَيْسِ، عَنْ أَبِيْ مَوْدُوْدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيْ عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ سَلْمَانَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : "لاَ يَرُدُّ الْقَضَاءَ إِلاَّ الدُّعَاءُ، وَلاَ يَزِيْدُ فِي الْعُمْرِ إِلاَّ الْبِرُّ". - حسن : "الصحيحة" (١٥٤).

২১৩৯ ॥ সালমান (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দু'আ ব্যতীত অন্য কোন কিছুই ভাগ্যের পরিবর্তন করতে পারে না এবং সৎকাজ ব্যতীত অন্য কোন কিছুই হায়াত বাড়াতে পারে না।

হাসান, সহীহাহ (১৫৪)।

আবূ ঈসা বলেন, আবূ উসাইদ (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান এবং সালমান (রাঃ)-এর বর্ণনা হিসাবে গারীব। আমরা এ হাদীসটি শুধুমাত্র ইয়াহ্ইয়া ইবনুয যুরাইসের সূত্রে জেনেছি। আবূ মাওদূদ দুই ব্যক্তি। এ দুজনের মধ্যে একজনের নাম ফিযযাহ, আল-বাসরী যিনি এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। অন্যজন হলেন আবদুল আযীয ইবনু আবী সুলাইমান আল-মাদানী। আর তারা ছিলেন সমসাময়িক।

٧ - بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْقُلُوْبَ بَيْنَ أُصْبُعَيِ الرَّحْمٰنِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৭ ॥ আল্লাহ্ তা'আলার দুই আঙ্গুলের মধ্যে সমস্ত অন্তর অবস্থিত

٢١٤٠ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِيْ سُفْيَانَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُكْثِرُ أَنْ يَّقُوْلَ : "يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ! ثَبِّتْ قَلْبِيْ عَلٰى دِيْنِكَ"، فَقُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! آمَنَّا بِكَ، وَبِمَا جِئْتَ بِهِ؛ فَهَلْ تَخَافُ عَلَيْنَا؟ قَالَ : "نَعَمْ؛ إِنَّ الْقُلُوْبَ بَيْنَ أُصْبُعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ اللّٰهِ، يُقَلِّبُهَا كَيْفَ يَشَاءُ".

- صحيح : "ابن ماجه" (٣٨٣٤).

২১৪০। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দু'আ অধিক পাঠ করতেন ঃ হে অন্তরসমূহের পরিবর্তনকারী! আমার অন্তরকে তোমার দ্বীনের উপর

প্রতিষ্ঠিত (দৃঢ়) রাখো। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আমরা ঈমান এনেছি আপনার উপর এবং আপনি যা নিয়ে এসেছেন তার উপর। আপনি আমাদের ব্যাপারে কি কোনরকম আশংকা করেন? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ, কেননা, আল্লাহ্ তা'আলার আঙ্গুলসমূহের মধ্যকার দুটি আঙ্গুলের মাঝে সমস্ত অন্তরই অবস্থিত। তিনি যেভাবে ইচ্ছা তা পরিবর্তন করেন।

সহীহ, ইবনু মা-জাহ (৩৮৩৪)।

আবূ ঈসা বলেন, নাওয়াস ইবনু সাম্‌আন, উম্মু সালামা, আব্দুল্লাহ্ ইবনু আমর ও আইশা (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান। আমাশ-আবূ সুফিয়ান হতে, তিনি আনাস (রাঃ)-এর সূত্রে একাধিক বর্ণনাকারী একইরকম হাদীস বর্ণনা করেছেন। কেউ কেউ আমাশ-আবূ সুফিয়ান হতে, তিনি জাবির (রাঃ) হতে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। আনাস (রাঃ)-এর সূত্রে আবূ সুফিয়ানের বর্ণিত হাদীসটি অনেক বেশি সহীহ্।

٨ - بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ اللّٰهَ كَتَبَ كِتَابًا لِأَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَهْلِ النَّارِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৮ ॥ জান্নাতী ও জাহান্নামীদের জন্য একটি করে গ্রন্থ আল্লাহ তা'আলা লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন।

٢١٤١ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي قَبِيلٍ، عَنْ شُفَيِّ بْنِ مَاتِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ : خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ؛ وَفِي يَدِهِ كِتَابَانِ، فَقَالَ : "أَتَدْرُوْنَ مَا هٰذَانِ الْكِتَابَانِ؟"، فَقُلْنَا : لاَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! إِلاَّ أَنْ تُخْبِرَنَا، فَقَالَ لِلَّذِي فِي يَدِهِ الْيُمْنٰى : "هٰذَا كِتَابٌ مِّنْ رَّبِّ الْعَالَمِيْنَ" فِيْهِ أَسْمَاءُ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَأَسْمَاءُ آبَائِهِمْ وَقَبَائِلِهِمْ، ثُمَّ أُجْمِلَ

عَلٰى آخِرِهِمْ، فَلاَ يُزَادُ فِيْهِمْ، وَلاَ يُنْقَصُ مِنْهُمْ أَبَدًا"، ثُمَّ قَالَ لِلَّذِيْ فِيْ شِمَالِهِ : "هٰذَا كِتَابٌ مِّنْ رَّبِّ الْعَالَمِيْنَ، فِيْهِ أَسْمَاءُ أَهْلِ النَّارِ، وَأَسْمَاءُ آبَائِهِمْ وَقَبَائِلِهِمْ، ثُمَّ أُجْمِلَ عَلٰى آخِرِهِمْ، فَلاَ يُزَادُ فِيْهِمْ، وَلاَ يُنْقَصُ مِنْهُمْ أَبَدًا"، فَقَالَ أَصْحَابُهُ : فَفِيْمَ الْعَمَلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! إِنْ كَانَ أَمْرٌ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ؟! فَقَالَ : "سَدِّدُوْا وَقَارِبُوْا؛ فَإِنَّ صَاحِبَ الْجَنَّةِ يُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَإِنْ عَمِلَ أَيَّ عَمَلٍ، وَإِنَّ صَاحِبَ النَّارِ يُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، وَإِنْ عَمِلَ أَيَّ عَمَلٍ"، ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِيَدَيْهِ، فَنَبَذَهُمَا، ثُمَّ قَالَ : "فَرَغَ رَبُّكُمْ مِّنَ الْعِبَادِ : {فَرِيْقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيْقٌ فِي السَّعِيْرِ}.

– حسن : "المشكاة" (٩٦)، "الصحيحة" (٨٤٨)، الظلال" (٣٤٨).

২১৪১। আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুটি গ্রন্থ তাঁর দুই হাতে নিয়ে আমাদের নিকট এসে বললেন ঃ তোমরা এই দুটি গ্রন্থের ব্যাপারে কি জান? আমরা বললাম, না, হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! তবে যদি আপনি আমাদেরকে জানিয়ে দিন। তিনি তাঁর ডানহাতের গ্রন্থের দিকে ইশারা করে বললেন ঃ এটা রাব্বুল 'আলামীনের পক্ষ হতে একটি কিতাব। এতে জান্নাতী সকল ব্যক্তির নাম, তাদের বাপ-দাদার নাম ও তাদের গোত্রের নাম লিখা আছে। আর শেষে এর যোগফল রয়েছে এবং এতে কম-বেশি করা হবে না। তারপর তিনি তাঁর বামহাতের গ্রন্থের দিকে ইশারা করে বললেন ঃ এটাও আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের পক্ষ হতে একটি গ্রন্থ। এতে জাহান্নামী সকল ব্যক্তির নাম, তাদের বাপ-দাদার নাম ও গোত্রের নাম লিখা আছে। এর শেষেও যোগফল রয়েছে। এতে কখনো কমানো-বাড়ানো হবে না। তাঁর সাহাবীগণ বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! বিষয়টি এরূপভাবেই চূড়ান্ত হয়ে থাকলে তবে আর আমলের কি

প্রয়োজন? তিনি বললেন ঃ তোমরা সঠিক পথে থেকে সঠিকভাবে কাজ করতে থাক এবং আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্য হাসিলে চেষ্টা কর। কেননা, জান্নাতী লোকের শেষ মুহূর্তের আমল জান্নাতীদের আমলই হবে, সে পূর্বে যে আমলই করুক না কেন। আবার জাহান্নামীর শেষ মুহূর্তের কাজ জাহান্নামীদের আমলই হবে, সে পূর্বে যে আমলই করুক না কেন। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর দুইহাতে ইশারা করেন এবং কিতাব দুটি ফেলে দিয়ে বলেন ঃ তোমাদের প্রভু তাঁর বান্দাহদের আমল চূড়ান্ত করে ফেলেছেন। একদল জান্নাতে প্রবেশ করবে আর অন্যদল জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

হাসান, মিশকাত (৯৬), সহীহাহ্ (৮৪৮), আয্‌যিলা-ল (৩৪৮)।

কুতাইবা-বাক্‌র ইবনু মুযার হতে, তিনি আবূ কাবীল (রাহঃ) হতে এই সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের মতো হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা বলেন, ইবনু উমার (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান সহীহ্ গারীব। আর আবূ কাবীলের নাম হুয়াই ইবনু হানী।

٢١٤٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "إِذَا أَرَادَ اللّٰهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا: اِسْتَعْمَلَهُ"، فَقِيْلَ : كَيْفَ يَسْتَعْمِلُهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟! قَالَ : "يُوَفِّقُهُ لِعَمَلٍ صَالِحٍ قَبْلَ الْمَوْتِ".

- صحيح : "الروض النضير" (٢/٨٧)، "المشكاة" (٥٢٨٨)، "الظلال" (٢٩٧-٢٩٩).

২১৪২। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা যদি তাঁর কোন বান্দার কল্যাণ করার ইচ্ছা করেন তাহলে তাকে কাজ করার তাওফিক প্রদান করেন। প্রশ্ন করা হলো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! তিনি কিভাবে তাকে কাজ করার তাওফিক দেন? তিনি বললেন ঃ তিনি সেই বান্দাহকে মারা যাবার আগে সৎকাজের সুযোগ দান করেন।

সহীহ, আর-রাওযুন নাযীর (২/৮৭), মিশকাত (৫২৮৮), আয্যিলা-ল (৩৯৭-৩৯৯)।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

٩ – بَابُ مَا جَاءَ لاَ عَدْوٰى، وَلاَ هَامَةَ، وَلاَ صَفَرَ

অনুচ্ছেদ ঃ ৯ ॥ রোগ সংক্রমণ, প্যাঁচার ডাক বা সফর মাস প্রসঙ্গে অশুভ ধারণা ঠিক নয়

٢١٤٣ – حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ : حَدَّثَنَا أَبُوْ زُرْعَةَ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَرِيْرٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا صَاحِبٌ لَّنَا، عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ، قَالَ : قَامَ فِيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ، فَقَالَ : "لاَ يُعْدِيْ شَيْءٌ شَيْئًا"، فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! اَلْبَعِيْرُ الْجَرِبُ الْحَشَفَةُ بِذَنَبِهِ، فَتَجْرَبُ الْإِبِلُ كُلُّهَا؟! فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ :

"فَمَنْ أَجْرَبَ الْأَوَّلَ؟! لاَ عَدْوٰى، وَلاَ صَفَرَ؛ خَلَقَ اللّٰهُ كُلَّ نَفْسٍ، وَكَتَبَ حَيَاتَهَا، وَرِزْقَهَا، وَمَصَائِبَهَا".

– صحيح : "الصحيحة" (١١٥٢).

২১৪৩। ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মাঝে দাঁড়িয়ে বললেন ঃ কোন কিছুই অন্য কিছুকে সংক্রমণ করতে পারে না। কোন এক মফস্বলের লোক বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! যে উটের লিঙ্গে চর্মরোগ আছে সে তো সব উটকেই

চর্মরোগাক্রান্ত করে ফেলে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তাহলে প্রথম উটটিকে কে চর্মরোগাক্রান্ত করেছিল? ছোঁয়াচে রোগ বলতে কিছু নেই এবং সফর মাসকেও অশুভ বলে ভাবার মতো কিছু নেই। আল্লাহ তা'আলা সকল প্রাণী সৃষ্টি করেছেন এবং তার জীবনকাল, রিযিক ও বিপদাপদ সবকিছু লিপিবদ্ধ করে দিয়েছেন।

সহীহ, সহীহাহ্ (১১৫২)।

আবূ ঈসা বলেন, আবূ হুরাইরা, ইবনু আব্বাস ও আনাস (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আমি মুহাম্মাদ ইবনু আমর ইবনু সাফওয়ান আস-সাকাফী আল-বাসরীকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি আলী ইবনুল মাদীনীকে বলতে শুনেছি ঃ আমি রুকনে ইয়ামানী ও মাকামে ইবরাহীমের মাঝখানে দাঁড়িয়ে শপথ করে বলতে পারি যে, আবদুর রাহমান ইবনু মাহ্দী হতে অধিক বড় আলিম আমি আর দ্বিতীয়জন দেখিনি।

١٠ – بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِيْمَانِ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ، وَشَرِّهِ
অনুচ্ছেদ ঃ ১০ ॥ তাক্বদীর ও তার ভাল-মন্দের উপর ঈমান

٢١٤٤ – حَدَّثَنَا أَبُو الْخَطَّابِ زِيَادُ بْنُ يَحْيَى الْبَصْرِيُّ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ مَيْمُوْنٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتّٰى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، حَتّٰى يَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَهُ؛ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَهُ، وَأَنَّ مَا أَخْطَأَهُ؛ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيْبَهُ".

– صحيح : "الصحيحة" (٢٤٣٩).

২১৪৪। জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন বান্দাহই মু'মিন হতে পারবে না যে পর্যন্ত না সে তাক্বদীর ও তার

ভাল-মন্দের উপর ঈমান আনবে। এমনকি তার নিশ্চিত বিশ্বাস থাকতে হবে যে, যা কিছু ঘটেছে তা কিছুতেই অঘটিত থাকত না এবং যা কিছু ঘটে নাই তা কখনোও তাকে স্পর্শ করবে না।

সহীহ্, সহীহাহ্ (২৪৩৯)।

আবূ ঈসা বলেন, উবাদা, জাবির ও আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি গারীব। আমরা এ হাদীসটি শুধুমাত্র আবদুল্লাহ ইবনু মাইমূনের সূত্রেই জেনেছি। আর হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে আবদুল্লাহ ইবনু মাইমূন মুনকার (প্রত্যাখ্যাত)।

٢١٤٥ – حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ : حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ، قَالَ : أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُوْرٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "لاَ يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتّٰى يُؤْمِنَ بِأَرْبَعٍ : يَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ، وَأَنِّيْ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ، بَعَثَنِيْ بِالْحَقِّ، وَيُؤْمِنَ بِالْمَوْتِ، وَبِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَيُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ".

– صحيح : "ابن ماجه" (٨١).

২১৪৫। আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন লোকই ঈমানদার হতে পারবে না যে পর্যন্ত না সে চারটি বিষয়ের উপর ঈমান আনবে ঃ (১) সে এ কথার সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত আর কোন প্রভু নেই এবং আমি মুহাম্মাদ আল্লাহ্‌র রাসূল, তিনি আমাকে সত্যসহকারে প্রেরণ করেছেন; (২) মৃত্যুর উপর ঈমান আনবে; (৩) মৃত্যুর পর পুনরুত্থানে ঈমান আনবে এবং (৪) তাক্বদীরের উপর ঈমান আনবে।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (৮১)।

মাহমূদ ইবনু গাইলান-নাযার ইবনু শুমাইল হতে, তিনি শুবা (রাহঃ) হতে উপরের হাদীসের ন্যায় হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে এই সূত্রে রিবঈ জনৈক লোকের সূত্রে আলী (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। আবূ ঈসা বলেন,

নাযারের বর্ণিত হাদীসের চাইতে আবূ দাঊদ কর্তৃকশুবা (রাহঃ)-এর সূত্রে বর্ণিত হাদীসটি অনেক বেশি সহীহ্। মানসূর-রিবঈ হতে, তিনি আলী (রাঃ)-এর সূত্রে আরো একাধিক বর্ণনাকারী অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। জারূদ আমাদেরকে বলেছেন, আমি ওয়াকীকে বলতে শুনেছি ঃ আমি অবগত হয়েছি যে, রিবঈ ইবনু হিরাশ (খিরাশ) তার ইসলামী জীবনে কখনোও একটি মিথ্যা কথাও বলেননি।

١١ - بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ النَّفْسَ تَمُوْتُ حَيْثُ مَا كُتِبَ لَهَا

অনুচ্ছেদ ঃ ১১ ॥ যে স্থানে যার মৃত্যু অবধারিত, তার সে স্থানেই মৃত্যু হবে

٢١٤٦ - حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ : حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مَطَرِ بْنِ عُكَامِسٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "إِذَا قَضَى اللّٰهُ لِعَبْدٍ أَنْ يَمُوْتَ بِأَرْضٍ؛ جَعَلَ لَهُ إِلَيْهَا حَاجَةً".

- صحيح : "المشكاة" (١١٠)، "الصحيحة" (١٢٢١).

২১৪৬। মাতার ইবনু উকামিস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা যখন যে জায়গায় কারো মৃত্যু হওয়ার ফায়সালা করেন, তখন ঐ জায়গায় গমনের উদ্দেশ্যে তার কোন প্রয়োজন সৃষ্টি করে দেন।

সহীহ, মিশকাত (১১০), সহীহাহ্ (১২২১)।

আবূ ঈসা বলেন, আবূ আয্যা (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান গারীব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে মাতার ইবনু উকামিস (রাঃ)-এর এই হাদীসটি ছাড়া আর কোন হাদীস আছে বলে আমাদের জানা নেই। উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস মাহ্মূদ ইবনু গাইলান মুআম্মাল ও আবূ দাঊদ আল-হুফারী-সুফিয়ান (রাহঃ)-এর সূত্রে বর্ণিত আছে।

٢١٤٧ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ – الْمَعْنَى وَاحِدٌ –، قَالَا : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ بْنِ أُسَامَةَ، عَنْ أَبِي عَزَّةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "إِذَا قَضَى اللَّهُ لِعَبْدٍ أَنْ يَمُوتَ بِأَرْضٍ؛ جَعَلَ لَهُ إِلَيْهَا حَاجَةً – أَوْ قَالَ : بِهَا حَاجَةً –".

– صحيح : انظر ما قبله.

২১৪৭। আবূ আয্যা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন আল্লাহ তা'আলা কোন জায়গায় কোন বান্দাহর মৃত্যু হওয়া অবধারিত করেন তখন তার জন্য সেই জায়গায় যাওয়ার প্রয়োজন সৃষ্টি করে দেন।

সহীহ, দেখুন পূর্বের হাদীস।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সহীহ্। আবূ আয্যা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্য পেয়েছেন। তার নাম ইয়াসার ইবনু আব্দ। আবুল মালীহ-এর নাম আমির ইবনু উসামা ইবনু উমাইর আল-হুযালী। তিনি যাইদ ইবনু উসামা নামেও পরিচিত।

١٤ – بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪ ॥ বার্ধক্য ও মৃত্যুর বিপদ অনতিক্রম্যনীয়

٢١٥٠ – حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ مُحَمَّدُ بْنُ فِرَاسٍ الْبَصْرِيُّ : حَدَّثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْعَوَّامِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : "مُثِّلَ ابْنُ آدَمَ؛ وَإِلَى جَنْبِهِ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ مَنِيَّةً؛ إِنْ أَخْطَأَتْهُ الْمَنَايَا؛ وَقَعَ فِي الْهَرَمِ حَتَّى يَمُوتَ".

– حسن : "المشكاة" (١٥٦٩).

২১৫০। আবদুল্লাহ (রাহঃ) হতে তাঁর পিতা শিখ্খীর (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আদম-সন্তানের রূপক আকৃতির সাথে তার পাশেই থাকে নিরানব্বই ধরনের মৃত্যু সংঘটিত হওয়ার মতো বিপদ। সে এ সকল বিপদ অতিক্রম করে যেতে পারলে উপনীত হয় বার্ধক্যে, অবশেষে মারা যায় (বার্ধক্য ও মৃত্যুর বিপদ হতে আর মুক্তি পায় না)।

হাসান, মিশকাত (১৫৬৯)।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব। এই সূত্র ব্যতীত হাদীসটি প্রসঙ্গে আমাদের জানা নেই।

١٦ - بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬ ॥ ভাগ্য অবিশ্বাসীদের পরিণতি

٢١٥٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ : حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ : أَخْبَرَنِيْ أَبُوْ صَخْرٍ، قَالَ : حَدَّثَنِيْ نَافِعٌ : أَنَّ ابْنَ عُمَرَ جَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ : إِنَّ فُلَانًا يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ، فَقَالَ لَهُ : إِنَّهُ بَلَغَنِيْ أَنَّهُ قَدْ أَحْدَثَ، فَإِنْ كَانَ قَدْ أَحْدَثَ؛ فَلَا تُقْرِئْهُ مِنِّي السَّلَامَ؛ فَإِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : "يَكُوْنُ فِيْ هٰذِهِ الْأُمَّةِ - أَوْ فِيْ أُمَّتِيْ؛ اَلشَّكُّ مِنْهُ - خَسْفٌ - أَوْ مَسْخٌ، أَوْ قَذْفٌ - فِيْ أَهْلِ الْقَدَرِ".

- حسن : "ابن ماجه" (٤٠٦١).

২১৫২। নাফি (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, ইবনু উমার (রাঃ)-এর নিকট একটি লোক এসে বলল, অমুকে আপনাকে সালাম দিয়েছেন। তিনি বললেন, আমি জানতে পারলাম, সে নাকি বিদ্‘আতী। সে যদি প্রকৃতপক্ষেই তা-ই হয় তাহলে আমার পক্ষ হতে তাকে সালাম বলবে না। কেননা, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ

আমার উম্মাতের কাদারিয়া তাক্বদীর অস্বীকারকারী আকীদা পোষণকারীদের মধ্যে ভূমিধস, চেহারা বিকৃতি ঘটবে।

হাসান, ইবনু মা-জাহ (৪০৬১)।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্ গারীব। আবূ সাখরের নাম হুমাইদ ইবনু যিয়াদ।

٢١٥٣ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا رِشْدِيْنُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيْ صَخْرٍ حُمَيْدِ ابْنِ زِيَادٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : "يَكُوْنُ فِيْ أُمَّتِيْ خَسْفٌ، وَمَسْخٌ، وَذٰلِكَ فِي الْمُكَذِّبِيْنَ بِالْقَدَرِ".

– **حسن : "الصحيحة" (٤/٣٩٤).**

২১৫৩। ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার উম্মাতের মধ্যে ভাগ্য অবিশ্বাসীদের উপর ভূমিধস ও চেহারা বিকৃতির বিপদ সংঘটিত হবে।

হাসান, সহীহাহ (৪/৩৯৪)।

١٧ – بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭ ॥ ভাগ্য অবিশ্বাসীদের উপর আল্লাহ ও নাবীগণের অভিসম্পাত

٢١٥٥ – حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوْسٰى : حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ سُلَيْمٍ، قَالَ : قَدِمْتُ مَكَّةَ، فَلَقِيْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِيْ رَبَاحٍ، فَقُلْتُ لَهُ : يَا أَبَا مُحَمَّدٍ! إِنَّ أَهْلَ الْبَصْرَةِ يَقُوْلُوْنَ فِي الْقَدَرِ، قَالَ : يَا بُنَيَّ! أَتَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟ قُلْتُ : نَعَمْ، قَالَ : فَاقْرَإِ الزُّخْرُفَ، قَالَ : فَقَرَأْتُ : {حٰمٓ. وَالْكِتَابِ الْمُبِيْنِ. إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ. وَإِنَّهُ فِيْ أُمِّ

الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيْمٌ}. فَقَالَ : أَتَدْرِيْ مَا أُمُّ الْكِتَابِ؟ قُلْتُ : اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ، قَالَ : فَإِنَّهُ كِتَابٌ كَتَبَهُ اللّٰهُ قَبْلَ أَنْ يَّخْلُقَ السَّمَاوَاتِ، وَقَبْلَ أَنْ يَّخْلُقَ الْأَرْضَ؛ فِيْهِ : إِنَّ فِرْعَوْنَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَفِيْهِ {تَبَّتْ يَدَا أَبِيْ لَهَبٍ وَّتَبَّ}. قَالَ عَطَاءٌ : فَلَقِيْتُ الْوَلِيْدَ بْنَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ -صَاحِبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، فَسَأَلْتُهُ : مَا كَانَ وَصِيَّةُ أَبِيْكَ عِنْدَ الْمَوْتِ؟ قَالَ : دَعَانِيْ أَبِيْ، فَقَالَ لِيْ : يَا بُنَيَّ! اِتَّقِ اللّٰهَ، وَاعْلَمْ أَنَّكَ لَنْ تَتَّقِيَ اللّٰهَ، حَتّٰى تُؤْمِنَ بِاللّٰهِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ كُلِّهٖ خَيْرِهٖ وَشَرِّهٖ، فَإِنْ مُتَّ عَلٰى غَيْرِ هٰذَا؛ دَخَلْتَ النَّارَ؛ إِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : "إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ الْقَلَمُ، فَقَالَ : اُكْتُبْ، فَقَالَ : مَا أَكْتُبُ؟ قَالَ : اُكْتُبِ الْقَدَرَ؛ مَا كَانَ، وَمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى الْأَبَدِ".

- صحيح : "الصحيحة" (١٣٣)، "تخريج الطحاوية" (٢٣٢)، "المشكاة" (٩٤)، "الظلال" (١٠٢، ١٠٥).

২১৫৫। আবদুল ওয়াহিদ ইবনু সুলাইম (রাহঃ) বলেন, আমি মক্কায় যাওয়ার পর আতা ইবনু আবী রাবাহ্‌র সাথে দেখা করলাম এবং তাকে বললাম, হে আবূ মুহাম্মাদ! বাসরায় বসবাসকারীরা তো ভাগ্য সম্পর্কে এ ধরনের অস্বীকারমূলক কথা-বার্তা বলছে। তিনি বললেন, হে বৎস! তুমি কি কুরআন তিলাওয়াত কর? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তাহলে সূরা 'যুখরুফ' তিলাওয়াত কর। বর্ণনাকারী বলেন, আমি তখন এ আয়াত পাঠ করলাম ঃ "হা-মীম। সুস্পষ্ট কিতাবের শপথ! নিশ্চয়ই আমরা তা অবতীর্ণ করেছি আরবী ভাষায় কুরআনরূপে, যাতে তোমরা তা উপলব্ধি করতে পার। তা সংরক্ষিত রয়েছে আমার নিকট একটি মূল কিতাবে, এতো অত্যন্ত মর্যাদাসম্পন্ন মহান বিজ্ঞানময়" (সূরা ঃ যুখরুফ - ১-৪)।

তিনি প্রশ্ন করেন, তুমি জান, মূল কিতাব কি? আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। তিনি বললেন, তা একটি মহাগ্রন্থ যা আল্লাহ তা'আলা আসমান-যমীন সৃষ্টির আগেই লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। তাতে এ কথা লিখা আছে যে, ফিরআউন জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত। আর তাতে এ কথাও লিখা আছে যে, আবূ লাহাবের দুটি হাত ধ্বংস হয়ে গেছে এবং সে নিজেও ধ্বংস হয়েছে। আতা (রাহঃ) বলেন, তারপর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্যতম সাহাবী উবাদা ইবনুস সামিত (রাঃ)-এর ছেলে ওয়ালীদের সাথে দেখা করে তাকে প্রশ্ন করি, আপনার পিতা তার মৃত্যুকালে আপনাকে কি কি উপদেশ দিয়ে গেছেন? তিনি বললেন, তিনি আমাকে সামনে ডেকে বললেন, হে বৎস! আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় কর আর জেনে রাখ, যে পর্যন্ত তুমি আল্লাহ্ তা'আলার উপর বিশ্বাস না আনবে এবং ভাগ্য ও তার ভাল-মন্দের উপর বিশ্বাস না আনবে তুমি সে পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলার ভয় অর্জন করতে সক্ষম হবে না। এ বিশ্বাস ব্যতীত তোমার মৃত্যু হলে তুমি জাহান্নামী হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি বলতে শুনেছি ঃ আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করে তাকে আদেশ করেন ঃ লিখ। কলম বলল, কি লিখব? তিনি বললেন ঃ তাক্বদীর লিখ, যা হয়েছে এবং অনন্তকাল পর্যন্ত যা হবে সবকিছুই।

সহীহ, সহীহাহ্ (১৩৩) তাখরীজুত্ ত্বাহাবীয়াহ (২৩২), মিশকাত (৯৪), আযযিলাল (১০২, ১০৫)।

আবূ ঈসা বলেন, উপরোক্ত সনদসূত্রে এ হাদীসটি গারীব।

١٨ – بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৮ ॥ (আসমান-যামীন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজারবছর আগে ভাগ্য নির্ধারিত হয়েছে)

٢١٥٦ – حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُنْذِرِ الْبَاهِلِيُّ

الصَّنْعَانِيُّ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ الْمُقْرِئُ : حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ : حَدَّثَنِيْ أَبُوْ هَانِئٍ الْخَوْلَانِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحُبُلِيَّ يَقُوْلُ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرٍو يَقُوْلُ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : "قَدَّرَ اللّٰهُ الْمَقَادِيْرَ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِخَمْسِيْنَ أَلْفَ سَنَةٍ".

– صحيح م(٨/٥١).

২১৫৬। আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ আল্লাহ তা'আলা আকাশসমূহ ও যামীন সৃষ্টির পঞ্চাশহাজার বছর আগেই মাখলূকাতের ভাগ্য নির্ধারণ করেছেন।

সহীহ, মুসলিম (৮/৫১)।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্ গারীব।

١٩ – بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৯ ॥ (তাকদীর প্রসঙ্গে)

٢١٥٧ – حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَا : حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زِيَادِ بْنِ إِسْمَاعِيْلَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْمَخْزُوْمِيِّ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : جَاءَ مُشْرِكُوْ قُرَيْشٍ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ؛ يُخَاصِمُوْنَ فِي الْقَدَرِ، فَنَزَلَتْ هٰذِهِ الآيَةُ : {يَوْمَ يُسْحَبُوْنَ فِي النَّارِ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ ذُوْقُوْا مَسَّ سَقَرَ. إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ}.

– صحيح : "ابن ماجه" (٨٣) م.

২১৫৭। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, কুরাইশ মুশরিকগণ কোন একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসে। তারা ভাগ্যের ব্যাপারে তর্ক-বিতর্ক করছিল। তখন এই আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয় ঃ "যেদিন তাদেরকে উপুর করে জাহান্নামে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে, (আর বলা হবে) জাহান্নামের যন্ত্রণার স্বাদ গ্রহণ কর। আমরা প্রতিটি বস্তু নির্ধারিত পরিমাণে (ভাগ্য) সৃষ্টি করেছি" (সূরা ঃ কামার - ৪৮-৪৯)।

সহীহ, ইবনু মা-জাহ (৮৩), মুসলিম।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

بسم الله الرحمن الرحيم

পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

٣١ - كِتَابُ الْفِتَنِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

অধ্যায় ৩১ : কলহ ও বিপর্যয়

١ - بَابُ مَا جَاءَ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ

অনুচ্ছেদ : ১ ॥ তিনটি কারণের কোন একটি ব্যতীত কোন মুসলমানের রক্তপাত বৈধ নয়

٢١٥٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ : أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَشْرَفَ يَوْمَ الدَّارِ، فَقَالَ : أَنْشُدُكُمُ اللّٰهَ؛

أَتَعْلَمُوْنَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : "لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ : زِنًا بَعْدَ إِحْصَانٍ، أَوِ ارْتِدَادٍ بَعْدَ إِسْلَامٍ، أَوْ قَتْلِ نَفْسٍ بِغَيْرِ حَقٍّ، فَقُتِلَ بِهِ"؟! فَوَاللّٰهِ مَا زَنَيْتُ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلَا فِي إِسْلَامٍ، وَلَا ارْتَدَدْتُ مُنْذُ بَايَعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ، وَلَا قَتَلْتُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ؛ فَبِمَ تَقْتُلُوْنَنِي؟!

– صحيح : "ابن ماجه" (٢٥٣٣) ق.

২১৫৮। আবূ উমামা ইবনু সাহ্ল ইবনু হুনাইফ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, উসমান (রাঃ) বিদ্রোহীদের দ্বারা বাড়ীতে অবরুদ্ধ থাকাকালে (বিদ্রোহীদের) বলেন, আমি আল্লাহর শপথ করে তোমাদেরকে

বলছি ঃ তোমরা কি জান যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "তিনটি অপরাধের কোন একটি ব্যতীত মুসলমান ব্যক্তিকে খুন করা হালাল নয়? বিয়ে করার পর যিনা করা, ইসলাম ক্বূল করার পর ধর্মত্যাগী হওয়া এবং কোন ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে খুন করা। এগুলোর যে কোন একটি অপরাধের কারণে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা যায়"। আল্লাহ্র শপথ! আমি জাহিলী আমলেও যিনা করিনি এবং ইসলাম ক্বূলের পরেও নয়। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যেদিন আনুগত্যের শপথ (বাই'আত) গ্রহণ করেছি সেদিন হতে ধর্মত্যাগীও হইনি। আর এরূপ কোন প্রাণও আমি হত্যা করিনি যার হত্যা আল্লাহ তা'আলা অবৈধ করেছেন। আমাকে কি কারণে তোমরা হত্যা করবে।

সহীহ, ইবনু মা-জাহ (২৫৩৩), বুখারী, মুসলিম।

আবূ ঈসা বলেন, ইবনু মাসউদ, আইশা ও ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান। এ হাদীসটি ইয়াহ্ইয়া ইবনু সাঈদ হতে হাম্মাদ ইবনু সালামা মারফূরূপে বর্ণনা করেছেন। আর এ হাদীসটি ইয়াহ্ইয়া ইবনু সাঈদ হতে ইয়াহ্ইয়া ইবনু সাঈদ আল-কাত্তানসহ একাধিক বর্ণনাকারী মাওকূফভাবে বর্ণনা করেছেন, মারফূভাবে নয়। উসমান (রাঃ)-এর বরাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে একাধিকসূত্রে এ হাদীসটি বর্ণিত আছে।

٢ - بَابُ مَا جَاءَ دِمَاؤُكُمْ وَأَمْوَالُكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ২ ॥ পরস্পরের জীবন ও সম্পদে হস্তক্ষেপ করা হারাম

٢١٥٩ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ شَبِيْبِ بْنِ غَرْقَدَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ لِلنَّاسِ : "أَيُّ يَوْمٍ هٰذَا؟"، قَالُوْا : يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، قَالَ : "فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ

حَرَامٌ؛ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا فِيْ بَلَدِكُمْ هٰذَا، أَلَا لَا يَجْنِيْ جَانٍ إِلَّا عَلٰى نَفْسِهِ، أَلَا لَا يَجْنِيْ جَانٍ عَلٰى وَلَدِهِ، وَلَا مَوْلُوْدٌ عَلٰى وَالِدِهِ، أَلَا وَإِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ أَيِسَ مِنْ أَنْ يُّعْبَدَ فِيْ بِلَادِكُمْ هٰذِهِ أَبَدًا، وَلٰكِنْ سَتَكُوْنُ لَهُ طَاعَةٌ فِيْمَا تَحْتَقِرُوْنَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ، فَسَيَرْضٰى بِهِ".

– **صحيح : "ابن ماجه" (٣٠٥٥).**

২১৫৯। সুলাইমান ইবনু আমর (রাহঃ) হতে তার বাবা আমর (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি বিদায় হাজ্জে জনগণের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ এটা কোন্ দিন? জনগণ বলল, বড় হাজ্জের দিন। তিনি বললেন ঃ আজকের এ দিন ও তোমাদের এ শহর যেমন হারাম (মহাপবিত্র) অনুরূপভাবে তোমাদের রক্ত, তোমাদের সম্পদ ও তোমাদের সম্ভ্রম পরস্পরের জন্য হারাম। সাবধান! অপরাধী তার অপরাধের জন্য নিজেই দায়ী। সাবধান! সন্তানের প্রতি জনকের অপরাধ এবং জনকের প্রতি সন্তানের অপরাধ বর্তায় না। জেনে রাখো, শাইতানের কোন ইবাদাত তোমাদের এ নগরে কখনো হবে না, সে এ ক্ষেত্রে নিরাশ হয়ে গেছে। তবে তোমরা যে সকল কাজকে তুচ্ছ মনে কর অতি শীঘ্রই সে সকল কাজে তার অনুসরণ করা হবে এবং সে তাতে সন্তুষ্ট হবে।

সহীহ, ইবনু মা-জাহ (৩০৫৫)।

আবূ ঈসা বলেন, আবূ বাক্‌রা, ইবনু আব্বাস, জাবির ও হিয্‌ইয়াম ইবনু আমর আস-সা'দী (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান সহীহ্। যাইদাও একইরকম হাদীস শাবীব ইবনু গারকাদার সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আমরা এ হাদীসটি শুধুমাত্র শাবীব ইবনু গারকাদার সূত্রেই জেনেছি।

٣ - بَابُ مَا جَاءَ لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا

অনুচ্ছেদ ঃ ৩ ॥ এক মুসলমানকে অপর মুসলমানের ভীতি প্রদর্শন করা বৈধ নয়

٢١٦٠ - حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : "لَا يَأْخُذْ أَحَدُكُمْ عَصَا أَخِيْهِ لَاعِبًا أَوْ جَادًّا، فَمَنْ أَخَذَ عَصَا أَخِيْهِ؛ فَلْيَرُدَّهَا إِلَيْهِ".

- صحيح : لغيره : "الصحيحة" (٩٢١).

২১৬০। সাইব ইবনু ইয়াযীদ (রাঃ) হতে তার বাবার সূত্রে তার দাদা হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কোন ব্যক্তি তার ভাইয়ের লাঠিতে ঠাট্টাস্বরূপ বা প্রকৃতই যেন হাত না দেয়। যদি কোন ব্যক্তি তার ভাইয়ের লাঠি নিয়ে যায় তাহলে সে যেন তাকে তা ফেরত দেয়।

সহীহ, লিগাইরিহি, সহীহাহ (৯২১)।

আবূ ঈসা বলেন, ইবনু উমার, সুলাইমান ইবনু সুরাদ, জা'দাহ্ ও আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান গারীব। এ বিষয়ে আমাদের ইবনু আবী যিবের বর্ণনা ব্যতীত আর কিছু জানা নেই। সাইব ইবনু ইয়াযীদ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচার্য্য পেয়েছেন। তিনি নাবালেগ থাকাকালীন সময়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হতে অনেক হাদীস শুনেছেন। সাইব (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুকালে সাত বছরের বালক ছিলেন। তার বাবা ইয়াযীদ ইবনুস সাইব (রাঃ) ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্যতম সাহাবী। তিনি কয়েকটি হাদীস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি ছিলেন নামিরের বোনের ছেলে।

٢١٦١ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوْسُفَ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ، قَالَ : حَجَّ يَزِيْدُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ حَجَّةَ الْوَدَاعِ؛ وَأَنَا ابْنُ سَبْعِ سِنِيْنَ.

– إسناده حسن موقوف.

২১৬১। সাইব ইবনু ইয়াযীদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইয়াযীদ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বিদায় হাজ্জ পালন করেন, আমি সে সময় সাত বছরের বালক ছিলাম। আলী ইবনুল মাদীনী ইয়াহ্ইয়া ইবনু সাঈদ আল-কাত্তান (রাহঃ)-এর সূত্রে বলেন, হাদীস শাস্ত্রে মুহাম্মাদ ইবনু ইউসুফ একজন বিশ্বস্ত বর্ণনাকারী। সাইব ইবনু ইয়াযীদ তার নানা ছিলেন। মুহাম্মাদ ইউসুফ বলতেন সাইব ইবনু ইয়াযীদ আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং তিনি আমার নানা হন। সনদ হাসান, মাওকূফ।

٤ – بَابُ مَا جَاءَ فِيْ إِشَارَةِ الْمُسْلِمِ إِلَى أَخِيْهِ بِالسِّلَاحِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪ ॥ কোন ব্যক্তির তলোয়ার দ্বারা মুসলিম ভাইয়ের প্রতি ইশারা করা

٢١٦٢ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الصَّبَّاحِ الْعَطَّارُ الْهَاشِمِيُّ : حَدَّثَنَا مَحْبُوْبُ ابْنُ الْحَسَنِ : حَدَّثَنَا خَالِدُ الْحَذَّاءُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "مَنْ أَشَارَ عَلَى أَخِيْهِ بِحَدِيْدَةٍ؛ لَعَنَتْهُ الْمَلَائِكَةُ".

– صحيح : "غاية المرام" (٤٤٦)م.

২১৬২। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে তার ভাইয়ের দিকে লৌহ (তলোয়ার) দ্বারা ইশারা করে, ফিরিশতাগণ তাকে অভিসম্পাত করেন।

সহীহ, গাইয়াতুল মারাম (৪৪৬), মুসলিম।

আবূ ঈসা বলেন, আবূ বাক্‌রা, আইশা ও জাবির (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান সহীহ্ এবং এ সূত্রে গারীব। খালিদ আল-হায্‌যার কারণে এতে গারীবী এসেছে। একইরকম হাদীস আইয়্যুব মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন হতে, তিনি আবূ হুরাইরা (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তবে তা মারফূভাবে নয়। আর সেই হাদীসে "ওয়াইন কানা আখাহু লিআবীহি ওয়া উম্মিহি" (যদিও সে তার সহোদর ভাই হয়) কথাটুকুও আছে। এ বর্ণনাটি কুতাইবা-হাম্মাদ ইবনু যাইদ এর বরাতে আইয়্যুব (রাহঃ)-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

٥ - بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ تَعَاطِي السَّيْفِ مَسْلُوْلاً

অনুচ্ছেদঃ ৫ ॥ কোষমুক্ত অবস্থায় তলোয়ার আদান-প্রদান নিষেধ

٢١٦٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ الْبَصْرِيُّ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ : نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ يُّتَعَاطَى السَّيْفُ مَسْلُوْلاً.

- صحيح : "المشكاة" (٣٥٢٧- التحقيق الثاني).

২১৬৩। জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, কোষমুক্ত অবস্থায় তলোয়ার আদান-প্রদান করতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বারণ করেছেন।

সহীহ, মিশকাত, তাহকীক ছানী (৩৫২৭)

আবূ ঈসা বলেন, আবূ বাক্‌রা (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান এবং হাম্মাদ ইবনু সালামার বর্ণনা হিসেবে গারীব। আবুয যুবাইর-জাবির হতে, তিনি বান্নাতুল জুহানী (রাঃ) হতে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে এই সূত্রে ইবনু লাহীআ (রাহঃ) এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আমার মতে হাম্মাদ ইবনু সালামা হতে বর্ণিত হাদীসটি অনেক বেশি সহীহ্।

٦ - بَابُ مَا جَاءَ مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فَهُوَ فِيْ ذِمَّةِ اللّٰهِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৬ ॥ যে লোক ফজরের নামায আদায় করে সে আল্লাহ্ তা'আলার হিফাযাতে থাকে

٢١٦٤ - حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ: حَدَّثَنَا مَعْدِيُّ بْنُ سُلَيْمَانَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: "مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ؛ فَهُوَ فِيْ ذِمَّةِ اللّٰهِ؛ فَلَا يُتْبِعَنَّكُمُ اللّٰهُ بِشَيْءٍ مِّنْ ذِمَّتِهِ".

- صحيح: "صحيح الترغيب" (٤٦١)، "التعليق الرغيب" (١/١٤١، ١٥٥٥، ١٦٣).

২১৬৪। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ফজরের নামায যে লোক আদায় করে, সে আল্লাহ্ তা'আলার হিফাযাতে থাকে। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে যেন তাঁর দায়িত্ব প্রসঙ্গে অভিযুক্ত না করেন।

সহীহ্, সহীহুত তারগীব (৪৬১), তা'লীকুর রাগীব (১/১৪১, ১৫৫৫, ১৬৩)

আবূ ঈসা বলেন, জুনদাব ও ইবনু উমার (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান এবং এ সূত্রে গারীব।

٧ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ لُزُوْمِ الْجَمَاعَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৭ ॥ সংঘবদ্ধ হয়ে থাকার প্রয়োজনীয়তা

٢١٦٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ أَبُو الْمُغِيْرَةِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوْقَةَ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: خَطَبَنَا عُمَرُ بِالْجَابِيَةِ، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنِّيْ قُمْتُ فِيْكُمْ كَمَقَامِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْنَا، فَقَالَ: "أُوْصِيْكُمْ بِأَصْحَابِيْ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ، ثُمَّ

الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ، ثُمَّ يَفْشُو الْكَذِبُ، حَتَّى يَحْلِفَ الرَّجُلُ وَلاَ يُسْتَحْلَفُ، وَيَشْهَدَ الشَّاهِدُ وَلاَيُسْتَشْهَدُ أَلاَ لاَيَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّكَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ، عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ، وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ، وَهُوَ مِنَ الإِثْنَيْنِ أَبْعَدُ، مَنْ أَرَادَ بُحْبُوْحَةَ الْجَنَّةِ؛ فَلْيَلْزَمِ الْجَمَاعَةَ، مَنْ سَرَّتْهُ حَسَنَتُهُ، وَسَاءَتْهُ سَيِّئَتُهُ؛ فَذَلِكُمُ الْمُؤْمِنُ".

- صحيح : "ابن ماجه" (٢٣٦٣).

২১৬৫। ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, 'জাবিয়া' (সিরিয়ার অন্তর্গত) নামক জায়গায় উমার (রাঃ) আমাদের সামনে খুত্বাহ দেয়ার উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়ে বলেন ঃ হে উপস্থিত জনতা! যেভাবে আমাদের মাঝে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়াতেন, সেভাবে তোমাদের মাঝে আমিও দাঁড়িয়েছি। তারপর তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন ঃ আমার সাহাবীদের ব্যাপারে আমি তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি (তাদের যমানা শ্রেষ্ঠ যমানা), তারপর তাদের পরবর্তীদের যমানা, তারপর তাদের পরবর্তীদের যমানা, তারপর মিথ্যাচারের বিস্তার ঘটবে। এমনকি কাউকে শপথ করতে না বলা হলেও সে শপথ করবে, আর সাক্ষ্য প্রদান করতে না বলা হলেও সাক্ষ্য প্রদান করবে। সাবধান! কোন পুরুষ কোন মহিলার সাথে নির্জনে মিলিত হলে সেখানে অবশ্যই তৃতীয়জন হিসাবে শাইতান অবস্থান করে (এবং পাপাচারে প্ররোচনা দেয়)। তোমরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে বসবাস কর। বিচ্ছিন্নতা হতে সাবধান থেকো। কেননা, শাইতান বিচ্ছিন্নজনের সাথে থাকে এবং সে দুজন হতে অনেক দূরে অবস্থান করে। যে লোক জান্নাতের মধ্যে সবচাইতে উত্তম জায়গার ইচ্ছা পোষণ করে সে যেন ঐক্যবদ্ধ হয়ে থাকে (মুসলিম সমাজে)। যার সৎ আমল তাকে আনন্দিত করে এবং বদ্ আমল কষ্ট দেয় সেই হলো প্রকৃত ঈমানদার।

সহীহ, ইবনু মা-জাহ (২৩৬৩)।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্ এবং উপরোক্ত সূত্রে গারীব। এ হাদীসটি মুহাম্মাদ ইবনু সূকার সূত্রে ইবনুল মুবারাকও বর্ণনা করেছেন। একাধিক সূত্রে উমার (রাঃ)-এর বরাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে এ হাদীসটি বর্ণিত আছে।

٢١٦٦ – حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوْسَى : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ : أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيْمُ ابْنُ مَيْمُوْنٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "يَدُ اللّٰهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ".

– صحيح : "تخريج إصلاح المساجد" (٦١)، "ظلال الجنة" (٨١–٨١)، "المشكاة" (١٧٣)، "تحقيق بداية السول" (٧٠/١٣٣).

২১৬৬। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ জামা'আতের উপর আল্লাহ্ তা'আলার (রাহমাতের) হাত প্রসারিত।

সহীহ, তাখরীজু ইসলাহিল মাসাজিদ (৬১), যিলালুল জান্নাত (১-৮১), মিশকাত (১৭৩), তাহকীক বিদায়াতুস সূল (৭০/১৩৩)।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গারীব। আমরা এ হাদীসটি শুধুমাত্র ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর সূত্রেই জেনেছি।

٢١٦٧ – حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ الْبَصْرِيُّ : حَدَّثَنِي الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الْمَدَنِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : "إِنَّ اللّٰهَ لَا يَجْمَعُ أُمَّتِي – أَوْ قَالَ : أُمَّةَ مُحَمَّدٍ ﷺ عَلَى ضَلَالَةٍ، وَيَدُ اللّٰهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ، وَمَنْ شَذَّ؛ شَذَّ إِلَى النَّارِ".

– صحيح دون : "ومن شذ" . . . "المشكاة" (١٧٣) ، "الظلال" (٨٠)

২১৬৭। ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা আমার উম্মাতকে অথবা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মাতকে কখনোও গোমরাহীর উপর সমবেত করবেন না। আর জামা'আতের উপর আল্লাহ্ তা'আলার হাত (সাহায্য) প্রসারিত। যে লোক (মুসলিম সমাজ হতে) আলাদা হয়ে গেছে, সে বিচ্ছিন্নভাবেই জাহান্নামে যাবে। হাদীসে বর্ণিত "মান শাযযা শাযযা ফিননারি" অংশটুকু ব্যতীত হাদীসটি সহীহ।

মিশকাত (১৭৩), আয্ যিলাল (৮০)।

আবূ ঈসা বলেন, উপরোক্ত সূত্রে এ হাদীসটি গারীব। সুলাইমান আল-মাদানী বলতে আমার মতে সুলাইমান ইবনু সুফিয়ানকে বুঝায়। আবূ দাঊদ আত-তায়ালিসী, আবূ আমির আল-আল আক্বাদী প্রমুখ বিশেষজ্ঞ মুহাদ্দিসগণ তার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবূ ঈসা আরো বলেন, হাদীস বিশারদগণের মতে 'আল-জামা'আত' বলতে ফিক্হ ও হাদীসসহ অন্যান্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধারক বিশেষজ্ঞ আলিমগণের জামা'আতকে বুঝায় (জনগণকে তাদের সাথে সংঘবদ্ধ থাকতে হবে)। আমি আল-জারূদ ইবনু মুআযকে বলতে শুনেছি, আমি আলী ইবনুল হাসানকে বলতে শুনেছি, আমি আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারাকের নিকট জামা'আত প্রসঙ্গে প্রশ্ন করি। তিনি বলেন, আবূ বাক্র ও উমার (রাঃ)-এর দলকে বুঝায়। তাকে বলা হলো, তারা তো মারা গেছেন। তিনি বলেন, অমুক এবং অমুক। তাকে বলা হলো, অমুক ও অমুকও তো মারা গেছেন। আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারাক বলেন, আবূ হামযা আস-সুক্কারী হলেন জামা'আত (কেন্দ্রবিন্দু)। আবূ ঈসা বলেন, আবূ হামযার নাম মুহাম্মাদ, পিতা মাইমূন। তিনি ছিলেন একজন সৎকর্মপরায়ণ বুযুর্গ। আবূ হামযা আমাদের নিকট জীবিত থাকাকালে ইবনুল মুবারক একথা বলেছেন।

٨ - بَابُ مَا جَاءَ فِي نُزُوْلِ الْعَذَابِ إِذَا لَمْ يُغَيَّرُ الْمُنكَرُ

অনুচ্ছেদ ঃ ৮ ॥ অন্যায় কাজ প্রতিরোধ না করা হলে আযাব অবতীর্ণ হওয়া প্রসঙ্গে

٢١٦٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ : حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ : أَخْبَرنا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ أَبِيْ خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِيْ حَازِمٍ، عَنْ أَبِيْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ،

أَنَّهُ قَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّكُمْ تَقْرَءُوْنَ هٰذِهِ الْآيَةَ : {يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ}، وَإِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : "إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوُا الظَّالِمَ، فَلَمْ يَأْخُذُوْا عَلٰى يَدَيْهِ؛ أَوْشَكَ أَنْ يَّعُمَّهُمُ اللّٰهُ بِعِقَابٍ مِّنْهُ".

– صحيح : "ابن ماجه" (٤٠٠٥).

২১৬৮। আবূ বাক্র সিদ্দীক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, হে লোকসকল! তোমরা তো অবশ্যই এই আয়াত তিলাওয়াত করে থাক ঃ "হে ঈমানদারগণ! তোমাদের নিজেদেরই কর্তব্য তোমাদেরকে সংশোধন করা। যদি তোমরা সৎপথে থাক তাহলে যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে তারা তোমাদের কোন ক্ষতি সাধন করতে পারবে না" (সূরা ঃ মাইদা– ১০৫)। অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি বলতে শুনেছি ঃ মানুষ যদি কোন অত্যাচারীকে অত্যাচারে লিপ্ত দেখেও তার দুহাত চেপে ধরে তাকে প্রতিহত না করে তাহলে আল্লাহ তা'আলা অতি শীঘ্রই তাদের সকলকে তাঁর ব্যাপক শাস্তিতে নিক্ষিপ্ত করবেন।

সহীহ, ইবনু মা-জাহ (৪০০৫)।

উপরোক্ত হাদীসের মতো হাদীস মুহাম্মাদ ইবনু বাশশার-ইয়াযীদ ইবনু হারূন হতে, তিনি ইসমাঈল ইবনু আবূ খালিদ (রাহঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আবূ ঈসা বলেন, আইশা, উম্মু সালামা, নু'মান ইবনু বাশীর, আবদুল্লাহ ইবনু উমার ও হুযাইফা (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি সহীহ্। ইসমাঈলের সূত্রে একাধিক বর্ণনাকারী ইয়াযীদ হতে বর্ণিত হাদীসের সমার্থক হাদীস বর্ণনা করেছেন। এটি ইসমাঈল হতে কেউ মারফূ হিসাবে আবার কেউ মাওকূফ হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

٩ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوْفِ، وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৯ ॥ সৎকাজের আদেশ ও অন্যায়ের প্রতিরোধ

٢١٦٩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرِو ابْنِ أَبِيْ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : "وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ؛ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ، وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، أَوْ لَيُوْشِكَنَّ اللهُ أَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّنْهُ، ثُمَّ تَدْعُوْنَهُ؛ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ".

- صحيح : "الصحيحة" (٢٨٦٨): ق.

২১৬৯। হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! নিশ্চয়ই তোমরা সৎকাজের জন্য আদেশ করবে এবং অন্যায় কাজের প্রতিরোধ করবে। তা না হলে আল্লাহ তা'আলা শীঘ্রই তোমাদের উপর তাঁর শাস্তি অবতীর্ণ করবেন। তোমরা তখন তাঁর নিকট দু'আ করলেও তিনি তোমাদের সেই দু'আ গ্রহণ করবেন না।

সহীহ, সহীহাহ্ (২৮৬৮), বুখারী, মুসলিম।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। উপরোক্ত হাদীসের ন্যায় হাদীস আলী ইবনু হুজর-ইসমাঈল ইবনু জাফর হতে, তিনি আমর ইবনু আবূ আমর (রাহঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

١٠ - بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ১০ ॥ একটি স্বৈরাচারী সামরিক বাহিনী ধসে যাবে

٢١٧١ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوْقَةَ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : أَنَّهُ

ذَكَرَ الْجَيْشَ الَّذِيْ يُخْسَفُ بِهِمْ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ : لَعَلَّ فِيْهِمُ الْمُكْرَهَ، قَالَ : "إِنَّهُمْ يُبْعَثُوْنَ عَلى نِيَّاتِهِمْ".

– صحيح : "التعليق على ابن ماجه" م.

২১৭১। উম্মু সালামা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, কোন একদিন একটি সামরিক বাহিনী প্রসঙ্গে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলোচনা করলেন, যারা ভূমিতে (জীবন্ত) ধসে যাবে। উম্মু সালামা (রাঃ) বলেন, তাদের মধ্যে কিছু লোককে হয়তো জবরদস্তিমূলকভাবে ভর্তি করা হয়ে থাকবে। তিনি বললেন ঃ তাদের নিয়্যাত অনুসারে তাদেরকে পুনরুত্থান করা হবে।

সহীহ, তা'লীক আলা ইবনু মা-জাহ, মুসলিম।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং উপরোক্ত সূত্রে গারীব। নাফি ইবনু জুবাইর হতে আইশা (রাঃ)-এর বরাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতেও এ হাদীসটি বর্ণিত আছে।

١١ – بَابُ مَا جَاءَ فِيْ تَغْيِيْرِ الْمُنْكَرِ بِالْيَدِ أَوْ بِاللِّسَانِ أَوْ بِالْقَلْبِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১১ ॥ হাতের শক্তি অথবা ভাষা অথবা অন্তর দ্বারা হলেও অন্যায় প্রতিহত করতে হবে

٢١٧٢ – حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ مَهْدِيٍّ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ قَدَّمَ الْخُطْبَةَ قَبْلَ الصَّلَاةِ: مَرْوَانُ، فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ لِمَرْوَانَ : خَالَفْتَ السُّنَّةَ، فَقَالَ : يَا فُلَانُ! تُرِكَ مَا هُنَالِكَ، فَقَالَ أَبُوْ سَعِيْدٍ : أَمَّا هٰذَا؛ فَقَدْ قَضٰى مَا عَلَيْهِ؛ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : "مَنْ رَأٰى مُنْكَرًا؛ فَلْيُنْكِرْهُ بِيَدِهٖ، وَمَنْ

لَّمْ يَسْتَطِعْ؛ فَبِلِسَانِهِ، وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ؛ فَبِقَلْبِهِ، وَذٰلِكَ أَضْعَفُ الْإِيْمَانِ".

– صحيح : "ابن ماجه" (١٢٧٥) م.

২১৭২। তারিক ইবনু শিহাব (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, মারওয়ান ঈদের নামাযের পূর্বে সর্বপ্রথম খুত্‌বাহর প্রচলন করেন। তখন কোন একজন লোক এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে মারওয়ানকে বলেন, আপনি তো সুন্নাত (বিধান) পরিপন্থী কাজ করলেন। মারওয়ান বলল, হে মিয়া! ঐ পন্থা এখানে বাতিল হয়ে আছে। আবূ সাঈদ (রাঃ) পরবর্তীতে বলেন, এ প্রতিবাদকারী তার দায়িত্ব পালন করেছে। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যদি তোমাদের মধ্যে কোন লোক কোন অন্যায় সংঘটিত হতে দেখে তাহলে সে যেন তার হাত দ্বারা (ক্ষমতা প্রয়োগে) তা প্রতিহত করে। যদি এই যোগ্যতা তার না থাকে সে যেন তার মুখ দ্বারা তা প্রতিহত করে। যদি এই যোগ্যতাও তার না থাকে তাহলে সে যেন তার অন্তর দ্বারা তা প্রতিহত করে (অন্যায়কে ঘৃণা করে)। আর এটা হলো দুর্বলতম ঈমান।

সহীহ, ইবনু মা-জাহ (১২৭৫), মুসলিম।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

١٢ – بَابٌ مِنْهُ

অনুচ্ছেদ ঃ ১২ ॥ একই বিষয় প্রসঙ্গে

٢١٧٣ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ : حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : "مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَي حُدُوْدِ اللهِ وَالْمُدْهِنِ فِيْهَا؛ كَمَثَلِ قَوْمٍ اِسْتَهَمُوْا عَلَى سَفِيْنَةٍ فِي الْبَحْرِ، فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلَاهَا، وَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا، فَكَانَ الَّذِيْنَ فِيْ أَسْفَلِهَا يَصْعَدُوْنَ فَيَسْتَقُوْنَ الْمَاءَ، فَيَصُبُّوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ

فِيْ أَعْلاَهَا، فَقَالَ الَّذِيْنَ فِي أَعْلاَهَا : لاَ نَدَعُكُمْ تَصْعَدُوْنَ فَتُؤْذُوْنَنَا، فَقَالَ الَّذِيْنَ فِيْ أَسْفَلِهَا فَإِنَّا نَنْقُبُهَا مِنْ أَسْفَلِهَا؛ فَنَسْتَقِيْ، فَإِنْ أَخَذُوْا عَلٰى أَيْدِيْهِمْ فَمَنَعُوْهُمْ؛ نَجَوْا جَمِيْعًا، وَإِنْ تَرَكُوْهُمْ؛ غَرِقُوْا جَمِيْعًا"

– صحيح : "الصحيحة" (٦٩)، "التعليق الرغيب" (١٦٨/٢).

২১৭৩। নু'মান ইবনু বাশীর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যারা আল্লাহ্ তা'আলার বিধানকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরে এবং যারা অবহেলা করে তাদের উদাহরণ হলো সমুদ্রগামী একটি জাহাজের যাত্রীদের অনুরূপ, যারা লটারীর মাধ্যমে এর দুই তলায় আসন নির্ধারণ করল। একদল উপর তলায় অন্যদল নীচের তলায়। নীচের তলার লোকেরা পানি সংগ্রহের উদ্দেশ্যে উপর তলায় উঠত। ফলে উপরের লোকদের ঐখানে পানি পড়ত। উপর তলার লোকেরা বলল, আমাদের এখানে পানি ফেলে তোমরা আমাদেরকে কষ্ট দিচ্ছ। সুতরাং আমরা তোমাদেরকে উপরে উঠতে দিব না। নীচের তলার লোকেরা বলল, তাহলে জাহাজের তলা ছিদ্র করে আমরা পানি সংগ্রহ করব। এরকম পরিস্থিতিতে উপরের তলার লোকেরা যদি নীচের তলার লোকদের হাত জাপটে ধরে তাদেরকে ছিদ্র করা হতে বিরত রাখতে পারে তাহলে সকলেই বেঁচে যাবে। কিন্তু তারা যদি এদেরকে এ কাজ করতে ছেড়ে দেয় (প্রতিরোধ না করে) তাহলে সকলেই ডুবে মরবে।

সহীহ, সহীহাহ (৬৯), তা'লীকুর রাগীব (২/১৬৮)।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

١ بَابُ مَا جَاءَ أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩ ॥ স্বৈরাচারী শাসকের সামনে হক্ব কথা বলা সর্বোত্তম জিহাদ

٢١٧٤ – حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ دِيْنَارٍ الْكُوفِيُّ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ

ابْنُ مُصْعَبٍ أَبُوْ يَزِيْدَ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيْلُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : "إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْجِهَادِ كَلِمَةَ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ".

– صحيح : "ابن ماجه" (٤٠١٠).

২১৭৪। আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সবচেয়ে উত্তম জিহাদ হচ্ছে স্বৈরাচারী শাসকের সামনে ন্যায্য কথা বলা।

সহীহ, ইবনু মা-জাহ (৪০১০)।

আবূ ঈসা বলেন, আবূ উমামা (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান এবং উপরোক্ত সূত্রে গারীব।

١٤ – بَابُ مَا جَاءَ فِيْ سُؤَالِ النَّبِيِّ ﷺ ثَلَاثًا فِيْ أُمَّتِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪ ॥ উম্মাতের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তিনটি দু'আ

٢١٧٥ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ : حَدَّثَنَا أَبِيْ، قَالَ : سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ رَاشِدٍ يُحَدِّثُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِاللهِ ابْنِ خَبَّابِ بْنِ الْأَرَتِّ، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ : صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ صَلَاةً، فَأَطَالَهَا، قَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللهِ! صَلَّيْتَ صَلَاةً لَمْ تَكُنْ تُصَلِّيْهَا؟! قَالَ : "أَجَلْ؛ إِنَّهَا صَلَاةُ رَغْبَةٍ وَرَهْبَةٍ؛ إِنِّيْ سَأَلْتُ اللهَ فِيْهَا ثَلَاثًا، فَأَعْطَانِيْ اِثْنَتَيْنِ، وَمَنَعَنِيْ وَاحِدَةً: سَأَلْتُهُ أَنْ لَّا يُهْلِكَ أُمَّتِيْ

بِسَنَةٍ؛ فَأَعْطَانِيْهَا، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لاَّ يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ؛ فَأَعْطَانِيْهَا، وَسَأَلْتُهُ : أَنْ لاَّ يُذِيْقَ بَعْضَهُمْ بَأْسَ بَعْضٍ؛ فَمَنَعَنِيْهَا".

– صحيح : "صفة الصلاة".

২১৭৫। আবদুল্লাহ ইবনু খাব্বাব ইবনুল আরাত (রাঃ) হতে তার বাবার সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা খুব দীর্ঘায়িত করে নামায আদায় করেন। সাহাবীগণ প্রশ্ন করেন, হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আপনি তো কখনো এভাবে নামায আদায় করেননি! তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, এ নামায ছিল অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক ও ভীতিপূর্ণ। আমি এতে তিনটি বিষয়ের উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আবেদন করেছি। তিনি আমাকে দুটি দিয়েছেন এবং একটি দেননি। আমি তাঁর নিকট আবেদন করেছি, তিনি আমার উম্মাতকে যেন দুর্ভিক্ষে নিক্ষেপ করে ধ্বংস না করে দেন। আমার এ দু'আ তিনি ক্ববূল করেছেন। তারপর আমি আবেদন করেছি যে, তিনি বিজাতীয় শত্রুদেরকে যেন তাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করতে না দেন। আমার এ দু'আও তিনি ক্ববূল করেছেন। আমি আরো আবেদন জানিয়েছি যে, তারা যেন পরস্পর যুদ্ধ-বিগ্রহের আস্বাদ না নেয়। আমার এ দু'আ তিনি ক্ববূল করেননি। সহীহ, সিফাতুস সালাত।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্ গারীব। সা'দ ও ইবনু উমার (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে।

٢١٧٦ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ الرَّحَبِيِّ، عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "إِنَّ اللّٰهَ زَوَى لِيَ الْأَرْضَ، فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا، وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِيْ مِنْهَا، وَأُعْطِيْتُ الْكَنْزَيْنِ: اَلْأَحْمَرَ وَالْأَبْيَضَ، وَإِنِّيْ سَأَلْتُ رَبِّيْ لِأُمَّتِيْ أَنْ لاَّ يُهْلِكَهَا بِسَنَةٍ عَامَّةٍ، وَأَنْ لاَّ يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا

مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ، فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ، وَإِنَّ رَبِّي قَالَ : يَا مُحَمَّدُ! إِنِّيْ إِذَا قَضَيْتُ قَضَاءً؛ فَإِنَّهُ لاَ يُرَدُّ، وَإِنِّيْ أَعْطَيْتُكَ لِأُمَّتِكَ أَنْ لاَ أُهْلِكَهُمْ بِسَنَةٍ عَامَّةٍ، وَأَنْ لاَ أُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ، فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ، وَلَوِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مَّنْ بِأَقْطَارِهَا - أَوْ قَالَ : مَنْ بَيْنَ أَقْطَارِهَا -، حَتَّى يَكُوْنَ بَعْضُهُمْ يُهْلِكُ بَعْضًا، وَيَسْبِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا".

- صحيح : "ابن ماجه" (٣٩٥٢) م.

২১৭৬। সাওবান (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার জন্য দুনিয়াকে আল্লাহ তা'আলা সংকুচিত করেন। ফলে আমি এর পূর্ব-পশ্চিম সকলদিক দর্শন করি। আমার জন্য দুনিয়ার যেটুকু পরিমাণ সংকুচিত করা হয়েছে, আমার উম্মাতের রাজত্ব শীঘ্রই ততদূর পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করবে। আর আমাকে লাল-সাদা (সোন-রূপা) দুটি খনিজ ভাণ্ডারই প্রদান করা হয়েছে। অধিকন্তু আমি আমার উম্মাতের জন্য আমার প্রভুর নিকট আবেদন করেছি যে, তিনি যেন তাদেরকে মারাত্মক দুর্ভিক্ষে ফেলে ধ্বংস না করে দেন এবং তাদের ব্যতীত বিজাতি দুশমনদেরকে যেন তাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করতে না দেন যাতে তারা তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করার সুযোগ পেতে পারে। আমার প্রভু বলেন, হে মুহাম্মাদ! আমি কোন ফায়সালা করলে তা কোন ক্রমেই পরিবর্তিত হওয়ার নয়। আমি তোমার উম্মাতের জন্য কবূল করলাম যে, প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষের মাধ্যমে তাদের ধ্বংস করব না, তাদের নিজেদের ব্যতীত অন্য কোন দুশমনদেরকে তাদের উপর আধিপত্যশালী করব না যাতে তারা তোমার উম্মাতকে বিনাশ করতে সুযোগ না পায়, এমনকি (দুনিয়ার) সকল অঞ্চল হতে তারা একজোট হয়ে এলেও। তবে তারা পরস্পর পরস্পরকে ধ্বংস করবে এবং কতক কতককে বন্দী করবে।

সহীহ, ইবনু মা-জাহ (৩৯৫২), মুসলিম।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

١٥ - بَابُ مَا جَاءَ كَيْفَ يَكُوْنُ الرَّجُلَ فِي الْفِتْنَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫ ॥ ফিত্‌নায় পতিত ব্যক্তি প্রসঙ্গে

٢١٧٧ - حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوْسَى الْقَزَّازُ الْبَصْرِيُّ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ابْنُ سَعِيْدٍ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ، عَنْ رَّجُلٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ أُمِّ مَالِكِ الْبَهْزِيَّةِ، قَالَتْ : ذَكَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِتْنَةً، فَقَرَّبَهَا، قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللهِ! مَنْ خَيْرُ النَّاسِ فِيْهَا؟ قَالَ : "رَجُلٌ فِيْ مَاشِيَتِهِ، يُؤَدِّيْ حَقَّهَا، وَيَعْبُدُ رَبَّهُ، وَرَجُلٌ أَخِذٌ بِرَأْسِ فَرَسِهِ، يُخِيْفُ الْعَدُوَّ وَيُخِيْفُوْنَهُ".

- صحيح : "الصحيحة" (٦٩٨)، "التعليق الرغيب" (٢/١٥٣).

২১৭৭। উম্মু মালিক আল-বাহ্‌যিয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, কোন একদিন একটি ফিতনার উল্লেখ করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তা খুবই নিকটবর্তী। বর্ণনাকারী বলেন, আমি প্রশ্ন করলাম, হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! এ ফিত্‌না চলাকালে সর্বত্তোম ব্যক্তি কে হবে? তিনি বললেন ঃ যে লোক তার পশুপাল নিয়ে ব্যস্ত থাকবে, পশুপালের হক্ব (যাকাত) প্রদান করবে এবং তাঁর প্রভুর ইবাদাত করবে। আর যে লোক তার ঘোড়ার মাথা ধরে থাকবে এবং শত্রুদের ভীতি প্রদর্শন করবে এবং তারাও তাকে ভয় দেখাবে।

সহীহ, সহীহাহ্ (৬৯৮), তা'লীকুর রাগীব (২/১৫৩)।

আবূ ঈসা বলেন, উম্মু মুবাশশির, আবূ সাঈদ ও ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান এবং উপরোক্ত সূত্রে গারীব। এ হাদীসটি তাউস-উম্মু মালিক আল-বাহযিয়া (রাঃ)-এর বরাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে লাইস ইবনু আবূ সুলাইমও বর্ণনা করেছেন।

١٧ – بَابُ مَا جَاءَ فِيْ رَفْعِ الْأَمَانَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭ ॥ আমানাতদারি থাকবে না

٢١٧٩ – حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ : حَدَّثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَدِيْثَيْنِ؛ قَدْ رَأَيْتُ أَحَدَهُمَا، وَأَنَا أَنْتَظِرُ الْآخَرَ، حَدَّثَنَا : "إِنَّ الْأَمَانَةَ نَزَلَتْ فِيْ جَذْرِ قُلُوْبِ الرِّجَالِ، ثُمَّ نَزَلَ الْقُرْآنُ، فَعَلِمُوْا مِنَ الْقُرْآنِ، وَعَلِمُوْا مِنَ السُّنَّةِ". ثُمَّ حَدَّثَنَا عَنْ رَفْعِ الْأَمَانَةِ، فَقَالَ : "يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ، فَتُقْبَضُ الْأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ، فَيَظَلُّ أَثَرُهَا مِثْلَ الْوَكْتِ، ثُمَّ يَنَامُ نَوْمَةً، فَتُقْبَضُ الْأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ، فَيَظَلُّ أَثَرُهَا مِثْلَ أَثَرِ الْمَجْلِ؛ كَجَمْرٍ دَحْرَجْتَهُ عَلٰى رِجْلِكَ، فَنَفِطَتْ، فَتَرَاهُ مُنْتَبِرًا، وَلَيْسَ فِيْهِ شَيْءٌ– ثُمَّ أَخَذَ حَصَاةً، فَدَحْرَجَهَا عَلٰى رِجْلِهِ، قَالَ–، فَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُوْنَ، لَا يَكَادُ أَحَدُهُمْ يُؤَدِّي الْأَمَانَةَ، حَتّٰى يُقَالَ : إِنَّ فِيْ بَنِيْ فُلَانٍ رَجُلًا أَمِيْنًا، وَحَتّٰى يُقَالَ لِلرَّجُلِ : مَا أَجْلَدَهُ وَأَظْرَفَهُ وَأَعْقَلَهُ! وَمَا فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ مِّنْ إِيْمَانٍ". قَالَ : وَلَقَدْ أَتٰى عَلَيَّ زَمَانٌ؛ وَمَا أُبَالِيْ أَيُّكُمْ بَايَعْتُ فِيْهِ : لَئِنْ كَانَ مُسْلِمًا؛ لَيَرُدَّنَّهُ عَلَيَّ دِيْنُهُ، وَلَئِنْ كَانَ يَهُوْدِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا؛ لَيَرُدَّنَّهُ عَلَيَّ سَاعِيْهِ، فَأَمَّا الْيَوْمَ؛ فَمَا كُنْتُ لِأُبَايِعَ مِنْكُمْ إِلَّا فُلَانًا وَفُلَانًا.

– صحيح : ق.

২১৭৯। হুযাইফা ইবনুল ইয়ামা-ন (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি

বলেন, কোন একদিন আমাদের সামনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুটি হাদীস বর্ণনা করেন। আমি এদুটির মধ্যে একটিকে প্রকাশিত হতে দেখেছি এবং অপরটির অপেক্ষায় আছি। তিনি বলেন ঃ নিশ্চয়ই মানুষের হৃদয়মূলে আমানাত অবতীর্ণ হয়। তারপর কুরআন অবতীর্ণ হয়। সুতরাং তারা কুরআনের শিক্ষা অর্জন করে এবং সুন্নাহ (হাদীস) সম্বন্ধেও শিক্ষা অর্জন করে। তারপর আমানাত তুলে নেয়া প্রসঙ্গে তিনি বলেন, মানুষ ঘুমিয়ে যাবে এবং এই অবস্থায় তার হৃদয় হতে আমানাত তুলে নেয়া হবে। আর এর চিহ্নটা হবে কালো বিন্দুর মতো। তারপর সে নিদ্রামগ্ন হবে এবং আমানাত তুলে নেয়া হবে। এতে ফোসকার ন্যায় চিহ্ন পড়বে, যেমন জ্বলন্ত অঙ্গার তোমার পায়ে রাখা হলে ফোসকা পড়ে। তুমি তা স্ফীত অবস্থায় দেখতে পাও কিন্তু তার ভিতরে কিছুই নেই। তারপর তিনি তাঁর পায়ে একটি শিলাখণ্ড রেখে দেখান। তিনি আরো বলেন, মানুষেরা ব্যবসা-বাণিজ্য ও কেনা-বেচা করবে কিন্তু কেউই আমানাত রক্ষা করবে না। এমনকি বলা হবে অমুক গোত্রে একজন বিশ্বস্ত ও আমানাতদার লোক আছে। এরকম পরিস্থিতি দাঁড়াবে যে, কারো প্রসঙ্গে বলা হবে, সে কত বড় জ্ঞানী, সে কত হুঁশিয়ার এবং সে কত সাহসী। অথচ তার অন্তরে সরিষা পরিমাণ ঈমানও থাকবে না। হুযাইফা (রাঃ) বলেন, আমার উপর দিয়ে এমন একটি সময় অতিবাহিত হয়েছে যখন আমি তোমাদের কারো সাথে বেচা-কেনার চিন্তা করতাম না। কেননা, সে ব্যক্তি মুসলমান হলে তার দ্বীনদারিই তাকে আমার প্রাপ্য ফিরত দিতে বাধ্য করত। আর সে ইয়াহূদী বা খৃস্টান হলে তার শাসকই তাকে আমার প্রাপ্য আদায় করে দিত। কিন্তু এখন আমি অমুক অমুক লোক ব্যতীত তোমাদের কারো সাথে কেনা-বেচা ও ব্যবসা-বাণিজ্য করি না।

সহীহ, বুখারী, মুসলিম।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

١٨ - بَابُ مَا جَاءَ لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৮ ॥ তোমরা তো তোমাদের পূর্ববর্তীদের রীতিনীতি অবলম্বন করবে

٢١٨٠ - حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمَخْزُوْمِيُّ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سِنَانِ بْنِ أَبِيْ سِنَانٍ، عَنْ أَبِيْ وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ : أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمَّا خَرَجَ إِلٰى حُنَيْنٍ؛ مَرَّ بِشَجَرَةٍ لِلْمُشْرِكِيْنَ- يُقَالُ لَهَا : ذَاتُ أَنْوَاطٍ-، يُعَلِّقُوْنَ عَلَيْهَا أَسْلِحَتَهُمْ، فَقَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! اِجْعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ كَمَا لَهُمْ ذَاتُ أَنْوَاطٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "سُبْحَانَ اللّٰهِ! هٰذَا كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوْسٰى : {اِجْعَلْ لَنَا إِلٰهًا كَمَا لَهُمْ اٰلِهَةٌ}! وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ؛ لَتَرْكَبُنَّ سُنَّةَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ".

- صحيح : "ظلال الجنة" (٧٦)، "المشكاة" (٥٣٦٩).

২১৮০। আবূ ওয়াকিদ আল-লাইসী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, হুনাইনের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাত্রা শুরু করলেন। তিনি মুশরিকদের একটি গাছের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। সেই গাছটিকে 'যাতু আনওয়াত' বলা হতো। তারা এর মধ্যে তাদের অস্ত্রসমূহ লটকিয়ে রাখত। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! তাদের যাতু আনওয়াতের মতো আমাদের জন্য একটা যাতু আনওয়াতের ব্যবস্থা করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ সুবহানাল্লাহ! এটা তো মূসা (আঃ)-এর উম্মাতের কথার মতো হলো। তারা বলেছিল, কাফিরদের যেমন অনেক উপাস্য রয়েছে তদ্রূপ আমাদেরও উপাস্যের ব্যবস্থা করে দিন। সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ! তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তীগণের নীতি অবলম্বন করবে।

সহীহ, যিলালুল জান্নাহ্ (৭৬), মিশকাত (৫৩৬৯)।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্। আবূ ওয়াকিদ আল-লাইসীর নাম আল-হারিস ইবনু আওফ। আবূ সাঈদ ও আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে।

١٩ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَلَامِ السِّبَاعِ
অনুচ্ছেদ ঃ ১৯ ॥ হিংস্র জন্তু কথা বলবে

٢١٨١ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيْعٍ : حَدَّثَنَا أَبِيْ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفَضْلِ : حَدَّثَنَا أَبُوْ نَضْرَةَ الْعَبْدِيُّ، عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ؛ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ، حَتّٰى تُكَلِّمَ السِّبَاعُ الْإِنْسَ، وَحَتّٰى تُكَلِّمَ الرَّجُلَ عَذَبَةُ سَوْطِهِ، وَشِرَاكُ نَعْلِهِ، وَتُخْبِرَهُ فَخِذُهُ بِمَا أَحْدَثَ أَهْلُهُ مِنْ بَعْدِهِ".

- صحيح : "الصحيحة" (١٢٢)، "المشكاة" (٥٤٥٩).

২১২৭। আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ! কিয়ামাত সংঘটিত হবে না যে পর্যন্ত না হিংস্র প্রাণী মানুষের সাথে কথা বলবে, যে পর্যন্ত না কারো চাবুকের মাথা এবং জুতার ফিতা তার সাথে কথা বলবে এবং তার উরুদেশ বলে দিবে তার অনুপস্থিতিতে তার পরিবার কি করেছে।

সহীহ, সহীহাহ (১২২), মিশকাত (৫৪৫৯)।

আবূ ঈসা বলেন, আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান সহীহ্ গারীব। কেননা, এ হাদীসটি আল-কাসিম ইবনুল ফাযলের রিওয়ায়াত ব্যতীত আমাদের জানা নেই। হাদীস বিশারদদের মতে আল-কাসিম ইবনুল ফাযল নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত বর্ণনাকারী। ইয়াহ্ইয়া ইবনু সাঈদ আল-কাত্তান ও আবদুর রাহমান ইবনু মাহ্দী তাঁকে সিকাহ্ (নির্ভরযোগ্য) বর্ণনাকারী বলেছেন।

٢٠ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ اِنْشِقَاقِ الْقَمَرِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২০ ॥ চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়া প্রসঙ্গে

٢١٨٢ - حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ : حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ : اِنْفَلَقَ الْقَمَرُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "اِشْهَدُوْا".

- صحيح : م (١٣٣/٨).

২১৮২। ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমলে একদা চাঁদ বিদীর্ণ হলো। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তোমরা সাক্ষী থাকো।

সহীহ, মুসলিম (৮/১৩৩)।

আবূ ঈসা বলেন, ইবনু মাসউদ, আনাস ও জুবাইর ইবনু মুতইম (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

٢١ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخَسْفِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২১ ॥ ভূমিধস প্রসঙ্গে

٢١٨٣ - حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ فُرَاتٍ الْقَزَّازِ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيْدٍ، قَالَ : أَشْرَفَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ غُرْفَةٍ؛ وَنَحْنُ نَتَذَاكَرُ السَّاعَةَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تَرَوْا عَشْرَ اٰيَاتٍ : طُلُوْعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَيَأْجُوْجَ وَمَأْجُوْجَ، وَالدَّابَّةَ، وَثَلَاثَةَ خُسُوْفٍ : خَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ،

وَخَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ، وَخَسْفٌ بِجَزِيْرَةِ الْعَرَبِ، وَنَارٌ تَخْرُجُ مِنْ قَعْرِ عَدَنَ، تَسُوْقُ النَّاسَ -أَوْ تَحْشُرُ النَّاسَ -، فَتَبِيْتُ مَعَهُمْ حَيْثُ بَاتُوا، وَتَقِيْلُ مَعَهُمْ حَيْثُ قَالُوا".

- صحيح م (٨/١٧٨-١٧٩).

২১৮৩। হুযাইফা ইবনু উসাইদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, কোন একদিন কিয়ামাত প্রসঙ্গে আমরা কথা-বার্তা বলছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরকম সময় তাঁর ঘর হতে বেরিয়ে আমাদের সামনে এলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তোমরা দশটি নিদর্শন না দেখা পর্যন্ত কিয়ামাত সংঘটিত হবে না ঃ (১) পশ্চিম প্রান্ত হতে সূর্য উঠবে, (২) ইয়াজূজ ও মাজূজের আত্মপ্রকাশ ঘটবে, (৩) দাব্বাতুল আরদ নামক প্রাণীর আত্মপ্রকাশ ঘটবে, তিনটি ভূমি ধস হবে ঃ (৪) একটি প্রাচ্যে (৫) একটি পাশ্চাত্যে এবং (৬) একটি আরব উপদ্বীপে, (৭) ইয়ামানের অন্তর্গত আদন (এডেন)-এর একটি গভীর কূপ হতে অগ্নুৎপাত হবে, যা মানুষকে তাড়িয়ে নেবে বা একত্র করবে, তারা যেখানে রাত্রি যাপন করবে আগুনও সেখানে রাত্রি কাটাবে এবং তারা যেখানে দিনের বেলায় বিশ্রাম করবে, আগুনও সেখানেই বিশ্রাম করবে। সহীহ, মুসলিম (৮/১৭৮-১৭৯)।

উপরোক্ত হাদীসের মতো হাদীস মাহ্মূদ ইবনু গাইলান-ওয়াকী হতে, তিনি সুফিয়ান (রাহঃ) হতে এই সনদসূত্রে বর্ণিত আছে। তাতে আছে ঃ আদ-দুখান অর্থাৎ ধোঁয়া নির্গত হবে। এ বর্ণনাটিও সহীহ্। হান্নাদ-আবুল আহ্ওয়াস হতে, তিনি ফুরাত আল-কায্যায (রাহঃ)-এর সূত্রেও সুফিয়ান হতে ওয়াকী (রাহঃ)-এর সূত্রে বর্ণিত হাদীসের ন্যায় বর্ণিত আছে। মাহ্মূদ ইবনু গাইলান-আবূ দাউদ আত-তাইয়ালিসী হতে, তিনি শুবা ও মাসউদী-ফুরাত আল-কাযযায (রাহঃ) হতে ফুরাতের সূত্রে সুফিয়ান বর্ণিত পূর্বোক্ত হাদীসের মতো হাদীস বর্ণিত আছে। এই বর্ণনায় দাজ্জাল ও ধোঁয়ার উল্লেখ আছে। এ বর্ণনাটিও সহীহ্। আবূ মূসা মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না-আবুন নু'মান আল-হাকাম ইবনু আবদুল্লাহ আল-ইজলী

হতে, তিনি শুবা হতে, তিনি ফুরাত (রাহঃ)-এর সূত্রে আবূ দাউদ-শুবা (রাহঃ)-এর সূত্রে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে এ সূত্রে আরো আছে ঃ "কিয়ামাতের দশম নিদর্শন হলো এমন প্রবল বাতাস যা তাদেরকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করবে অথবা ঈসা ইবনু মারইয়াম (আঃ)-এর অবতরণ"। সহীহ, প্রাগুক্ত। আবূ ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে আলী, আবূ হুরাইরা, উম্মু সালামা ও সাফিয়্যা (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

٢١٨٤ – حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ : حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيْ إِدْرِيْسَ الْمُرْهِبِيِّ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صَفْوَانَ، عَنْ صَفِيَّةَ، قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : "لَا يَنْتَهِي النَّاسُ عَنْ غَزْوِ هٰذَا الْبَيْتِ، حَتّٰى يَغْزُوَ جَيْشٌ، حَتّٰى إِذَا كَانُوْا بِالْبَيْدَاءِ – أَوْ بِبَيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ –؛ خُسِفَ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ، وَلَمْ يَنْجُ أَوْسَطُهُمْ"، قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللهِ!، فَمَنْ كَرِهَ مِنْهُمْ؟ قَالَ : "يَبْعَثُهُمُ اللهُ عَلٰى مَا فِيْ أَنْفُسِهِمْ".

– صحيح : "التعليق على ابن ماجه".

২১৮৪। সাফিয়্যা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলার এই ঘরের (কা'বা) বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করা হতে মানুষ বিরত থাকবে না। অবশেষে একটি বাহিনী লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়ে যখন বাইদা নামক উপত্যকা অথবা উন্মুক্ত প্রান্তরে হাযির হবে তখন তাদের সম্মুখ-পিছনের সবাইকে নিয়ে যমীন ধসে যাবে। তাদের মধ্যভাগের মানুষও মুক্তি পাবে না। আমি প্রশ্ন করলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! তাদের মধ্যে যেসব ব্যক্তি জোর-জবরদস্তির ফলে বাধ্য হয়ে অংশগ্রহণ করবে তাদের কি হবে? তিনি বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তাদের অন্তরের নিয়্যাত অনুসারে পুনরুত্থান করবেন।

সহীহ, তা'লীক আলা ইবনু মা-জাহ।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

٢١٨٥ – حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ : حَدَّثَنَا صَيْفِيُّ بْنُ رِبْعِيٍّ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "يَكُوْنُ فِيْ اٰخِرِ الأُمَّةِ خَسْفٌ، وَمَسْخٌ، وَقَذْفٌ"، قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! أَنَهْلِكُ وَفِيْنَا الصَّالِحُوْنَ؟! قَالَ : "نَعَمْ، إِذَا ظَهَرَ الْخُبْثُ".

– صحيح : "الصحيحة" (٩٨٧)، "الروض النضير" (٣٩٤/٢).

২১৮৫। আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ এই উম্মাতের শেষ পর্যায়ে ভূমিধস, শারীরিক অবয়ব বিকৃতি ও পাথর বর্ষণের শাস্তি নিপতিত হবে। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আমাদের মাঝে সৎলোক বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও কি আমাদের ধ্বংস করে দেয়া হবে? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, যখন ঘৃণ্য পাপাচারের প্রকাশ ও ব্যাপক প্রসার ঘটবে।

সহীহ্, সহীহাহ্ (৯৮৭), রাওযুন নাযীর (২/৩৯৪)।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি আইশা (রাঃ)-এর রিওয়ায়াত হিসাবে গারীব। আমরা এ হাদীসটি শুধুমাত্র উপরোক্ত সূত্রেই জেনেছি। ইয়াহ্ইয়া ইবনু সাঈদ (রাহঃ) আবদুল্লাহ ইবনু উমার আল-উমারীর স্মৃতিশক্তি দুর্বল বলে সমালোচনা করেছেন (অবশ্য তার ছোট ভাই উবাইদুল্লাহ একজন নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী)।

٢٢ – بَابُ مَا جَاءَ فِيْ طُلُوْعِ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا

অনুচ্ছেদ ঃ ২২ ॥ পশ্চিম প্রান্ত হতে সূর্যোদয়

٢١٨٦ – حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ، قَالَ : دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ حِيْنَ غَابَتِ

الشَّمْسُ؛ وَالنَّبِيُّ ﷺ جَالِسٌ، فَقَالَ : "يَا أَبَا ذَرٍّ! أَتَدْرِيْ أَيْنَ تَذْهَبُ هَذِهِ؟"، قَالَ : قُلْتُ : اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ، قَالَ : "فَإِنَّهَا تَذْهَبُ تَسْتَأْذِنُ فِي السُّجُوْدِ؛ فَيُؤْذَنُ لَهَا، وَكَأَنَّهَا قَدْ قِيْلَ لَهَا : اُطْلُعِيْ مِنْ حَيْثُ جِئْتِ، فَتَطْلُعُ مِنْ مَغْرِبِهَا"، قَالَ : ثُمَّ قَرَأَ : {وَذٰلِكَ مُسْتَقَرٌّ لَّهَا}.

قال : وذلك قراءة عبد الله بن مسعود.

– صحيح : ق.

২১৮৬। আবূ যার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ কোন একদিন আমি সূর্য অস্ত যাওয়ার সময় মাসজিদে গেলাম। সে সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে বসা অবস্থায় ছিলেন। তিনি বললেন ঃ হে আবূ যার! তুমি কি জান এই সূর্য কোথায় যায়? আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। তিনি বললেন ঃ সে (আল্লাহ্ তা'আলার নিকটে) সাজদার অনুমতি প্রার্থনা করতে যায়। তারপর তাকে সম্মতি প্রদান করা হয় এবং তাকে যেন বলা হয়, তুমি যে প্রান্তে এসেছ সে প্রান্ত হতেই উদিত হও। সে তখন পশ্চিম প্রান্ত হতে উদিত হবে। বর্ণনাকারী বলেন, তারপর তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করেন ঃ "এবং এটাই তার নির্দিষ্ট গন্তব্য স্থল।" (সূরা ঃ ইয়াসীন– ৩৮)। তিনি (আবূ যার) বলেন, এটি আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদের কিরা'আত।

সহীহ, বুখারী, মুসলিম।

আবূ ঈসা বলেন, সাফওয়ান ইবনু আসসাল, হুযাইফা ইবনু উসাইদ, আনাস ও আবূ মূসা (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

٢٣ – بَابُ مَا جَاءَ فِيْ خُرُوْجِ يَأْجُوْجَ، وَمَأْجُوْجَ
অনুচ্ছেদ ঃ ২৩ ॥ ইয়াজূজ ও মাজূজের আত্মপ্রকাশ

٢١٨٧ – حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمَخْزُوْمِيُّ، وَأَبُوْ بَكْرِ بْنُ

نَافِعٍ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ حَبِيْبَةَ، عَنْ أُمِّ حَبِيْبَةَ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، قَالَتْ : اِسْتَيْقَظَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ نَوْمٍ مُحْمَرًّا وَجْهُهُ؛ وَهُوَ يَقُوْلُ : "لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ -يُرَدِّدُهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ-، وَيْلٌ لِلْعَرَبِ؛ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ؛ فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوْجَ وَمَأْجُوْجَ مِثْلُ هٰذِهِ"، وَعَقَدَ عَشْرًا، قَالَتْ زَيْنَبُ : قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! أَفَنَهْلِكُ وَفِيْنَا الصَّالِحُوْنَ؟! قَالَ : "نَعَمْ؛ إِذَا كَثُرَ الْخُبْثُ".

– صحيح : "ابن ماجه" (٣٩٥٣) ق.

২১৮৭। যাইনাব বিনতু জাহ্‌শ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, কোন একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুম হতে জাগ্রত হলেন, তখন তাঁর মুখমণ্ডল রক্তিমবর্ণ ধারণ করেছিল। তিনি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলতে লাগলেন। তা তিনবার বলার পর তিনি বললেন ঃ ঘনিয়ে আসা দুর্যোগে আরবদের দুর্ভাগ্য। আজ ইয়াজূজ-মাজূজের প্রাচীর এতটুকু পরিমাণ ফাঁক হয়ে গেছে। এই বলে তিনি তর্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুলের সাহায্যে দশ সংখ্যার বৃত্ত করে ইঙ্গিত করেন। যাইনাব (রাঃ) বলেন, আমি প্রশ্ন করলাম, হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আমাদের মধ্যে সৎ লোক থাকাবস্থায়ও কি আমরা হবো? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, যখন পাপাচারের বিস্তার ঘটবে।

সহীহ, ইবনু মা-জাহ (৩৯৫৩), বুখারী, মুসলিম।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্। এ হাদীসটিকে সুফিয়ান (রাহঃ) উত্তম বলে মন্তব্য করেছেন। হুমাইদী, আলী ইবনুল মাদীনী এবং আরোও অনেকে মুফ্ইয়ান ইবনু উয়াইনাহ্ হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। হুমাইদী বলেন, সুফিয়ান ইবনু উয়াইনা বলেছেন, আমি এ হাদীসের সনদে চারজন মহিলার নাম যুহরীর নিকট হতে মুখস্থ করেছি। যাইনাব বিনতু

আবূ সালামা ও হাবীবা দুজনই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পত্নীকন্যা (তাদের পূর্ব স্বামীর ঔরসজাত) ছিলেন। উম্মু হাবীবা ও যাইনাব বিনতি জাহ্‌শ (রাঃ) হতে বর্ণনা করা হয়েছে। তাঁরা দুজন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী ছিলেন। এ হাদীসটি যুহ্‌রীর সূত্রে মা'মার আরোও অনেকে বর্ণনা করেছেন কিন্তু তারা সনদে হাবীবার কথা উল্লেখ করেননি। এই হাদীসটি ইবনু উয়াইনার কোন কোন শিষ্য ইবনু উয়াইনার সূত্রে বর্ণনা করেছেন কিন্তু তারা সনদে উম্মু হাবীবা (রাঃ)-এর নাম উল্লেখ করেননি।

٢٤ - بَابُ فِيْ صِفَةِ الْمَارِقَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২৪ ॥ মারিকা অর্থাৎ খারিজীদের বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে

٢١٨٨ - حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ : حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "يَخْرُجُ فِيْ اٰخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ أَحْدَاثُ الْأَسْنَانِ، سُفَهَاءُ الْأَحْلَامِ، يَقْرَءُوْنَ الْقُرْاٰنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، يَقُوْلُوْنَ مِنْ قَوْلِ خَيْرِ الْبَرِيَّةِ، يَمْرُقُوْنَ مِنَ الدِّيْنِ؛ كَمَا يَمْرقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ".

- حسن صحيح : "ابن ماجه" (١٦٨) ق.

২১৮৮। আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ শেষ যুগে আবির্ভাব ঘটবে এক সম্প্রদায়ের, যারা বয়সে হবে নবীন, বুদ্ধিতে অপরিপক্ক ও নির্বোধ হবে। তারা কুরআন তিলাওয়াত করবে কিন্তু তা তাদের গলার নীচের হাড়ও অতিক্রম করবে না। তারা সৃষ্টির সেরা মানুষের কথাই বলবে, কিন্তু তারা এমনভাবে ধর্ম হতে বেরিয়ে যাবে, যেমনভাবে তীর ধনুক হতে বেরিয়ে যায়।

হাসান, সহীহ, ইবনু মা-জাহ (১৬৮), বুখারী, মুসলিম।

আবূ ঈসা বলেন, আলী, আবূ সাঈদ ও আবূ যার (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান সহীহ্। উক্ত সম্প্রদায়ের ব্যাপারে এ হাদীস ব্যতীত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আরো হাদীস রয়েছে, যাদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, "তারা কুরআন তিলাওয়াত করবে, কিন্তু তা তাদের গলার হাড়ও অতিক্রম করবে না, যেমনিভাবে তীর ধনুক হতে বেরিয়ে যায় তেমনিভাবে তারাও ধর্ম হতে বেরিয়ে যাবে" তাদের প্রসঙ্গে উক্ত হাদীসসমূহে বলা হয়েছে যে, এরা হলো হারূরী প্রভৃতি খারিজী সম্প্রদায়।

٢٥ - بَابُ فِي الْأَثَرَةِ وَمَا جَاءَ فِيْهِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২৫ ॥ স্বজনপ্রীতি, স্বার্থপরতা ও পক্ষপাতিত্ব প্রসঙ্গে

٢١٨٩ - حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ : حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ : حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ : أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! اِسْتَعْمَلْتَ فُلَانًا وَلَمْ تَسْتَعْمِلْنِيْ؟! فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ :

"إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِيْ أَثَرَةً؛ فَاصْبِرُوْا حَتّٰى تَلْقَوْنِيْ عَلَى الْحَوْضِ".

- صحيح : "الظلال" (٧٥٢، ٧٥٣) ق.

২১৮৯। উসাইদ ইবনু হুযাইর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, কোন একদিন একজন আনসারী বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আপনি অমুক ব্যক্তিকে কর্মকর্তা হিসাবে নিয়োগ করেছেন অথচ আমাকে নিয়োগ করেননি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তোমরা খুব শীঘ্রই আমার পরে স্বজনপ্রীতি (স্বার্থপরতা) দেখতে পাবে। যতক্ষণ পর্যন্ত না হাউযে কাউসারে আমার সাথে তোমাদের দেখা হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা ধৈর্য ধারণ করতে থাক। সহীহ, আযযিলাল (৭৫২, ৭৫৩), বুখারী, মুসলিম।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

٢١٩٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : "إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِيْ أَثَرَةً، وَأُمُوْرًا تُنْكِرُوْنَهَا"، قَالَ : فَمَا تَأْمُرُنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟! قَالَ : "أَدُّوْا إِلَيْهِمْ حَقَّهُمْ، وَسَلُوا اللّٰهَ الَّذِيْ لَكُمْ".

- صحيح خ (٧٠٥٢، ٦/١٦-١٧).

২১৯০। আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা খুব শীঘ্রই আমার পরে স্বজনপ্রীতি, পক্ষপাতিত্ব ও তোমাদের অপছন্দনীয় অনেক বিষয় দেখতে পাবে। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! ঐ সময়ে কি করার জন্য আমাদেরকে নির্দেশ দেন? তিনি বললেন ঃ তোমাদের উপর তাদের যে অধিকার রয়েছে তোমরা তা পূর্ণ করবে এবং তোমাদের অধিকার আল্লাহ্ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করবে।

সহীহ, বুখারী (৭০৫২, ৬/১৬-১৭)।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

٢٧ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الشَّامِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২৭ ॥ সিরিয়াবাসীদের প্রসঙ্গে

٢١٩٢ - حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ : حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "إِذَا فَسَدَ أَهْلُ الشَّامِ؛ فَلَا خَيْرَ فِيْكُمْ، لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِيْ مَنْصُوْرِيْنَ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ، حَتّٰى تَقُوْمَ السَّاعَةُ".

- صحيح : "ابن ماجه" (٦).

২১৩৮। মুআবিয়া ইবনু কুররা (রাহঃ) হতে তার বাবার সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন সিরিয়াবাসীরা খারাপ হয়ে যাবে তখন তোমাদের আর কোন কল্যাণ থাকবে না। তবে আমার উম্মাতের মধ্যে একটি দল সকল সময়েই সাহায্যপ্রাপ্ত (বিজয়ী) থাকবে। যেসব লোকেরা তাদেরকে অপমানিত করতে চায় তারা কিয়ামাত পর্যন্ত তাদের কোন ক্ষতি সাধন করতে পারবে না।

সহীহ, ইবনু মা-জাহ (৬)।

মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল (রাহঃ) বলেন, আলী ইবনুল মাদীনী বলেছেন, সাহায্যপ্রাপ্ত (বিজয়ী) সেই সম্প্রদায়টি হলো হাদীস বিশারদদের জামা'আত (আহ্‌লুল হাদীস)। আবূ ঈসা বলেন, আবদুল্লাহ ইবনু হাওয়ালা, ইবনু উমার, যাইদ ইবনু সাবিত ও আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এই হাদীসটি হাসান সহীহ। আহমাদ ইবনু মানী'-ইয়াযীদ ইবনু হারূন হতে তিনি বাহয্ ইবনু হাকীম হতে তিনি তার পিতা হতে, তিনি তার দাদা হতে তিনি (বাহযের দাদা) বলেছেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আপনি আমাকে কোথায় থাকতে নির্দেশ দেন? তিনি বললেন এখানে আর হাত দিয়ে সিরিয়ার দিকে ইঙ্গিত করলেন।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ : أَخْبَرَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ! أَيْنَ تَأْمُرُنِيْ؟ قَالَ : "هَا هُنَا"، وَنَحَا بِيَدِهِ نَحْوَ الشَّامِ.

– صحيح : "فضائل الشام" (حديث ١٣).

বাহ্য ইবনু হাকীম (রাঃ) হতে তার বাবা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, (উপরোক্ত হাদীসের বক্তব্য শুনে) আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আমাকে কোন্ জায়গায় বসবাসের জন্য আপনি নির্দেশ দিচ্ছেন? তিনি বললেন ঃ এই দিকে। তিনি এই কথা বলে হাত দিয়ে সিরিয়ার দিকে ইশারা করেন।

সহীহ, ফাযাইলুশ্‌শাম হাদীস নং ১৩।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

٢٨ - بَابُ مَا جَاءَ لاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ

অনুচ্ছেদ ঃ ২৮ ॥ আমার পরে তোমরা পরস্পর হানাহানি করে কুফরীতে প্রত্যাবর্তন করো না

٢١٩٣ - حَدَّثَنَا أَبُوْ حَفْصٍ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ : حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ : حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : "لاَ تَرْجِعُوْابَعْدِي كُفَّارًا؛ يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ".

- صحيح : "ابن ماجه" (٣٩٤٢، ٣٩٤٣)ق.

২১৯৩। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার পরবর্তীতে তোমরা পরস্পর হানাহানি করে কুফরীর দিকে প্রত্যাবর্তন করো না।

সহীহ, ইবনু মা-জাহ (৩৯৪২-৩৯৪৩), বুখারী, মুসলিম।

আবূ ঈসা বলেন, আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ, জারীর, ইবনু উমার, কুরয ইবনু আলকামা ওয়াসিলা ইবনুল আসকা ও আস-সুনাবিহী (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

٢٩ بَابُ مَا جَاءَ أَنَّهُ تَكُوْنُ فِتْنَةٌ الْقَاعِدُ فِيْهَا خَيْرٌ مِّنَ الْقَائِمِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২৯ ॥ এমন এক বিপর্যয়কর যুগের আগমন ঘটবে যখন উপবিষ্ট ব্যক্তি দণ্ডায়মান ব্যক্তির চেয়ে ভাল (নিরাপদ) থাকবে

٢١٩٤ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ : أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي

وَقَّاصٍ قَالَ عِنْدَ فِتْنَةِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ : أَشْهَدُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : "إِنَّهَا سَتَكُوْنُ فِتْنَةٌ؛ اَلْقَاعِدُ فِيْهَا خَيْرٌ مِّنَ الْقَائِمِ، وَالْقَائِمُ خَيْرٌ مِّنَ الْمَاشِيْ، وَالْمَاشِيْ خَيْرٌ مِّنَ السَّاعِيْ"، قَالَ : أَفَرَأَيْتَ إِنْ دَخَلَ عَلَيَّ بَيْتِيْ، وَبَسَطَ يَدَهُ إِلَيَّ لِيَقْتُلَنِيْ؟! قَالَ : "كُنْ كَابْنِ أٰدَمَ".

– صحيح : "الإرواء" (١٠٤/٨).

২১৯৪। বুসর ইবনু সাঈদ (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, খালীফা উসমান ইবনু আফফান (রাঃ)-এর (রাজনৈতিক) বিপর্যয় ও বিদ্রোহকালে সা'দ ইবনু আবী ওয়াককাস (রাঃ) বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ অনতি বিলম্বেই এমন এক বিপর্যয়ের আত্মপ্রকাশ ঘটবে যখন বসে থাকা ব্যক্তি দাঁড়িয়ে থাকা ব্যক্তির চেয়ে ভাল (নিরাপদ) থাকবে, দাঁড়িয়ে থাকা ব্যক্তি চলমান ব্যক্তির চেয়ে ভাল থাকবে, আর চলমান ব্যক্তি দ্রুতগামী ব্যক্তির চেয়ে ভাল থাকবে। সা'দ (রাঃ) বলেন, আপনি এ ব্যাপারে কি মনে করেন যদি ফিতনাবাজ কোন লোক আমার ঘরে প্রবেশ করে এবং আমাকে খুন করতে উদ্যত হয়? তিনি বললেন ঃ তুমি আদমের ছেলের (হাবীলের) মতো হয়ে যাও।

সহীহ ঃ ইরওয়া (৮/১০৪)

আবূ ঈসা বলেন, আবূ হুরাইরা, খাব্বাব ইবনুল আরাত্তি, আবূ বাকরা, ইবনু মাসউদ, আবূ ওয়াকিদ, আবূ মূসা ও খারাশা (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান। এ হাদীসটি লাইস ইবনু সা'দের সূত্রে কেউ কেউ বর্ণনা করেছেন এবং আরো একজন বর্ণনাকারীর কথা এই সনদে উল্লেখ রয়েছে। এ হাদীসটি অন্য সূত্রেও সা'দ (রাঃ)-এর বরাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত আছে।

٣٠ - بَابُ مَا جَاءَ سَتَكُوْنُ فِتَنٌ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩০ ॥ অনতিবিলম্বেই অন্ধকার রাতের টুকরার ন্যায় বিপর্যয় দেখা দিবে

٢١٩٥ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْعَلَاءِ ابْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : "بَادِرُوْا بِالْأَعْمَالِ فِتَنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ؛ يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِيْ كَافِرًا، وَيُمْسِيْ مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا؛ يَبِيْعُ أَحَدُهُمْ دِيْنَهُ بِعَرَضٍ مِّنَ الدُّنْيَا".

- صحيح : "الصحيحة" (٧٥٨) م.

২১৯৫। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ অন্ধকার রাতের টুকরার ন্যায় বিপর্যয় আগমনের পূর্বেই তোমরা সৎকাজের প্রতি অগ্রসর হও। ঐ সময় যে ব্যক্তি সকাল বেলায় মু'মিন থাকবে সে সন্ধ্যায় কাফির হয়ে যাবে এবং যে ব্যক্তি সন্ধ্যা বেলায় মু'মিন থাকবে সে সকালে কাফির হয়ে যাবে। মানুষ দুনিয়াবী স্বার্থের বিনিময়ে তার ধর্ম বিক্রয় করে দিবে।

সহীহ, সহীহাহ (৭৫৮), মুসলিম।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

٢١٩٦ - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ : حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ هِنْدٍ بِنْتِ الْحَارِثِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اِسْتَيْقَظَ لَيْلَةً، فَقَالَ : "سُبْحَانَ اللّٰهِ! مَاذَا أُنْزِلَ اللَّيْلَةَ مِنَ الْفِتْنَةِ؟! مَاذَا أُنْزِلَ مِنَ الْخَزَائِنِ؟! مَنْ يُّوْقِظُ صَوَاحِبَ الْحُجُرَاتِ؟! يَا رُبَّ

كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا عَارِيَةٌ فِي الْآخِرَةِ!".

- صحيح : خ.

২১৯৬। উম্মু সালামা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একরাতে ঘুম হতে জাগ্রত হয়ে বললেন ঃ সুবহানাল্লাহ! আজ রাতে কতই না বিপর্যয় নাযিল হয়েছে, কতই না অনুগ্রহের ভাণ্ডার অবতীর্ণ হয়েছে? এরূপ কে আছে যে এই গৃহবাসীদের জাগ্রত করবে? পৃথিবীতে অনেক পোশাক পরিহিতা, পরকালে থাকবে উলঙ্গ।

সহীহ, বুখারী

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

٢١٩٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، قَالَ : "تَكُوْنُ بَيْنَ يَدَي السَّاعَةِ فِتَنٌ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ؛ يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيْهَا مُؤْمِنًا، وَيُمْسِيْ كَافِرًا، وَيُمْسِيْ مُؤْمِنًا، وَيُصْبِحُ كَافِرًا؛ يَبِيْعُ أَقْوَامٌ دِيْنَهُمْ بِعَرَضٍ مِّنَ الدُّنْيَا".

- حسن صحيح : "الصحيحة" (٧٥٨، ٨١٠).

২১৯৭। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামাতের নিকটতম সময়ে অন্ধকার রাতের টুকরার মতো বিপর্যয়ের আত্মপ্রকাশ ঘটবে। তখন যে লোক সকাল বেলায় মু'মিন থাকবে সে সন্ধ্যায় কাফির হয়ে যাবে। আর যে লোক সন্ধ্যা বেলায় মু'মিন থাকবে সকালে সে কাফির হয়ে যাবে। একদল লোক দুনিয়াবী স্বার্থের বিনিময়ে তাদের ধর্ম বিক্রয় করবে।

হাসান সহীহ, সহীহাহ্ (৭৫৮, ৮১০)।

আবূ ঈসা বলেন, আবূ হুরাইরা, জুনদাব, নু'মান ইবনু বাশীর ও আবূ মূসা (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি উক্ত সূত্রে গারীব।

٢١٩٨ – حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ : حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ : كَانَ يَقُوْلُ فِيْ هٰذَا الْحَدِيْثِ : "يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا، وَيُمْسِي كَافِرًا، وَيُمْسِي مُؤْمِنًا، وَيُصْبِحُ كَافِرًا"، قَالَ : يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُحَرِّمًا لِدَمِ أَخِيْهِ وَعِرْضِهِ وَمَالِهِ، وَيُمْسِي مُسْتَحِلًّا لَهُ، وَيُمْسِي مُحَرِّمًا لِدَمِ أَخِيْهِ وَعِرْضِهِ وَمَالِهِ، وَيُصْبِحُ مُسْتَحِلًّا لَهُ.

– صحيح الإسناد عن الحسن –وهو البصري–.

২১৯৮। হাসান (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, এ হাদীসের ব্যাখ্যায় তিনি বলতেন যে, সেই বিপর্যয়ের সময়ে সকাল বেলায় যে লোক মু'মিন অবস্থায় থাকবে সন্ধ্যায় সে কাফির হয়ে যাবে আর যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় মু'মিন থাকবে সে সকালে কাফির হয়ে যাবে। কোন লোক তার অপর ভাইয়ের রক্ত (প্রাণ), সম্মান ও সম্পদ (ধ্বংস করা)-কে সকাল বেলায় অবৈধ মনে করবে, অথচ সে সন্ধ্যা বেলায় এগুলো নিজের জন্য বৈধ মনে করবে। আবার এক লোক তার ভাইয়ের রক্ত, সম্মান ও সম্পদকে সন্ধ্যা বেলায় অবৈধ মনে করবে, অথচ সে সকালে এগুলোকে নিজের জন্য বৈধ মনে করবে।

হাসান বাসরী হতে সহীহ সনদে বর্ণিত।

٢١٩٩ – حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ : حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ؛ وَرَجُلٌ سَأَلَهُ، فَقَالَ : أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ

عَلَيْنَا أُمَرَاءُ يَمْنَعُوْنَا حَقَّنَا، وَيَسْأَلُوْنَا حَقَّهُمْ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "اِسْمَعُوْا وَأَطِيْعُوْا؛ فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوْا، وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ".

- صحيح : م (١٩/٦).

২১৯৯। আলকামা ইবনু ওয়াইল ইবনু হুজর (রাহঃ) হতে তাঁর বাবার সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি (ওয়াইল) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি। কোন একজন লোক তাঁকে প্রশ্ন করল ঃ যদি আমাদের নেতারা এরূপ হয় যে, আমাদের প্রাপ্য অধিকার তারা প্রদান করে না কিন্তু তাদের প্রাপ্য অধিকার সঠিকভাবে আদায় করে নেয়, এমতাবস্থায় আমরা কি করব বলে আপনি মনে করেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ (তাদের কথা) শ্রবণ কর ও আনুগত্য কর। কেননা, তাদেরকে তাদের দায়-দায়িত্বের জন্য জবাবদিহি করতে হবে এবং তোমাদেরকে তোমাদের দায়-দায়িত্বের জন্য জবাবদিহি করতে হবে।

সহীহ, মুসলিম (৬/১৯)।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

٣١ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْهَرْجِ وَالْعِبَادَةِ فِيْهِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩১ ॥ ব্যাপক গণহত্যা চলাকালিন সময়ে ইবাদাত-বন্দিগীতে লিপ্ত থাকা

٢٢٠٠ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيْقِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيْ مُوْسٰى، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "إِنَّ مِنْ وَّرَائِكُمْ أَيَّامًا؛ يُرْفَعُ فِيْهَا الْعِلْمُ، وَيَكْثُرُ فِيْهَا الْهَرَجُ". قَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! مَا الْهَرَجُ؟ قَالَ : "اَلْقَتْلُ".

- صحيح : "صحيح الجامع" (٢٢٢٩).

২২০০। আবূ মূসা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের পরবর্তীতে এরূপ এক যুগের আগমন ঘটবে, যখন (দীনি) ইল্‌মকে উঠিয়ে নেয়া হবে এবং হারাজ বৃদ্ধি পাবে। সাহাবীগণ বলেন, হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! হারাজ কি? তিনি বললেন ঃ ব্যাপক গণহত্যা।

সহীহ, সহীহুল জামি' (২২২৯)।

আবূ ঈসা বলেন, আবূ হুরাইরা, খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ ও মা'কিল ইবনু ইয়াসার (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

٢٢٠١ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ زِيَادٍ، رَدَّهُ إِلٰى مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، رَدَّهُ إِلٰى مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، رَدَّهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : "اَلْعِبَادَةُ فِي الْهَرْجِ؛ كَالْهِجْرَةِ إِلَيَّ".

– صحيح : "ابن ماجه" (٣٩٨٥) م.

২২০১। মা'কিল ইবনু ইয়াসার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ব্যাপক গণহত্যা চলাকালিন সময়ে ইবাদাত করা আমার কাছে হিজরাতের সমতুল্য।

সহীহ, ইবনু মা-জাহ (৩৯৮৫), মুসলিম।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সহীহ্ গারীব। আমরা এ হাদীসটি শুধুমাত্র হাম্মাদ ইবনু যাইদ হতে মুআল্লা ইবনু যিয়াদের সূত্রেই জেনেছি।

٣٢ – بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩২ ॥ (একবার মারমারি শুরু হলে কিয়ামাত পর্যন্ত তা আর বন্ধ হবেনা)

٢٢٠٢ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي

قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "إِذَا وُضِعَ السَّيْفُ فِيْ أُمَّتِيْ؛ لَمْ يُرْفَعْ عَنْهَا إِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ".

– صحيح : "المشكاة" (٥٤٠٦).

২২০২। সাওবান (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার উম্মাতের মধ্যে যখন তলোয়ার রাখা হবে (পরস্পর হানাহানি শুরু হবে) তখন হতে কিয়ামাত পর্যন্ত তা আর তুলে নেয়া হবে না (হানাহানি বন্ধ হবে না)।

সহীহ, মিশকাত (৫৪০৬)।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

٣٣ – بَابُ مَا جَاءَ فِيْ اتِّخَاذِ سَيْفٍ مِّنْ خَشَبٍ فِي الْفِتْنَةِ
অনুচ্ছেদ ঃ ৩৩ ॥ বিপর্যয়কালে কাঠের তলোয়ার ধারণ করা

٢٢٠٣ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ عُدَيْسَةَ بِنْتِ أُهْبَانَ بْنِ صَيْفِيٍّ الْغِفَارِيِّ، قَالَتْ : جَاءَ عَلِيُّ بْنُ أَبِيْ طَالِبٍ إِلٰى أَبِيْ، فَدَعَاهُ إِلَى الْخُرُوْجِ مَعَهُ، فَقَالَ لَهُ أَبِيْ : إِنَّ خَلِيْلِيْ وَابْنَ عَمِّكَ عَهِدَ إِلَيَّ إِذَا اخْتَلَفَ النَّاسُ؛ أَنْ أَتَّخِذَ سَيْفًا مِّنْ خَشَبٍ، فَقَدْ اِتَّخَذْتُهُ، فَإِنْ شِئْتَ خَرَجْتُ بِهِ مَعَكَ، قَالَتْ : فَتَرَكَهُ.

– حسن صحيح : "ابن ماجه" (٣٩٦٠).

২২০৩। উদাইসা বিনতু ওহ্বান ইবনু সাইফী আল-গিফারী (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আলী ইবনু আবূ তালিব (রাঃ) আমার বাবার নিকট আসেন এবং তার সাথে যুদ্ধে গমনের আহ্বান জানান। আমার বাবা তাকে বললেন, আমার পরম বন্ধু এবং আপনার চাচাতো ভাই (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে উপদেশ দিয়েছেন

যে, "মানুষ যখন পরস্পর বিবাদে জড়িয়ে পরে, তখন আমি যেন কাঠের তলোয়ার তৈরী করে নেই (অকেজো তলোয়ার রাখি যাতে যুদ্ধ বা ফিতনায় জড়াতে না হয়)। আমি বর্তমানে তা-ই করেছি। এখন আপনি ইচ্ছা করলে আমি সেটি নিয়েই আপনার সাথে যাত্রা করতে পারি। বর্ণনাকারী বলেন, তারপর আলী (রাঃ) তাকে স্বঅবস্থায় রেখে গেলেন।

হাসান সহীহ, ইবনু মা-জাহ (৩৯৬০)।

আবূ ঈসা বলেন, মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামা (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান গারীব। আমরা এ হাদীসটি শুধুমাত্র আবদুল্লাহ ইবনু উবাইদের সূত্রেই জেনেছি।

٢٢٠٤ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ : حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ ثَرْوَانَ، عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيْلَ، عَنْ أَبِيْ مُوْسٰى، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ؛ أَنَّهُ قَالَ فِي الْفِتْنَةِ : "كَسِّرُوْا فِيْهَا قِسِيَّكُمْ، وَقَطِّعُوْا فِيْهَا أَوْتَارَكُمْ، وَالْزَمُوْا فِيْهَا أَجْوَافَ بُيُوْتِكُمْ، وَكُوْنُوْا كَابْنِ آدَمَ".

– صحيح : "ابن ماجه" (٣٣٦١).

২২০৪। আবূ মূসা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, ফিতনা সম্পর্কে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ এ সময় তোমরা তোমাদের ধনুক ভেঙ্গে ফেল, ধনুকের ছিলা কেটে ফেল, তোমাদের ঘরের কোণে অবস্থান কর এবং আদম (আঃ) ছেলের (হাবীল) মতো হয়ে যাও।

সহীহ, ইবনু মা-জাহ (৩৩৬১)।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব সহীহ্। আবদুর রাহমান ইবনু সারওয়ান হলেন আবূ কাইস আল-আওদী।

٣٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৪ ॥ কিয়ামাতের আলামাত প্রসঙ্গে

٢٢٠٥ - حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ : حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ قَالَ : أُحَدِّثُكُمْ حَدِيْثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَّسُوْلِ اللهِ ﷺ لاَ يُحَدِّثُكُمْ أَحَدٌ بَعْدِيْ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ رَّسُوْلِ اللهِ ﷺ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : "إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ : أَنْ يُّرْفَعَ الْعِلْمُ، وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ، وَيَفْشُوَ الزِّنَا، وَتُشْرَبَ الْخَمْرُ، وَيَكْثُرَ النِّسَاءُ، وَيَقِلَّ الرِّجَالُ؛ حَتَّى يَكُوْنَ لِخَمْسِيْنَ امْرَأَةً قَيِّمٌ وَّاحِدٌ".

- صحيح : ق.

২২০৫। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি এরূপ একটি হাদীস তোমাদেরকে শুনাচ্ছি যা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শুনেছি। তোমাদের সামনে এ হাদীসটি আমার পরবর্তীতে আর কেউ বর্ণনা করবেন না, যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামাতের নিদর্শন হলো ঃ 'ইল্‌ম (দীনি জ্ঞান) উঠে যাবে, মূর্খতার প্রসার ঘটবে, ব্যাপকাহারে যিনা-ব্যভিচার ছড়িয়ে পরবে, মদ্য পানকরা হবে, স্ত্রীলোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে এবং পুরুষের সংখ্যা কমে যাবে, এমনকি পঞ্চাশজন স্ত্রীলোকের জন্য মাত্র একজন তত্ত্বাবধায়ক পুরুষ থাকবে।

সহীহ, বুখারী, মুসলিম।

আবূ ঈসা বলেন, আবূ মূসা ও আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান সহীহ্‌।

٣٥ - بَابٌ مِّنْهُ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৫ ॥ (বিগত বছরের তুলনায় আগত বছর নিকৃষ্টতর হবে)

٢٢٠٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، قَالَ : دَخَلْنَا عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، فَشَكَوْنَا إِلَيْهِ مَا نَلْقَى مِنَ الْحَجَّاجِ، فَقَالَ : "مَا مِنْ عَامٍ؛ إِلاَّ الَّذِي بَعْدَهُ شَرٌّ مِّنْهُ، حَتَّى تَلْقَوْا رَبَّكُمْ"؛ سَمِعْتُ هٰذَا مِنْ نَّبِيِّكُمْ ﷺ.

- صحيح : "الصحيحة" (١/١٠، ١٢١٨) خ.

২২০৬। যুবাইর ইবনু আদী (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমরা কয়েকজন আনাস ইবনু মালিক (রাঃ)-এর কাছে এসে তার নিকট অভিযোগ করলাম আমাদের উপর হাজ্জাজের পক্ষ হতে যে যুলুম-নির্যাতন চলছিল সে প্রসঙ্গে। তিনি বললেন, তোমাদের প্রতিটি বছর বিগত বছর অপেক্ষা নিকৃষ্টতর হবে, যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের প্রভুর সাথে মিলিত হও। এ কথা আমি তোমাদের নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শুনেছি।

সহীহ, সহীহাহ্ (১/১০, ১২১৮), বুখারী।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

٢٢٠٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ، حَتَّى لاَ يُقَالَ فِي الْأَرْضِ : اَللّٰهُ، اَللّٰهُ".

- صحيح : "الصحيحة" (٣٠١٦)م.

২২০৭। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ পৃথিবীতে যখন আল্লাহ্ আল্লাহ্ বলা না হবে তখন কিয়ামাত সংঘটিত হবে না।

সহীহ, সহীহাহ (৩০১৬), মুসলিম।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। উপরোক্ত হাদীসের ন্যায় হাদীস মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না-খালিদ ইবনুল হারিস হতে, তিনি হুমাইদ হতে, তিনি আনাস (রাঃ) হতে এই সূত্রে বর্ণিত আছে। তবে হাদীসটি এই সনদসূত্রে মারফূভাবে বর্ণিত হয়নি। আর প্রথমোক্ত রিওয়ায়াতের চাইতে এই রিওয়ায়াত অনেক বেশি সহীহ্।

٣٦ - بَابٌ مِّنْهُ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৬ ॥ (যামীন তার অভ্যন্তরস্থ সম্পদ উদগীরণ করে দিবে)

٢٢٠٨ - حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الْكُوفِيُّ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِيْ حَازِمٍ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "تَقِيءُ الْأَرْضُ أَفْلَاذَ كَبِدِهَا؛ أَمْثَالَ الْأُسْطُوَانِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ -قَالَ-، فَيَجِيءُ السَّارِقُ، فَيَقُوْلُ : فِيْ مِثْلِ هٰذَا قُطِعَتْ يَدِيْ!؟ وَيَجِيءُ الْقَاتِلُ، فَيَقُوْلُ : فِيْ هٰذَا قَتَلْتُ!؟ وَيَجِيءُ الْقَاطِعُ، فَيَقُوْلُ : فِيْ هٰذَا قَطَعْتُ رَحِمِيْ!؟ ثُمَّ يَدَعُوْنَهُ؛ فَلَا يَأْخُذُوْنَ مِنْهُ شَيْئًا".

- صحيح : م(٣/٨٤-٨٥).

২২০৮। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ (এমন এক সময়ের আগমন ঘটবে) যখন যামীন তার সোনা-রূপার সমস্ত খনিজভাণ্ডার কলিজার টুকরার মতো স্তূপাকারে বের করে দিবে। তখন চোর এসে

বলবে, এ সম্পদের জন্যই তো আমার হাত কাটা হয়েছে। হত্যাকারী (হন্তা) এসে বলবে, আমি এ সম্পদের জন্যই তো খুন করেছি। আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী এসে বলবে, আমি তো এ সম্পদের কারণেই আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করেছি। তারপর তারা এ সম্পদ ছেড়ে যাবে, তা হতে কিছুই নেবে না।

সহীহ্ ঃ মুসলিম (৩/৮৪-৮৫)

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্ গারীব। আমরা হাদীসটি শুধুমাত্র এ সূত্রেই জেনেছি।

٣٧ – بَابٌ مِّنْهُ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৭ ॥ নিকৃষ্ট মানুষেরা দুনিয়াবী সৌভাগ্যের অধিকারী হবে

٢٢٠٩ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِيْ عَمْرٍو، قَالَ. (ح) وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ : أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِيْ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ– وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْأَنْصَارِيُّ الْأَشْهَلِيُّ–، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ، حَتّٰى يَكُوْنَ أَسْعَدَ النَّاسِ بِالدُّنْيَا لُكَعُ ابْنُ لُكَعٍ".

– صحيح : "المشكاة" (٥٣٦٥–التحقيق الثاني).

২২০৯। হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যতক্ষণ না নিকৃষ্ট লোকের পুত্র নিকৃষ্টরা পৃথিবীতে ভাগ্যবান হবে, ততক্ষন পর্যন্ত কিয়ামাত সংঘটিত হবে না।

সহীহ, মিশকাত তাহকীক ছানী (৫৩৬৫)।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। আমরা এ হাদীসটি শুধুমাত্র আমর ইবনু আবূ আমরের সূত্রেই জেনেছি।

٣٨ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ عَلاَمَةِ حُلُوْلِ الْمَسْخِ وَالْخَسْفِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৮ ॥ আকৃতি পরিবর্তন ও ভূমি ধসের আলামত অবতীর্ণ হবে

٢٢١٢ - حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ يَعْقُوْبَ الْكُوْفِيُّ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الْقُدُّوْسِ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ يِسَافٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : "فِيْ هٰذِهِ الأُمَّةِ خَسْفٌ، وَمَسْخٌ، وَقَذْفٌ"، فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! وَمَتٰى ذَاكَ؟ قَالَ : "إِذَا ظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ، وَالْمَعَازِفُ، وَشُرِبَتِ الْخُمُوْرُ".

– حسن : "الصحيح" (١٦٠٤).

২২১২। ইমরান ইবনু হুসাইন (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ভূমিধস, চেহারা বিকৃতি এবং পাথর বর্ষণস্বরূপ আযাব এ উম্মাতের মাঝে ঘনিয়ে আসবে। জনৈক মুসলিম ব্যক্তি প্রশ্ন করল, হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! কখন এসব আযাব সংঘটিত হবে? তিনি বললেনঃ যখন গায়িকা ও বাদ্যযন্ত্র বিস্তৃতি লাভ করবে এবং মদ্যপানের সয়লাব শুরু হবে।

হাসান, সহীহাহ (১৬০৪)

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি মুরসালভাবেও আ'মাশ হতে আবদুর রাহমান ইবনু সাবিত এর বরাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি গারীব।

٣٩ - بَابُ مَا جَاءَ فِي قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ - يَعْنِيْ اَلسَّبَّابَةَ وَالْوُسْطَى -

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৯ ॥ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী ঃ আমার প্রেরণ ও কিয়ামাত এই দুই আঙ্গুলের মত কাছাকাছি

٢٢١٤ - حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ : حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ : أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : "بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ".- وَأَشَارَ أَبُوْ دَاوُدَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطٰى، فَمَا فَضَلَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرٰى-.

- صحيح : ق.

২২১৪। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার প্রেরণ ও কিয়ামাত সংঘটিত হওয়ার মাঝে এতটুকু ব্যবধান, যেমন এ দুটি। আবূ দাঊদ (রাহঃ) তার তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুলের মাধ্যমে ইঙ্গিত করে দেখান। এই দুইটির মাঝে খুবএকটা ব্যবধান নেই।

সহীহ, বুখারী, মুসলিম।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

٤٠ - بَابُ مَا جَاءَ فِي قِتَالِ التُّرْكِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪০ ॥ তুর্কীদের সাথে যুদ্ধ

٢٢١٥ - حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمَخْزُوْمِيُّ، وَعَبْدُ الْجَبَّارِ ابْنُ الْعَلاَءِ، قَالاَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ،

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : "لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ، حَتّٰى تُقَاتِلُوْا قَوْمًا نِعَالُهُمُ الشَّعَرُ، وَلَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ، حَتّٰى تُقَاتِلُوْا قَوْمًا كَأَنَّ وُجُوْهَهُمُ الْمَجَانُّ الْمُطْرَقَةُ".

– صحيح : ق.

২২১৫। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামাত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা এমন এক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হবে যাদের জুতা হবে চুলের তৈরী। আর কিয়ামাত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা এমন এক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হবে, যাদের মুখমণ্ডল হবে বহু স্তরবিশিষ্ট ঢালের মতো।

সহীহ, বুখারী, মুসলিম।

আবূ ঈসা বলেন, আবূ বাক্‌র সিদ্দীক, বুরাইদা, আবূ সাঈদ, আমর ইবনু তাগলিব ও মুআবিয়া (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

٤١ – بَابُ مَا جَاءَ إِذَا ذَهَبَ كِسْرٰى فَلَا كِسْرٰى بَعْدَهُ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪১ ॥ কিসরার পরাজয়ের পর আর কোন কিসরা ক্ষমতাসীন হবে না

٢٢١٦ – حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "إِذَا هَلَكَ كِسْرٰى؛ فَلَا كِسْرٰى بَعْدَهُ، وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ؛ فَلَا قَيْصَرَ بَعْدَهُ، وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ؛ لَتُنْفَقَنَّ كُنُوْزُهُمَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ".

– صحيح : ق.

২২১৬। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ (পারস্য সম্রাট) কিসরার পরাজয়ের পর আর কোন কিসরা ক্ষমতাসীন হবে না এবং (রোম সম্রাট) কাইসারের পরাজয়ের পরও আর কোন কাইসার ক্ষমতাসীন হতে পারবে না। সেই মহান সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ! এই দুই রাজ্যের সকল ধনভাণ্ডার আল্লাহ্ তা'আলার পথে খরচ করা হবে।

সহীহ, বুখারী, মুসলিম।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

٤٢ - بَابُ مَا جَاءَ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تَخْرُجَ نَارٌ مِّنْ قِبَلِ الْحِجَازِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪২ ॥ হিজাযের দিক হতে একটি অগ্নুৎপাত হওয়ার আগ পর্যন্ত কিয়ামাত সংঘটিত হবে না

٢٢١٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ : حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغْدَادِيُّ : حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى ابْنِ أَبِيْ كَثِيْرٍ، عَنْ أَبِيْ قِلَابَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "سَتَخْرُجُ نَارٌ مِّنْ حَضْرَمَوْتَ- أَوْ مِنْ نَحْوِ بَحْرِ حَضْرَمَوْتَ- قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تَحْشُرُ النَّاسَ"، قَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ : "عَلَيْكُمْ بِالشَّامِ".

- صحيح : "فضائل الشام" (١١)، "المشكاة" (٦٢٦٥).

২২১৭। সালিম ইবনু আবদুল্লাহ (রাহঃ) হতে তার বাবার সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি (আব্দুল্লাহ্) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামাতের পূর্বে হাযরামাওত হতে অথবা

হাযরামাওতের সাগরের দিক হতে শীঘ্রই একটি অগ্নুৎপাত হবে এবং তা লোকদেরকে একত্র করবে। সাহাবীগণ প্রশ্ন করেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! তখন আমাদেরকে কি করার জন্য নির্দেশ দেন? তিনি বললেন ঃ তোমরা সিরিয়াতে অবস্থান করবে।

সহীহ, ফাযাইলুশশাম (১১), মিশকাত (৬২৬৫)।

আবূ ঈসা বলেন, হুযাইফা ইবনু উসাইদ, আনাস, আবূ হুরাইরা ও আবূ যার (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান গারীব সহীহ্ এবং ইবনু উমার (রাঃ)-এর রিওয়ায়াত হিসাবে গারীব।

٤٣ - بَابُ مَا جَاءَ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرُجَ كَذَّابُوْنَ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৩ ॥ কিছুসংখ্যক ডাহা মিথ্যাবাদীর (নাবূওয়াতের দাবিদারের) আবির্ভাব হওয়ার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত কিয়ামাত সংঘটিত হবে না

٢٢١٨ - حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : "لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ، حَتَّى يَنْبَعِثَ دَجَّالُوْنَ كَذَّابُوْنَ، قَرِيْبٌ مِّنْ ثَلَاثِيْنَ، كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُوْلُ اللهِ".

- صحيح : "الصحيحة" (١٦٨٣) ق.

২২১৮। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ প্রায় ত্রিশজন ডাহা মিথ্যাবাদী প্রতারকের আবির্ভাবের পূর্বে কিয়ামাত সংঘটিত হবে না। তাদের সকলে দাবি করবে যে, সে আল্লাহ্ তা'আলার প্রেরিত রাসূল।

সহীহ, সহীহাহ (১৬৮৩), বুখারী, মুসলিম।

আবূ ঈসা বলেন, জাবির ইবনু সামুরা ও ইবনু উমার (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

٢٢١٩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ الرَّحَبِيِّ، عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ، حَتّٰى تَلْحَقَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِيْ بِالْمُشْرِكِيْنَ، وَحَتّٰى يَعْبُدُوا الْأَوْثَانَ، وَإِنَّهُ سَيَكُوْنُ فِيْ أُمَّتِيْ ثَلَاثُوْنَ كَذَّابُوْنَ، كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ؛ لَا نَبِيَّ بَعْدِيْ".

- صحيح : "المشكاة" (٥٤٠٦)، "الصحيحة" (١٦٨٣).

২২১৯। সাওবান (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মুশরিকদের সাথে আমার উম্মাতের কতিপয় গোত্র না মিলিত হওয়া পর্যন্ত কিয়ামাত সংঘটিত হবে না, এমনকি তারা মূর্তিপূজাও করবে। আমার উম্মাতের মধ্যে খুব শীঘ্রই ত্রিশজন ডাহা মিথ্যাবাদীর আবির্ভাব হবে। এদের সকলেই দাবি করবে যে সে নাবী। অথচ আমিই সর্বশেষ নাবী, আমার পরে কোন নাবী নেই।

সহীহ, মিশকাত (৫৪০৬), সহীহাহ্ (১৬৮৩)।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

٤٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ ثَقِيْفٍ كَذَّابٌ وَمُبِيْرٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৪ ॥ সাকীফ বংশে এক মিথ্যাবাদী ও এক নরঘাতকের জন্ম হবে

٢٢٢٠ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ : حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسٰى، عَنْ شَرِيْكِ بْنِ عَبْدِاللّٰهِ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُصْمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "فِيْ ثَقِيْفٍ كَذَّابٌ وَمُبِيْرٌ".

- صحيح : (م/٧/١٩١) أسماء.

২২২০। ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ এক মিথ্যাবাদী ও এক নরঘাতক সাকীফ বংশে জন্মগ্রহণ করবে।

সহীহ, মুসলিম (৭/১৯১)।

আবূ ঈসা আরো বলেন, কথিত আছে যে, এ মিথ্যাবাদী ব্যক্তিটি হলো মুখতার ইবনু আবূ উবাইদ এবং রক্তপিপাসু নরঘাতক হলো হাজ্জাজ ইবনু ইউসুফ (এরা দুজনেই সাকীফ বংশের)। উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস আবদুর রাহমান ইবনু ওয়াকিদ-শারীক (রাহঃ)-এর সূত্রে বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান ইবনু উমারের বর্ণনা হিসাবে গারীব। আমরা এ হাদীসটি শুধুমাত্র শারীকের সূত্রে জেনেছি। শারীক বলেন, বর্ণনাকারী আবদুল্লাহ ইবনু উস্ম এবং ইসরাঈল বলেন, আবদুল্লাহ ইবনু ইসমাহ।

حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ سَلْمٍ الْبَلْخِيُّ : أَخْبَرَنَا النَّضْرُبْنُ شُمَيْلٍ، عَنْ هِشَامِ ابْنِ حَسَّانَ، قَالَ : أَحْصَوْامَا قَتَلَ الْحَجَّاجُ صَبْرًا، فَبَلَغَ مِائَةَ أَلْفٍ وَّعِشْرِيْنَ أَلْفَ قَتِيْلٍ.

- صحيح الإسناد مقطوع.

আবূ দঊদ সুলাইমান ইবনু সাল্ম আল-বালখী-নাযার ইবনু শুমাইল হতে, তিনি হিশাম ইবনু হাসসান (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, হাজ্জাজ যে সকল ব্যক্তিকে বন্দী করে এনে খুন করে তাদের সংখ্যা ছিল একলক্ষ বিশহাজার। সহীহ মাকতূ। আবূ ঈসা বলেন, আসমা বিনতু আবূ বাক্র (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে।

٤٥ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقَرْنِ الثَّالِثِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৫ ॥ তৃতীয় যুগের বর্ণনা

٢٢٢١ - حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يِسَافٍ، عَنْ

عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : "خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِيْ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ، ثُمَّ يَأْتِيْ مِنْ بَعْدِهِمْ قَوْمٌ، يَتَسَمَّنُوْنَ وَيُحِبُّوْنَ السِّمَنَ، يُعْطُوْنَ الشَّهَادَةَ قَبْلَ أَنْ يُّسْأَلُوْهَا".

- صحيح : "الصحيحة" (١٨٤٠) ق.

২২২১। ইমরান ইবনু হুসাইন (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ আমার যমানাই হলো সর্বোৎকৃষ্ট যমানা, তারপর এর নিকটবর্তীদের যমানা, তারপর এর নিকটবর্তীদের যমানা। তারপর এমন যুগের আগমন ঘটবে যখনকার লোকেরা হবে মোটা দেহ বিশিষ্ট এবং তারা মোটা দেহের অধিকারী হতে পছন্দ করবে। সাক্ষ্য না চাওয়া হলেও তারা সাক্ষ্য প্রদান করবে।

সহীহ্ ঃ সহীহাহ্ (১৮৪০), বুখারী ও মুসলিম

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি আমাশ-আলী ইবনু মুদরিক হতে তিনি হিলাল ইবনু ইয়াসাফের সূত্রে মুহাম্মাদ ইবনু ফুযাইল অনুরূপভাবে বর্ণনা করেছেন। আর একাধিক হাফিয বর্ণনাকারী-আমাশ হতে, তিনি হিলাল ইবনু ইয়াসাফের সূত্রে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, তবে তারা বর্ণনাকারী আলী ইবনু মুদরিকের কথা উল্লেখ করেননি। হুসাইন ইবনু হুরাইস (রাহঃ) ওয়াকী হতে, তিনি আমাশ হতে, তিনি হিলাল ইবনু ইয়াসাফ হতে, তিনি ইমরান ইবনু হুসাইন (রাঃ) হতে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (তিরমিযী বলেন) আমার মতে মুহাম্মাদ ইবনু ফুযাইলের সূত্র অপেক্ষা এ সূত্রটি অনেক বেশি সহীহ্। এ হাদীসটি একাধিক সূত্রে ইমরান ইবনু হুসাইন (রাঃ)-এর বরাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত হয়েছে।

٢٢٢٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ ابْنِ أَوْفٰى، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "خَيْرُ

أُمَّتِي اَلْقَرْنُ الَّذِي بُعِثْتُ فِيْهِمْ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ -قَالَ : وَلاَ أَعْلَمُ ذَكَرَ الثَّالِثَ أَمْ لاَ؟!-، ثُمَّ يَنْشَأُ أَقْوَامٌ، يَشْهَدُوْنَ وَلاَ يُسْتَشْهَدُوْنَ، وَيَخُوْنُوْنَ وَلاَيُؤْتَمَنُوْنَ، وَيَفْشُوْ فِيْهِمُ السِّمَنُ".

- صحيح : "الصحيحة" (١٨٤٠) م.

২২২২। ইমরান ইবনু হুসাইন (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি যে যুগে যাদের মাঝে প্রেরিত হয়েছি সেই যুগের আমার উম্মাতই হলো শ্রেষ্ঠ; তারপর তাদের পরবর্তী যুগের লোক। বর্ণনাকারী বলেন, তৃতীয় যুগের কথা বলা হয়েছে কি-না তা আমি জানি না। তারপর এমন কিছু মানুষের আগমন ঘটবে যাদের নিকট সাক্ষ্য চাওয়া না হলেও তারা সাক্ষ্য প্রদান করবে। তারা খিয়ানাত করবে, আমানাত রক্ষা করবে না এবং তাদের মধ্যে মোটা দেহ বিশিষ্ট মানুষের বিস্তার ঘটবে।

সহীহ, সহীহাহ (১৮৪০), মুসলিম।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

٤٦ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخُلَفَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৬ ॥ খালীফাগণ প্রসঙ্গে

٢٢٢٣ - حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ : حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيُّ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "يَكُوْنُ مِنْ بَعْدِي اِثْنَا عَشَرَ أَمِيْرًا- قَالَ : ثُمَّ تَكَلَّمَ بِشَيْءٍ لَمْ أَفْهَمْهُ، فَسَأَلْتُ الَّذِيْ يَلِيْنِيْ؟ فَقَالَ -: كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ".

- صحيح : "الصحيحة" (١٠٧٥) ق.

২২২৩। জাবির ইবনু সামুরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন,

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার পরে বারোজন শাসক হবে। বর্ণনাকারী বলেন, তারপর তিনি কি যে বললেন, আমি তা বুঝতে পারিনি। তাই আমি আমার কাছের একজন লোককে প্রশ্ন করলাম। তিনি বললেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তাদের সকলেই কুরাইশ বংশীয় হবে।

সহীহ, সহীহাহ্ (১০৭৫), বুখারী, মুসলিম।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্। উপরোক্ত হাদীসের মতো বর্ণিত আছে আবূ কুরাইব হতে, তিনি উমার ইবনু উবাইদ হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি আবূ বাক্‌র ইবনু আবী মূসা হতে, তিনি জাবির ইবনু সামুরা (রাঃ) হতে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে এই সূত্রে। জাবির ইবনু সামুরা (রাঃ) হতে এ হাদীসটি একাধিক সূত্রে বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান সহীহ্ গারীব। এ হাদীসটিকে আবূ মূসা হতে জাবির ইবনু সামুরা (রাঃ)-এর সূত্রে গারীব বলা হয়। ইবনু মাসঊদ ও আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে।

٤٧ - بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৭ ॥ আল্লাহ্ তা'আলার নিযুক্ত শাসককে যে ব্যক্তি অপমান করে

٢٢٢٤ - حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ : حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ : حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مِهْرَانَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ كُسَيْبِ الْعَدَوِيِّ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ أَبِي بَكْرَةَ تَحْتَ مِنْبَرِ ابْنِ عَامِرٍ؛ وَهُوَ يَخْطُبُ، وَعَلَيْهِ ثِيَابٌ رِقَاقٌ، فَقَالَ أَبُوْ بِلَالٍ : اُنْظُرُوْا إِلٰى أَمِيْرِنَا؛ يَلْبَسُ ثِيَابَ الْفُسَّاقِ؟ فَقَالَ أَبُوْ بَكْرَةَ : اُسْكُتْ؛ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : "مَنْ أَهَانَ سُلْطَانَ اللّٰهِ فِي الْأَرْضِ؛ أَهَانَهُ اللّٰهُ". - حسن : "الصحيحة" (٢٢٩٦).

২২২৪। যিয়াদ ইবনু কুসাইব আল-আদাবী (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি ইবনু আমিরের মিম্বরের নিকট আবূ বাক্‌রা (রাঃ)-এর সাথে বসা ছিলাম। সে সময় তিনি সূক্ষ্ম মিহি পোশাক পরিহিত অবস্থায় ভাষণ দিচ্ছিলেন। আবূ বিলাল বললেন, তোমরা আমাদের শাসকের প্রতি লক্ষ্য করে দেখ, তিনি গুনাহগারদের অনুরূপ পোশাক পরেছেন। আবূ বাক্‌রা (রাঃ) বললেন, তুমি চুপ থাক, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ দুনিয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার নিযুক্ত শাসককে যে ব্যক্তি অপমান করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে অপমান করবেন।

হাসান, সহীহাহ্ (২২৯৬)।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব।

٤٨ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخِلاَفَةِ
অনুচ্ছেদ ঃ ৪৮ ॥ খিলাফাত প্রসঙ্গে

٢٢٢٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : قِيلَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : لَوِ اسْتَخْلَفْتَ؟ قَالَ : إِنْ أَسْتَخْلِفْ؛ فَقَدِ اسْتَخْلَفَ أَبُو بَكْرٍ، وَإِنْ لَمْ أَسْتَخْلِفْ؛ لَمْ يَسْتَخْلِفْ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ.

- صحيح : "صحيح أبي داود" (٢٦٠٥) ق.

১২২৫। ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ)-কে বলা হলো, আপনি যদি আপনার পরবর্তী খালীফা (প্রতিনিধি) মনোনীত করে যেতেন! তিনি বললেন, আমি যদি পরবর্তী খালীফা মনোনীত করি তাহলে আবূ বাক্‌র (রাঃ)-ও পরবর্তী খালীফা মনোনীত করেছিলেন। আর আমি যদি পরবর্তী খালীফা মনোনীত না করে যাই (তাও যথার্থ হবে), কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাউকে খালীফা মনোনীত করে যাননি।

সহীহ, সহীহ আবূ দাউদ (২৬০৫), বুখারী, মুসলিম।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসে আরো দীর্ঘ ঘটনা আছে (যা সহীহ্ মুসলিমের কিতাবুল ইমারা-এর প্রথমদিকে উল্লেখিত)। এ হাদীসটি সহীহ্। এ হাদীসটি ইবনু উমার (রাঃ) হতে একাধিকসূত্রে বর্ণিত আছে।

٢٢٢٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ : حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ : حَدَّثَنَا حَشْرَجُ بْنُ نُبَاتَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُمْهَانَ، قَالَ : حَدَّثَنِي سَفِينَةُ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "اَلْخِلَافَةُ فِي أُمَّتِي ثَلَاثُونَ سَنَةً، ثُمَّ مُلْكٌ بَعْدَ ذَلِكَ".

- صحيح : "الصحيحة" (٤٥٩، ١٥٣٤، ١٥٣٥).

২২২৬। সাঈদ ইবনু জুহমান (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, সাফীনাহ্ (রাঃ) আমার নিকট বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার উম্মাতের খিলাফাতের সময়কাল (শাসনকাল) হবে ত্রিশবছর, তারপর হবে রাজতন্ত্র।

সহীহ, সহীহাহ্ (৪৫৯, ১৫৩৪, ১৫৩৫)।

তারপর সাফীনাহ্ (রাঃ) আমাকে বললেন, তুমি আবূ বাক্র (রাঃ)-এর খিলাফাতকাল গণনা কর। তারপর বললেন, উমার ও উসমান (রাঃ)-এর খিলাফাতকাল গণনা কর। তারপর বললেন, আলী (রাঃ)-এর খিলাফতকালও গণনা কর। আমরা গণনা করে এর সময়কাল ত্রিশবছরই পেলাম। সাঈদ (রাহঃ) বললেন, আমি তাঁকে বললাম, বানূ উমাইয়্যার জনগণও দাবি করে যে, তাদের মাঝেও খিলাফাত বিদ্যমান? তিনি বললেন, যারকার সন্তানেরা মিথ্যা বলছে, বরং তারা তো নিকৃষ্ট রাজতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত রাজতান্ত্রিক গোষ্ঠী।

আবূ ঈসা বলেন, উমার ও আলী (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। তারা বলেন, খিলাফাত প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন অঙ্গীকার করে যাননি। এ হাদীসটি হাসান। অবশ্য এ হাদীসটি সাঈদ ইবনু জুমহান (রাহঃ) হতে একাধিক বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন। আমরা এ হাদীস প্রসঙ্গে শুধুমাত্র তার রিওয়ায়াত হিসাবেই জেনেছি।

٤٩ - بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْخُلَفَاءَ مِنْ قُرَيْشٍ إِلَى أَنْ تَقُوْمَ السَّاعَةُ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৯ ॥ কুরাইশদের মধ্য হতেই কিয়ামাত পর্যন্ত খালীফা হবে

٢٢٢٧ - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَصْرِيُّ : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حَبِيْبِ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ أَبِي الْهُذَيْلِ يَقُوْلُ : كَانَ نَاسٌ مِّنْ رَبِيْعَةَ عِنْدَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِّنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ : لَتَنْتَهِيَنَّ قُرَيْشٌ؛ أَوْ لَيَجْعَلَنَّ اللّٰهُ هٰذَا الْأَمْرَ فِيْ جُمْهُوْرٍ مِنَ الْعَرَبِ غَيْرِهِمْ! فَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ : كَذَبْتَ؛ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : "قُرَيْشٌ وُلَاةُ النَّاسِ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ".

- صحيح : "الصحيحة" (١١٥٥).

২২২৭। হাবীব ইবনুয যুবাইর (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনু আবুল হুযাইল (রাহঃ)-কে বলতে শুনেছি ঃ আমর ইবনুল আস (রাঃ)-এর সামনে রাবীআ বংশের কয়েকজন লোক উপস্থিত ছিল। বাক্র ইবনু ওয়াইল বংশের কোন একজন লোক বলল, অবশ্যই অন্যায় কাজ হতে কুরাইশদের বিরত থাকা উচিত। তা না হলে আল্লাহ তা'আলা এ (খিলাফাতের) দায়িত্ব আরবদের মাঝে অন্যদেরকে প্রদান করবেন। আমর ইবনুল আস (রাঃ) বলেন, তুমি ভুল বলেছ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি বলতে শুনেছি ঃ কিয়ামাতের দিন পর্যন্ত কুরাইশগণ ভাল-মন্দ সর্বাবস্থায় জনগণের নেতৃত্ব দিবে।

সহীহ, সহীহাহ (১১৫৫)।

আবূ ঈসা বলেন, ইবনু মাসঊদ ইবনু উমার ও জাবির (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান গারীব সহীহ্।

٥٠ – بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ৫০ ॥ (জাহ্‌জাহ্ নামক মুক্তদাসের রাজ্যাধিকারী হওয়া)

٢٢٢٨ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ الْعَبْدِيُّ : حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : "لاَ يَذْهَبُ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، حَتَّى يَمْلِكَ رَجُلٌ مِّنَ الْمَوَالِيْ –يُقَالُ لَهُ : جَهْجَاهُ–".

– صحيح : "الصحيحة" (٢٤٤١) م.

২২২৮। উমার ইবনুল হাকাম (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি আবূ হুরাইরা (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ 'জাহ্‌জাহ্' নামক কোন এক মুক্তদাস অধিপতি না হওয়া পর্যন্ত দিন-রাতের অবসান (কিয়ামাত) হবে না।

সহীহ, সহীহাহ্ (২৪৪১), মুসলিম।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব।

٥١ – بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَئِمَّةِ الْمُضِلِّيْنَ

অনুচ্ছেদ ঃ ৫১ ॥ পথভ্রষ্টকারী নেতৃবৃন্দ প্রসঙ্গে

٢٢٢٩ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوْبَ، عَنْ أَبِيْ قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِيْ أَسْمَاءِ الرَّحَبِيِّ، عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : "إِنَّمَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي الْأَئِمَّةَ الْمُضِلِّيْنَ"، قَالَ : وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ :

"لا تزالُ طائفــةٌ مّن أمّــتي على الحقّ ظاهرين، لا يضــرّهم من يخذلهم، حتّى يأتي أمرُ اللّهِ".

– صحيح : "الصحيحة" (٤/١١٠، ١٩٥٧) م الشطر الثاني منه.

২২২৯। সাওবান (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি আমার উম্মাতের ব্যাপারে পথভ্রষ্টকারী নেতাদেরকেই ভয় করি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন ঃ আমার উম্মাতের এক দল লোক আল্লাহ্ তা'আলার হুকুম (কিয়ামাত) আসার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত সর্বদা বিজয়ীবেশে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। যারা তাদের অপমানিত করতে চাইবে তারা তাদের ক্ষতি করতে পারবে না।

সহীহ, সহীহাহ্ (৪/১১০, ১৯৫৭), মুসলিম ২য় অংশ।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্। মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈলকে আমি বলতে শুনেছি, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উক্ত হাদীসটি আলী ইবনুল মাদীনীকে এভাবে বর্ণনা করতে শুনেছি ঃ আমার উম্মাতের এক দল সর্বাবস্থায় সত্যের উপর বিজয়ী থাকবে। তাদের ব্যাপারে আলী (রাঃ) বলেন, এরা হলো আহলুল হাদীস।

٥٢ – بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَهْدِيِّ
অনুচ্ছেদ ঃ ৫২ ॥ ইমাম মাহ্দী প্রসঙ্গে

٢٢٣٠ – حَدَّثنا عُبَيْدُ بْنُ أَسْبَاطِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ الْكُوفِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي : حَدَّثنا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ ﷺ : "لا تَذْهَبُ الدُّنْيا، حَتّى يَمْلِكَ الْعَرَبَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي، يُوَاطِئُ اسْمُهُ اِسْمِي".

– حسن صحيح : "المشكاة" (٥٤٥٢)، "فضائل الشام" (١٦)، "الروض النضير" (٦٤٧).

২২৩০। আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার পরিবারের একজন আরবের অধিপতি না হওয়া পর্যন্ত পৃথিবী ধ্বংস হবে না। আমার নামের অনুরূপই তার নাম হবে।

হাসান সহীহ, মিশকাত (৫৪৫২), ফাযাইলুশশাম (১৬), বাওযুন নাযীর (৬৪৭)।

আবূ ঈসা বলেন, আলী, আবূ সাঈদ, উম্মু সালামা ও আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

٢٢٣١ – حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْعَطَّارُ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : "يَلِي رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ بَيْتِي، يُوَاطِئُ اِسْمُهُ اِسْمِي".

قَالَ عَاصِمٌ : وَأَخْبَرَنَا أَبُوْ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : لَوْلَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلاَّ يَوْمٌ؛ لَطَوَّلَ اللّٰهُ ذٰلِكَ الْيَوْمَ، حَتّٰى يَلِيَ.

– حسن صحيح : انظر ما قبله.

২২৩১। আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আমার পরিবারের মধ্যে একজন লোক রাজাধিপতি হবে, তার নাম হবে আমার নামের অনুরূপ। আসিম (রাহঃ) বলেন, আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে আবূ সালিহ (রাহঃ) আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন যে, যদি পৃথিবী ধ্বংসের মাত্র একদিনও অবশিষ্ট থাকে, তাহলে তার রাজত্বের জন্য আল্লাহ তা'আলা সে দিনটিকেই দীর্ঘায়িত করে দিবেন।

হাসান সহীহ, দেখুন পূর্বের হাদীস

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

٥٣ - بَابٌ

অনুচ্ছেদ ৫৩ ॥ (মাহদীর রাজত্বকাল)

٢٢٣٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ : سَمِعْتُ زَيْدًا الْعَمِّيَّ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا الصِّدِّيقِ النَّاجِيَّ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ، قَالَ : خَشِيْنَا أَنْ يَّكُونَ بَعْدَ نَبِيِّنَا حَدَثٌ، فَسَأَلْنَا نَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ؟ فَقَالَ : "إِنَّ فِيْ أُمَّتِي الْمَهْدِيَّ، يَخْرُجُ يَعِيْشُ خَمْسًا- أَوْ سَبْعًا، أَوْ تِسْعًا؛ زَيْدٌ الشَّاكُّ؛ قَالَ قُلْنَا : وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ : سِنِيْنَ؛ قَالَ-، فَيَجِيْءُ إِلَيْهِ رَجُلٌ، فَيَقُولُ : يَا مَهْدِيُّ! أَعْطِنِيْ أَعْطِنِيْ- قَالَ-، فَيَحْثِيْ لَهُ فِيْ ثَوْبِهِ، مَا اسْتَطَاعَ أَنْ يَّحْمِلَهُ".

- حسن : "ابن ماجه" (٤٠٨٣).

২২৩২। আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমরা ভয় পাচ্ছিলাম যে, আমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে নতুন কোন দুর্ঘটনা ঘটবে। সুতরাং আমরা এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করলাম। তিনি বললেন ঃ আমার উম্মাতের মাঝে মাহ্দীর আগমন ঘটবে, সে পাঁচ অথবা সাত অথবা নয় বৎসর পর্যন্ত বেঁচে থাকবে (যাইদ সন্দেহে পতিত হয়েছেন যে, ঊর্ধ্বতন বর্ণনাকারী কোন্ সংখ্যাটি বলেছেন)। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা প্রশ্ন করলাম, এই সংখ্যায় কি বুঝায়? তিনি বললেন ঃ বছর। মানুষ তার নিকট এসে বলবে, হে মাহ্দী! আমাকে কিছু দান করুন, আমাকে কিছু দান করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তারপর সে তার কাপড় বা থলেতে যেটুকু পরিমাণ বহন করে নিতে পারবে তিনি তাকে সেটুকু পরিমাণ দান করবেন।

হাসান, ইবনু মা-জাহ (৪০৮৩)।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ হাদীসটি আবূ সাঈদ (রাঃ)-এর বরাতে অন্যান্য সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে। আবুস সিদ্দীক আন-নাজীর নাম বাক্‌র ইবনু আমর, মতান্তরে বাক্‌র ইবনু কাইস।

٥٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِي نُزُولِ عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ

অনুচ্ছেদঃ ৫৪ ॥ ঈসা ইবনু মারইয়াম (আঃ)-এর অবতরণ প্রসঙ্গে

٢٢٣٣ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ؛ لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا مُقْسِطًا، فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ، وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ، وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ، وَيَفِيضُ الْمَالُ، حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ".

- صحيح : "الصحيحة" (٢٤٥٧)ق، أتم منه.

২২৩৩। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সেই মহান সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ! তোমাদের মাঝে ঈসা ইবনু মারইয়াম (আঃ) খুব শীঘ্রই ন্যায়বিচারক শাসক হিসাবে অবতরণ করবেন। তিনি ক্রুশ ভঙ্গ করবেন, শূকর হত্যা করবেন এবং জিয্‌য়া বাতিল করবেন। তখন এতই ধন-সম্পদের প্রাচুর্য হবে যে, কেউ তা গ্রহণ করবে না।

সহীহ, সহীহাহ (২৪৫৭), বুখারী, মুসলিম আরো পূর্ণাঙ্গ রূপে বর্ণনা করেছেন

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

٥٦ - بَابُ مَا جَاءَ فِي عَلَامَةِ الدَّجَّالِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৬ ॥ দাজ্জালের আবির্ভাবের লক্ষণ

٢٢٣٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ : أَخْبَرَنَا

مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ : قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِي النَّاسِ، فَأَثْنَى عَلَى اللّٰهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ ذَكَرَ الدَّجَّالَ، فَقَالَ : "إِنِّي لَأُنْذِرُكُمُوْهُ، وَمَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا وَقَدْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ، وَلَقَدْ أَنْذَرَ نُوْحٌ قَوْمَهُ، وَلٰكِنِّي سَأَقُوْلُ لَكُمْ فِيْهِ قَوْلًا، لَمْ يَقُلْهُ نَبِيٌّ لِقَوْمِهِ؛ تَعْلَمُوْنَ أَنَّهُ أَعْوَرُ، وَإِنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ".

- صحيح : "صحيح الأدب المفرد"ق.

قَالَ الزُّهْرِيُّ : وَأَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيُّ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يَوْمَئِذٍ لِلنَّاسِ؛ وَهُوَ يُحَذِّرُهُمْ فِتْنَتَهُ : "تَعْلَمُوْنَ أَنَّهُ لَنْ يَرَى أَحَدٌ مِّنْكُمْ رَبَّهُ، حَتَّى يَمُوْتَ، وَإِنَّهُ مَكْتُوْبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ : ك ف ر؛ يَقْرَؤُهُ مَنْ كَرِهَ عَمَلَهُ".

- صحيح : "الصحيحة" (٢٨٦١)م.

২২৩৫। আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, কোন একদিন জনগণের মাঝে খুত্‌বাহ দেয়ার উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়ালেন। তিনি আল্লাহ্ তা'আলার যথোপযুক্ত প্রশংসা করার পর দাজ্জালের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বললেন ঃ আমি অবশ্যই দাজ্জাল সম্বন্ধে তোমাদেরকে সতর্ক করছি। আর এমন কোন নাবী অতিবাহিত হননি যিনি তাঁর জাতিকে দাজ্জাল সম্পর্কে সতর্ক করেননি, এমনকি নূহ (আঃ)-ও তাঁর সম্প্রদায়কে দাজ্জালের ব্যাপারে সতর্ক করেছেন। কিন্তু আমি তার ব্যাপারে এমন একটি কথা বলতে চাই যা আর কোন নাবী তাঁর জাতিকে বলেননি। নিশ্চয়ই সে হবে অন্ধ। অথচ আল্লাহ্ তা'আলা তো অন্ধ নন।

সহীহ, সহীহ আদাবুল মুফরাদ, বুখারী, মুসলিম।

যুহ্‌রী (রাহঃ) বলেন, আমাকে উমার ইবনু সাবিত আনসারী (রাহঃ) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কয়েকজন সাহাবী তার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, সেদিন জনগণকে ফিতনা প্রসঙ্গে সাবধান করতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ জেনে রাখ, তোমাদের কেউই মৃত্যুর আগে তার প্রভুকে দেখতে পাবে না, বিশেষতঃ তার (দাজ্জালের) দুই চোখের মধ্যবর্তী স্থানে 'কাফির' শব্দটি লিখিত থাকবে। যে তার কাণ্ডক্রিয়া অপছন্দ করবে, সে তা পড়তে সক্ষম হবে।

সহীহ, সহীহাহ্‌ (২৮৬১), মুসলিম।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্‌।

٢٢٣٦ – حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : "تُقَاتِلُكُمُ الْيَهُودُ، فَتُسَلَّطُونَ عَلَيْهِمْ، حَتَّى يَقُولَ الْحَجَرُ : يَامُسْلِمُ! هٰذَا يَهُودِيٌّ وَرَائِي؛ فَاقْتُلْهُ".

– صحيح : ق.

২২৩৬। ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ইয়াহূদীরা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করবে। তাতে তোমরা তাদের বিরুদ্ধে জয় লাভ করবে। এমনকি পাথর পর্যন্ত বলবে, হে মুসলিম! এই যে আমার অন্তরালে এক ইয়াহূদী (লুকিয়ে) আছে, তাকে হত্যা কর।

সহীহ, বুখারী, মুসলিম।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্‌।

٥٧ – بَابُ مَا جَاءَ مِنْ أَيْنَ يَخْرُجُ الدَّجَّالُ

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৭ ॥ কোন স্থান হতে দাজ্জালের আগমন ঘটবে?

٢٢٣٧ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالاَ : حَدَّثَنَا

رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ : حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِي عَرُوْبَةَ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ سُبَيْعٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ، قَالَ : حَدَّثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ، قَالَ : "اَلدَّجَّالُ يَخْرُجُ مِنْ أَرْضٍ بِالْمَشْرِقِ- يُقَالُ لَهَا : خُرَاسَانُ-، يَتْبَعُهُ أَقْوَامٌ؛ كَأَنَّ وُجُوْهَهُمُ الْمَجَانُّ الْمُطْرَقَةُ".

– صحيح : "ابن ماجه" (٤٠٧٢).

২২৩৭। আবূ বাক্‌র সিদ্দীক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বলেছেন ঃ প্রাচ্যের 'খোরাসান' হতে দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে। এমন কতক জাতি তার অনুসরণ করবে, যাদের মুখমণ্ডল হবে স্তরবিশিষ্ট চওড়া ঢালের মতো।

সহীহ, ইবনু মা-জাহ (৪০৭২)।

আবূ ঈসা বলেন, আবূ হুরাইরা ও আইশা (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান গারীব। অধিকন্তু এ হাদীসটি আবূত তাইয়াহ হতে আবদুল্লাহ ইবনু শাওযাব প্রমুখ বর্ণনা করেছেন। আমরা এই হাদীস প্রসঙ্গে শুধুমাত্র আবূত তাইয়াহ্‌র সূত্রেই জেনেছি।

٥٨ – بَابُ مَا جَاءَ فِيْ عَلاَمَاتِ خُرُوْجِ الدَّجَّالِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৮ ॥ (দাজ্জাল আগমনের আলামত)

٢٢٣٩ – حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ : حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ : فَتْحُ الْقُسْطَنْطِيْنِيَّةِ مَعَ قِيَامِ السَّاعَةِ.

– صحيح : الإسناد موقوف.

২২৩৯। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, কনস্টান্টিনোপল বিজয় সংঘটিত হবে কিয়ামাতের কাছাকাছি সময়ে।

সনদ সহীহ, মাওকুফ।

মাহমূদ বলেন, এ হাদীসটি গারীব। 'কনস্টান্টিনোপল' রোম সাম্রাজ্যের (বর্তমান তুরস্কের) একটি প্রসিদ্ধ শহর। দাজ্জালের আবির্ভাবকালে এটা বিজিত হবে। এটা অবশ্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কিছু সাহাবীদের যামানায় (আমীর মুআবিয়ার রাজত্বকালে) বিজিত হয়েছে।

٥٩ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৯ ॥ দাজ্জালের অনাচার

٢٢٤٠ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ : أَخْبَرَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ جَابِرٍ- دَخَلَ حَدِيْثُ أَحَدِهِمَا فِيْ حَدِيْثِ الْاٰخَرِ-، عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَابِرِ الطَّائِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيْهِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنِ النَّوَّاسِ ابْنِ سَمْعَانَ الْكِلَابِيِّ، قَالَ : ذَكَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلدَّجَّالَ ذَاتَ غَدَاةٍ، فَخَفَّضَ فِيْهِ، وَرَفَّعَ، حَتّٰى ظَنَنَّاهُ فِيْ طَائِفَةِ النَّخْلِ، قَالَ : فَانْصَرَفْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، ثُمَّ رَجَعْنَا إِلَيْهِ، فَعَرَفَ ذٰلِكَ فِيْنَا، فَقَالَ : "مَا شَأْنُكُمْ؟"، قَالَ : قُلْنَا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! ذَكَرْتَ الدَّجَّالَ اَلْغَدَاةَ، فَخَفَّضْتَ فِيْهِ، وَرَفَّعْتَ، حَتّٰى ظَنَنَّاهُ فِيْ طَائِفَةِ النَّخْلِ؟! قَالَ : "غَيْرُ الدَّجَّالِ أَخْوَفُ لِيْ عَلَيْكُمْ، إِنْ يَّخْرُجْ وَأَنَا فِيْكُمْ؛ فَأَنَا حَجِيْجُهُ دُوْنَكُمْ، وَإِنْ يَّخْرُجْ وَلَسْتُ فِيْكُمْ؛ فَامْرُؤٌ حَجِيْجُ نَفْسِهِ، وَاللّٰهُ خَلِيْفَتِيْ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ؛ إِنَّهُ شَابٌّ قَطَطٌ؛ عَيْنُهُ طَافِئَةٌ، شَبِيْهٌ بِعَبْدِ الْعُزّٰى بْنِ قَطَنٍ، فَمَنْ رَاٰهُ مِنْكُمْ؛ فَلْيَقْرَأْ فَوَاتِحَ

سُوْرَةِ أَصْحَابِ الْكَهْفِ – قَالَ –: يَخْرُجُ مَا بَيْنَ الشَّامِ وَالْعِرَاقِ، فَعَاثَ يَمِيْنًا وَشِمَالاً: يَا عِبَادَ اللّٰهِ! اُثْبُتُوْا"، قَالَ : قُلْنَا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! وَمَا لَبْثُهُ فِي الْأَرْضِ؟ قَالَ : "أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا يَوْمٌ كَسَنَةٍ، وَيَوْمٌ كَشَهْرٍ، وَيَوْمٌ كَجُمُعَةٍ، وَسَائِرُ أَيَّامِهِ كَأَيَّامِكُمْ"، قَالَ : قُلْنَا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! أَرَأَيْتَ الْيَوْمَ الَّذِيْ كَالسَّنَةِ: أَتَكْفِيْنَا فِيْهِ صَلاَةُ يَوْمٍ؟ قَالَ : "لاَ: وَلٰكِنِ اقْدُرُوْا لَهُ"، قَالَ : قُلْنَا : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ! فَمَا سُرْعَتُهُ فِي الْأَرْضِ؟ قَالَ : "كَالْغَيْثِ اسْتَدْبَرَتْهُ الرِّيْحُ، فَيَأْتِي الْقَوْمَ فَيَدْعُوْهُمْ، فَيُكَذِّبُوْنَهُ، وَيَرُدُّوْنَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ، فَيَنْصَرِفُ عَنْهُمْ، فَتَتْبَعُهُ أَمْوَالُهُمْ، وَيُصْبِحُوْنَ لَيْسَ بِأَيْدِيْهِمْ شَيْءٌ، ثُمَّ يَأْتِي الْقَوْمَ، فَيَدْعُوْهُمْ، فَيَسْتَجِيْبُوْنَ لَهُ، وَيُصَدِّقُوْنَهُ، فَيَأْمُرُ السَّمَاءَ أَنْ تُمْطِرَ، فَتُمْطِرُ، وَيَأْمُرُ الْأَرْضَ أَنْ تُنْبِتَ، فَتُنْبِتُ، فَتَرُوْحُ عَلَيْهِمْ سَارِحَتُهُمْ كَأَطْوَلِ مَا كَانَتْ ذُرًى، وَأَمَدِّهِ خَوَاصِرَ، وَأَدَرِّهِ ضُرُوْعًا – قَالَ–، ثُمَّ يَأْتِي الْخَرِبَةَ، فَيَقُوْلُ لَهَا : أَخْرِجِيْ كُنُوْزَكِ، فَيَنْصَرِفُ مِنْهَا، فَيَتْبَعُهُ كَيَعَاسِيْبِ النَّحْلِ، ثُمَّ يَدْعُوْ رَجُلاً شَابًّا مُمْتَلِئًا شَبَابًا، فَيَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ، فَيَقْطَعُهُ جِزْلَتَيْنِ، ثُمَّ يَدْعُوْهُ، فَيُقْبِلُ يَتَهَلَّلُ وَجْهُهُ يَضْحَكُ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذٰلِكَ: إِذْ هَبَطَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ– عَلَيْهِ السَّلاَمُ– بِشَرْقِيِّ دِمَشْقَ، عِنْدَ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ بَيْنَ مَهْرُوْذَتَيْنِ، وَاضِعًا يَدَيْهِ عَلٰى أَجْنِحَةِ مَلَكَيْنِ إِذَا طَأْطَأَ رَأْسَهُ: قَطَرَ، وَإِذَا رَفَعَهُ: تَحَدَّرَ مِنْهُ جُمَّانٌ كَاللُّؤْلُؤِ –قَالَ –، وَلاَ يَجِدُ رِيْحَ نَفْسِهِ – يَعْنِيْ : أَحَدًا–: إِلاَّ مَاتَ– وَرِيْحُ نَفْسِهِ : مُنْتَهٰى بَصَرِهِ – قَالَ– فَيَطْلُبُهُ حَتّٰى يُدْرِكَهُ بِبَابِ لُدٍّ،

فَيَقْتُلَهُ – قَالَ –، فَيَلْبَثُ كَذٰلِكَ مَا شَاءَ اللّٰهُ– قَالَ –، ثُمَّ يُوْحِي اللّٰهُ إِلَيْهِ: أَنْ حَوِّزْ عِبَادِيْ إِلَى الطُّوْرِ؛ فَإِنِّيْ قَدْ أَنْزَلْتُ عِبَادًا لِّيْ، لَا يَدَانِ لِأَحَدٍ بِقِتَالِهِمْ – قَالَ–، وَيَبْعَثُ اللّٰهُ يَأْجُوْجَ وَمَأْجُوْجَ، وَهُمْ كَمَا قَالَ اللّٰهُ : {مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَّنْسِلُوْنَ}–قَالَ –، فَيَمُرُّ أَوَّلُهُمْ بِبُحَيْرَةِ الطَّبَرِيَّةِ، فَيَشْرَبُ مَا فِيْهَا، ثُمَّ يَمُرُّ بِهَا آخِرُهُمْ، فَيَقُوْلُ : لَقَدْ كَانَ بِهٰذِهِ مَرَّةً مَاءٌ، ثُمَّ يَسِيْرُوْنَ حَتّٰى يَنْتَهُوْا إِلٰى جَبَلِ بَيْتِ مَقْدِسٍ، فَيَقُوْلُوْنَ : لَقَدْ قَتَلْنَا مَنْ فِي الْأَرْضِ، فَهَلُمَّ: فَلْنَقْتُلْ مَنْ فِي السَّمَاءِ، فَيَرْمُوْنَ بِنُشَّابِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ، فَيَرُدُّ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ نُشَّابَهُمْ مُحْمَرًّا دَمًا، وَيُحَاصَرُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَأَصْحَابُهُ، حَتّٰى يَكُوْنَ رَأْسُ الثَّوْرِ يَوْمَئِذٍ؛ خَيْرًا لِأَحَدِهِمْ مِنْ مِائَةِ دِيْنَارٍ لِأَحَدِكُمُ الْيَوْمَ – قَالَ –، فَيَرْغَبُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ إِلَى اللّٰهِ، وَأَصْحَابُهُ –قَالَ –، فَيُرْسِلَ اللّٰهُ إِلَيْهِمُ النَّغَفَ فِيْ رِقَابِهِمْ، فَيُصْبِحُوْنَ فَرْسٰى مَوْتٰى كَمَوْتِ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ – قَالَ –، وَيَهْبِطُ عِيْسٰى وَأَصْحَابُهُ، فَلَا يَجِدُ مَوْضِعَ شِبْرٍ؛ إِلَّا وَقَدْ مَلَأَتْهُ زَهْمَتُهُمْ وَنَتَنُهُمْ وَدِمَاؤُهُمْ –قَالَ –، فَيَرْغَبُ عِيْسٰى إِلَى اللّٰهِ وَأَصْحَابُهُ – قَالَ–: فَيُرْسِلُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ طَيْرًا كَأَعْنَاقِ الْبُخْتِ –قَالَ– فَتَحْمِلُهُمْ فَتَطْرَحُهُمْ بِالْمَهْبِلِ، وَيَسْتَوْقِدُ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ قِسِيِّهِمْ وَنُشَّابِهِمْ وَجِعَابِهِمْ سَبْعَ سِنِيْنَ – قَالَ –وَيُرْسِلُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مَطَرًا، لَا يُكَنُّ مِنْهُ بَيْتُ وَبَرٍ وَلَا مَدَرٍ –قَالَ–، فَيَغْسِلُ الْأَرْضَ، فَيَتْرُكُهَا كَالزَّلَفَةِ – قَالَ –، ثُمَّ يُقَالُ لِلْأَرْضِ

أَخْرِجِي ثَمَرَتَكِ، وَرُدِّي بَرَكَتَكِ، فَيَوْمَئِذٍ تَأْكُلُ الْعِصَابَةُ مِنَ الرُّمَّانَةِ، وَيَسْتَظِلُّوْنَ بِقَحْفِهَا، وَيُبَارِكُ فِي الرِّسْلِ، حَتَّى إِنَّ الْفِئَامِ مِنَ النَّاسِ لَيَكْتَفُوْنَ بِاللِّقْحَةِ مِنَ الْإِبِلِ، وَإِنَّ الْقَبِيْلَةَ لَيَكْتَفُوْنَ بِاللِّقْحَةِ مِنَ الْبَقَرِ، وَإِنَّ الْفَخِذَ لَيَكْتَفُوْنَ بِاللِّقْحَةِ مِنَ الْغَنَمِ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ؛ إِذْ بَعَثَ اللهُ رِيْحًا، فَقَبَضَتْ رُوْحَ كُلِّ مُؤْمِنٍ، وَيَبْقَى سَائِرُ النَّاسِ؛ يَتَهَارَجُوْنَ كَمَا تَتَهَارَجُ الْحُمُرُ، فَعَلَيْهِمْ تَقُوْمُ السَّاعَةُ".

– صحيح : "الصحيحة" (٤٨١)، "تخريج فضائل الشام" (٢٥) م.

২২৪০। আন-নাওয়াস ইবনু সামআন আল-কিলাবী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন এক সকালে দাজ্জাল প্রসঙ্গে আলোচনা করেন। তিনি এর ভয়াবহতা ও নিকৃষ্টতা তুলে ধরেন। এমনকি আমাদের ধারণা সৃষ্টি হলো যে, সে হয়তো খেজুর বাগানের ওপাশেই বিদ্যমান। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হতে চলে গেলাম, তারপর আবার আমরা তাঁর নিকট ফিরে এলাম। তিনি আমাদের মধ্যে দাজ্জালের ভীতির চিহ্ন দেখে প্রশ্ন করেন ঃ তোমাদের কি হয়েছে? আমরা বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আপনি সকালে দাজ্জাল প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন এবং এর ভয়াবহতা ও নিকৃষ্টতা এমন ভাষায় উত্থাপন করেছেন যে, আমাদের ধারণা হচ্ছিল যে, হয়তো সে খেজুর বাগানের পাশেই উপস্থিত আছে। তিনি বললেন ঃ তোমাদের ক্ষেত্রে দাজ্জাল ছাড়াও আমার আরো কিছুর আশংকা রয়েছে। যদি সে আমার জীবদ্দশাতেই তোমাদের মাঝে আসে তাহলে আমিই তোমাদের পক্ষে তার প্রতিপক্ষ হবো। আর সে যদি আমার অবর্তমানে আবির্ভূত হয়, তাহলে তোমরাই তার প্রতিপক্ষ হবে। আর আল্লাহ্ তা'আলাই প্রত্যেক মুসলমানের জন্য আমার পরিবর্তে সহায় হবেন। সে (দাজ্জাল) হবে কুঞ্চিত (কোঁকড়া) চুলবিশিষ্ট, স্থির দৃষ্টিসম্পন্ন যুবক, সে হবে আবদুল

উযযা ইবনু কাতানের অনুরূপ। তোমাদের মধ্যে কেউ যদি তার দেখা পায় তাহলে যেন সে সূরা কাহ্‌ফ-এর প্রাথমিক আয়াতগুলো তিলাওয়াত করে। তিনি বললেন ঃ সে সিরিয়া ও ইরাকের মধ্যবর্তী কোন এলাকা হতে আত্মপ্রকাশ করবে। তারপর সে ডানে-বামে ফিতনা ফ্যাসাদ ও বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়াবে। হে আল্লাহ্‌র বান্দাহগণ! তোমরা দৃঢ়তার সাথে অবস্থান করবে। আমরা প্রশ্ন করলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! সে কত দিন দুনিয়াতে থাকবে? তিনি বললেন ঃ চল্লিশ দিন। এর একদিন হবে একবছরের সমান, একদিন হবে একমাসের সমান এবং একদিন হবে একসপ্তাহের সমান, আর অবশিষ্ট দিনগুলো হবে তোমাদের বর্তমান দিনের মতো। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা প্রশ্ন করলাম, হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আপনার কি ধারণা, যে দিনটি একবছরের সমান হবে, তাতে একদিনের নামায আদায় করলেই আমাদের জন্য যথেষ্ট হবে? তিনি বললেন ঃ না, বরং তোমরা সেদিনের সঠিক অনুমান করে নেবে (এবং সে অনুযায়ী নামায আদায় করবে)। আমরা আবার প্রশ্ন করলাম, দুনিয়াতে তার চলার গতি কত দ্রুত হবে? তিনি বললেন ঃ তার চলার গতি হবে বায়ুচালিত মেঘের অনুরূপ; তারপর সে কোন জাতির নিকট গিয়ে তাদেরকে নিজের দলের দিকে আহ্বান জানাবে, কিন্তু তারা তাকে মিথ্যাবাদী আখ্যায়িত করবে এবং তার দাবি প্রত্যাখ্যান করবে। সে তখন তাদের নিকট হতে ফিরে আসবে এবং তাদের ধন-সম্পদও তার পিছনে পিছনে চলে আসবে। তারা পরদিন সকালে নিজেদেরকে নিঃস্ব অবস্থায় পাবে। তারপর সে অন্য জাতির নিকট গিয়ে আহ্বান করবে। তারা তার আহ্বানে সাড়া দিবে এবং তাকে সত্য বলে মেনে নিবে। সে তখন আকাশকে বৃষ্টি বর্ষনের জন্য আদেশ করবে এবং সে অনুযায়ী আকাশ বৃষ্টি বর্ষন করবে। তারপর সে যামীনকে ফসল উৎপাদনের জন্য নির্দেশ দিবে এবং সে মুতাবিক যামীন ফসল উৎপাদন করবে। তারপর বিকেলে তাদের পশুপালগুলো পূর্বের চেয়ে উঁচু কুঁজবিশিষ্ট, মাংসবহুল নিতম্ববিশিষ্ট ও দুগ্ধপুষ্ট স্তনবিশিষ্ট হবে। তারপর সে নির্জন পতিত ভূমিতে গিয়ে বলবে, তোর ভিতরের খনিজভাণ্ডার বের করে দে। তারপর সে সেখান হতে ফিরে আসবে এবং সেখানকার ধনভাণ্ডার তার অনুসরণ করবে যেভাবে মৌমাছিরা রাণী মৌমাছির অনুসরণ করে।

তারপর সে পূর্ণযৌবন এক তরুণ যুবককে তার দিকে আহ্বান করবে। সে তলোয়ারের আঘাতে তাকে দুই টুকরা করে ফেলবে। তারপর সে তাকে ডাক দিবে, অমনি সে হাস্যোজ্জ্বল চেহারা নিয়ে সামনে এসে দাঁড়াবে। এমতাবস্থায় এদিকে দামিস্কের পূর্ব প্রান্তের এক মাসজিদের সাদা মিনারে হলুদ রংয়ের দুটি কাপড় পরিহিত অবস্থায় দুজন ফিরিশতার ডানায় ভর করে ঈসা ইবনু মারইয়াম (আঃ) অবতরণ করবেন। তিনি তাঁর মাথা নীচু করলে ফোঁটায় ফোঁটায় এবং উঁচু করলেও মনিমুক্তার ন্যায় (ঘাম) পড়তে থাকবে। তাঁর নিঃশ্বাস যে ব্যক্তিকেই স্পর্শ করবে সে মারা যাবে; আর তাঁর শ্বাসবায়ু দৃষ্টির শেষ সীমা পর্যন্ত পৌঁছবে। তারপর তিনি দাজ্জালকে খোঁজ করবেন এবং তাকে 'লুদ্দ'-এর নগরদ্বারপ্রান্তে পেয়ে হত্যা করবেন। তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছা মতো এভাবে তিনি অতিবাহিত করবেন। তারপর আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিকট ওয়াহী প্রেরণ করবেন ঃ "আমার বান্দাহদেরকে তূর পাহাড়ে সরিয়ে নাও। কেননা, আমি এমন একদল বান্দাহ অবতীর্ণ করছি যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ক্ষমতা কারো নেই"। তিনি বলেন, তারপর আল্লাহ ইয়াজূজ-মাজূজের দল পাঠাবেন। আল্লাহ তা'আলার বাণী অনুযায়ী তাদের অবস্থা হলো, "তারা প্রত্যেক উচ্চভূমি হতে ছুটে আসবে" (সূরা ঃ আম্বিয়া– ৯৬)। তিনি বলেন, তাদের প্রথম দলটি (সিরিয়ার) তাবারিয়া উপসাগর অতিক্রমকালে এর সমস্ত পানি পান করে শেষ করে ফেলবে। এদের শেষ দলটি এ স্থান দিয়ে অতিক্রমকালে বলবে, নিশ্চয়ই এই জলাশয়ে কোন সময় পানি ছিল। তারপর বাইতুল মাকদিসের পাহাড়ে পৌঁছার পর তাদের অভিযান সমাপ্ত হবে। তারা পরস্পর বলবে, আমরা তো দুনিয়ায় বসবাসকারীদের ধ্বংস করেছি, এবার চল আকাশে বসবাসকারীদের ধ্বংস করি। তারা এই বলে আকাশের দিকে তাদের তীর নিক্ষেপ করবে। আল্লাহ তা'আলা তাদের তীরসমূহ রক্তে রঞ্জিত করে ফিরত দিবেন। তারপর ঈসা ইবনু মারইয়াম (আঃ) ও তাঁর সাথীরা অবরুদ্ধ হয়ে পড়বেন। তারা (খাদ্যাভাবে) এমন এক কঠিন পরিস্থিতিতে পতিত হবেন যে, তখন তাদের জন্য একটা গরুর মাথা তোমাদের এ যুগের একশত দীনারের চাইতে বেশি উত্তম মনে হবে। তিনি বলেন, তারপর ঈসা (আঃ) ও তাঁর সাথীরা আল্লাহ্ তা'আলার দিকে রুজু হয়ে দু'আ করবেন। আল্লাহ তা'আলা তখন তাদের

(ইয়াজূজ-মাজূজ বাহিনীর) ঘাড়ে মহামারীরূপে 'নাগাফ' নামক কীটের উৎপত্তি করবেন। তারপর তারা এমনভাবে ধ্বংস হয়ে যাবে যেন একটি প্রাণের মৃত্যু হয়েছে। তখন ঈসা (আঃ) তার সাথীদের নিয়ে (পাহাড় হতে) নেমে আসবেন। সেখানে তিনি এমন এক বিঘত পরিমাণ জায়গাও পাবেন না, যেখানে সেগুলোর পঁচা দুর্গন্ধময় রক্ত-মাংস ছড়িয়ে না থাকবে। তারপর তিনি সাথীদের নিয়ে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট দু'আ করবেন। আল্লাহ তা'আলা তখন উটের ঘাড়ের ন্যায় লম্বা ঘাড়বিশিষ্ট এক প্রকার পাখি প্রেরণ করবেন। সেই পাখি ওদের লাশগুলো তুলে নিয়ে গভীর গর্তে নিক্ষেপ করবে। এদের পরিত্যক্ত তীর, ধনুক ও তূণীরগুলো মুসলমানগণ সাতবছর পর্যন্ত জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করবে। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা এমন বৃষ্টি বর্ষণ করবেন যা সমস্ত ঘর-বাড়ী, স্থলভাগ ও কঠিন মাটির স্তরে গিয়ে পৌঁছবে এবং সমস্ত পৃথিবী ধুয়েমুছে আয়নার মতো ঝকঝকে হয়ে উঠবে। তারপর যামীনকে বলা হবে, তোর ফল ও ফসলসমূহ বের করে দে এবং বারকাত ও কল্যাণ ফিরিয়ে দে। তখন এরূপ পরিস্থিতি হবে যে, একদল লোকের জন্য একটি ডালিম পর্যাপ্ত হবে এবং একদল লোক এর খোসার ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করতে পারবে। দুধেও এরূপ বারকাত হবে যে, বিরাট একটি দলের জন্য একটি উটনীর দুধ, একটি গোত্রের জন্য একটি গাভীর দুধ এবং একটি ছোট দলের জন্য একটি ছাগলের দুধই যথেষ্ট হবে। এমতাবস্থায় কিছুদিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর হঠাৎ আল্লাহ তা'আলা এমন এক বাতাস প্রেরণ করবেন যা সকল ঈমানদারের আত্মা ছিনিয়ে নেবে এবং অবশিষ্ট থাকবে শুধুমাত্র দুশ্চরিত্রের লোক যারা গাধার মতো প্রকাশ্যে নারী সম্ভোগে লিপ্ত হবে। তারপর তাদের উপর কিয়ামাত সংঘটিত হবে।

সহীহ, সহীহাহ্ (৪৮১), তাখরীজ ফাযায়েলুশশাম (২৫), মুসলিম।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্ গারীব। আমরা এ হাদীসটি শুধুমাত্র আবদুর রাহমান ইবনু ইয়াযীদ ইবনু জাবিরের সূত্রেই জেনেছি।

٦٠ – بَابُ مَا جَاءَ فِيْ صِفَةِ الدَّجَّالِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৬০ ॥ দাজ্জালের পরিচয়

٢٢٤١ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ : حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ ابْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الدَّجَّالِ؟ فَقَالَ : "أَلاَ إِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، أَلاَ وَإِنَّهُ أَعْوَرُ؛ عَيْنُهُ الْيُمْنَى كَأَنَّهَا عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ".

– صحيح : خ (٣٤٣٩)، م(١/١٠٧)، دون السؤال.

২২৪১। ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, দাজ্জালের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন ঃ জেনে রাখ, তোমাদের প্রভু অন্ধ নন। জেনে রাখ, দাজ্জালের ডান চোখ অন্ধ। তার ডান চোখটি মনে হবে যেন ফুলে উঠা একটি আঙ্গুর।

সহীহ, বুখারী (৩৪৯৩), মুসলিম (১/১০৭) প্রশ্নের উল্লেখ ব্যতীত।

আবূ ঈসা বলেন, সা'দ, হুযাইফা, আবূ হুরাইরা, আসমা, জাবির ইবনু আবদুল্লাহ, আবূ বাকরা, আইশা, আনাস, ইবনু আব্বাস ও ফালাতান ইবনু আসিম (রাঃ) হতে এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান সহীহ এবং আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রাঃ)-এর রিওয়ায়াত হিসাবে গারীব।

٦١ – بَابُ مَا جَاءَ فِي الدَّجَّالِ لاَ يَدْخُلُ الْمَدِيْنَةَ

অনুচ্ছেদ ঃ ৬১ ॥ দাজ্জাল মাদীনায় প্রবেশ করতে পারবে না

٢٢٤٢ – حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْخُزَاعِيُّ الْبَصْرِيُّ : حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ

اللّٰهِ ﷺ : "يَأْتِي الدَّجَّالُ الْمَدِيْنَةَ، فَيَجِدُ الْمَلاَئِكَةَ يَحْرُسُوْنَهَا، فَلاَ يَدْخُلُهَا الطَّاعُوْنَ، وَلاَ الدَّجَّالُ- إِنْ شَاءَ اللّٰهُ-".

– صحيح : "الصحيحة" (٢٤٥٧) خ.

২২৪২। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দাজ্জাল মাদীনায় উপস্থিত হয়ে দেখতে পাবে যে, ফিরিশতাগণ তা পাহারা দিচ্ছেন। অতএব, আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছায় মহামারী ও দাজ্জাল মাদীনায় প্রবেশ করতে পারবে না।

সহীহ, সহীহাহ্ (২৪৫৮), বুখারী।

আবূ ঈসা বলেন, আবূ হুরাইরা, ফাতিমা বিনতু কাইস, উসামা ইবনু যাইদ সামুরা, ইবনু জুনদাব ও মিহজান (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি সহীহ্।

٢٢٤٣ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْعَلاَءِ ابْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : "اَلْإِيْمَانُ يَمَانٍ، وَالْكُفْرُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ، وَالسَّكِيْنَةُ لِأَهْلِ الْغَنَمِ، وَالْفَخْرُ وَالرِّيَاءُ فِي الْفَدَّادِيْنَ: أَهْلِ الْخَيْلِ وَأَهْلِ الْوَبَرِ، يَأْتِي الْمَسِيْحُ، إِذَا جَاءَ دُبُرَ أُحُدٍ؛ صَرَفَتِ الْمَلاَئِكَةُ وَجْهَهُ قِبَلَ الشَّامِ، وَهُنَالِكَ يَهْلِكُ".

– صحيح : "الصحيحة" (١٧٧٠) م.

২২৪৩। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ঈমান হলো ঈয়ামানে, কুফর হলো প্রাচ্যে, বকরীওয়ালাদের মধ্যে আছে শান্তি এবং উচ্চঃস্বরে চিৎকারকারী ঘোড়াওয়ালা ও উটওয়ালাদের মধ্যে আছে গর্ব-অহংকার ও প্রদর্শনেচ্ছা। দাজ্জাল মাসীহ আত্মপ্রকাশ করে যখন উহুদের পিছনে উপস্থিত হবে,

ফিরিশতারা তখন তার মুখমণ্ডল (চলার গতি)-কে সিরিয়ার দিকে ঘুরিয়ে দিবেন। আর সে ঐস্থানেই ধ্বংস হবে।

সহীহ, সহীহাহ্ (১৭৭০), মুসলিম।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

٦٢ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ قَتْلِ عِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ الدَّجَّالَ

অনুচ্ছেদ ঃ ৬২ ॥ দাজ্জালকে ঈসা ইবনু মারইয়াম (আঃ) হত্যা করবেন

٢٢٤٤ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِاللهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ الْأَنْصَارِيِّ يُحَدِّثُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ الْأَنْصَارِيِّ- مِنْ بَنِيْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ- يَقُوْلُ : سَمِعْتُ عَمِّيْ مُجَمِّعَ ابْنَ جَارِيَةَ الْأَنْصَارِيَّ يَقُوْلُ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ :

"يَقْتُلُ ابْنُ مَرْيَمَ الدَّجَّالَ بِبَابِ لُدٍّ".

- صحيح : "قصة المسيح الدجال وقتله.

২২৪৪। আমর ইবনু আওফ বংশের আবদুর রাহমান ইবনু ইয়াযীদ আল-আনসারী (রাহঃ) বলেন, আমি আমার চাচা মুজাম্মি ইবনু জারিয়া আল-আনসারী (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ ঈসা (আঃ) 'লুদ্দ'-এর দ্বারপ্রান্তে দাজ্জালকে হত্যা করবেন।

সহীহ, কিচ্ছাতুল মাসীহি দ্দাজ্জালি ওয়া কাত্লুহু।

আবূ ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে ইমরান ইবনু হুসাইন, নাফী ইবনু উতবা, আবূ বারযা, হুযাইফা ইবনু উসাইদ, আবূ হুরাইরা, কাইসান, উসমান ইবনু আবীল আস, জাবির, আবূ উমামা, ইবনু মাসউদ, আবদুল্লাহ ইবনু আমর, সামুরা ইবনু জুনদাব, নাওয়াস ইবনু সামআন, আমর ইবনু

আওফ ও হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান (রাঃ) হতে হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

٢٢٤٥ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسًا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "مَا مِنْ نَبِيٍّ؛ إِلاَّ وَقَدْ أَنْذَرَ أُمَّتَهُ الْأَعْوَرَ الْكَذَّابَ، أَلاَ إِنَّهُ أَعْوَرُ، وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ مَكْتُوْبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ : ك ف ر".

– صحيح : "تخريج شرح العقيدة الطحاوية" (٧٦٢)، "قصة المسيح الدجال" ق.

২২৪৫। আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ এমন কোন নাবী প্রেরিত হননি, যিনি তাঁর সম্প্রদায়কে কানা মিথ্যাবাদীর (দাজ্জালের) ব্যাপারে সতর্ক করেননি। জেনে রাখ, সে অবশ্যই কানা হবে। আর তোমাদের প্রভু তো অন্ধ নন। ঐ মিথ্যাবাদীর দুচোখের মধ্যবর্তী স্থানে 'কাফ. ফা রা' শব্দটি লিখিত থাকবে।

সহীহ, তাখরীজু শারহিল আক্বীদাতিত্ তাহাবীয়া (৭৬২), "কিচ্ছাতুল মাসীহিদ্দাজ্জাল" বুখারী, মুসলিম।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

٦٣ – بَابُ مَا جَاءَ فِيْ ذِكْرِ ابْنِ صَائِدٍ

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৩ ॥ ইবনু সাইয়্যাদ প্রসঙ্গে

٢٢٤٦ – حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيْعٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلٰى، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِيْ نَضْرَةَ، عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ، قَالَ : صَحِبَنِيْ ابْنُ صَائِدٍ؛ إِمَّا حُجَّاجًا، وَإِمَّا مُعْتَمِرِيْنَ، فَانْطَلَقَ النَّاسُ، وَتُرِكْتُ أَنَا وَهُوَ، فَلَمَّا

خَلَصْتُ بِهِ؛ اِقْشَعَرَرْتُ مِنْهُ، وَاسْتَوْحَشْتُ مِنْهُ مِمَّا يَقُوْلُ النَّاسُ فِيْهِ، فَلَمَّا نَزَلْتُ؛ قُلْتُ لَهُ : ضَعْ مَتَاعَكَ حَيْثُ تِلْكَ الشَّجَرَةُ، قَالَ : فَأَبْصَرَ غَنَمًا، فَأَخَذَ الْقَدَحَ، فَانْطَلَقَ، فَاسْتَحْلَبَ، ثُمَّ أَتَانِيْ بِلَبَنٍ، فَقَالَ لِيْ : يَا أَبَا سَعِيْدٍ! اِشْرَبْ، فَكَرِهْتُ أَنْ أَشْرَبَ مِنْ يَدِهِ شَيْئًا؛ لِمَا يَقُوْلُ النَّاسُ فِيْهِ، فَقُلْتُ لَهُ : هٰذَا الْيَوْمُ يَوْمٌ صَائِفٌ، وَإِنِّيْ أَكْرَهُ فِيْهِ اللَّبَنَ، قَالَ لِيْ : يَا أَبَا سَعِيْدٍ! هَمَمْتُ أَنْ آخُذَ حَبْلًا، فَأُوْثِقَهُ إِلٰى شَجَرَةٍ، ثُمَّ أَخْتَنِقَ؛ لِمَا يَقُوْلُ النَّاسُ لِيْ وَفِيَّ، أَرَأَيْتَ مَنْ خَفِيَ عَلَيْهِ حَدِيْثِيْ؛ فَلَنْ يَّخْفٰى عَلَيْكُمْ؟! أَلَسْتُمْ أَعْلَمَ النَّاسِ بِحَدِيْثِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ؟! يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ : أَلَمْ يَقُلْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "إِنَّهُ كَافِرٌ"؛ وَأَنَا مُسْلِمٌ؟ أَلَمْ يَقُلْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "إِنَّهُ عَقِيْمٌ لَا يُوْلَدُ لَهُ"؛ وَقَدْ خَلَفْتُ وَلَدِيْ بِالْمَدِيْنَةِ؟! أَلَمْ يَقُلْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "لَا يَدْخُلُ - أَوْ لَا تَحِلُّ لَهُ مَكَّةُ وَالْمَدِيْنَةُ"؛ أَلَسْتُ مِنْ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ؛ وَهُوَ ذَا أَنْطَلِقُ مَعَكَ إِلٰى مَكَّةَ؟! فَوَاللّٰهِ مَا زَالَ يَجِيْءُ بِهٰذَا، حَتّٰى قُلْتُ : فَلَعَلَّهُ مَكْذُوْبٌ عَلَيْهِ! ثُمَّ قَالَ : يَا أَبَا سَعِيْدٍ! وَاللّٰهِ لَأُخْبِرَنَّكَ خَبَرًا حَقًّا، وَاللّٰهِ إِنِّيْ لَأَعْرِفُهُ، وَأَعْرِفُ وَالِدَهُ، وَأَعْرِفُ أَيْنَ هُوَ السَّاعَةَ مِنَ الْأَرْضِ؟ فَقُلْتُ : تَبًّا لَّكَ سَائِرَ الْيَوْمِ!

- صحيح : ق.

২২৪৬। আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, কোন একদিন ইবনু সাইদ হাজ্জ কিংবা উমরাহ উপলক্ষ্যে আমার সঙ্গী হলো। সবাই চলে গেল কিন্তু আমি ও সে পিছনে পড়ে গেলাম। আমি তার সাথে

একা হয়ে গেলে তার ব্যাপারে জনগণ যা বলাবলি করত তা মনে উদয় হলে আমি ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লাম। আমি এক জায়গায় বিশ্রামের জন্য অবতরণ করে তাকে বললাম, তোমার ঐ গাছের নিকট তোমার মালামাল রেখে দাও। বর্ণনাকারী বলেন, তারপর সে একপাল বকরী দেখে একটি পেয়ালা নিয়ে সেদিকে গেল এবং কিছু দুধ দোহন করে আমার নিকট নিয়ে এল। সে আমাকে বলল, হে আবূ সাঈদ! দুধ পান করুন। তার ব্যাপারে লোকজন বিভিন্ন কথা বলাবলি করার দরুন আমি তার হাতের কিছু পান করা অপছন্দ করলাম। অতএব, আমি তাকে বললাম, আজকের দিনটি প্রচণ্ড গরমের, আমি এরকম দিনে দুধপান করতে পছন্দ করি না। তখন সে আমাকে বলল, হে আবূ সাঈদ! আমাকে ও আমার ব্যাপারে মানুষেরা যে নানা কথা বলে সেজন্য আমার ইচ্ছা হয় একটি গাছে দড়ি বেঁধে ফাঁসিতে আত্মহত্যা করি। আপনি কি মনে করেন, আমার বিষয় কারো নিকট অজানা থাকলেও আপনাদের নিকট তো তা মোটেই অস্পষ্ট নয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস সম্বন্ধে তো আপনারা অধিক অবহিত। হে আনসার সম্প্রদায়! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি বলেননি যে, সে (দাজ্জাল) হবে কাফির? অথচ আমি মুসলমান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি বলেননি যে, সে হবে নিঃসন্তান? অথচ আমি আমার সন্তান মাদীনায় রেখে এসেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি বলেননি যে, মক্কা-মাদীনায় প্রবেশ করাটা তার জন্য বৈধ (সম্ভব) নয়? আমি কি মাদীনাবাসী নই? আমি সেখান হতেই তো আপনার সাথে মক্কায় এসেছি। আবূ সাঈদ (রাঃ) বলেন, আল্লাহ্র শপথ! সে একটার পর একটা অনবরতভাবে যুক্তি দেখাতে লাগল। অবশেষে আমি মনে মনে বললাম, তার উপর হয়তো মিথ্যারোপ করা হয়েছে। সে আবার বলল, হে আবূ সাঈদ, আল্লাহ্র শপথ! আমি আপনাকে সঠিক সংবাদ দিব। আল্লাহ্র শপথ! আমি নিঃসন্দেহে তাকে (দাজ্জালকে) চিনি, তার বাবাকেও চিনি এবং সে এখন কোন্ এলাকায় আছে তাও জানি। তখন আমি বললাম, তোর পুরো দিনটাই বিফলে যাক।

সহীহ, বুখারী, মুসলিম।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

٢٢٤٧ – حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيْعٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِيْ نَضْرَةَ، عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ، قَالَ : لَقِيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِبْنَ صَائِدٍ فِيْ بَعْضِ طُرُقِ الْمَدِيْنَةِ، فَاحْتَبَسَهُ وَهُوَ غُلَامٌ يَهُوْدِيٌّ، وَلَهُ ذُؤَابَةٌ، وَمَعَهُ أَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ، فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "تَشْهَدُ أَنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ؟"، فَقَالَ : أَتَشْهَدُ أَنْتَ أَنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "آمَنْتُ بِاللّٰهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ"، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "مَا تَرٰى؟"، قَالَ : أَرٰى عَرْشًا فَوْقَ الْمَاءِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "تَرٰى عَرْشَ إِبْلِيْسَ فَوْقَ الْبَحْرِ"، قَالَ : "فَمَا تَرٰى؟"، قَالَ : أَرٰى صَادِقًا، وَكَاذِبِيْنَ– أَوْ صَادِقِيْنَ، وَكَاذِبًا–، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "لُبِسَ عَلَيْهِ، فَدَعَاهُ".

– صحيح : "الصحيحة" أيضا م.

২২৪৭। আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, কোন একদিন মাদীনার একটি গলিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবনু সাইদের সাক্ষাৎ পেয়ে তিনি তাকে আটক করলেন। সে ছিল একজন ইয়াহূদী বালক। তার চুল ছিল বেণীবদ্ধ। আবূ বাক্‌র ও উমার (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন ঃ তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে, আমি আল্লাহ্‌র রাসূল? সে বলল, আপনি কি সাক্ষ্য দেন যে, আমিও আল্লাহ্‌র রাসূল? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আমি ঈমান এনেছি আল্লাহ্ তা'আলার উপর, তাঁর ফিরিশতাগণের উপর, তাঁর গ্রন্থসমূহে ও তাঁর রাসূলদের উপর এবং পরকালের উপর। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে প্রশ্ন করেন ঃ তুমি কী দেখতে পাও? সে বলল, আমি পানির উপর একটি সিংহাসন দেখতে পাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তুমি সমুদ্রে শাইতানের আসন

দেখতে পাও। তিনি আরো প্রশ্ন করেন ঃ তুমি আর কি দেখ? সে বলল, আমি একজন সত্যবাদী ও দুজন মিথ্যাবাদী অথবা দুজন সত্যবাদী ও একজন মিথ্যাবাদী দেখতে পাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একথা শুনে বললেন, বিষয়টা তার কাছে তালগোল পাকিয়ে গেছে। তোমরা দুজনেই একে ত্যাগ কর।

সহীহ, সহীহাহ, মুসলিম।

আবূ ঈসা বলেন, উমার, হুসাইন ইবনু আলী, ইবনু উমার, আবূ যার, ইবনু মাসউদ, জাবির ও হাফসা (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান।

٢٢٤٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَرَّ بِابْنِ صَيَّادٍ فِيْ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ؛ فِيْهِمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ؛ وَهُوَ يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ عِنْدَ أُطُمِ بَنِيْ مَغَالَةَ، وَهُوَ غُلَامٌ، فَلَمْ يَشْعُرْ، حَتّٰى ضَرَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ظَهْرَهُ بِيَدِهِ، ثُمَّ قَالَ : "أَتَشْهَدُ أَنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ؟" فَنَظَرَ إِلَيْهِ ابْنُ صَيَّادٍ، قَالَ : أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُوْلُ الْأُمِّيِّيْنَ، ثُمَّ قَالَ ابْنُ صَيَّادٍ لِلنَّبِيِّ ﷺ : أَتَشْهَدُ أَنْتَ أَنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ؟، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "آمَنْتُ بِاللّٰهِ وَبِرُسُلِهِ"، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "مَا يَأْتِيْكَ؟"، قَالَ ابْنُ صَيَّادٍ : يَأْتِيْنِيْ صَادِقٌ، وَكَاذِبٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "خُلِّطَ عَلَيْكَ الْأَمْرُ"، ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "إِنِّيْ خَبَأْتُ لَكَ خَبِيْئًا"، وَخَبَأَ لَهُ : {يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِيْنٍ}، فَقَالَ ابْنُ صَيَّادٍ : هُوَ الدُّخُّ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "اِخْسَأْ؛ فَلَنْ تَعْدُوَ قَدْرَكَ"، قَالَ عُمَرُ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! اِئْذَنْ لِيْ؛ فَأَضْرِبَ عُنُقَهُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "إِنْ

يَكُ حَقًّا؛ فَلَنْ تُسَلَّطَ عَلَيْهِ، وَإِنْ لاَ يَكُنْهُ؛ فَلاَ خَيْرَ لَكَ فِيْ قَتْلِهِ". قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : يَعْنِيْ : اَلدَّجَّالَ.

– صحيح : "صحيح الأدب المفرد"ق.

২২৪৯। ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, কোন একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদল সাহাবী নিয়ে ইবনু সাইয়্যাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁদের মধ্যে উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ)-ও ছিলেন। সে তখন 'মাগালা' গোত্রের দুর্গের পাশে বালকদের সাথে খেলা করছিল। সেও তখন কিশোর ছিল। সে সাড়া পাওয়ার আগেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গিয়ে তার পিঠে হাত চাপড় দিয়ে প্রশ্ন করলেন ঃ তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে, আমি আল্লাহ্র রাসূল? ইবনু সাইয়্যাদ তাঁর দিকে দৃষ্টিপাত করে বলল, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি নিরক্ষরদের রাসূল! বর্ণনাকারী বলেন, এরপর সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলল, আপনি কি সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, আমিও আল্লাহ্র রাসূল? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আমি তো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলদের প্রতি ঈমান এনেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে আবার প্রশ্ন করলেন ঃ তোমার নিকট কী আসে? ইবনু সাইয়্যাদ বলল, আমার নিকট সত্যবাদীও আসে মিথ্যাবাদীও আসে। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তোমার বিষয়টা তালগোল পাকিয়ে গেছে। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আমি একটি বিষয় তোমার জন্য ঠিক করে রেখেছি। বলতো তা কি? এই বলে তিনি মনে মনে পাঠ করলেন ঃ "আকাশ সেদিন স্পষ্ট ধোঁয়ায় ছেয়ে যাবে" (সূরা ঃ আদ- দুখান– ১০)। উত্তরে ইবনু সাইয়্যাদ বলল, সেটা তো "আদ-দুখ" (ধোঁয়া)। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ দূর হও! তুই কখনো তোর ভাগ্যকে অতিক্রম করতে পারবি না। উমার (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আমাকে সম্মতি দিন, একে মেরে ফেলি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ সে যদি সত্যিই (দাজ্জাল) হয়ে থাকে তাহলে তার উপর তুমি জয়লাভ

করতে পারবে না। আর সে তা না হয়ে থাকলে তবে তাকে মেরে ফেলায় তোমার কোন কল্যাণ নেই। আবদুর রাযযাক বলেন, শব্দটিতে দাজ্জাল বুঝান হয়েছে।

সহীহ, সহীহ আদাবুল মুফরাদ, বুখারী, মুসলিম।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

٦٤ - بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৪ ॥ (শত বছর পর কেউ আর থাকবে না)

٢٢٥٠ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "مَا عَلَى الْأَرْضِ نَفْسٌ مَنْفُوْسَةٌ -يَعْنِي : اَلْيَوْمَ-؛ تَأْتِي عَلَيْهَا مِئَةُ سَنَةٍ".

- صحيح : "الروض النضير" (١١٠٠)، "صحيح الأدب المفرد" (٧٥٥)ق.

২২৫০। জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দুনিয়াতে এখন যে সকল ব্যক্তি জীবিত আছে, শতবছর পর এদের কেউ অবশিষ্ট থাকবে না।

সহীহ, রাওযুন নাযীর (১১০০), সহীহ আদাবুল মুফরাদ (৭৫৫), বুখারী, মুসলিম।

আবূ ঈসা বলেন, ইবনু উমার, আবূ সাঈদ ও বুরাইদা (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান।

٢٢٥١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ سُلَيْمَانَ- وَهُوَ ابْنُ أَبِي حَثْمَةَ-، أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ : صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ

ذَاتَ لَيْلَةٍ صَلَاةَ الْعِشَاءِ فِيْ أُخِرِ حَيَاتِهِ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ، فَقَالَ : "أَرَأَيْتَكُمْ لَيْلَتَكُمْ هٰذِهِ؟! عَلٰى رَأْسِ مِائَةِ سَنَةٍ مِّنْهَا؛ لَا يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ عَلٰى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَحَدٌ". قَالَ ابْنُ عُمَرَ : فَوَهِلَ النَّاسُ فِيْ مَقَالَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ تِلْكَ، فِيْمَا يَتَحَدَّثُوْنَهُ مِنْ هٰذِهِ الْأَحَادِيْثِ عَنْ مِائَةِ سَنَةٍ، وَإِنَّمَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "لَا يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ الْيَوْمَ عَلٰى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَحَدٌ"؛ يُرِيْدُ بِذٰلِكَ؛ أَنْ يَّنْخَرِمَ ذٰلِكَ الْقَرْنُ.

– صحيح : "الروض" أيضا ق.

২২৫১। আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রাঃ) বলেন, কোন একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জীবনের শেষ পর্যায়ে আমাদের নিয়ে এশার নামায আদায় করেন। তিনি সালাম ফিরিয়ে খুত্‌বাহ দিতে দাঁড়িয়ে বললেন ঃ তোমরা কি আজকের এই রাতের প্রতি লক্ষ্য করছ? এখন যে সকল ব্যক্তি বেঁচে আছে শতবছর পর তারা আর দুনিয়ার বুকে বেঁচে থাকবে না। ইবনু উমার (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বক্তব্য "শতবছরের" বিষয়ে লোকেরা আলাপ-আলোচনায় লিপ্ত হয়ে ভুল করে বসে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী ঃ "শতবছর পর কেউ দুনিয়াতে বেঁচে থাকবে না"-এর তাৎপর্য হলো ঃ বর্তমানের এই শতাব্দীটি তখন সমাপ্ত হয়ে যাবে।

সহীহ, (রাওয), বুখারী, মুসলিম।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সহীহ্।

٦٥ – بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ سَبِّ الرِّيَاحِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৫ ॥ বাতাসকে গালি দেয়া নিষেধ

٢٢٥٢ – حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ حَبِيْبِ بْنِ الشَّهِيْدِ

الْبَصْرِيُّ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ حَبِيْبِ بْنِ أَبِيْ ثَابِتٍ، عَنْ ذَرٍّ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ أَبْزٰى، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أُبَيِّ ابْنِ كَعْبٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "لَا تَسُبُّوا الرِّيْحَ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ مَا تَكْرَهُوْنَ؛ فَقُوْلُوْا : اَللّٰهُمَّ! إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هٰذِهِ الرِّيْحِ، وَخَيْرِ مَا فِيْهَا، وَخَيْرِ مَا أُمِرَتْ بِهٖ، وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هٰذِهِ الرِّيْحِ، وَشَرِّ مَا فِيْهَا، وَشَرِّ مَا أُمِرَتْ بِهٖ".

- صحيح : "المشكاة" (١٥١٨)، "الصحيحة" (٢٧٥٦)، "الروض النضير" (١١٠٧)، "الكلم الطيب" (١٥٤).

২২৫২। উবাই ইবনু কা'ব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ বাতাসকে তোমরা গালি দিও না। অপছন্দনীয় কোন কিছু দেখতে পেলে তোমরা এই দু'আ পড়বে, "হে আল্লাহ! আমরা আপনার নিকট আকাঙ্ক্ষা করি এ বাতাসের কল্যাণ, এর মধ্যে যে কল্যাণ নিহিত আছে তা এবং সে যে বিষয়ে আদেশ প্রাপ্ত হয়েছে তার কল্যাণ। আমরা এ বাতাসের অকল্যাণ হতে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি, এর মধ্যে নিহিত ক্ষতি হতে এবং সে যে বিষয়ে আদেশ প্রাপ্ত হয়েছে তার অকল্যাণ হতে"।

সহীহ, মিশকাত (১৫১৮), সহীহাহ্ (২৭৫৬), রাওযুন নাযীর (১১০৭), কালিমুত্ তাইয়্যিব (১৫৪)।

আবূ ঈসা বলেন, আইশা, আবূ হুরাইরা, উসমান ইবনু আবীল আস, আনাস, ইবনু আব্বাস ও জাবির (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

٦٦ – بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৬ ॥ জাস্‌সাসা ও দাজ্জাল সংক্রান্ত একটি ঘটনা

٢٢٥٣ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ : حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ : أَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ صَعِدَ الْمِنْبَرَ، فَضَحِكَ، فَقَالَ : "إِنَّ تَمِيْمًا الدَّارِيَّ حَدَّثَنِيْ بِحَدِيْثٍ، فَفَرِحْتُ، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُحَدِّثَكُمْ؛ حَدَّثَنِيْ أَنَّ نَاسًا مِّنْ أَهْلِ فِلَسْطِيْنَ رَكِبُوْا سَفِيْنَةً فِي الْبَحْرِ، فَجَالَتْ بِهِمْ، حَتّٰى قَذَفَتْهُمْ فِيْ جَزِيْرَةٍ مِّنْ جَزَائِرِ الْبَحْرِ؛ فَإِذَا هُمْ بِدَابَّةٍ لَبَّاسَةٍ نَاشِرَةٍ شَعْرَهَا، فَقَالُوْا : مَا أَنْتِ؟ قَالَتْ : أَنَا الْجَسَّاسَةُ، قَالُوْا : فَأَخْبِرِيْنَا، قَالَتْ : لَا أُخْبِرُكُمْ وَلَا أَسْتَخْبِرُكُمْ، وَلٰكِنِ ائْتُوْا أَقْصَى الْقَرْيَةِ؛ فَإِنَّ ثَمَّ مَنْ يُّخْبِرُكُمْ وَيَسْتَخْبِرُكُمْ، فَأَتَيْنَا أَقْصَى الْقَرْيَةِ؛ فَإِذَا رَجُلٌ مُوْثَقٌ بِسِلْسِلَةٍ، فَقَالَ : أَخْبِرُوْنِيْ عَنْ عَيْنِ زُغَرَ؟ قُلْنَا : مَلْأَى تَدْفُقُ، قَالَ : أَخْبِرُوْنِيْ عَنِ الْبُحَيْرَةِ؟ قُلْنَا : مَلْأَى تَدْفُقُ، قَالَ أَخْبِرُوْنِيْ عَنْ نَخْلِ بَيْسَانَ الَّذِيْ بَيْنَ الْأُرْدُنِّ وَفِلَسْطِيْنَ، هَلْ أَطْعَمَ؟ قُلْنَا نَعَمْ، قَالَ : أَخْبِرُوْنِيْ عَنِ النَّبِيِّ؛ هَلْ بُعِثَ؟ قُلْنَا : نَعَمْ، قَالَ : أَخْبِرُوْنِيْ كَيْفَ النَّاسُ إِلَيْهِ؟ قُلْنَا : سِرَاعٌ، قَالَ : فَنَزّٰى نَزْوَةً حَتّٰى كَادَ، قُلْنَا : فَمَا أَنْتَ؟ قَالَ : أَنَا الدَّجَّالُ؛ وَإِنَّهُ يَدْخُلُ الْأَمْصَارَ؛ كُلَّهَا إِلَّا طَيْبَةَ".

وَطَيْبَةُ : اَلْمَدِيْنَةُ.

– صحيح : "قصة نزول عيسى عليه السلام" م.

২২৫৩। ফাতিমা বিনতু কাইস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন এক সময় মিম্বারে উঠে হাসতে হাসতে বললেন ঃ আমাকে 'তামীম আদ-দারী একটি খবর শুনিয়েছে। আমি তাতে সন্তুষ্ট হয়েছি এবং আমি তোমাদেরকেও তা শুনাতে পছন্দ করি। কোন একদিন ফিলিস্তীনের কয়েকজন লোক নৌযানে চড়ে সমুদ্র বিহারে যাত্রা করেছিল। হঠাৎ সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গে তারা দিকভ্রান্ত হয়ে পড়ে এবং এক অচেনা দ্বীপে এসে পড়ে। তারা সে জায়গাতে এক বিচিত্র ধরনের প্রাণীর সন্ধান পায়, যার চুলগুলো ছিল চারদিকে ছড়ানো। তারা প্রশ্ন করল, তুমি কে? সে উত্তর দিল, আমি জাস্‌সাসা (অনুসন্ধানকারী)। তারা বলল, তুমি আমাদেরকে কিছু অনুসন্ধান দাও। সে বলল, আমি তোমাদেরকে কিছু বলবও না এবং তোমাদের নিকট কিছু জানতেও চাইব না, বরং তোমরা এ জনপদের শেষ সীমানায় যাও। সে স্থানে এমন একজন লোক আছে যে তোমাদেরকে কিছু বলবে এবং তোমাদের নিকট কিছু জানার ইচ্ছা করবে। তারপর আমরা গ্রামের শেষ সীমানায় পৌঁছে দেখতে পেলাম, একটি লোক শিকলে বাঁধা আছে। সে আমাদের বলল, তোমরা (সিরিয়ার) 'যুগার' নামক স্থানের ঝর্ণার খবর বল। আমরা বললাম, তা পানিপূর্ণ এবং এখনো সবেগে পানি প্রবাহিত হচ্ছে। সে বলল, 'বুহাইরা' (তাবারিয়া উপসাগর)-এর কি সংবাদ, তা আমাকে বল। আমরা বললাম, তাও পানিপূর্ণ এবং তা হতে সবেগে পানি প্রবাহিত হচ্ছে। সে আবার বলল, জর্দান ও ফিলিস্তীনের মধ্যবর্তী জায়গায় অবস্থিত 'বাইসান' নামক খেজুর বাগানের খবর বল। তাতে কি ফল উৎপন্ন হয়? আমরা বললাম, হ্যাঁ। সে আবার প্রশ্ন করল, নাবী প্রসঙ্গে বল, তিনি কি প্রেরিত হয়েছেন? আমরা বললাম, হ্যাঁ। সে বলল, তাঁর নিকট জনগণ ভিড়ছে কেমন? আমরা বললাম, খুবই দ্রুত। বর্ণনাকারী বলেন, একথা শুনে সে এমন এক লাফ দিল যে, শৃঙ্খল প্রায় ছিন্ন করে ফেলেছিল। আমরা তাকে প্রশ্ন করলাম, তুমি কে? সে বলল, আমি দাজ্জাল। সে 'তাইবা' ব্যতীত সমস্ত শহরেই প্রবেশ করবে। 'তাইবা' হলো মাদীনা মুনাওয়ারা।

সহীহ, "কিচ্ছাতু নুযূলে ঈসা আলাইহিস সালাম" মুসলিম।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্ এবং কাতাদা-শাবীর সূত্রে বর্ণিত রিওয়ায়াত হিসাবে গারীব। এ হাদীসটি ফাতিমা বিনতু কাইস (রাঃ) হতে শাবীর সূত্রে একাধিক বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন।

٦٧ - بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৭ ॥ (সামর্থের বাহিরে কোন কাজে লিপ্ত হওয়া অনুচিত)

٢٢٥٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ جُنْدَبٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "لَايَنْبَغِيْ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يُّذِلَّ نَفْسَهُ"، قَالُوْا : وَكَيْفَ يُذِلُّ نَفْسَهُ؟ قَالَ : "يَتَعَرَّضُ مِنَ الْبَلَاءِ لِمَا لَا يُطِيْقُ".

- صحيح : "ابن ماجه" (٤٠١٦)

২২৫৪। হুযাইফা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন মু'মিন ব্যক্তির জন্য নিজেকে অপমানিত করাটা শোভনীয় নয়। সাহাবীগণ প্রশ্ন করেন, সে নিজেকে কিভাবে অপমানিত করে? তিনি বললেনঃ এমন কঠিন বিষয়ে লিপ্ত হওয়া যার সামর্থ্য তার নেই।

সহীহ, ইবনু মা-জাহ (৪০১৬)।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব।

٦٨ - بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৮ ॥ (অত্যাচারী ও নির্যাতিতকে সাহায্য প্রদান)

٢٢٥٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ الْمُكْتِبُ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْأَنْصَارِيُّ : حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيْلُ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : "اُنْصُرْ أَخَاكَ؛ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُوْمًا"، قُلْنَا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! نَصَرْتُهُ مَظْلُوْمًا؛ فَكَيْفَ أَنْصُرُهُ ظَالِمًا؟! قَالَ : "تَكُفُّهُ عَنِ الظُّلْمِ؛ فَذَاكَ نَصْرُكَ إِيَّاهُ".

- صحيح : "الإرواء" (٢٤٤٩)، "الروض النضير" (٣٢) ق.

২২৫৫। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমার ভাইকে সাহায্য কর, সে নির্যাতন হোক কিংবা নির্যাতিতই হোক না কেন। প্রশ্ন করা হলো, হে আল্লাহ্র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! নির্যাতিতকে তো সাহায্য করবই কিন্তু অত্যাচারীকে কেমন করে সাহায্য করতে পারি? তিনি বললেন ঃ তাকে অত্যাচার করা হতে বিরত রাখাই তার জন্য তোমার সাহায্য।

সহীহ, ইরওয়া (২৪৪৯), রাওযুন নাযীর (৩২), বুখারী, মুসলিম।

আবূ ঈসা বলেন, আইশা (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

٦٩ - بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৯ ॥ (তিন প্রকার কাজের জন্য তিন ধরনের ফল)

٢٢٥٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِيْ مُوْسٰى، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : "مَنْ سَكَنَ الْبَادِيَةَ؛ جَفَا، وَمَنِ اتَّبَعَ الصَّيْدَ؛ غَفَلَ، وَمَنْ أَتٰى أَبْوَابَ السُّلْطَانِ؛ افْتَتَنَ".

- صحيح : "المشكاة" (٣٧٠١-التحقيق الثاني)، "صحيح أبي داود" (٢٥٤٧).

২২৫৬। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ গ্রামে বসবাসকারী ব্যক্তি হয় কঠোর প্রকৃতির। শিকারের পিছনে লেগে থাকা ব্যক্তি হয় অসচেতন। আর রাজ-দরবারে গমনকারী ব্যক্তি বিপদে জড়িয়ে যায়।

সহীহ, মিশকাত তাহকীক ছানী (৩৭০১), সহীহ আবূ দাউদ (২৫৪৭)।

আবূ ঈসা বলেন, আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস

বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান সহীহ এবং ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর রিওয়ায়াত হিসাবে গারীব। আমরা এ হাদীসটি শুধুমাত্র সুফিয়ান সাওরীর সূত্রেই জেনেছি।

٧٠ - بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ৭০ ॥ (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি মিথ্যা আরোপকারী জাহান্নামী)

٢٢٥٧ - حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ : حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ : أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : "إِنَّكُمْ مَنْصُوْرُوْنَ، وَمُصِيْبُوْنَ، وَمَفْتُوْحٌ لَكُمْ، فَمَنْ أَدْرَكَ ذٰلِكَ مِنْكُمْ؛ فَلْيَتَّقِ اللّٰهَ، وَلْيَأْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ، وَلْيَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا؛ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ".

- صحيح : "الصحيحة" (١٣٨٣) انظر الحديث (٢٨٠٩).

২২৫৭। আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ তোমরা অবশ্যই সাহায্যপ্রাপ্ত হবে, বিপদগ্রস্তও হবে এবং তোমাদের মাধ্যমে অনেক জায়গা বিজিতও হবে। তোমাদের মধ্যে কেউ যদি সেই যুগ পায় তাহলে সে যেন আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করে এবং সৎকাজের আদেশ দেয় ও অসৎ কাজে বাঁধা প্রদান করে। আর যে লোক ইচ্ছাকৃতভাবে আমার উপর মিথ্যারোপ করে সে যেন জাহান্নামেই তার থাকার জায়গা তৈরী করে নেয়।

সহীহ, সহীহাহ্ (১৩৮৩), দেখুন হাদীস নং (২৮০৯)।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

٧١ - بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ৭১ ॥ (ফিতনার বন্ধ দরজা ভেঙ্গে যাবে)

٢٢٥٨ - حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ : حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ : أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، وَحَمَّادٍ، وَعَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ، سَمِعُوْا أَبَا وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : أَيُّكُمْ يَحْفَظُ مَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِي الْفِتْنَةِ؟ فَقَالَ حُذَيْفَةُ، أَنَا، قَالَ حُذَيْفَةُ : "فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِيْ أَهْلِهِ، وَمَالِهِ، وَوَلَدِهِ، وَجَارِهِ؛ يُكَفِّرُهَا الصَّلاَةُ، وَالصَّوْمُ، وَالصَّدَقَةُ، وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوْفِ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ"، فَقَالَ عُمَرُ : لَسْتُ عَنْ هٰذَا أَسْأَلُكَ، وَلٰكِنْ عَنِ الْفِتْنَةِ الَّتِيْ تَمُوْجُ كَمَوْجِ الْبَحْرِ؟ قَالَ : يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ! إِنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابًا مُغْلَقًا، قَالَ عُمَرُ : أَيُفْتَحُ أَمْ يُكْسَرُ؟ قَالَ : بَلْ يُكْسَرُ، قَالَ إِذًا لَا يُغْلَقُ إِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. قَالَ أَبُوْ وَائِلٍ -فِيْ حَدِيْثِ حَمَّادٍ- : فَقُلْتُ لِمَسْرُوْقٍ : سَلْ حُذَيْفَةَ عَنِ الْبَابِ، فَسَأَلَهُ؟ فَقَالَ : عُمَرُ.

- صحيح : "ابن ماجه" (٣٠٥٥) ق.

২২৫৮। হুযাইফা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, কোন এক সময় উমার (রাঃ) প্রশ্ন করলেন, ফিতনা প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সকল কথা বলে গেছেন, তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি সেগুলোকে বেশি মনে রাখতে সক্ষম হয়েছ? হুযাইফা (রাঃ) বললেন, আমি। তারপর হুযাইফা (রাঃ) বললেন, কোন লোকের পরিবার-পরিজন, ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্তুতি ও প্রতিবেশীর ক্ষেত্রে যে বিপদ অর্থাৎ ত্রুটি-বিচ্যুতি হয় এগুলোর জন্য নামায, রোযা, দান-খাইরাত, সৎ কাজের প্রতি আদেশ ও মন্দ কাজে বাঁধা দেয়া হচ্ছে কাফফারা স্বরূপ।

উমার (রাঃ) তখন বলেন, আমি এ সম্বন্ধে তোমাকে প্রশ্ন করিনি, বরং সেই ফিতনা প্রসঙ্গে যা সমুদ্রের তরঙ্গের ন্যায় মাথা তুলে আসবে। তিনি বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! সেই ফিতনা ও আপনার মাঝে একটি বন্ধ দরজা আছে। উমার (রাঃ) প্রশ্ন করলেন, সেই দরজা কি ভাঙ্গা হবে, না খুলে দেয়া হবে? তিনি বলেন, বরং তা ভাঙ্গা হবে। তিনি বললেন, তাহলে তো কিয়ামাত সংঘটিত হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তা আর বন্ধ হবে না। আবূ ওয়াইল (রাহঃ) বলেন, হাম্মাদ বর্ণিত হাদীসে আছে ঃ আমি মাসরূককে বললাম, আপনি সেই দরজা প্রসঙ্গে হুযাইফা (রাঃ)-কে প্রশ্ন করুন। তিনি এ বিষয়ে তাঁকে প্রশ্ন করলেন। তিনি (হুযাইফা) উত্তরে বলেন, উমার (রাঃ) হলেন সেই দরজা।

সহীহ, ইবনু মা-জাহ (৩৫৫৫), বুখারী, মুসলিম।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সহীহ্।

٧٢ – بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ৭২ ॥ (শাসকের অন্যায়ের সমর্থন করা ও না করার পরিণাম)

٢٢٥٩ – حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ أَبِي حَصِيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ الْعَدَوِيِّ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، قَالَ : خَرَجَ إِلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ؛ وَنَحْنُ تِسْعَةٌ : خَمْسَةٌ، وَأَرْبَعَةٌ؛ أَحَدُ الْعَدَدَيْنِ مِنَ الْعَرَبِ، وَالْآخَرُ مِنَ الْعَجَمِ، فَقَالَ : "اِسْمَعُوْا، هَلْ سَمِعْتُمْ أَنَّهُ سَيَكُوْنُ بَعْدِيْ أُمَرَاءُ، فَمَنْ دَخَلَ عَلَيْهِمْ، فَصَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ، وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ؛ فَلَيْسَ مِنِّيْ، وَلَسْتُ مِنْهُ، وَلَيْسَ بِوَارِدٍ عَلَيَّ الْحَوْضَ، وَمَنْ لَّمْ يَدْخُلْ عَلَيْهِمْ، وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ، وَلَمْ يُصَدِّقْهُمْ بِكَذِبِهِمْ؛ فَهُوَ مِنِّيْ، وَأَنَا مِنْهُ، وَهُوَ وَارِدٌ عَلَيَّ الْحَوْضَ؟!".

– صحيح : مضى بزيادة في متنه (٦١٤).

২২৫৯। কা'ব ইবনু উজরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বের হয়ে আমাদের সামনে আসলেন। আমরা সংখ্যায় ছিলাম নয়জন; পাঁচজন আরব এবং চারজন অনারব অথবা এর বিপরীত। তিনি বললেন ঃ তোমরা শোন, তোমরা কি শুনেছ? খুব শীঘ্রই আমার পরে এমন কিছু সংখ্যক শাসক আবির্ভূত হবে, যে লোক তাদের সংস্পর্শে গিয়ে তাদের মিথ্যাচারকে সমর্থন করবে এবং তাদেরকে অত্যাচারে সহায়তা দান করবে সে আমার দলের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নয় এবং আমিও তার দলে অন্তর্ভুক্ত নই। আর সে ব্যক্তি হাওযে কাওসারে আমর সামনে পৌঁছতে পারবে না। আর যে লোক তাদের সংস্পর্শে যাবে না, তাদের অত্যাচারে সহায়তা দান করবে না এবং তাদের মিথ্যাচারকে সমর্থন করবে না, সে আমার এবং আমিও তার। সে হাওযে কাওসারে আমার সাক্ষাৎ লাভ করবে।

সহীহ, ৬১৪ নং হাদীস আরও অধিক বর্ণিত হয়েছে।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সহীহ্ গারীব। আমরা এ হাদীসটি শুধুমাত্র উপরোক্ত সূত্রেই মিসআরের বর্ণিত হাদীস হিসাবে জেনেছি। হারুন বলেন, মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল ওয়াহ্হাব (রাহঃ) পূর্বোক্ত হাদীসের ন্যায় হাদীস বর্ণনা করেছেন সুফিয়ান হতে, তিনি আবূ হুসাইন হতে, তিনি শাবী হতে, তিনি আসিম আল-আদাবী হতে, তিনি কা'ব ইবনু উজরা (রাঃ) হতে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে এই সূত্রে। হারুন আরো বলেন, মিসআর বর্ণিত হাদীসের সমার্থক হাদীসটি সুফিয়ান-যুবাইদ হতে, তিনি ইবরাহীম (ইনি ইবরাহীম নাখঈ নন) হতে, তিনি কা'ব ইবনু উজরা (রাঃ) হতে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে মুহাম্মাদ (রাহঃ) বর্ণনা করেন। হুযাইফা ও ইবনু উমার (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে।

٧٣ – بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৩ ॥ (ধর্মে অটল থাকা হাতে অগ্নিরাখার মতো কঠিন বিষয় হবে)

٢٢٦٠ – حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى الْفَزَارِيُّ– ابْنُ بِنْتِ السُّدِّيِّ–

اَلْكُوْفِيُّ : حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَاكِرٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "يَأْتِيْ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ؛ اَلصَّابِرُ فِيْهِمْ عَلٰى دِيْنِهٖ كَالْقَابِضِ عَلَى الْجَمْرِ".

– صحيح : "الصحيحة" (٩٥٧).

২২৬০। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মানুষের উপর এমন একটি যুগের আগমন ঘটবে যখন তার পক্ষে ধর্মের উপর ধৈর্য ধারণ করে থাকাটা জ্বলন্ত অঙ্গার মুষ্টিবদ্ধ করে রাখা ব্যক্তির মতো কঠিন হবে।

সহীহ, সহীহাহ্ (৯৫৭)।

আবূ ঈসা বলেন, এ সূত্রে হাদীসটি গারীব। উমার ইবনু শাকির বসরার অধিবাসী মুহাদ্দিস। তার সূত্রে একাধিক হাদীস বিশারদ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٧٤ – بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৪ ॥ পুরুষের উপর নারীর কর্তৃত্ব

٢٢٦١ – حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْكِنْدِيُّ اَلْكُوْفِيُّ : حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ : أَخْبَرَنِيْ مُوْسَى بْنُ عُبَيْدَةَ : حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دِيْنَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "إِذَا مَشَتْ أُمَّتِيْ بِالْمُطَيْطِيَاءِ، وَخَدَمَهَا أَبْنَاءُ الْمُلُوْكِ؛ أَبْنَاءُ فَارِسَ وَالرُّوْمِ؛ سُلِّطَ شِرَارُهَا عَلٰى خِيَارِهَا".

– صحيح : "الصحيحة" (٩٥٤).

২২৬১। ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন আমার উম্মাত দাম্ভিকতারসাথে চলবে এবং পারস্য ও রোমের রাজবংশের লোকেরা

তাদের দাসানুদাস হবে তখন এই উম্মাতের উত্তম ব্যক্তিদের উপর দুষ্ট ব্যক্তিদের কর্তৃত্ব চাপিয়ে দেয়া হবে।

সহীহ, সহীহাহ্ (৯৫৪)।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গারীব। এটি ইয়াহ্ইয়া ইবনু সাঈদ আল-আনসারী (রাহঃ)-এর সূত্রে আবূ মু'আবিয়া (রাহঃ) বর্ণনা করেছেন। মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল আল-ওয়াসিতী-আবূ মু'আবিয়া হতে, তিনি ইয়াহ্ইয়া ইবনু সাঈদ আল-আনসারী হতে, তিনি আবদুল্লাহ ইবনু দীনার হতে, তিনি ইবনু উমার (রাঃ) হতে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে এই সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আবূ মু'আবিয়া-ইয়াহ্ইয়া ইবনু সাঈদ হতে, তিনি আবদুল্লাহ ইবনু দীনার হতে, তিনি ইবনু উমার (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণিত রিওয়ায়াতটির মূল প্রসঙ্গে কিছু জানা যায়নি। মূসা ইবনু উবাইদার বর্ণনাটি প্রসিদ্ধ। অধিকন্তু এ হাদীসটি ইয়াহ্ইয়া ইবনু সাঈদ হতে মালিক ইবনু আনাস (রাহঃ) মুরসালভাবে বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি আবদুল্লাহ ইবনু দীনার-ইবনু উমার (রাঃ) হতে এই সূত্রটি তাতে উল্লেখ করেননি।

٧٥ – بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৫ ॥ যে জাতি নিজেদের শাসক হিসাবে নারীকে নিয়োগ করে

٢٢٦٢ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ : حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ : عَصَمَنِي اللَّهُ بِشَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ: لَمَّا هَلَكَ كِسْرَى، قَالَ : "مَنِ اسْتَخْلَفُوْا؟" قَالُوْا : اِبْنَتَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "لَنْ يُّفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً"، قَالَ : فَلَمَّا قَدِمَتْ عَائِشَةُ – يَعْنِيْ : الْبَصْرَةَ –؛ ذَكَرْتُ قَوْلَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ، فَعَصَمَنِي اللَّهُ بِهِ.

– صحيح : "الإرواء" (٢٤٥) خ.

২২৬২। আবূ বাক্‌রা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হতে শুনা একটি উক্তি দ্বারা আল্লাহ তা'আলা আমাকে (উষ্ট্রের যুদ্ধে অংশগ্রহণ হতে) রক্ষা করেছেন। পারস্য সম্রাট কিস্‌রা নিহত হওয়ার পর তিনি প্রশ্ন করেন ঃ তারা কাকে শাসক হিসাবে নিয়োগ করেছে? সাহাবীগণ বলেন, তার কন্যাকে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ যে জাতি নিজেদের শাসক হিসাবে নারীকে নিয়োগ করে সে জাতির কখনো কল্যাণ হতে পারে না। বর্ণনাকারী বলেন, তারপর আইশা (রাঃ) বসরায় আসার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঐ বাণী আমার মনে পরে গেল। অতএব, এর মাধ্যমেই আল্লাহ তা'আলা আমাকে (আলীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ হতে) রক্ষা করেন।

সহীহ, ইরওয়া (২৪৫), বুখারী।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

٧٦ - بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৬ ॥ উত্তম লোক ও নিকৃষ্ট লোক

٢٢٦٣ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْعَلَاءِ ابْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَقَفَ عَلٰى أُنَاسٍ جُلُوْسٍ، فَقَالَ : "أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِكُمْ مِنْ شَرِّكُمْ؟!"، قَالَ : فَسَكَتُوْا، فَقَالَ ذٰلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَقَالَ رَجُلٌ : بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! أَخْبِرْنَا بِخَيْرِنَا مِنْ شَرِّنَا، قَالَ : "خَيْرُكُمْ : مَنْ يُّرْجٰى خَيْرُهُ، وَيُؤْمَنُ شَرُّهُ، وَشَرُّكُمْ : مَنْ لَّا يُرْجٰى خَيْرُهُ، وَلَا يُؤْمَنُ شَرُّهُ".

- صحيح : "المشكاة" (٤٩٩٣).

২২৬৩। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, কোন এক সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসে থাকা কয়েকজন

লোকের পাশে এসে দাঁড়িয়ে বললেন ঃ তোমাদের মধ্যে সবচাইতে উত্তম কে এবং সবচাইতে নিকৃষ্ট কে তা কি আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দিব না? বর্ণনাকারী বলেন, সকলেই চুপ করে রইল। তারপর তিনি ঐ কথা তিনবার জিজ্ঞেস করেন। তারপর এক ব্যক্তি বলল, হ্যাঁ, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আমাদেরকে জানিয়ে দিন যে, আমাদের মধ্যে কে সর্বাধিক উত্তম এবং কে সর্বাধিক নিকৃষ্ট। তিনি বললেন ঃ সেই লোক তোমাদের মধ্যে সবচাইতে উত্তম যার নিকট কল্যাণ কামনা করা যায় এবং যার ক্ষতি হতে মুক্ত থাকা যায়। আর সেই লোক তোমাদের মধ্যে সবচাইতে নিকৃষ্ট যার নিকট কল্যাণের আশা করা যায় না এবং যার ক্ষতি হতেও নিরাপদ থাকা যায় না।

সহীহ, মিশকাত (৪৯৯৩)।

(আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সহীহ্)।

٧٧ - بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৭ ॥ উত্তম শাসক ও নিকৃষ্ট শাসক

٢٢٦٤ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا أَبُوْ عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِيْ حُمَيْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : "أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِخِيَارِ أُمَرَائِكُمْ وَشِرَارِهِمْ؟! خِيَارُهُمْ : اَلَّذِيْنَ تُحِبُّوْنَهُمْ وَيُحِبُّوْنَكُمْ، وَتَدْعُوْنَ لَهُمْ وَيَدْعُوْنَ لَكُمْ، وَشِرَارُ أُمَرَائِكُمْ : اَلَّذِيْنَ تُبْغِضُوْنَهُمْ وَيُبْغِضُوْنَكُمْ، وَتَلْعَنُوْنَهُمْ وَيَلْعَنُوْنَكُمْ".

– صحيح : "الصحيحة" (٩٠٧) م دون السؤال.

২২৬৪। উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি তোমাদেরকে উত্তম শাসক (নেতা) ও নিকৃষ্ট শাসকদের ব্যাপারে কি জানিয়ে দিব না? উত্তম শাসক হচ্ছে তারাই যাকে তোমরা ভালবাস এবং তারাও তোমাদেরকে

ভালবাসে, আর তোমরা তাদের জন্য দু'আ কর এবং তারাও তোমাদের জন্য দু'আ করে। নিকৃষ্ট শাসক হচ্ছে তারাই যাকে তোমরা ঘৃণা কর এবং তারাও তোমাদেরকে ঘৃণা করে, আর তোমরা তাদেরকে অভিশাপ প্রদান কর এবং তারাও তোমাদেরকে অভিশাপ প্রদান করে।

সহীহ, সহীহাহ্ (৯০৭), মুসলিম প্রশ্নের উল্লেখ ব্যতীত।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গারীব। আমরা এ হাদীসটি শুধুমাত্র মুহাম্মাদ ইবনু হুমাইদের বর্ণনায় জেনেছি। আর মুহাম্মাদ তার স্মৃতিশক্তির দুর্বলতার কারণে সমালোচিত।

٧٨ - بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৮ ॥ শাসকের অন্যায় কাজের প্রতিবাদ করতে হবে

٢٢٦٥ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُوْنَ : أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ ضَبَّةَ بْنِ مِحْصَنٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : "إِنَّهُ سَيَكُوْنُ عَلَيْكُمْ أَئِمَّةٌ؛ تَعْرِفُوْنَ وَتُنْكِرُوْنَ، فَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ بَرِئَ، وَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ سَلِمَ، وَلٰكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ"، فَقِيْلَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! أَفَلَا نُقَاتِلُهُمْ؟! قَالَ : "لَا؛ مَا صَلَّوْا".

- صحيح : م(٦/٢٣).

২২৬৫। উম্মু সালামা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ শীঘ্রই তোমাদের মধ্যে এমন কিছু সংখ্যক ব্যক্তি শাসক হবে যাদের কতগুলো কাজ তোমরা পছন্দ করবে এবং কতগুলো কাজ অপছন্দ করবে। যে লোক (তাদের) অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করবে, সে দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাবে, আর যে লোক তাকে ঘৃণা করবে সেও দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাবে। কিন্তু যে লোক তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে এবং তার অনুসরণ করবে সে অন্যায়ের অংশীদার বলে গণ্য হবে। প্রশ্ন করা হলো ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)!

আমরা কি তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করব না? তিনি বললেন, না, তারা যে পর্যন্ত নামায আদায় করে।

সহীহ, মুসলিম (৬/২৩)।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

٢٢٦٧ – حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ يَعْقُوْبَ الْجَوْزَجَانِيُّ : حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : "إِنَّكُمْ فِيْ زَمَانٍ؛ مَنْ تَرَكَ مِنْكُمْ عُشْرَ مَا أُمِرَ بِهِ هَلَكَ، ثُمَّ يَأْتِيْ زَمَانٌ؛ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ بِعُشْرِ مَا أُمِرَ بِهِ نَجَا".

– صحيح : "الصحيحة" (٢٥١٠).

২২৬৭। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা এমন এক যুগে অবস্থান করছ যে, যদি তোমাদের কোন ব্যক্তি নির্দেশিত বিষয়ের (কর্তব্যকর্মের) এক-দশমাংশ পরিমাণও ত্যাগ করে তাহলে সে ধ্বংস হয়ে যাবে। তারপর এমন এক যুগের আগমণ ঘটবে যে, কোন ব্যক্তি যদি নির্দেশিত বিষয়ের এক-দশমাংশ পরিমাণও পালন করে তাহলে সে মুক্তি লাভ করবে।

সহীহ, সহিহাহ্ (২৫১০)।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গারীব। আমরা এ হাদীসটি শুধুমাত্র নু'আইম ইবনু হাম্মাদের সূত্রে সুফিয়ান ইবনু উআইনা হতে জেনেছি। আবূ যার ও আবূ সাঈদ (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে।

٧٩ – بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৯ ॥ (যে স্থান হতে ফিতনার উৎপত্তি)

٢٢٦٨ – حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ : أَخْبَرَنَا

مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ : قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ : "هٰهُنَا أَرْضُ الْفِتَنِ- وَأَشَارَ إِلَى الْمَشْرِقِ؛ يَعْنِيْ-؛ حَيْثُ يَطْلُعُ جِذْلُ الشَّيْطَانِ - أَوْ قَالَ : "قَرْنُ الشَّيْطَانِ".

- صحيح : "تخريج فضائل الشام" (الحديث ٨) ق.

২২৬৮। ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, কোন একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বারের উপর দাঁড়িয়ে প্রাচ্যের দিকে ইশারা করে বললেন ঃ এই দিকেই ফিতনার স্থান, যে প্রান্ত হতে শাইতানের শিং উদিত হয়।

সহীহ, তাখরীজ ফাজা-ইলুশশাম (হাদীস নং ৮), বুখারী, মুসলিম।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

بسم الله الرحمن الرحيم
পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

٣٢ - كِتَابُ الرُّؤْيَا عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ
অধ্যায় ৩২ ঃ স্বপ্ন ও তার তাৎপর্য

١ - بَابُ أَنَّ رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِّنْ سِتَّةٍ وَّأَرْبَعِيْنَ جُزْءًا مِّنَ النُّبُوَّةِ
অনুচ্ছেদ ঃ ১ ॥ মু'মিন ব্যক্তির স্বপ্ন নাবূওয়াতের ছিচল্লিশ ভাগের একভাগ

٢٢٧٠ – حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "إِذَا اقْتَرَبَ الزَّمَانُ؛ لَمْ تَكَدْ رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ تَكْذِبُ، وَأَصْدَقُهُمْ رُؤْيَا أَصْدَقُهُمْ حَدِيْثًا، وَرُؤْيَا الْمُسْلِمِ جُزْءٌ مِّنْ سِتَّةٍ وَّأَرْبَعِيْنَ جُزْءًا مِّنَ النُّبُوَّةِ، وَالرُّؤْيَا ثَلَاثٌ : فَالرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ بُشْرٰى مِنَ اللّٰهِ، وَالرُّؤْيَا مِنْ تَحْزِيْنِ الشَّيْطَانِ، وَالرُّؤْيَا مِمَّا يُحَدِّثُ بِهَا الرَّجُلُ نَفْسَهُ، فَإِذَا رَأٰى أَحَدُكُمْ مَا يَكْرَهُ؛ فَلْيَقُمْ، فَلْيَتْفُلْ، وَلَا يُحَدِّثْ بِهَا النَّاسَ – قَالَ – وَأُحِبُّ الْقَيْدَ فِي النَّوْمِ، وَأَكْرَهُ الْغُلَّ؛ اَلْقَيْدُ : ثَبَاتٌ فِي الدِّيْنِ".

– صحيح : ق.

২২৭০। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামাত নিকটবর্তী

সময়ে মু'মিনদের স্বপ্ন খুব কমই মিথ্যা হবে। তাদের মধ্যে বেশি সত্যবাদীর স্বপ্নও তদনুরূপ সত্য হবে। মু'মিনের স্বপ্ন হলো নাবূওয়াতের ছিচল্লিশ ভাগের একভাগ। আর স্বপ্ন তিন প্রকার ঃ (১) ভাল স্বপ্ন হলো আল্লাহ্ তা'আলার নিকট হতে সুসংবাদস্বরূপ। (২) আরেক প্রকার স্বপ্ন হলো শাইতানের নিকট হতে মু'মিনের জন্য দুশ্চিন্তাস্বরূপ। (৩) আরেক প্রকার স্বপ্ন হলো মানুষের মনের চিন্তা-ভাবনা (সে যা চিন্তা করে তা-ই স্বপ্নে দেখে)। অতএব, তোমাদের কেউ যদি অপছন্দনীয় কোন স্বপ্ন দেখে তাহলে সে যেন উঠে যায় এবং (বাম দিকে) থুথু ফেলে এবং তা লোকের নিকট না বলে। বর্ণনাকারী বলেন, আমি স্বপ্নে (পায়ে) শৃঙ্খল দেখা পছন্দ করি; কিন্তু (গলদেশে) শৃঙ্খল দেখা অপছন্দ করি। (পায়ে) শিকলের তাৎপর্য হলো ধর্মের উপর স্থিতিশীল।

সহীহ্ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

٢٢٧١ - حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ : حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا يُحَدِّثُ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : "رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِّنْ سِتَّةٍ وَّأَرْبَعِيْنَ جُزْءًا مِّنَ النُّبُوَّةِ".

- صحيح : ق.

২২৭১। উবাদা ইবনুস সামিত (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মু'মিন ব্যক্তির স্বপ্ন হলো নাবূওয়াতের ছিচল্লিশ ভাগের একভাগ।

সহীহ, বুখারী, মুসলিম।

আবূ ঈসা বলেন, আবূ হুরাইরা, আবূ রাযীন আল-উকাইলী, আবূ সাঈদ, আবদুল্লাহ ইবনু আমর, আওফ ইবনু মালিক, ইবনু উমার ও আনাস (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। উবাদা (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদীসটি সহীহ্।

٢ - بَابُ ذَهَبَتِ النُّبُوَّةُ، وَبَقِيَتِ الْمُبَشِّرَاتُ

অনুচ্ছেদ ঃ ২ ॥ নাবূওয়াতের ধারা সমাপ্ত হয়ে গেছে এবং সুসংবাদ প্রদানের ধারা অব্যাহত আছে

٢٢٧٢ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ : حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ - يَعْنِي : ابْنَ زِيَادٍ -: حَدَّثَنَا الْمُخْتَارُ بْنُ فُلْفُلٍ : حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : "إِنَّ الرِّسَالَةَ وَالنُّبُوَّةَ قَدِ انْقَطَعَتْ؛ فَلاَ رَسُوْلَ بَعْدِيْ وَلاَ نَبِيَّ"، قَالَ : فَشَقَّ ذٰلِكَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ : "لٰكِنِ الْمُبَشِّرَاتُ"، قَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللهِ! وَمَا الْمُبَشِّرَاتُ؟ قَالَ : "رُؤْيَا الْمُسْلِمِ؛ وَهِيَ جُزْءٌ مِّنْ أَجْزَاءِ النُّبُوَّةِ".

- صحيح الإسناد.

২২৭২। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ রিসালাত ও নাবূওয়াতের ধারাবাহিকতা অবশ্যই সমাপ্ত হয়ে গেছে। অতএব, আমার পরে আর কোন রাসূলও প্রেরিত হবে না এবং নাবীও আসবে না। বর্ণনাকারী বলেন, বিষয়টি জনগণের নিকট কঠিন মনে হলো। তারপর তিনি বললেন ঃ তবে মুবাশশিরাত অব্যাহত থাকবে। সাহাবীগণ প্রশ্ন করেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! মুবাশশিরাত কি? তিনি বললেন, মুসলমানের স্বপ্ন। আর তা নাবূওয়াতের অংশসমূহের একটি অংশ।

সনদ সহীহ।

আবূ ঈসা বলেন, আবূ হুরাইরা, হুযাইফা ইবনু আসীদ, ইবনু আব্বাস উম্মু কুরয ও আবূ আসীদ (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান সহীহ, তবে এ সূত্রে মুখতার ইবনু ফুলফুলের রিওয়ায়াত হিসাবে গারীব।

٣ - بَابُ قَوْلِهِ : {لَهُمُ الْبُشْرٰى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا}

অনুচ্ছেদ ঃ ৩ ॥ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ পার্থিব জীবনে তাদের জন্য আছে সুসংবাদ

٢٢٧٣ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ عَطَاءِ ابْنِ يَسَارٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ عَنْ قَوْلِ اللّٰهِ - تَعَالٰى - {لَهُمُ الْبُشْرٰى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا}؟ فَقَالَ : مَا سَأَلَنِي عَنْهَا أَحَدٌ غَيْرُكَ؛ إِلاَّ رَجُلٌ وَاحِدٌ مُنْذُ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ، فَقَالَ : "مَا سَأَلَنِي عَنْهَا أَحَدٌ غَيْرُكَ مُنْذُ أُنْزِلَتْ؛ هِيَ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ، يَرَاهَا الْمُسْلِمُ، أَوْ تُرٰى لَهُ".

- صحيح : "الصحيحة" (١٧٨٦) م.

২২৭৩। জনৈক মিসরীয় ব্যক্তি হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি আবুদ দারদা (রাঃ)-কে আল্লাহ্ তা'আলার বাণীঃ "দুনিয়াবী জীবনে তাদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ" (সূরা ঃ ইউনুস– ৬৪) প্রসঙ্গে প্রশ্ন করলাম। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ প্রসঙ্গে প্রশ্ন করার পর হতে আজ পর্যন্ত শুধুমাত্র তুমি ও অপর এক ব্যক্তি ব্যতীত আর কেউ আমাকে প্রশ্ন করেনি। আমি এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন ঃ এই আয়াত নাযিলের পর হতে আজ পর্যন্ত আমাকে তুমি ব্যতীত আর কোন ব্যক্তি এ বিষয়ে প্রশ্ন করেনি। আর তা (বুশরা) হল সত্য স্বপ্ন যা মুসলিম ব্যক্তি দেখে বা তাঁকে দেখানো হয়।

সহীহ, সহীহাহ্ (১৭৮৬), মুসলিম।

আবূ ঈসা বলেন, উবাদাহ্ ইবনুস সামিত (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান।

٢٢٧٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ : حَدَّثَنَا حَرْبُ ابْنُ شَدَّادٍ، وَعِمْرَانُ الْقَطَّانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِيْ كَثِيْرٍ، عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ، قَالَ : نُبِّئْتُ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ : سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ قَوْلِهِ : {لَهُمُ الْبُشْرٰى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا}؟ قَالَ : "هِيَ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ، يَرَاهَا الْمُؤْمِنُ، أَوْ تُرٰى لَهُ".

- صحيح : "الصحيحة" (١٧٨٦).

২২৭৫। উবাদা ইবনুস সামিত (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ "দুনিয়াবী জীবনে তাদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ" প্রসঙ্গে প্রশ্ন করলাম। তিনি বললেন ঃ তা হলো সৎ স্বপ্ন, যা মু'মিন ব্যক্তি দেখে বা তাঁকে দেখানো হয়।

সহীহ, সহীহাহ্ (১৭৮৬)।

বর্ণনাকারী হারব তার সনদ সূত্রে এভাবে বলেছেন ঃ ইয়াহইয়া ইবনু কাসীর আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান।

٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ مَنْ رَآنِيْ فِي الْمَنَامِ، فَقَدْ رَآنِيْ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪ ॥ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী, যে ব্যক্তি স্বপ্নে আমাকে দেখেছে সে আমাকেই দেখেছে

٢٢٧٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ، عَنِ

النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : "مَنْ رَآنِيْ فِي الْمَنَامِ؛ فَقَدْ رَآنِيْ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِيْ".

– صحيح : "ابن ماجه" (٣٩٠٠).

২২৭৬। আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি স্বপ্নের মধ্যে আমাকে দেখতে পেয়েছে সে আমাকেই দেখতে পেয়েছে। কেননা, শাইতান আমার রূপ (সাদৃশ্য) ধারণ করতে পারে না।

সহীহ, ইবনু মা-জাহ (৩৯০০)।

আবূ ঈসা বলেন, আবূ হুরাইরা, আবূ কাতাদা, ইবনু আব্বাস, আবূ সাঈদ, জাবির, আনাস, আবূ মালিক আল-আশজাঈ তার পিতার সূত্রে, আবূ বাকরা ও আবূ জুহাইফা (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

٥ – بَابُ إِذَا رَأَى فِي الْمَنَامِ مَا يَكْرَهُ مَا يَصْنَعُ

অনুচ্ছেদ ঃ ৫ ॥ কেউ খারাপ স্বপ্ন দেখলে তার করণীয়

٢٢٧٧ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ، عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِيْ قَتَادَةَ، عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ : "الرُّؤْيَا مِنَ اللهِ، وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ شَيْئًا يَكْرَهُهُ؛ فَلْيَنْفُثْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ مِنْ شَرِّهَا؛ فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ".

– صحيح : ق.

২২৭৭। আবূ কাতাদা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ভাল স্বপ্ন আসে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ

হতে এবং মন্দ স্বপ্ন আসে শাইতানের পক্ষ হতে। কাজেই কেউ যদি স্বপ্নে অপছন্দনীয় কিছু দেখতে পায় তাহলে সে যেন তার বামদিকে তিনবার থুথু ফেলে এবং এর অকল্যাণ হতে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে। তাহলে তাতে তার কোন ক্ষতি হবে না।

সহীহ, বুখারী, মুসলিম।

আবূ ঈসা বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনু আমর, আবূ সাঈদ, জাবির ও আনাস (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

٦ – بَابُ مَا جَاءَ فِيْ تَعْبِيْرِ الرُّؤْيَا

অনুচ্ছেদ ঃ ৬ ॥ স্বপ্নের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে

٢٢٧٨ – حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ : حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ، قَالَ : أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، قَالَ : أَخْبَرَنِيْ يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ، قَالَ : سَمِعْتُ وَكِيْعَ بْنَ عُدُسٍ، عَنْ أَبِيْ رَزِيْنِ الْعُقَيْلِيِّ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : "رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِّنْ أَرْبَعِيْنَ جُزْءًا مِّنَ النُّبُوَّةِ، وَهِيَ عَلٰى رِجْلِ طَائِرٍ؛ مَا لَمْ يَتَحَدَّثْ بِهَا، فَإِذَا تَحَدَّثَ بِهَا؛ سَقَطَتْ– قَالَ : وَأَحْسَبُهُ قَالَ–، وَلَا يُحَدِّثُ بِهَا؛ إِلَّا لَبِيْبًا أَوْ حَبِيْبًا".

صحيح : "الصحيحة" (١٢٠)، "المشكاة" (٤٦٢٢–التحقيق الثاني).

২২৭৮। আবূ রাযীন আল-উকাইলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মু'মিনের স্বপ্ন নাবূওয়াতের চল্লিশ ভাগের একভাগ। স্বপ্নের ব্যাপারে যে পর্যন্ত আলোচনা করা না হয় সে পর্যন্ত এটা পাখির পায়ে (ঝুলে) থাকা জিনিসের মতো। আলোচনা করার সাথে সাথে তা যেন পা হতে পড়ে গেল। বর্ণনাকারী বলেন, আমার মনে হয়, তিনি এ কথাটুকুও বলেছেন ঃ আর স্বপ্ন দ্রষ্টা

ব্যক্তি যেন জ্ঞানী ব্যক্তি অথবা পছন্দনীয় ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কারো নিকট স্বপ্নের ব্যাপারে আলোচনা না করে।

সহীহ, সহীহাহ্ (১২০), মিশকাত তাহ্কীক ছানী (৪৬২২)।

٢٢٧٩ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُوْنَ : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ وَكِيعِ بْنِ عُدُسٍ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي رَزِيْنٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : "رُؤْيَا الْمُسْلِمِ جُزْءٌ مِّنْ سِتَّةٍ وَّأَرْبَعِيْنَ جُزْءًا مِّنَ النُّبُوَّةِ، وَهِيَ عَلَى رِجْلِ طَائِرٍ؛ مَا لَمْ يُحَدِّثْ بِهَا، فَإِذَا حَدَّثَ بِهَا؛ وَقَعَتْ".

- صحيح : انظر ما قبله.

২২৭৯। আবূ রাযীন (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মুসলমানের স্বপ্ন নাবূওয়াতের ছিচল্লিশ ভাগের একভাগ। স্বপ্নদ্রষ্টা এ প্রসঙ্গে (কারো সাথে) আলোচনা না করা পর্যন্ত তা পাখির পায়ে ঝুলন্ত জিনিসের অনুরূপ। আর যখনই সে এটা আলোচনা করে তখনই তা ছিটকে পড়ে যায়।

সহীহ, দেখুন পূর্বের হাদীস।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্। আবূ রাযীন আল-উকাইলী (রাঃ)-এর নাম লাকীত ইবনু আমির। এ হাদীসটি ইয়ালা ইবনু আতার সূত্রে হাম্মাদ ইবনু সালামা বর্ণনা করতে গিয়ে ওয়াকীর বাবার নাম 'হুদুস' উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ইয়ালা ইবনু আতার সূত্রে শুবা, আবূ আওয়ানা ও দুশাইম (রাহঃ) বর্ণনা করতে গিয়ে তার বাবার নাম "উদুস" উল্লেখ করেছেন এবং এটিই অনেক বেশি সহীহ্।

٧ - بَابٌ فِيْ تَأْوِيلِ الرُّؤْيَا مَا يُسْتَحَبُّ مِنْهَا وَمَا يُكْرَهُ

অনুচ্ছেদ ঃ ৭ ॥ পছন্দনীয় ও অপছন্দনীয় স্বপ্ন প্রসঙ্গে

٢٢٨٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدِ اللّٰهِ السَّلِيْمِيُّ الْبَصْرِيُّ :

حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ : حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "اَلرُّؤْيَا ثَلَاثٌ : فَرُؤْيَا حَقٌّ، وَرُؤْيَا يُحَدِّثُ بِهَا الرَّجُلُ نَفْسَهُ، وَرُؤْيَا تَحْزِيْنٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ، فَمَنْ رَأٰى مَا يَكْرَهُ؛ فَلْيَقُمْ، فَلْيُصَلِّ"، وَكَانَ يَقُوْلُ : "يُعْجِبُنِي الْقَيْدُ، وَأَكْرَهُ الْغُلَّ؛ اَلْقَيْدُ : ثَبَاتٌ فِي الدِّيْنِ"، وَكَانَ يَقُوْلُ : "مَنْ رَآنِيْ؛ فَإِنِّيْ أَنَا هُوَ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ لِلشَّيْطَانِ أَنْ يَتَمَثَّلَ بِيْ"، وَكَانَ يَقُوْلُ : "لَا تُقَصُّ الرُّؤْيَا؛ إِلَّا عَلٰى عَالِمٍ أَوْ نَاصِحٍ".

– صحيح : "الصحيحة" (١١٩، ١٢٠، ١٣٤١)، "الروض النضير" (١١٦٢).

২২৮০। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ স্বপ্ন তিন প্রকার ঃ (১) সত্য স্বপ্ন, (২) বান্দার মনের চিন্ত-ভাবনা (যা চিন্তা করে তাই স্বপ্নে দেখে) ও (৩) শাইতানের পক্ষ হতে ভীতি প্রদর্শনমূলক কিছু। অতএব, কেউ যদি অপছন্দনীয় কোন কিছু স্বপ্নে দেখে তাহলে সে যেন ঘুম হতে জেগে নামায আদায় করে। আর তিনি বলতেন, স্বপ্নে (পায়ে) শৃংখল দেখা আমার পছন্দনীয় এবং (গলায়) শৃংখল দেখা অপছন্দনীয়। (পায়ে) শৃংখলের ভাবার্থ হচ্ছে দ্বীনের উপর সুদৃঢ় থাকার ইঙ্গিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলতেন ঃ যে আমাকে স্বপ্নে দেখলো তা সত্যিই আমি। কেননা, শাইতান আমার রূপ (সাদৃশ্য) ধারণ করতে পারে না। তিনি আরো বলতেন ঃ জ্ঞানী ব্যক্তি অথবা শুভাকাংখী ব্যক্তি ব্যতীত আর কোন ব্যক্তির কাছে স্বপ্নের কথা প্রকাশ করবে না।

সহীহ, সহীহাহ্ (১১৯, ১২০, ১৩৪১), রাওযুন নাযীর (১১৬২)।

আবূ ঈসা বলেন, আনাস, আবূ বাকরা, উম্মুল আলা, ইবনু উমার, আইশা, আবূ মূসা, জাবির, আবূ সাঈদ, ইবনু আব্বাস ও আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

٨ – بَابُ فِي الَّذِيْ يَكْذِبُ فِيْ حُلْمِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৮ ॥ কেউ যদি মনগড়া (মিথ্যা) স্বপ্ন বলে

٢٢٨١ – حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ : حَدَّثَنَا أَبُوْ أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ أَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ – قَالَ : أُرَاهُ–، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : "مَنْ كَذَبَ فِيْ حُلْمِهِ؛ كُلِّفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَقْدَ شَعِيْرَةٍ".

– صحيح : "الصحيحة" (٢٣٥٩).

২২৮১। আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে আমি বর্ণনা করছি যে, তিনি বলেছেন ঃ মনগড়া (মিথ্যা) স্বপ্ন বর্ণনাকারীকে কিয়ামাতের দিন যবের দানায় গিঁট লাগাতে বাধ্য করা হবে।

সহীহ, সহীহাহ্ (২৩৫৯)।

٢٢٨٢ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ أَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ.

২২৮২। উপরোল্লেখিত হাদীসের অনুরূপ কুতাইবা-আবূ আওয়ানা হতে, তিনি আবদুল আলা হতে, তিনি আবূ আবদুর রাহমান আস-সুলামী হতে, তিনি আলী (রাঃ) হতে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসটি হাসান। ইবনু আব্বাস, আবূ হুরাইরা, আবূ শুরাইহ ও ওয়াসিলা ইবনুল আসকা (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে।

আবূ ঈসা বলেন, পূর্বোক্ত হাদীসের সনদসূত্রের চেয়ে এই সনদসূত্রটি অনেক বেশি সহীহ্।

٢٢٨٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : "مَنْ تَحَلَّمَ كَاذِبًا؛ كُلِّفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يَّعْقِدَ بَيْنَ شَعِيْرَتَيْنِ، وَلَنْ يَّعْقِدَ بَيْنَهُمَا".

- صحيح : "ابن ماجه" (٣٩١٦) خ.

২২৮৩। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মনগড়া (মিথ্যা) স্বপ্ন বর্ণনাকারীকে কিয়ামাতের দিন দুটি যবের দানায় গিঁট লাগাতে বাধ্য করা হবে; আর সে তাতে গিঁট লাগাতে সক্ষম হবে না।

সহীহ, ইবনু মা-জাহ (৩৯১৬), বুখারী।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

٩ - بَابُ فِيْ رُؤْيَا النَّبِيِّ ﷺ اَللَّبَنَ، وَالْقُمُصَ

অনুচ্ছেদ ঃ ৯ ॥ স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুধপান ও জামা দর্শন

٢٢٨٤ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : "بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ؛ إِذْ أُتِيْتُ بِقَدَحِ لَبَنٍ، فَشَرِبْتُ مِنْهُ، ثُمَّ أَعْطَيْتُ فَضْلِيْ عُمَرَ ابْنَ الْخَطَّابِ"، قَالُوْا : فَمَا أَوَّلْتَهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟! قَالَ : "اَلْعِلْمَ".

- صحيح : "التعليقات الحسان" (٦٨١٥، ٦٨٣٩)ق.

২২৮৪। আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ কোন এক সময় আমি ঘুমন্ত অবস্থায় ছিলাম, এ সময় আমার সামনে এক

পেয়ালা দুধ নিয়ে আসা হলো। আমি তা হতে পান করলাম এবং বাকী টুকু উমার ইবনুল খাত্তাবকে দিলাম। লোকেরা প্রশ্ন করল, হে আল্লাহ্র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আপনি এর কি তাবীর (ব্যাখ্যা) করেন? তিনি বললেন ঃ জ্ঞান।

সহীহ্, তা'লীকাত আল-হাস্সান (৬৮১৫, ৬৮৩৯), বুখারী, মুসলিম।

আবূ ঈসা বলেন, আবূ হুরাইরা, আবূ বাক্রা, ইবনু আব্বাস, আবদুল্লাহ ইবনু সালাম, খুযাইমা, তুফাইল ইবনু সাখবারা, আবূ উমামা ও জাবির (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। ইবনু উমার (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদীসটি সহীহ্।

٢٢٨٥ – حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَرِيْرِيُّ الْبَلْخِيُّ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : "بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ؛ رَأَيْتُ النَّاسَ يُعْرَضُوْنَ عَلَيَّ؛ وَعَلَيْهِمْ قُمُصٌ، مِنْهَا مَا يَبْلُغُ الثُّدِيَّ، وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ أَسْفَلَ مِنْ ذٰلِكَ، فَعُرِضَ عَلَيَّ عُمَرُ؛ وَعَلَيْهِ قَمِيْصٌ يَجُرُّهُ"، قَالُوْا : فَمَا أَوَّلْتَهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟! قَالَ : "اَلدِّيْنَ".

– صحيح : ق.

২২৮৫। আবূ উমামা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জনৈক সাহাবীর সূত্রে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন একদিন আমি ঘুমন্ত অবস্থায় (স্বপ্নে) দেখতে পাই যে, জামা পরিহিত লোকদেরকে আমার সামনে হাযির করা হচ্ছে। তাদের কারো জামা বুক পর্যন্ত এবং কারো জামা তার নীচে পর্যন্ত। তখন উমারকে আমার সামনে হাযির করা হলো এবং তার পরনে ছিল লম্বা পোশাক, যা সে হেঁচড়িয়ে চলছিল। লোকেরা প্রশ্ন করল, হে আল্লাহ্র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আপনি এর কি তাবীর (ব্যাখ্যা) করেন? তিনি বললেন ঃ এর দ্বারা দ্বীন বুঝানো হয়েছে।

সহীহ্, বুখারী, মুসলিম।

٢٢٨٦ – حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ.
قَالَ : وَهٰذَا أَصَحُّ.

২২৮৬। পূর্বোক্ত হাদীসের মতো হাদীস আব্দ ইবনু হুমাইদ-ইয়াকূব ইবনু ইবরাহীম ইবনু সা'দ হতে, তিনি তার বাবা হতে, তিনি সালিহ ইবনু কাইসান হতে, তিনি যুহ্রী হতে, তিনি আবূ উমামা হতে, তিনি আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে এই সূত্রে বর্ণনা করেছেন এবং এই সনদসূত্রটি অনেক বেশি সহীহ্।

١٠ – بَابُ مَا جَاءَ فِيْ رُؤْيَا النَّبِيِّ ﷺ اَلْمِيْزَانَ وَالدَّلْوَ

অনুচ্ছেদ ঃ ১০ ॥ স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাঁড়িপাল্লা ও বালতি দর্শন

٢٢٨٧ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ : حَدَّثَنَا أَشْعَثُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ : "مَنْ رَأَى مِنْكُمْ رُؤْيَا؟"، فَقَالَ رَجُلٌ : أَنَا رَأَيْتُ كَأَنَّ مِيْزَانًا نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ، فَوُزِنْتَ أَنْتَ وَأَبُوْ بَكْرٍ؛ فَرَجَحْتَ أَنْتَ بِأَبِيْ بَكْرٍ، وَوُزِنَ أَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ؛ فَرَجَحَ أَبُوْ بَكْرٍ، وَوُزِنَ عُمَرُ وَعُثْمَانُ؛ فَرَجَحَ عُمَرُ، ثُمَّ رُفِعَ الْمِيْزَانُ؛ فَرَأَيْنَا الْكَرَاهِيَةَ فِيْ وَجْهِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ.

– صحيح : "المشكاة" (٦٠٥٧– التحقيق الثاني).

২২৮৭। আবূ বাকরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, কোন একদিন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রশ্ন করলেন, তোমাদের মধ্যে কে স্বপ্ন দেখেছে? জনৈক ব্যক্তি বলল, আমি স্বপ্নে দেখি যে, আকাশ হতে একটি দাঁড়িপাল্লা নেমে এলো। তারপর আপনাকে ও আবূ বাক্‌রকে ওজন করা হলো। আবূ বাক্‌রের চেয়ে আপনার ওজন ভারী হলো। তারপর আবূ বাক্‌র ও উমারকে ওজন দেয়া হলো এবং তাতে আবূ বাক্‌রের ওজন বেশি হলো। তারপর উমার ও উসমানকে ওজন দেয়া হলো এবং তাতে উমারের ওজন বেশি হলো। তারপর দাঁড়িপাল্লা উঠিয়ে নেয়া হলো। এমন সময় আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারায় অসন্তুষ্টির ভাব লক্ষ্য করলাম।

সহীহ, মিশকাত, তাহকীক ছানী (৬০৫৭)।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

٢٢٨٩ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ : أَخْبَرَنِي مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ : أَخْبَرَنِيْ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ رُؤْيَا النَّبِيِّ ﷺ وَأَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ، قَالَ : "رَأَيْتُ النَّاسَ اجْتَمَعُوْا، فَنَزَعَ أَبُوْ بَكْرٍ ذَنُوْبًا– أَوْ ذَنُوْبَيْنِ–؛ فِيْهِ ضَعْفٌ؛ وَاللهُ يَغْفِرُ لَهُ! ثُمَّ قَامَ عُمَرُ، فَنَزَعَ، فَاسْتَحَالَتْ غَرْبًا، فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيًّا يَفْرِيْ فَرْيَهُ، حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنٍ".

– صحيح : ق.

২২৮৯। আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, আবূ বাক্‌র (রাঃ) ও উমার (রাঃ) এর সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্বপ্ন দেখা প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি জনগণকে সমবেত হতে দেখলাম। আবূ বাক্‌র এক বালতি কি দুই বালতি পানি তুললো। তার মধ্যে সামান্য

দুর্বলতা ছিল। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ক্ষমা করুন। তারপর উমার দাঁড়ালো এবং পানি তুলতে লাগল। বালতিটি বেশ বিরাট আকার ধারণ করল। তার মতো করে কোন শক্তিশালী ব্যক্তিকে আমি কাজ করতে দেখিনি। আর সে এত পানি তুললো যে, লোকেরা তাদের উটের পানির চৌবাচ্চা পূর্ণ করে নিল।

সহীহ, বুখারী, মুসলিম।

আবূ ঈসা বলেন, আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি সহীহ্, তবে ইবনু উমার (রাঃ)-এর রিওয়ায়াত হিসাবে গারীব।

٢٢٩٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ : حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ : أَخْبَرَنِيْ مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ أَخْبَرَنِيْ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ رُؤْيَا النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : "رَأَيْتُ امْرَأَةً سَوْدَاءَ ثَائِرَةَ الرَّأْسِ، خَرَجَتْ مِنَ الْمَدِيْنَةِ، حَتّٰى قَامَتْ بِمَهْيَعَةَ - وَهِيَ الْجُحْفَةُ -، وَأَوَّلْتُهَا وَبَاءَ الْمَدِيْنَةِ يُنْقَلُ إِلَى الْجُحْفَةِ".

- صحيح : "ابن ماجه" (٣٩٢٤) خ.

২২৯০। আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্বপ্ন দর্শন প্রসঙ্গে তিনি বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আমি এলোমেলো চুল ওয়ালা এক কালো মহিলাকে মাদীনা হতে বের হয়ে মাহ্ইয়াআহ-তে গিয়ে দাঁড়াতে দেখেছি। মাহ্ইয়াআহ হলো জুহ্ফা। তারপর আমি এর ব্যাখ্যা করেছি যে, মাদীনার মহামারী জুহ্ফাতে স্থানান্তরিত হলো।

সহীহ, ইবনু মা-জাহ (৩৯২৪), বুখারী।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সহীহ্ গারীব।

٢٢٩١ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ :

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : "فِي اٰخِرِ الزَّمَانِ؛ لاَ تَكَادُ رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ تَكْذِبُ، وَأَصْدَقُهُمْ رُؤْيَا أَصْدَقُهُمْ حَدِيْثًا، وَالرُّؤْيَا ثَلاَثٌ : اَلْحَسَنَةُ بُشْرَى مِنَ اللّٰهِ، وَالرُّؤْيَا يُحَدِّثُ الرَّجُلُ بِهَا نَفْسَهُ، وَالرُّؤْيَا تَحْزِيْنٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ رُؤْيَا يَكْرَهُهَا؛ فَلاَ يُحَدِّثْ بِهَا أَحَدًا، وَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ". قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ : يُعْجِبُنِي الْقَيْدُ، وَأَكْرَهُ الْغُلَّ، اَلْقَيْدُ : ثَبَاتٌ فِي الدِّيْنِ. قَالَ : وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِّنْ سِتَّةٍ وَّأَرْبَعِيْنَ جُزْءًا مِّنَ النُّبُوَّةِ".

– صحيح : انظر الحديث(٢٢٨٠).

২২৯১। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ শেষ যামানায় মু'মিনের স্বপ্ন খুব কমই মিথ্যা হবে। তাদের মধ্যে অধিক সত্যবাদীর স্বপ্নই বেশি সত্য হবে। স্বপ্ন তিন প্রকার ঃ (১) ভাল স্বপ্ন, যা আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে সুসংবাদ, (২) স্বপ্নের আকারে ব্যক্তির মনের চিন্তা-ভাবনা ও (৩) শাইতানের পক্ষ হতে দুশ্চিন্তায় ফেলার স্বপ্ন। কাজেই তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি যদি অপছন্দনীয় কিছু স্বপ্নে দেখে তাহলে সে যেন তা অন্যের নিকট প্রকাশ না করে বরং সে যেন তখন উঠে গিয়ে নামায আদায় করে। আবূ হুরাইরা (রাঃ) বলেন, (স্বপ্নে পায়ে) শৃংখল দেখা আমার পছন্দনীয় এবং গলায় শৃংখল দেখা অপছন্দনীয়। (পায়ে) শৃংখল দেখা হলো দ্বীনের উপর সুদৃঢ়তার প্রতীক। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মু'মিনের স্বপ্ন নাবূওয়াতের ছিচল্লিশ ভাগের একভাগ।

সহীহ, দেখুন ২২৮০ নং হাদীস।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি আবদুল ওয়াহ্হাব আস-সাকাফী (রাহঃ) আইয়্যূব (রাহঃ) হতে মারফূরূপে বর্ণনা করেছেন। আর তা হাম্মাদ ইবনু যাইদ (রাহঃ) আইয়্যূব (রাহঃ) হতে মাওকূফরূপে বর্ণনা করেছেন।

٢٢٩٢ – حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعِيْدٍ الْجَوْهَرِيُّ الْبَغْدَادِيُّ : حَدَّثَنَا أَبُوْ الْيَمَانِ، عَنْ شُعَيْبٍ– وَهُوَ ابْنُ أَبِيْ حَمْزَةَ–، عَنِ ابْنِ أَبِيْ حُسَيْنٍ– وَهُوَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِيْ حُسَيْنٍ–، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ؛ كَأَنَّ فِيْ يَدَيَّ سِوَارَيْنِ مِنْ ذَهَبٍ، فَهَمَّنِيْ شَأْنُهُمَا، فَأُوْحِيَ إِلَيَّ؛ أَنْ أَنْفُخَهُمَا، فَنَفَخْتُهُمَا، فَطَارَا، فَأَوَّلْتُهُمَا كَاذِبَيْنِ يَخْرُجَانِ مِنْ بَعْدِيْ– يُقَالُ لِأَحَدِهِمَا : مُسَيْلِمَةُ صَاحِبُ الْيَمَامَةِ، وَالْعَنْسِيُّ صَاحِبُ صَنْعَاءَ–".

– صحيح : خ.

২২৯২। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি কোন একদিন স্বপ্নে দেখলাম যে, আমার হাতে যেন দুটি স্বর্ণের চুড়ি। বিষয়টি আমাকে চিন্তিত করে তুললো। তারপর আমার নিকট ওয়াহী প্রেরিত হলো যে, আমি যেন ঐ দুটিতে ফুঁ দেই। আমি দুটিতে ফুঁ দেয়ার পর তা উড়ে চলে গেল। আমি চুড়ি দুটির এই ব্যাখ্যা করলাম যে, আমার পরে দুইজন মিথ্যাবাদী (নাবূওয়াতের দাবিদার) আত্মপ্রকাশ করবে। তারা হলো ঃ মুসাইলামা নামে ইয়ামামার অধিবাসী এবং আল-আনাসী নামে সানআর (ইয়ামানের রাজধানী) অধিবাসী।

সহীহ, বুখারী।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সহীহ্ হাসান গারীব।

٢٢٩٣ – حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : كَانَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ : أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ : "إِنِّيْ رَأَيْتُ

اللَّيْلَةَ ظُلَّةً، يَنْطِفُ مِنْهَا السَّمْنُ وَالْعَسَلُ، وَرَأَيْتُ النَّاسَ يَسْتَقُوْنَ بِأَيْدِيْهِمْ، فَالْمُسْتَكْثِرُ، وَالْمُسْتَقِلُّ، وَرَأَيْتُ سَبَبًا وَاصِلاً مِّنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ، وَأَرَاكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! أَخَذْتَ بِهٖ، فَعَلَوْتَ، ثُمَّ أَخَذَ بِهٖ رَجُلٌ بَعْدَكَ، فَعَلَا، ثُمَّ أَخَذَ بِهٖ رَجُلٌ بَعْدَهُ، فَعَلَا، ثُمَّ أَخَذَ بِهٖ رَجُلٌ، فَقُطِعَ بِهٖ، ثُمَّ وُصِلَ لَهُ، فَعَلَا بِهٖ"، فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ : أَيْ رَسُوْلَ اللّٰهِ! بِأَبِيْ أَنْتَ وَأُمِّيْ؛ وَاللّٰهِ لَتَدَعَنِّيْ أَعْبُرُهَا؟ فَقَالَ : "اعْبُرْهَا"، فَقَالَ : أَمَّا الظُّلَّةُ؛ فَظُلَّةُ الْإِسْلَامِ، وَأَمَّا مَا يَنْطِفُ مِنَ السَّمْنِ وَالْعَسَلِ؛ فَهُوَ الْقُرْاٰنُ؛ لِيْنُهُ وَحَلَاوَتُهُ، وَأَمَّا الْمُسْتَكْثِرُ وَالْمُسْتَقِلُّ؛ فَهُوَ الْمُسْتَكْثِرُ مِنَ الْقُرْاٰنِ، وَالْمُسْتَقِلُّ مِنْهُ، وَأَمَّا السَّبَبُ الْوَاصِلُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ؛ فَهُوَ الْحَقُّ الَّذِيْ أَنْتَ عَلَيْهِ، فَأَخَذْتَ بِهٖ، فَيُعْلِيْكَ اللّٰهُ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِهٖ رَجُلٌ اٰخَرُ، فَيَعْلُوْ بِهٖ، ثُمَّ يَأْخُذُ رَجُلٌ اٰخَرُ، فَيَعْلُوْ بِهٖ، ثُمَّ يَأْخُذُ رَجُلٌ اٰخَرُ، فَيَنْقَطِعُ بِهٖ، ثُمَّ يُوْصَلُ لَهُ، فَيَعْلُوْ، أَيْ رَسُوْلَ اللّٰهِ! لَتُحَدِّثَنِّيْ : أَصَبْتُ، أَوْ أَخْطَأْتُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "أَصَبْتَ بَعْضًا، وَأَخْطَأْتَ بَعْضًا"، قَالَ : أَقْسَمْتُ- بِأَبِيْ أَنْتَ وَأُمِّيْ-؛ لَتُخْبِرَنِّيْ مَا الَّذِيْ أَخْطَأْتُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "لَا تُقْسِمْ".

- صحيح : "ابن ماجه" (٣٩١٨) ق.

২২৯৩। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আবূ হুরাইরা (রাঃ) হাদীস বর্ণনা করতেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে কোন একজন লোক এসে বলল, আমি আজ রাতে একটি ছায়াযুক্ত মেঘ স্বপ্নে দেখতে পেয়েছি এবং তা হতে ঘি ও মধু ঝরে

পড়ছে। লোকদের দেখলাম যে, তারা হাতে তুলে তা পান করছে। কেউ বেশি পাচ্ছে এবং কেউ অল্প। আমি আরো দেখতে পেলাম যে, আকাশ হতে মাটি পর্যন্ত একটি রশি ঝুলছে। হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আপনাকে দেখলাম যে, আপনি সেটা ধরে উপরে উঠে গেছেন, তারপর আরেকজন সেটা ধরে উঠে গেছে, তারপর আরেকজন ধরল এবং সেও উঠে গেল। তারপর অপর একজন ধরলে সেটা ছিঁড়ে গেল। আবার সেটা জোড়া লেগে গেল এবং সেও তা ধরে উঠে গেল। আবূ বাক্‌র (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আমার পিতা-মাতা আপনার প্রতি কুরবান হোক! আল্লাহ্‌র শপথ! আমাকে এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতে দিন। তিনি বললেন ঃ ঠিক আছে, এর তাবীর (ব্যাখ্যা) কর। আবূ বাক্‌র (রাঃ) বললেন, ছায়াযুক্ত মেঘ হলো ইসলামের ছায়া, পতিত ঘি ও মধু হলো কুরআনের কোমলতা, সুমিষ্টতা ও মাধুর্য। আর বেশি ও কম লাভকারী হল কুরআন হতে বেশি ও কম লাভকারী। আকাশ হতে যমীন পর্যন্ত ঝুলন্ত রশি হলো সেই মহাসত্য যার উপর আপনি প্রতিষ্ঠিত। আপনি তা ধরে আছেন, আপনাকে এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা উপরে তুলে নিয়েছেন। তারপর সেটা আরেকজন ধারণ করবেন এবং তিনিও উপরে উঠে যাবেন। তারপর আরেকজন তা ধরবেন এবং তিনিও উপরে উঠে যাবেন। তারপর আরেকজন তা ধরবেন এবং রশি ছিঁড়ে যাবে। আবার তা জোড়া লাগবে এবং তিনিও উপরে উঠে যাবেন। হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! বলুন, আমি সঠিক বলেছি না তাতে ভুল করেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, সামান্য তো সঠিকই বলেছ আর সামান্য ভুল বলেছ। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আল্লাহ্‌র কসম! আপনার প্রতি আমার পিতা-মাতা কুরবান হোক। আপনি আমাকে বলুন আমি কোথায় ভুল করেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কসম দিয়ে বলো না।

সহীহ, ইবনু মা-জাহ (৩৯১৮), বুখারী, মুসলিম।

আবূ ঈসা বললেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

٢٢٩٤ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ بْنِ

حَازِمٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِيْ رَجَاءٍ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا صَلَّى بِنَا الصُّبْحَ؛ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ، وَقَالَ : "هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِّنْكُمُ اللَّيْلَةَ رُؤْيَا؟".

– صحيح : "التعليق الرغيب" (١/١٩٨–١٩٩) خ.

২২৯৪। সামুরা ইবনু জুনদাব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নিয়ে ফজরের নামায আদায়ের পর লোকদের দিকে মুখ ফিরিয়ে প্রশ্ন করতেন ঃ আজ রাতে তোমাদের মধ্যে কেউ কোন স্বপ্ন দেখেছে কি?

সহীহ, তা'লীকুর রাগীব (১/১৯৮-১৯৯), বুখারী।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্। কিন্তু এ হাদীসটি আওফ ও জারীর ইবনু হাযিম হতে আবূ রাজা এর সূত্রে সামুরা (রাঃ) এর বরাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে দীর্ঘ আকারে বর্ণিত আছে। মুহাম্মাদ ইবনু বাশ্শার (রাহঃ) ওয়াহব ইবনু জারীর (রাহঃ) হতে সংক্ষিপ্ত আকারে আমাদের নিকট এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

بسم الله الرحمن الرحيم

পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

٣٣ - كِتَابُ الشَّهَادَاتِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

অধ্যায় ৩৩ ঃ সাক্ষ্য প্রদান

١ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الشُّهَدَاءِ أَيُّهُمْ خَيْرٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ১ ॥ সাক্ষীগণের মধ্যে কে উত্তম?

٢٢٩٥ - حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ : حَدَّثَنَا مَعْنٌ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو ابْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِيْ عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : "أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ؟! الَّذِيْ يَأْتِيْ بِالشَّهَادَةِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا".

- صحيح : م.

২২৯৫। যাইদ ইবনু খালিদ আল-জুহানী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি কি উত্তম সাক্ষী সম্পর্কে তোমাদেরকে অবহিত করবো না? তলব (আহবান) করার পূর্বেই যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় সাক্ষ্য দেয় সে হলো উত্তম সাক্ষী।

সহীহ, মুসলিম।

٢٢٩٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ . . . نَحْوَهُ؛ وَقَالَ : ابْنُ أَبِيْ عَمْرَةَ.

২২৯৬। আহ্‌মাদ ইবনুল হাসান-আবদুল্লাহ ইবনু মাসলামা হতে, তিনি মালিক (রাহঃ)-এর সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আবদুল্লাহ ইবনু মাসলামা তার রিওয়ায়াতে আবী আমরার স্থলে মালিক ইবনু আবী আমরা বলেছেন। আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। বেশিরভাগ মুহাদ্দিস বলেছেন, আবদুর রাহমান ইবনু আবী আমরা। মালিক হতে এ হাদীসের বর্ণনাতে মতানৈক্য এই যে, কেউ বলেন, আবূ আমরা এবং কেউ বলেন, ইবনু আবী আমরা আনসারী। আমাদের মতে শেষেরটিই সহীহ্। কারণ, মালিক (রাহঃ) ব্যতীত অন্য সনদসূত্রে আবদুর রাহমান ইবনু আবী আমরা-যাইদ ইবনু খালিদ (রাঃ) হতে এভাবে উল্লেখ আছে। আর উক্ত হাদীস ব্যতীত ইবনু আবী আমরা হতে যাইদ ইবনু খালিদ (রাঃ)-এর সূত্রে অন্য হাদীসও বর্ণিত আছে এবং সেটিও সহীহ্ হাদীস। আবূ আমরা হলেন যাইদ ইবনু খালিদ আল-জুহানী (রাঃ)-এর মুক্তদাস। আবূ আমরার সূত্রে গানীমাত অর্থাৎ যুদ্ধলব্ধ সম্পদ আত্মসাৎ সম্পর্কিত হাদীস বর্ণিত আছে। আর অধিকাংশ বর্ণনাকারীগণই তাকে আব্দুর রাহমান ইবনু আবী আমরাই বলেন।

٢٢٩٧ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ آدَمَ بْنُ بِنْتِ أَزْهَرَ السَّمَّانِ : حَدَّثَنَا زَيْدُ ابْنُ الْحُبَابِ : حَدَّثَنَا أُبَيُّ بْنُ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ : حَدَّثَنِي أَبُوْ بَكْرِ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ : حَدَّثَنِي خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ : حَدَّثَنِي عَبْدُالرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ : حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ خَالِدِ الْجُهَنِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : "خَيْرُ الشُّهَدَاءِ؛ مَنْ أَدّٰى شَهَادَتَهُ قَبْلَ أَنْ يُّسْأَلَهَا".

– صحيح بم قبله.

২২৯৭। যাইদ ইবনু খালিদ আল-জুহানী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তিনি বলতে শুনেছেন ঃ

সাক্ষীগণের মধ্যে সেই ব্যক্তি সবচাইতে উত্তম যে তলব করার আগেই নিজ ইচ্ছায় সাক্ষ্য দেয়।

পূর্বের হাদীসের সহায়তায় এ হাদীসটি সহীহ।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং উপরোক্ত সনদসূত্রে গারীব।

٣ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ شَهَادَةِ الزُّوْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩ ॥ মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান প্রসঙ্গে

٢٣٠١ - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ أَبِيْ بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : "أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟"، قَالُوْا : بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! قَالَ : "اَلْإِشْرَاكُ بِاللّٰهِ، وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ، وَشَهَادَةُ الزُّوْرِ - أَوْ قَوْلُ الزُّوْرِ -"، قَالَ : فَمَا زَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُهَا، حَتّٰى قُلْنَا : لَيْتَهُ سَكَتَ!

- صحيح : "غاية المرام" (٢٧٧) ق.

২৩০১। আবূ বাক্‌রা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি কি তোমাদেরকে সবচেয়ে মারাত্মক কাবীরা গুনাহ প্রসঙ্গে জানিয়ে দেবনা? সাহাবীগণ বলেন, অবশ্যই, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলার সাথে শারীক করা, পিতা-মাতাকে কষ্ট দেয়া ও তাদের অবাধ্য হওয়া এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া বা মিথ্যা কথা বলা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনঃপুনঃ এ কথাগুলো বলতে থাকলেন। আমরা (মনে মনে) বলতে লাগলাম, তিনি যদি চুপ করতেন।

সহীহ, গাইয়াতুল মারাম (২৭৭), বুখারী, মুসলিম।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ্। এ অনুচ্ছেদে আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٤ - بَابٌ مِّنْهُ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪ ॥ সাক্ষ্যদান প্রসঙ্গে

٢٣٠٢ - حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يِسَافٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : "خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِيْ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثَلَاثًا، ثُمَّ يَجِيْءُ قَوْمٌ مِّنْ بَعْدِهِمْ، يَتَسَمَّنُوْنَ وَيُحِبُّوْنَ السِّمَنَ، يُعْطُوْنَ الشَّهَادَةَ قَبْلَ أَنْ يُّسْأَلُوْهَا".

- صحيح : مضى ق.

২৩০২। ইমরান ইবনু হুসাইন (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি বলতে শুনেছি ঃ আমার যুগই (যুগের মানুষই) সর্বোত্তম, তারপর তাদের পরবর্তী যুগ, তারপর তাদের পরবর্তী যুগ (তিনবার বলেছেন)। তাদের পরবর্তী যুগে (তিনযুগ পরে) এমন সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটবে যারা হবে মোটা দেহ বিশিষ্ট এবং তারা মোটা দেহ বিশিষ্ট হওয়াটাই পছন্দ করবে। তারা সাক্ষ্য তলবের পূর্বেই সাক্ষ্য দিতে যাবে।

সহীহ, পূর্বে বর্ণিত হয়েছে, বুখারী, মুসলিম।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি আ'মাশ হতে আলী ইবনু মুদরিক (রাহঃ)-এর সূত্রে বর্ণিত রিওয়ায়াত হিসাবে গারীব। এই হাদীসটি আমাশ হতে হিলাল ইবনু ইয়াসাফের বরাতে ইমরান ইবনু হুসাইন (রাঃ)-এর সূত্রে আমাশের শিষ্যগণ বর্ণনা করেছেন। উপরোক্ত হাদীসের মতো বর্ণিত হয়েছে আবূ আম্মার আল-হুসাইন ইবনু হুরাইস হতে, তিনি ওয়াকী হতে, তিনি আ'মাশ হতে, তিনি হিলাল ইবনু ইয়াসাফ হতে, তিনি ইমরান ইবনু হুসাইন (রাঃ) হতে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে এই সূত্রে। এই সূত্রে বর্ণিত হাদীসটি মুহাম্মাদ ইবনু ফুযাইলের হাদীসের চাইতে অনেক বেশি সহীহ্। কোন কোন অভিজ্ঞ আলিম বলেন, "তারা

সাক্ষ্য তলবের আগেই সাক্ষ্য দিতে যাবে" কথার মর্ম এই যে, তারা মিথ্যা সাক্ষ্য দিবে। অর্থাৎ সাক্ষী প্রদানের জন্য তাদের কাউকে আহ্বান না করলেও (অসৎ উদ্দেশ্যে) সাক্ষ্য প্রদান করতে আসবে। উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসটিতে এর ব্যাখ্যা বিদ্যমান রয়েছে।

٢٣٠٢ - حَدِيْثُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : "خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِيْ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ، ثُمَّ يَفْشُو الْكَذِبُ، حَتّٰى يَشْهَدَ الرَّجُلُ وَلَا يُسْتَشْهَدُ، وَيَحْلِفَ الرَّجُلُ وَلَا يُسْتَحْلَفُ".

- صحيح : "مجمع الزوائد" (١٠/١٩).

২৩০৩। উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "আমার যুগ হচ্ছে সর্বোত্তম যুগ, তারপর তাদের পরবর্তী যুগ, তারপর তাদের পরবর্তী যুগ। তারপর এরূপভাবে মিথ্যার প্রসার ঘটবে যে, কারো নিকট সাক্ষ্য তলব না করা হলেও সে সাক্ষ্য দিবে, শপথ করতে বলা না হলেও শপথ করবে"।

সহীহ, মাজমাউয যাওয়াইদ (১০/১৯)।

আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস ঃ "সেই লোকই সর্বোত্তম সাক্ষ্যদাতা যে সাক্ষ্য তলবের পূর্বেই সাক্ষ্য দেয়," আমাদের মতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উক্ত হাদীসের মর্ম এই যে, তাকে সাক্ষ্য দিতে বলা হলে সে তার জ্ঞাত বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়া হতে বিরত থাকে না এবং বাস্তব ঘটনা প্রকাশ করে তার দায়িত্ব পালন করে। কোন কোন আলিমের মতে এটাই হলো উক্ত হাদীসের যথার্থ ব্যাখ্যা।

بسم الله الرحمن الرحيم

পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

٣٤ - كِتَابُ الزُّهْدِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

অধ্যায় ৩৪ ঃ দুনিয়াবী ভোগবিলাসের প্রতি অনাসক্তি

١ - بَابٌ : اَلصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ نِعْمَتَانِ مَغْبُوْنٌ فِيْهِمَا كَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১ ॥ সুস্বাস্থ্য ও অবসর সময় দুইটি মূল্যবান ঐশ্বর্য

٢٣٠٤ - حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ، وَسُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ - قَالَ صَالِحٌ : حَدَّثَنَا؛ وَقَالَ سُوَيْدٌ -: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ أَبِيْ هِنْدٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "نِعْمَتَانِ مَغْبُوْنٌ فِيْهِمَا كَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ : اَلصِّحَّةُ، وَالْفَرَاغُ".

– صحيح : خ.

২৩০৪। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ এরূপ দুটি নিয়ামাত আছে যে ব্যাপারে বেশিরভাগ লোক ধোঁকায় নিপতিত ঃ সুস্বাস্থ্য ও অবসর সময় ।

সহীহ; বুখারী।

মুহাম্মাদ ইবনু বাশশার-ইয়াহ্ইয়া ইবনু সাঈদ হতে, তিনি আবদুল্লাহ ইবনু সাঈদ ইবনু আবী হিন্দ হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের মতই হাদীস বর্ণনা করেছেন। আনাস ইবনু মালিক

(রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান সহীহ। এই হাদীসটি আবদুল্লাহ ইবনু সাঈদ ইবনু আবী হিন্দ-এর সূত্রে একাধিক বর্ণনাকারী রিওয়ায়াত করেছেন। এ হাদীসটি তার সূত্রে কেউ মারফূভাবে এবং কেউ মাওকূফভাবে বর্ণনা করেছেন।

٢ – بَابُ مَنِ اتَّقَى الْمَحَارِمَ فَهُوَ أَعْبَدُ النَّاسِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২ ॥ নিষিদ্ধ জিনিস ত্যাগকারী অধিক ইবাদাতকারী

٢٣٠٥ – حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ الصَّوَّافُ الْبَصْرِيُّ : حَدَّثَنَا جَعْفَرُ ابْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي طَارِقٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "مَنْ يَأْخُذُ عَنِّي هٰؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ؛ فَيَعْمَلُ بِهِنَّ، أَوْ يُعَلِّمُ مَنْ يَعْمَلُ بِهِنَّ؟"، فَقَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ : فَقُلْتُ : أَنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! فَأَخَذَ بِيَدِي، فَعَدَّ خَمْسًا، وَقَالَ : "اِتَّقِ الْمَحَارِمَ؛ تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ، وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللّٰهُ لَكَ؛ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، وَأَحْسِنْ إِلٰى جَارِكَ؛ تَكُنْ مُؤْمِنًا، وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ؛ تَكُنْ مُسْلِمًا، وَلَا تُكْثِرِ الضَّحِكَ؛ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيْتُ الْقَلْبَ".

– حسن : "الصحيحة" (٩٣٠)، "تخريج المشكلة" (١٧).

২৩০৫। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ এমন কে আছে যে আমার নিকট হতে এ কথাগুলো গ্রহণ করবে এবং সে মুতাবিক নিজেও আমল করবে অথবা এমন কাউকে শিক্ষা দিবে যে অনুরূপ আমল করবে? আবূ হুরাইরা (রাঃ) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আমি আছি। অতঃপর তিনি আমার হাত ধরলেন এবং গুনে গুনে এ পাঁচটি কথা বললেন ঃ তুমি হারাম সমুহ হতে বিরত

থাকলে লোকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় আবিদ বলে গণ্য হবে; তোমার ভাগ্যে আল্লাহ তা'আলা যা নির্ধারিত করে রেখেছেন তাতে খুশি থাকলে লোকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা স্বনির্ভর বলে গণ্য হবে; প্রতিবেশীর সাথে ভদ্র আচরণ করলে প্রকৃত মু'মিন হতে পারবে; যা নিজের জন্য পছন্দ কর তা-ই অন্যের জন্যও পছন্দ করতে পারলে প্রকৃত মুসলমান হতে পারবে এবং অধিক হাসা থেকে বিরত থাক। কেননা অতিরিক্ত হাস্য-কৌতুক হৃদয়কে মৃতবৎ করে দেয়।

হাসান, সহীহাহ (৯৩০), তাখরীজুল মুশকিলাহ (১৭)।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গারীব। আমরা এটি শুধুমাত্র জাফর ইবনু সুলাইমানের সূত্রেই জেনেছি। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে হাসান বাসরী (রাহঃ) কিছুই শুনেননি। আইয়্যুব, ইউনুস ইবনু উবাইদ ও আলী ইবনু যাইদ (রাহঃ) হতেও একইরকম বর্ণিত আছে। তারাও বলেন, আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে হাসান বাসরী (রাহঃ) কিছুই শুনেননি। আবূ উবাইদা আন-নাজী (রাহঃ) এ হাদীসটি হাসানের সূত্রে বর্ণনা করলেও তাতে তিনি "আবূ হুরাইরা (রাঃ)-রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে" এরূপ উল্লেখ করেননি।

٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ ذِكْرِ الْمَوْتِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪ ॥ মৃত্যুর কথা স্মরণ প্রসঙ্গে

٢٣٠٧ - حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ : حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسٰى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : "أَكْثِرُوْا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ"؛ يَعْنِيْ : اَلْمَوْتَ.

- حسن صحيح : "ابن ماجه" (٤٢٥٨)

২৩০৭। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা বেশি পরিমাণে জীবনের স্বাদ হরণকারীর অর্থাৎ মৃত্যুর স্মরণ কর।

হাসান, সহীহ, ইবনু মা-জাহ (৪২৫৮)।

আবূ সাঈদ (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত রয়েছে। আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব।

٥ – بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ৫ ॥ (কবরের শাস্তিকে ভয় করা)

٢٣٠٨ – حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِيْنٍ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوْسُفَ : حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بَحِيْرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ هَانِئًا– مَوْلٰى عُثْمَانَ–، قَالَ : كَانَ عُثْمَانُ إِذَا وَقَفَ عَلٰى قَبْرٍ؛ بَكٰى حَتّٰى يَبُلَّ لِحْيَتَهُ، فَقِيْلَ لَهُ : تَذْكُرُ الْجَنَّةَ وَالنَّارُ؛ فَلاَ تَبْكِيْ، وَتَبْكِيْ مِنْ هٰذَا؟! فَقَالَ : إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : "إِنَّ الْقَبْرَ أَوَّلُ مَنْزِلٍ مِّنْ مَنَازِلِ الْاٰخِرَةِ فَإِنْ نَجَا مِنْهُ؛ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ، وَإِنْ لَّمْ يَنْجُ مِنْهُ؛ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ"، قَالَ : وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "مَا رَأَيْتُ مَنْظَرًا– قَطُّ؛ إِلاَّ الْقَبْرَ – أَفْظَعَ مِنْهُ".

– حسن : "ابن ماجه" (٤٢٦٧).

২৩০৮। উসমান (রাঃ)-এর মুক্তদাস হানী বলেন, উসমান (রাঃ) কোন কবরের পাশে দাঁড়িয়ে এত কাঁদতেন যে, তার দাড়ি ভিজে যেত। তাকে প্রশ্ন করা হলো, জান্নাত-জাহান্নামের আলোচনা করা হলে তো আপনি কাঁদেন না, অথচ এই কবর দর্শনে এত বেশি কাঁদেন কেন? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আখিরাতের মানযিলসমূহের (প্রাসাদ) মধ্যে কবর হলো প্রথম মান্‌যিল। এখান হতে কেউ মুক্তি পেয়ে গেলে তবে তার জন্য পরবর্তী মানযিলগুলোতে মুক্তি পাওয়া খুব সহজ হয়ে যাবে। আর সে এখান হতে মুক্তি না পেলে তবে তার জন্য পরবর্তী মানযিলগুলো আরো বেশি কঠিন হবে। তিনি (উসমান) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন ঃ আমি কবরের দৃশ্যের চাইতে অধিক ভয়ংকর দৃশ্য আর কখনো দেখিনি।

হাসান, ইবনু মা-জাহ (৪২৬৭)।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব। আমরা এ হাদীসের ব্যাপারে শুধুমাত্র হিশাম ইবনু ইউসুফের রিওয়ায়াত হতেই জেনেছি।

٦ - بَابُ مَا جَاءَ مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللّٰهِ أَحَبَّ اللّٰهُ لِقَاءَهُ

অনুচ্ছেদ ঃ ৬ ॥ আল্লাহ্‌র সাক্ষাৎ পছন্দকারীর সাথে সাক্ষাৎ করতে আল্লাহ্ও পছন্দ করেন

٢٣٠٩ - حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ : حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسًا يُحَدِّثُ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : "مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللّٰهِ؛ أَحَبَّ اللّٰهُ لِقَاءَهُ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللّٰهِ؛ كَرِهَ اللّٰهُ لِقَاءَهُ". - صحيح : ق.

২৩০৯। উবাদা ইবনুস সামিত (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলার সাথে সাক্ষাৎ করাকে যে লোক পছন্দ করে, তার সাথে সাক্ষাৎ করতে আল্লাহ্ তা'আলাও পছন্দ করেন। আর আল্লাহ্ তা'আলার সাথে সাক্ষাৎ করতে যে লোক অপছন্দ করে, আল্লাহ্ তা'আলাও তার সাথে সাক্ষাৎ করতে অপছন্দ করেন। **সহীহ্, বুখারী, মুসলিম।**

আবূ ঈসা বলেন, আবূ হুরাইরা, আইশা, আবূ মূসা ও আনাস (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। উবাদা (রাঃ) বর্ণিত হাদীসটি হাসান সহীহ্।

٧ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ إِنْذَارِ النَّبِيِّ ﷺ قَوْمَهُ

অনুচ্ছেদ ঃ ৭ ॥ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জাতিকে সতর্ক করেছেন

٢٣١٠ - حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْعَثِ أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْعِجْلِيُّ : حَدَّثَنَا

مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمٰنِ الطُّفَاوِيُّ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : لَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ {وَأَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِيْنَ}؛ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "يَا صَفِيَّةُ بِنْتَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ! يَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ! يَا بَنِيْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ! إِنِّيْ لَا أَمْلِكُ لَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ شَيْئًا، سَلُوْنِيْ مِن مَّالِيْ مَا شِئْتُمْ".

– صحيح : م (١٣٣/١).

২৩১০। আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, যখন এ আয়াত অবতীর্ণ হলো ঃ "আপনি আপনার নিকটাত্মীয়দের ভয় প্রদর্শন করুন" (২৬ ঃ ২১৪), তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে সাফিয়্যা বিনতু আবদিল মুত্তালিব, হে ফাতিমা বিনতু মুহাম্মাদ, হে আবদুল মুত্তালিবের বংশধর! আল্লাহ্ তা'আলার (পাকড়াও) হতে তোমাদেরকে বাঁচানোর ক্ষমতা আমার নেই। আমার ধন-সম্পদ হতে তোমরা যতটুকু খুশি চাইতে পার (কিতাবুত তাফসীরে পুনরুক্ত)।

সহীহ্, মুসলিম (১/১৩৩)।

আবূ ঈসা বলেন, আবূ হুরাইরা, আবূ মূসা ও ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আইশা (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদীসটি হাসান গারীব। কিছু বর্ণনাকারী হিশাম ইবনু উরওয়া হতে এরকমই বর্ণনা করেছেন। হিশাম ইবনু উরওয়া-তার পিতা উরওয়া (রাহঃ)-এর বরাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে কোন কোন বর্ণনাকারী মুরসাল হিসাবে বর্ণনা করেছেন তাতে আইশার উল্লেখ করেননি।

٨ – بَابُ مَا جَاءَ فِيْ فَضْلِ الْبُكَاءِ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৮ ॥ আল্লাহ্‌র ভয়ে কান্নাকাটির ফাযীলাত

٢٣١١ – حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْمَسْعُوْدِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ عِيْسَى

ابْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "لَا يَلِجُ النَّارَ رَجُلٌ بَكٰى مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ، حَتّٰى يَعُوْدَ اللَّبَنُ فِي الضَّرْعِ، وَلَا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ".

– صحيح : "المشكاة" (٣٨٢٨)، "التعليق الرغيب" (١٦٦/٢).

২৩১১। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলার ভয়ে ক্রন্দনকারী ব্যক্তি জাহান্নামে প্রবেশ করবে না, যেরূপ দোহনকৃত দুধ আবার স্তনে ফিরিয়ে নেয়া যায় না। আর আল্লাহ্ তা'আলার পথের (জিহাদের) ধুলা ও জাহান্নামের ধোঁয়া কখনো একত্র হবে না।

সহীহ, মিশকাত (৩৮২৮), তা'লীকুর রাগীব (২/১৬৬)।

আবূ ঈসা বলেন, আবূ রাইহানা ও ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান সহীহ। মুহাম্মাদ ইবনু আবদুর রাহমান (রাহঃ) তালহা-পরিবারের মুক্তদাস, তিনি নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী এবং মাদীনার অধিবাসী। শুবা ও সুফিয়ান সাওরী তার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٩ – بَابٌ فِيْ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ : "لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا أَعْلَمُ؛ لَضَحِكْتُمْ قَلِيْلًا"

অনুচ্ছেদ ঃ ৯ ॥ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী ঃ আমি যা জানি, তোমরা তা জানতে পারলে খুব কমই হাসতে

٢٣١٢ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ : حَدَّثَنَا أَبُوْ أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيْلُ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ مُوَرِّقٍ، عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "إِنِّيْ أَرٰى مَا لَا تَرَوْنَ، وَأَسْمَعُ مَا لَا تَسْمَعُوْنَ، أَطَّتِ السَّمَاءُ؛ وَحُقَّ لَهَا أَنْ تَئِطَّ؛ مَا فِيْهَا مَوْضِعُ أَرْبَعِ أَصَابِعَ؛

إِلاَّ وَمَلَكٌ وَاضِعٌ جَبْهَتَهُ سَاجِدًا لِلَّهِ، وَاللَّهِ لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا أَعْلَمُ؛ لَضَحِكْتُمْ قَلِيْلاً، وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيْرًا، وَمَا تَلَذَّذْتُمْ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْفُرُشِ، وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى الصُّعُدَاتِ تَجْأَرُوْنَ إِلَى اللَّهِ"؛ لَوَدِدْتُ أَنِّيْ كُنْتُ شَجَرَةً تُعْضَدُ.

– حسن : دون قوله : لوددت، :ابن ماجه" (٤١٩٠)

২৩১২। আবূ যার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি (অদৃশ্য জগতের) যা দেখি তোমরা তা দেখ না, আর আমি যা শুনতে পাই তোমরা তা শুনতে পাও না। আসমান তো চড়চড় শব্দ করছে, আর সে এই শব্দ করার যোগ্য। তাতে এমন চার আঙ্গুল পরিমাণ জায়গাও নেই যেখানে কোন ফিরিশতা আল্লাহ্ তা'আলার জন্যে অবনত মস্তকে সাজদায় পড়ে না আছে। আল্লাহ্র শপথ! আমি যা জানি তোমরা যদি তা জানতে তাহলে তোমরা খুব কমই হাসতে, বেশি কাঁদতে এবং বিছানায় স্ত্রীদের উপভোগ করতে না, বাড়ী-ঘর ছেড়ে পথে-প্রান্তরে বেরিয়ে পড়তে, আল্লাহ্ তা'আলার সামনে কাকুতি-মিনতি করতে। বর্ণনাকারী বলেন, আমার মন চায় আমি যদি একটি বৃক্ষ হতাম আর তা কেটে ফেলা হতো। "আমার মন চায়....." অংশ ব্যতীত হাদীসটি হাসান,

ইবনু মা-জাহ (৪১৯০)।

আবূ ঈসা বলেন, আবূ হুরাইরা, আইশা, ইবনু আব্বাস ও আনাস (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান গারীব। অপর একটি সূত্রে বর্ণিত আছে যে, আবূ যার (রাঃ) বলেন, আমার আকাঙ্ক্ষা যে, "আমি যদি একটি গাছ হতাম যা কেটে ফেলা হতো"। আবূ যার (রাঃ) হতে এ হাদীসটি মাওকূফ হিসাবেও বর্ণিত আছে।

٢٣١٣ – حَدَّثَنَا أَبُوْ حَفْصٍ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ الْفَلاَّسُ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ

: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : "لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا أَعْلَمُ؛ لَضَحِكْتُمْ قَلِيْلاً، وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيْرًا". – صحيح : "فقه السيرة" (٤٧٩) ق أنس.

২৩১৩। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি যা জানি তোমরা যদি তা জানতে, তাহলে খুব অল্পই হাসতে এবং খুব বেশি কাঁদতে।

সহীহ্, ফিকহুস সীরাহ্ (৪৭৯), বুখারী, মুসলিম আনাস (রাঃ) হতে।

এ হাদীসটি হাসান সহীহ্। আবূ ঈসা বলেন, আবূ হুরাইরাহ্, আইশা, ইবনু আব্বাস ও আনাস (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে।

١٠ – بَابُ فِيْمَنْ تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ يُضْحِكُ بِهَا النَّاسَ

অনুচ্ছেদ ঃ ১০ ॥ কেউ যদি লোকদের হাসানোর উদ্দেশ্যে কোন কথা বলে

٢٣١٤ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ، عَنْ عِيْسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : "إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ، لَا يَرٰى بِهَا بَأْسًا، يَهْوِي بِهَا سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا فِي النَّارِ".

– حسن صحيح : "ابن ماجه" (٣٩٧٠)

২৩১৪। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে লোক এমন কথাও বলে যে প্রসঙ্গে সে মনে করে যে, তাতে কোন অসুবিধা নেই, এইজন্য সে সত্তরবছর জাহান্নামে অবস্থান করবে।

হাসান, সহীহ, ইবনু মা-জাহ (৩৯৭০)।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং উল্লেখিত সূত্রে গারীব।

٢٣١٥ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ : حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيْمٍ : حَدَّثَنِيْ أَبِيْ، عَنْ جَدِّيْ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ : "وَيْلٌ لِلَّذِيْ يُحَدِّثُ بِالْحَدِيْثِ؛ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ، فَيَكْذِبُ؛ وَيْلٌ لَّهُ، وَيْلٌ لَّهُ".

حسن : "غاية المرام" (٣٧٦)، "المشكاة" (٤٨٣٨–التحقيق الثاني).

২৩১৫। বাহ্য ইবনু হাকীম (রাহঃ) হতে পর্যায়ক্রমে তার বাবা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত আছে, তার দাদা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি বলতে শুনেছি ঃ সেই লোক ধ্বংস হোক যে মানুষদের হাসানোর উদ্দেশ্যে কথা বলতে গিয়ে মিথ্যা বলে। সে নিপাত যাক, সে নিপাত যাক।

হাসান, গাইয়াতুল মারাম (৩৭৬), মিশকাত, তাহকীক ছানী (৪৮৩৮)।

আবূ ঈসা বলেন, আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান।

١١ – بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ১১ ॥ অনর্থক কথা বলা

٢٣١٧ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَصْرٍ النَّيْسَابُوْرِيُّ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوْا : حَدَّثَنَا أَبُوْ مُسْهِرٍ عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَمَاعَةَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ قُرَّةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ؛ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيْهِ".

– صحيح : "ابن ماجه" (٣٩٧٦).

২৩১৭। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তির ইসলামের অন্যতম সৌন্দর্য হলো অনর্থক আচরণ ত্যাগ করা।

সহীহ, ইবনু মা-জাহ (৩৯৭৬)।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গারীব। আমরা শুধুমাত্র আবূ সালামা হতে আবূ হুরাইরা (রাঃ)-এর বরাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সূত্রে বর্ণিত রিওয়ায়াত হিসাবে এটি জেনেছি।

٢٣١٨ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "إِنَّ مِنْ حُسْنِ إِسْلاَمِ الْمَرْءِ تَرْكَهُ مَا لاَ يَعْنِيْهِ".

– صحيح بما قبله

২৩১৮। আলী (যাইনুল আবিদীন) ইবনুল হুসাইন (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তির ইসলামের অন্যতম সৌন্দর্য হলো অর্থহীন কথা বা কাজ ত্যাগ করা।

পূর্বের হাদীসের সহায়তায় সহীহ।

আবূ ঈসা বলেন, উক্ত হাদীস যুহরীর একাধিক শিষ্য যুহরী হতে, তিনি আলী ইবনুল হুসাইন হতে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে এই সূত্রে মালিকের রিওয়ায়াতের অনুরূপ মুরসালভাবে বর্ণনা করেছেন। আমাদের মতে এটিই আবূ সালামা-আবূ হুরাইরা (রাঃ)-এর সূত্রের চাইতে অনেক বেশি সহীহ্। আলী ইবনুল হুসাইন (রাঃ) আলী ইবনু আবী তালিব (রাঃ)-এর দেখা পাননি (তার যুগ পাননি)।

١٢ – بَابُ فِيْ قِلَّةِ الْكَلاَمِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১২ ॥ স্বল্পভাষী হওয়া

٢٣١٩ – حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو : حَدَّثَنِيْ أَبِيْ، عَنْ جَدِّيْ، قَالَ : سَمِعْتُ بِلاَلَ بْنَ الْحَارِثِ الْمُزَنِيَّ – صَاحِبَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ – يَقُوْلُ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : "إِنَّ أَحَدَكُمْ

لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللّٰهِ، مَا يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ؛ فَيَكْتُبُ اللّٰهُ لَهُ بِهَا رِضْوَانَهُ إِلٰى يَوْمٍ يَلْقَاهُ، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللّٰهِ، مَا يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ؛ فَيَكْتُبُ اللّٰهُ عَلَيْهِ بِهَا سَخَطَهُ إِلٰى يَوْمٍ يَلْقَاهُ".

– صحيح : "ابن ماجه" (٣٩٦٩).

২৩১৯। বিলাল ইবনুল হারিস আল-মুযানী (রাঃ) নামীয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি কখনো আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির কথা বলে, যার সম্পর্কে সে ধারণাও করে না যে, তা কোথায় গিয়ে পৌঁছবে, অথচ আল্লাহ তা'আলা তার এ কথার কারণে তাঁর সাথে মিলিত হওয়ার দিন পর্যন্ত তার জন্য স্বীয় সন্তুষ্টি লিখে দেন। আবার তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি কখনো আল্লাহ্ তা'আলার অসন্তুষ্টির কথা বলে, যার সম্পর্কে সে চিন্তাও করে না যে, তা কোন পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছবে। অথচ এ কথার কারণে আল্লাহ তা'আলা তার সাথে মিলিত হওয়ার দিন পর্যন্ত তার জন্য অসন্তুষ্টি লিখে দেন।

সহীহ, ইবনু মা-জাহ (৩৯৬৯)।

আবূ ঈসা বলেন, উম্মু হাবীবা (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান সহীহ্। মুহাম্মাদ ইবনু আমরের সূত্রে একাধিক বর্ণনাকারী উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তারা মুহাম্মাদ ইবনু আমর-তার বাবা-তার দাদা-বিলাল ইবনুল হারিস (রাহঃ)-এর সূত্রের উল্লেখ করেছেন। এ হাদীসটি মালিক (রাহঃ) মুহাম্মাদ ইবনু আমর-তার বাবা-বিলাল ইবনুল হারিস (রাহঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন এবং তার দাদার কথা তাতে উল্লেখ করেননি।

١٣ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ هَوَانِ الدُّنْيَا عَلَى اللّٰهِ - عَزَّ وَجَلَّ -

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩ ॥ আল্লাহ্ তা'আলার নিকট পৃথিবীর মূল্যহীনতা ও তুচ্ছতা

٢٣٢٠ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيْ حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللّٰهِ جَنَاحَ بَعُوْضَةٍ؛ مَا سَقَى كَافِرًا مِّنْهَا شَرْبَةَ مَاءٍ".

- صحيح : "الصحيحة" (٩٤٠).

২৩২০। সাহল ইবনু সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলার নিকট যদি এই পৃথিবীর মূল্য মশার একটি পাখার সমানো হত তাহলে তিনি কোন কাফিরকে এখানকার পানির এক ঢোকও পান করাতেন না।

সহীহ, সহীহাহ্ (৯৪০)।

আবূ ঈসা বলেন, আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি সহীহ্ এবং উপরোক্ত সূত্রে গারীব।

٢٣٢١ - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِيْ حَازِمٍ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ الرَّكْبِ الَّذِيْنَ وَقَفُوْا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَلَى السَّخْلَةِ الْمَيِّتَةِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "أَتَرَوْنَ هٰذِهِ هَانَتْ عَلٰى أَهْلِهَا حِيْنَ أَلْقَوْهَا؟"، قَالُوْا : مِنْ هَوَانِهَا أَلْقَوْهَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! قَالَ : "فَالدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللّٰهِ مِنْ هٰذِهِ عَلٰى أَهْلِهَا".

- صحيح : "ابن ماجه" (٤١١١).

২৩২১। মুসতাওরিদ ইবনু শাদ্দাদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি আরোহীদলের সাথে ছিলাম, যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে একটি মৃত ছাগল ছানার পাশে এসে দাঁড়ান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রশ্ন করলেন, তোমরা কি মনে কর, তার মনিবের নিকট এটা নিকৃষ্ট ও মূল্যহীন হওয়ায় সে তা নিক্ষেপ করেছে? তারা বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! এটা মূল্যহীন হওয়ার কারণে তারা ফেলে দিয়েছে। তিনি বললেন ঃ তার মনিবের নিকট এটা যতটুকু মূল্যহীন, আল্লাহ্ তা'আলার নিকট পৃথিবীটা এর চেয়েও অধিক মূল্যহীন ও নিকৃষ্ট।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (৪১১১)।

আবূ ঈসা বলেন, জাবির ও ইবনু উমার (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। মুস্তাওরিদ (রাঃ) বর্ণিত হাদীসটি হাসান গারীব।

١٤ - بَابٌ مِّنْهُ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪ ॥ (দুনিয়া অভিশপ্ত)

٢٣٢٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ الْمُكْتِبُ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ ثَابِتٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ ثَابِتِ بْنِ ثَوْبَانَ، قَالَ : سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ قُرَّةَ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ ابْنَ ضَمْرَةَ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : "أَلاَ إِنَّ الدُّنْيَا مَلْعُوْنَةٌ، مَلْعُوْنٌ مَا فِيْهَا؛ إِلاَّ ذِكْرُ اللّٰهِ، وَمَا وَالاَهُ، وَعَالِمٌ، أَوْ مُتَعَلِّمٌ".

- حسن : "ابن ماجه" (٤١١٢).

২৩২২। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ দুনিয়া ও তার মাঝের সকলকিছুই অভিশপ্ত, কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার যিকির ও তার সাথে সংগতিপূর্ণ অন্যান্য আমল, আলিম ও ইলম অন্বেষণকারী এর ব্যতিক্রম। হাসান, ইবনু মা-জাহ (৪১১২)।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব।

١٥ - بَابٌ مِّنْهُ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫ ॥ একই বিষয়

٢٣٢٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ أَبِيْ خَالِدٍ : حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ أَبِيْ حَازِمٍ، قَالَ : سَمِعْتُ مُسْتَوْرِدًا- أَخَا بَنِيْ فِهْرٍ-، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "مَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ؛ إِلاَّ مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ فِي الْيَمِّ؛ فَلْيَنْظُرْ بِمَاذَا يَرْجِعُ؟!".

- صحيح : "ابن ماجه" (٤١٠٨) م.

২৩২৩। বানূ ফিহ্‌রের মুসতাওরিদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দুনিয়া আখিরাতের তুলনায় এতটুকু, যেমন তোমাদের কেউ সমুদ্রের পানিতে তার একটি আঙ্গুল ডুবিয়ে তুলে আনল। সে দেখুক তার আঙ্গুল কতটুকু পানি নিয়ে ফিরেছে।

সহীহ, ইবনু মা-জাহ (৪১০৮), মুসলিম।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্। ইসমাঈল ইবনু আবূ খালিদের উপনাম আবূ আবদুল্লাহ। কাইসের পিতা আবূ হাযিম, তার নাম আব্‌দ ইবনু আওফ, তিনি সাহাবী।

١٦ - بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬ ॥ দুনিয়া মু'মিনদের জন্য কারাগার এবং কাফিরদের জন্য জান্নাত

٢٣٢٤ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْعَلاَءِ

ابْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ :
"اَلدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ، وَجَنَّةُ الْكَافِرِ".

- صحيح : م (٨/٢١٠).

২৩২৪। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দুনিয়া (পার্থিব জীবন) মু'মিনদের জন্য কারাগারস্বরূপ এবং কাফিরদের জন্য জান্নাতস্বরূপ।

সহীহ, মুসলিম (৮/২১০)।

আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

١٧ - بَابُ مَا جَاءَ مَثَلُ الدُّنْيَا مَثَلُ أَرْبَعَةِ نَفَرٍ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭ ॥ দুনিয়ার দৃষ্টান্ত চারজন লোকের অনুরূপ

٢٣٢٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ : حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ : حَدَّثَنَا عُبَادَةُ بْنُ مُسْلِمٍ : حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ خَبَّابٍ، عَنْ سَعِيْدِ الطَّائِيِّ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ : حَدَّثَنِيْ أَبُوْ كَبْشَةَ الْأَنْمَارِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : "ثَلَاثَةٌ أُقْسِمُ عَلَيْهِنَّ، وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيْثًا؛ فَاحْفَظُوْهُ"، قَالَ : "مَا نَقَصَ مَالُ عَبْدٍ مِنْ صَدَقَةٍ، وَلَا ظُلِمَ عَبْدٌ مَظْلَمَةً، فَصَبَرَ عَلَيْهَا؛ إِلَّا زَادَهُ اللّٰهُ عِزًّا، وَلَا فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ؛ إِلَّا فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ - أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا -، وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيْثًا؛ فَاحْفَظُوْهُ"، قَالَ : "إِنَّمَا الدُّنْيَا لِأَرْبَعَةِ نَفَرٍ : عَبْدٍ رَزَقَهُ اللّٰهُ مَالًا وَعِلْمًا؛ فَهُوَ يَتَّقِيْ فِيْهِ رَبَّهُ، وَيَصِلُ فِيْهِ رَحِمَهُ، وَيَعْلَمُ لِلّٰهِ

فِيْهِ حَقًّا؛ فَهٰذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ، وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللّٰهُ عِلْمًا، وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالاً؛ فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ يَقُوْلُ : لَوْ أَنَّ لِيْ مَالاً؛ لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلاَنٍ؛ فَهُوَ بِنِيَّتِهِ، فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ، وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللّٰهُ مَالاً، وَلَمْ يَرْزُقْهُ عِلْمًا؛ فَهُوَ يَخْبِطُ فِيْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، لاَ يَتَّقِيْ فِيْهِ رَبَّهُ، وَلاَ يَصِلُ فِيْهِ رَحِمَهُ، وَلاَ يَعْلَمُ لِلّٰهِ فِيْهِ حَقًّا؛ فَهٰذَا بِأَخْبَثِ الْمَنَازِلِ، وَعَبْدٍ لَمْ يَرْزُقْهُ اللّٰهُ مَالاً، وَلاَ عِلْمًا؛ فَهُوَ يَقُوْلُ : لَوْ أَنَّ لِيْ مَالاً؛ لَعَمِلْتُ فِيْهِ بِعَمَلِ فُلاَنٍ؛ فَهُوَ بِنِيَّتِهِ، فَوِزْرُهُمَا سَوَاءٌ".

- صحيح : "ابن ماجه" (٤٢٢٨).

২৩২৫। আবূ কাবশা আল-আনমারী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ আমি তিনটি বিষয়ে শপথ করছি এবং সেগুলোর ব্যাপারে তোমাদেরকে বলছি। তোমরা এগুলো মনে রাখবে। তিনি বলেন, দান-খাইরাত করলে কোন বান্দার সম্পদ হ্রাস পায় না। কোন বান্দার উপর যুলুম করা হলে এবং সে তাতে ধৈর্য ধারণ করলে আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই তার সম্মান বাড়িয়ে দেন। কোন বান্দাহ ভিক্ষার দরজা খুললে অবশ্যই আল্লাহ তা'আলাও তার অভাবের দরজা খুলে দেন অথবা তিনি অনুরূপ কথা বলেছেন। আমি তোমাদেরকে একটি কথা বলছি, তোমরা তা মুখস্থ রাখবে। তারপর তিনি বলেন ঃ চার প্রকার মানুষের জন্য এই পৃথিবী। আল্লাহ তা'আলা যে বান্দাহকে ধন-সম্পদ ও ইল্‌ম (জ্ঞান) দিয়েছেন, আর সে এই ক্ষেত্রে তার প্রভুকে ভয় করে, এর সাহায্যে আত্মীয়দের সাথে সৌজন্যমূলক ব্যবহার করে এবং এতে আল্লাহ্ তা'আলারও হক্ আছে বলে সে জানে, সেই বান্দার মর্যাদা সর্বোচ্চ। আরেক বান্দাহ, যাকে আল্লাহ তা'আলা ইল্‌ম দিয়েছেন কিন্তু ধন-সম্পদ দেননি সে সৎ নিয়্যাতের (সংকল্পের) অধিকারী। সে বলে, আমার ধন-সম্পদ থাকলে আমি অমুক অমুক ভালো কাজ করতাম। এই ধরনের লোকের মর্যাদা তার নিয়্যাত মুতাবিক নির্ধারিত হবে। এ দুজনেরই সাওয়াব সমান সমান হবে। আরেক বান্দাহ, আল্লাহ

তা'আলা তাকে ধন-সম্পদ প্রদান করেছেন কিন্তু ইল্‌ম দান করেননি। আর সে ইল্‌মহীন (জ্ঞানহীন) হওয়ার কারণে তার সম্পদ স্বীয় প্রবৃত্তির চাহিদা মতো ব্যয় করে। সে ব্যক্তি এ বিষয়ে তার রবকেও ভয় করে না এবং আত্মীয়দের সাথে সৌজন্যমূলক ব্যবহারও করে না। আর এতে যে আল্লাহ্ তা'আলার হক রয়েছে তাও সে জানে না। এই লোক সর্বাধিক নিকৃষ্ট স্তরের লোক। অপর এক বান্দাহ, যাকে আল্লাহ তা'আলা ধন-সম্পদও দান করেননি, ইল্‌মও দান করেননি। সে বলে, আমার যদি ধন-সম্পদ থাকত তাহলে আমি অমুক অমুক ব্যক্তির ন্যায় (প্রবৃত্তির বাসনামতো) কাজ করতাম। তার নিয়্যাত মুতাবিক তার স্থান নির্ধারিত হবে। অতএব, এদের দুজনের পাপ হবে সমান সমান।

সহীহ, ইবনু মা-জাহ (৪২২৮)।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

١٨ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْهَمِّ فِي الدُّنْيَا، وَحُبِّهَا

অনুচ্ছেদ ঃ ১৮ ॥ দুনিয়ার চিন্তা ও পার্থিব মোহ

٢٣٢٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ بَشِيرٍ أَبِي إِسْمَاعِيلَ، عَنْ سَيَّارٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "مَنْ نَزَلَتْ بِهِ فَاقَةٌ، فَأَنْزَلَهَا بِالنَّاسِ؛ لَمْ تُسَدَّ فَاقَتُهُ، وَمَنْ نَزَلَتْ بِهِ فَاقَةٌ، فَأَنْزَلَهَا بِاللَّهِ؛ فَيُوشِكُ اللَّهُ لَهُ بِرِزْقٍ عَاجِلٍ أَوْ آجِلٍ".

- صحيح : بلفظ : "بموت عاجل، أو غنى عاجل"، "صحيح أبي داود" (١٤٥٢)، "الصحيحة" (٢٧٨٧).

২৩২৬। আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কেউ যদি অভাব-অনটনে পড়ে তা মানুষের নিকট উপস্থাপন করে তাহলে তার

অভাব-অনটন দূর হবে না। আর যে ব্যক্তি অভাব-অনটনে পড়ে তা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট উপস্থাপন করে তবে অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা তাকে দ্রুত অথবা বিলম্বে রিযিক দান করেন।

তাকে দ্রুত মৃত্যু দেন অথবা দ্রুত ধনশালী করেন এই অর্থে হাদীসটি সহীহ, সহীহ আবূ দাঊদ (১৪৫২), সহীহাহ্ (২৭৮৭)।

আবূ ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান সহীহ্ গারীব।

١٩ - بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৯ ॥ (একজন খাদিম ও একটি পরিবহনই যথেষ্ট)

٢٣٢٧ - حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ : حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُوْرٍ، وَالْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِيْ وَائِلٍ قَالَ : جَاءَ مُعَاوِيَةُ إِلَى أَبِيْ هَاشِمِ بْنِ عُتْبَةَ -وَهُوَ مَرِيْضٌ - يَعُوْدُهُ، فَقَالَ : يَا خَالُ مَا يُبْكِيْكَ، أَوَجَعٌ يُشْئِزُكَ أَمْ حِرْصٌ عَلَى الدُّنْيَا؟ قَالَ : كُلٌّ لَا، وَلَكِنْ رَسُوْلَ اللّٰهِ عَهِدَ إِلَيَّ عَهْدًا لَمْ آخُذْ بِهِ، قَالَ : «إِنَّمَا يَكْفِيْكَ مِنْ جَمْعِ الْمَالِ خَادِمٌ، وَمَرْكَبٌ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ»، وَأَجِدُنِي الْيَوْمَ قَدْ جَمَعْتُ.

حسن : «ابن ماجه» (٤١٠٣).

২৩২৭। আবূ ওয়াইল (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, কোন একদিন রোগাক্রান্ত আবূ হাশিম ইবনু উতবাকে মু'আবিয়া (রাঃ) দেখতে আসেন। তাকে তিনি প্রশ্ন করেন, হে মামা! আপনি কেন কাঁদছেন? রোগযাতনা আপনাকে অস্থির করে তুলেছে, নাকি দুনিয়ার লোভ? তিনি বললেন, এ দুটির কোনটিই নয়। (বরং আমার কান্নার কারণ এই যে), আমার কাছ থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি ওয়াদা নিয়েছিলেন, কিন্তু আমি তা বাস্তবায়িত করতে পারিনি। তিনি বলেছিলেন, সম্পদের ক্ষেত্রে একটি খাদিম ও আল্লাহ্ তা'আলার পথে (যুদ্ধ

করার) একটি জন্তুযান, এতটুকুই তোমার জন্য যথেষ্ট। অথচ আমি এখন দেখতে পাচ্ছি যে, আমি অনেক সম্পদ জমা করে ফেলেছি।

যাইদা ও উবাইদাহ্ ইবনু হুমাইদ এই হাদীসটি মানসূর হতে, তিনি আবূ ওয়াইল হতে, তিনি সামুরা ইবনু সাহম (রাহঃ)-এর সূত্রে একইরকম বর্ণনা করেছেন। আবূ ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে বুরাইদা আল-আসলামী (রাঃ) হতেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস বর্ণিত আছে।

হাসান, ইবনু মা-জাহ (৪১০৩)।

٢٠ – بَابٌ مِنْهُ

অনুচ্ছেদ ঃ ২০ ॥ (সম্পদ দুনিয়ামুখী করে)

٢٣٢٨ – حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ : حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شِمْرِ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ سَعْدِ بْنِ الْأَخْرَمِ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "لاَ تَتَّخِذُوا الضَّيْعَةَ؛ فَتَرْغَبُوْا فِي الدُّنْيَا".

– **صحيح : "الصحيحة" (١٢).**

২৩২৮। আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা (অযাচিত) পার্থিব সম্পদ গ্রহণ করো না। কেননা, এর দ্বারা তোমরা দুনিয়ার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়বে।

সহীহ্, সহীহাহ্ (১২)।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান।

٢١ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ طُوْلِ الْعُمْرِ لِلْمُؤْمِنِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২১ ॥ ঈমানদারের দীর্ঘায়ু

٢٣٢٩ - حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ : حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُسْرٍ : أَنَّ أَعْرَابِيًّا قَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! مَنْ خَيْرُ النَّاسِ؟ قَالَ : "مَنْ طَالَ عُمْرُهُ، وَحَسُنَ عَمَلُهُ".

- صحيح : "الصحيحة" (١٨٣٦)، "المشكاة" (٥٢٨٥-التحقيق الثاني)، "الروض" (٩٢٦).

২৩২৯। আবদুল্লাহ ইবনু বুস্র (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, কোন এক গ্রাম্য লোক প্রশ্ন করল, হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে? তিনি বললেন ঃ যে দীর্ঘ জীবন লাভ করেছে এবং তার কর্মকাণ্ড সুন্দর হয়েছে।

সহীহ, সহীহাহ্ (১৮৩৬), মিশকাত, তাহকীক ছানী (৫২৮৫), আর রাওয (৯২৬)।

আবূ হুরাইরা ও জাবির (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং এই সনদে গারীব।

٢٢ - بَابٌ مِّنْهُ

অনুচ্ছেদ ঃ ২২ ॥ (দীর্ঘ জীবন ও সুন্দর আমলের অধিকারী ব্যক্তি সর্বোত্তম)

٢٣٣٠ - حَدَّثَنَا أَبُوْ حَفْصٍ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيْهِ : أَنَّ رَجُلاً قَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ؟ قَالَ :

"مَنْ طَالَ عُمُرُهُ، وَحَسُنَ عَمَلُهُ"، قَالَ : فَأَيُّ النَّاسِ شَرٌّ؟ قَالَ : "مَنْ طَالَ عُمُرُهُ، وَسَاءَ عَمَلُهُ".

- صحيح بما قبله

২৩৩০। আবূ বাক্রা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, কোন এক ব্যক্তি প্রশ্ন করল, হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! উত্তম ব্যক্তি কে? তিনি বললেন ঃ যে দীর্ঘ জীবন পেয়েছে এবং তার আমল সুন্দর হয়েছে। সে আবার প্রশ্ন করল, মানুষের মধ্যে কে নিকৃষ্ট? তিনি বললেন ঃ যে দীর্ঘ জীবন পেয়েছে এবং তার আমল খারাপ হয়েছে।

পূর্বের হাদীসের সহায়তায় সহীহ।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

٢٣ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ فَنَاءِ أَعْمَارِ هٰذِهِ الْأُمَّةِ مَا بَيْنَ السِّتِّيْنَ إِلَى السَّبْعِيْنَ

অনুচ্ছেদঃ ২৩ ॥ এ উম্মাতের গড়আয়ু ষাট ও সত্তরের মাঝামাঝি হবে

٢٣٣١ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعِيْدِ الْجَوْهَرِيُّ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيْعَةَ، عَنْ كَامِلٍ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : "عُمْرُ أُمَّتِي مِنْ سِتِّيْنَ سَنَةً إِلَى سَبْعِيْنَ سَنَةً".

- حسن صحيح : بلفظ : "أعمار أمتي ما بين"، وسيأتي برقم (٣٣١٣) : "ابن ماجه" (٤٢٣٦).

২৩৩১। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার উম্মাতের (গড়) আয়ু ষাট হতে সত্তরবছর হবে।

আমার উম্মাতের বয়স ষাট ও সত্তরের মাঝামাঝি এই অর্থে হাদীসটি হাসান সহীহ্ ৩৩১৩ নং পরবর্তীতে বর্ণনা আসবে। ইবনু মা-জাহ (৪২৩৬)।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং আবূ সালিহ্-আবূ হুরাইরা (রাঃ)-এর সূত্রে গারীব। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে একাধিক সূত্রে এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।

٢٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ تَقَارُبِ الزَّمَانِ وَقِصَرِ الْأَمَلِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২৪ ॥ যামানা নিকটবর্তী হয়ে যাবে এবং আশা-আকাঙ্ক্ষা হ্রাস পাবে

٢٣٣٢ - حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّوْرِيُّ : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ عُمَرَ الْعُمَرِيُّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيْدِ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : "لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ؛ حَتّٰى يَتَقَارَبَ الزَّمَانُ، فَتَكُوْنَ السَّنَةُ كَالشَّهْرِ، وَالشَّهْرُ كَالْجُمُعَةِ، وَتَكُوْنَ الْجُمُعَةُ كَالْيَوْمِ، وَيَكُوْنَ الْيَوْمُ كَالسَّاعَةِ، وَتَكُوْنَ السَّاعَةُ كَالضَّرْمَةِ بِالنَّارِ".

- صحيح : "المشكاة" (٥٤٤٨ - التحقيق الثاني).

২৩৩২। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যামানা পরস্পর নিকটবর্তী (সংকীর্ণ) না হওয়া পর্যন্ত কিয়ামাত সংঘটিত হবে না। তখন একবছর হবে একমাসের মতো, একমাস হবে এক সপ্তাহের মতো, এক সপ্তাহ হবে একদিনের মতো, একদিন হবে এক ঘণ্টার মত এবং এক ঘণ্টা হবে প্রজ্বলিত আগুনের একটি স্ফুলিংগের মতো।

সহীহ, মিশকাত, তাহকীক ছানী (৫৪৪৮)।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি এই সূত্রে গারীব। সা'দ ইবনু সাঈদ হলেন ইয়াহ্ইয়া ইবনু সাঈদের ভাই।

٢٥ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ قِصَرِ الْأَمَلِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২৫ ॥ পার্থিব আশা-আকাঙ্ক্ষা কম করা

٢٢٣٣ - حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ : حَدَّثَنَا أَبُوْ أَحْمَدَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ : أَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِبَعْضِ جَسَدِيْ، فَقَالَ : "كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيْبٌ، أَوْ عَابِرُ سَبِيْلٍ، وَعُدَّ نَفْسَكَ فِيْ أَهْلِ الْقُبُوْرِ". فَقَالَ لِيْ ابْنُ عُمَرَ : إِذَا أَصْبَحْتَ؛ فَلَا تُحَدِّثْ نَفْسَكَ بِالْمَسَاءِ، وَإِذَا أَمْسَيْتَ؛ فَلَا تُحَدِّثْ نَفْسَكَ بِالصَّبَاحِ، وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، وَمِنْ حَيَاتِكَ قَبْلَ مَوْتِكَ؛ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِيْ يَا عَبْدَ اللّٰهِ! مَا اسْمُكَ غَدًا.

- صحيح : "الصحيحة"(١١٥٧) خ؛ دون : وعد نفسك من أهل القبور، ودون : فإنك لا تدري.

২৩৩৩। ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার শরীর স্পর্শ করে বললেন ঃ পৃথিবীতে এমনভাবে দিনযাপন কর, যেন তুমি একজন প্রবাসী অথবা পথচারী মুসাফির। তুমি নিজেকে কবরবাসীদের অন্তর্ভুক্ত মনে কর। মুজাহিদ (রাহঃ) বলেন, ইবনু উমার (রাঃ) আমাকে বললেন ঃ তুমি সকালে উপনীত হয়ে বিকালের জন্য নিজেকে অস্তিত্বান মনে করো না এবং বিকালে উপনীত হয়ে সকালের জন্য নিজেকে অস্তিত্বান মনে করো না। অসুস্থ হওয়ার পূর্বে তোমার সুস্থতার এবং মৃত্যুর পূর্বে তোমার জীবনের সুযোগকে কাজে লাগাও। কেননা, হে আল্লাহ্র বান্দা! তুমি তো জান না, আগামীকাল তুমি কি নামে অভিহিত হবে।

সহীহ, সহীহাহ্ (১১৫৭), বুখারী

"তুমি নিজেকে কবরবাসী মনে কর এবং তুমি তো জাননা" এই অংশ ব্যতীত।

আবূ ঈসা বলেন, আমাশ-মুজাহিদ হতে, তিনি ইবনু উমার (রাঃ)-এর সূত্রে এই হাদীসটি একইরকম বর্ণনা করেছেন। আহ্‌মাদ ইবনু আবদা আয-যাব্বী-আল-বাসরী-হাম্মাদ ইবনু যাইদ হতে, তিনি লাইস হতে, তিনি মুজাহিদ হতে, তিনি ইবনু উমার (রাঃ) হতে,তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে এই সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের মতো বর্ণনা করেছেন।

٢٣٣٤ – حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "هٰذَا ابْنُ آدَمَ، وَهٰذَا أَجَلُهُ"، وَوَضَعَ يَدَهُ عِنْدَ قَفَاهُ، ثُمَّ بَسَطَهَا، فَقَالَ : "وَثَمَّ أَمَلُهُ، وَثَمَّ أَمَلُهُ، وَثَمَّ أَمَلُهُ".

– صحيح "ابن ماجه" (٤٢٣٢) خ نحوه.

২৩৩৪। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর হাত ঘাড়ের পিছনে স্থাপন করলেন, তারপর তা প্রসারিত করে বললেন ঃ এই হলো আদম সন্তান, আর এটা হলো তার আয়ু। তিনি তারপর তিনবার বললেন ঃ আর এই হলো তার আশা-আকাঙ্ক্ষা।

সহীহ, ইবনু মা-জাহ (৪২৩২), বুখারী অনুরূপ।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্। আবূ সাঈদ (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে।

٢٣٣٥ – حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي السَّفَرِ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ : مَرَّ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ؛ وَنَحْنُ نُعَالِجُ خُصًّا لَّنَا، فَقَالَ : "مَا هٰذَا؟"، فَقُلْنَا : قَدْ وَهٰى، فَنَحْنُ نُصْلِحُهُ، قَالَ : "مَا أَرَى الْأَمْرَ إِلَّا أَعْجَلَ مِنْ ذٰلِكَ!".

– صحيح : "المشكاة" (٥٢٧٥– التحقيق الثاني).

২৩৩৫। আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, কোন একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সম্মুখ দিয়ে যাচ্ছিলেন। আমরা তখন আমাদের একটি কুঁড়েঘর মেরামত করছিলাম। তিনি প্রশ্ন করলেন, এটা কি করছ? আমরা বললাম, এটা নড়বড়ে হয়ে গেছে, তা ঠিকঠাক করছি। তিনি বললেন ঃ আমি তো দেখতে পাচ্ছি সেই ব্যাপারটি (মৃত্যু) এর চেয়েও দ্রুত এসে যাচ্ছে।

সহীহ, মিশকাত, তাহকীক ছানী (৫২৭৫)।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্। আবুস সাফারের নাম সাঈদ ইবনু ইউহমিদ, তিনি ইবনু আহ্মাদ আস-সাওরী বলেও কথিত।

٢٦ - بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ فِتْنَةَ هٰذِهِ الْأُمَّةِ فِي الْمَالِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২৬ ॥ এই উম্মাতের লোক ধন-সম্পদের পরীক্ষায় নিপতিত হবে

٢٣٣٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سَوَّارٍ : حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ جُبَيْرِ ابْنِ نُفَيْرٍ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عِيَاضٍ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ : "إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةً، وَفِتْنَةُ أُمَّتِي : الْمَالُ".

- **صحيح : "الصحيحة" (٥٩٤).**

২৩৩৬। কা'ব ইবনু ইয়ায (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ প্রত্যেক উম্মাতের জন্য কোন না কোন ফিত্না রয়েছে। আর আমার উম্মাতের ফিত্না হলো ধন-সম্পদ।

সহীহ্, সহীহাহ্ (৫৯৪)।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্ গারীব। আমরা এ হাদীসটি শুধুমাত্র মু'আবিয়া ইবনু সালিহ (রাহঃ)-এর সূত্রে জেনেছি।

٢٧ - بَابُ مَا جَاءَ لَوْ كَانَ لِابْنِ اٰدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَّالٍ لَابْتَغٰى ثَالِثًا

অনুচ্ছেদ ঃ ২৭ ॥ কারো নিকট দুই উপত্যকা পরিমাণ সম্পদ থাকলেও সে তৃতীয়টি কামনা করবে

٢٣٣٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ : حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ : حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "لَوْ كَانَ لِابْنِ اٰدَمَ وَادِيَانِ مِنْ ذَهَبٍ؛ لَأَحَبَّ أَنْ يَّكُوْنَ لَهُ ثَالِثٌ، وَلَا يَمْلَأُ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ، وَيَتُوْبُ اللّٰهُ عَلٰى مَنْ تَابَ".

- صحيح : "تخريج مشكلة الفقر" (١٤) ق.

২৩৩৭। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন আদম-সন্তানের অধীনে যদি দুই উপত্যকা ভর্তি স্বর্ণ থাকে তবুও সে তৃতীয় একটি স্বর্ণভর্তি উপত্যকা অর্জনের ইচ্ছা করবে। মাটি ব্যতীত অন্য কিছুই তার মুখ ভর্তি করতে পারবে না। যে লোক তাওবাহ করে আল্লাহ তা'আলা তার তাওবাহ কবূল করেন।

সহীহ, তাখরীজ মুশকিলাতুল ফাকরি (১৪), বুখারী, মুসলিম।

উবাই ইবনু কা'ব, আবূ সাঈদ, আইশা, ইবনুয যুবাইর, আবূ ওয়াকিদ, জাবির, ইবনু আব্বাস ও আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ এবং এই সূত্রে গারীব।

٢٨ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ : قَلْبُ الشَّيْخِ شَابٌّ عَلٰى حُبِّ اِثْنَتَيْنِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২৮ ॥ দুটি বস্তুর কামনায় বৃদ্ধের অন্তরও যুবকে পরিণত হয়

٢٣٣٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيْمٍ، عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : "قَلْبُ الشَّيْخِ شَابٌّ عَلٰى حُبِّ اِثْنَتَيْنِ : طُوْلِ الْحَيَاةِ، وَكَثْرَةِ الْمَالِ".

- حسن صحيح : "ابن ماجه" (٤٢٣٣) م.

২৩৩৮। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দুটি বস্তুর কামনায় বৃদ্ধের অন্তরও যুবক থাকে ঃ দীর্ঘ জীবন ও সম্পদের প্রাচুর্য।

হাসান সহীহ, ইবনু মা-জাহ (৪২৩৩), মুসলিম।

আনাস (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

٢٣٣٩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : "يَهْرَمُ ابْنُ اٰدَمَ، وَيَشِبُّ مِنْهُ اِثْنَتَانِ : اَلْحِرْصُ عَلَى الْعُمُرِ، وَالْحِرْصُ عَلَى الْمَالِ".

- صحيح : "ابن ماجه" (٤٢٣٤) م.

২৩৩৯। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আদম সন্তান বৃদ্ধ হয়ে যায়; কিন্তু দুটি ব্যাপারে যুবকই থাকে ঃ বেঁচে থাকার লোভ এবং সম্পদের মোহ।

সহীহ, ইবনু মা-জাহ

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

٣١ - بَابٌ مِنْهُ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩১ ॥ (দান-খাইরাত ও ভোগ-ব্যবহারকৃত সম্পদ)

٢٣٤٢ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ : حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَقُولُ : {أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ}، قَالَ : "يَقُولُ ابْنُ آدَمَ : مَالِي مَالِي؛ وَهَلْ لَكَ مِنْ مَالِكَ؛ إِلاَّ مَا تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ؟! أَوْ أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ؟! أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ؟!".

- صحيح : م.

২৩৪২। মুতাররিফ (রাহঃ) হতে তার বাবার সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গেলেন। তখন তিনি বলছিলেন ঃ "সম্পদের প্রাচুর্যের মোহ তোমাদেরকে (আল্লাহ তা'আলা হতে) উদাসীন করে ফেলেছে" (সূরা ঃ তাকাসুর- ১)। তিনি আরো বললেন ঃ মানুষ বলে, আমার মাল, আমার সম্পদ। কিন্তু তুমি দান-খাইরাত করে যা (আল্লাহ্ তা'আলার খাতায়) জমা রেখেছ, খেয়ে যা শেষ করেছ এবং পরিধান করে যা পুরানো করেছ এগুলো ব্যতীত তোমার সম্পদ বলতে আর কিছু নেই।

সহীহ, মুসলিম।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

٣٢ - بَابٌ مِنْهُ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩২ ॥ (গ্রহীতার হাত হতে দাতার হাত উত্তম)

٢٣٤٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ - هُوَ الْيَمَامِيُّ - : حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ : حَدَّثَنَا شَدَّادُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ يَقُوْلُ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "يَا ابْنَ آدَمَ! إِنَّكَ إِنْ تَبْذُلِ الْفَضْلَ؛ خَيْرٌ لَّكَ، وَإِنْ تُمْسِكْهُ؛ شَرٌّ لَّكَ، وَلاَ تُلاَمُ عَلَى كَفَافٍ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُوْلُ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنَ الْيَدِ السُّفْلَى".

– صحيح : "الإرواء" (٣/٣١٨) م.

২৩৪৩। আবূ উমামা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ হে আদম সন্তান! তোমার প্রয়োজনাতিরিক্ত সম্পদ যদি তুমি (সৎকাজে) খরচ করে ফেল তাহলে তা তোমার জন্য কল্যাণকর। কিন্তু তুমি যদি তা গচ্ছিত রাখ তাহলে তা তোমার জন্য অকল্যাণকর। তোমার প্রয়োজন পরিমাণ সম্পদ জমা রাখলে তাতে কোন দোষারোপ করা হবে না। আর তোমার পোষ্যদের হতেই (দান-খাইরাত) আরম্ভ কর। নীচের হাত হতে উপরের হাত উত্তম।

সহীহ, ইরওয়া (৩/৩১৮), মুসলিম।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্। শাদ্দাদ ইবনু আবদুল্লাহ্‌র উপনাম আবূ আম্মার।

٣٣ – بَابٌ فِي التَّوَكُّلِ عَلَى اللّٰهِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৩ ॥ আল্লাহ্ তা'আলার উপর পুরোপরি নির্ভরশীল হওয়া

٢٣٤٤ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيْدٍ الْكِنْدِيُّ : حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ هُبَيْرَةَ، عَنْ أَبِي تَمِيْمٍ الْجَيْشَانِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَوَكَّلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ؛ لَرُزِقْتُمْ كَمَا يُرْزَقُ الطَّيْرُ : تَغْدُوْ خِمَاصًا، وَتَرُوْحُ بِطَانًا".

– صحيح : "ابن ماجه" (٤١٦٤).

২৩৪৪। উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা যদি প্রকৃতভাবেই আল্লাহ্ তা'আলার উপর নির্ভরশীল হতে তাহলে পাখিদের যেভাবে রিযিক দেয়া হয় সেভাবে তোমাদেরকেও রিযিক দেয়া হতো। এরা সকালবেলা খালি পেটে বের হয় এবং সন্ধ্যা বেলায় ভরা পেটে ফিরে আসে।

সহীহ্, ইবনু মা-জাহ (৪১৬৪)।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্। আমরা এই হাদীসটি শুধুমাত্র উপরোক্ত সূত্রেই জেনেছি। আবূ তামীম আল-জাইশানীর নাম আবদুল্লাহ ইবনু মালিক।

٢٣٤٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ : كَانَ أَخَوَانِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ، فَكَانَ أَحَدُهُمَا يَأْتِي النَّبِيَّ ﷺ، وَالْآخَرُ يَحْتَرِفُ، فَشَكَا الْمُحْتَرِفُ أَخَاهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ : "لَعَلَّكَ تُرْزَقُ بِهِ".

- صحيح : "المشكاة" (٥٣٠٨)، "الصحيحة" (٢٧٦٩).

২৩৪৫। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে দুই ভাই ছিল। তাদের একজন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত থাকত এবং অন্যজন আয়-উপার্জনে লিপ্ত থাকত। কোন একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট সেই উপার্জনকারী ভাই তার ভাইয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ করল। তিনি তাকে বললেন ঃ হয়তো তার ওয়াসীলায় তুমি রিযিকপ্রাপ্ত হচ্ছ।

সহীহ, মিশকাত (৫৩০৮), সহীহাহ্ (২৭৬৯)।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্ গারীব।

٣٤ - بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৪ ॥ যে ব্যক্তি সপরিবারে নিরাপদে ভোরে উপনীত হয়

٢٣٤٦ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَالِكٍ، وَمَحْمُوْدُ بْنُ خِدَاشٍ الْبَغْدَادِيُّ، قَالاَ : حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِيْ شُمَيْلَةَ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عُبَيْدِاللّٰهِ بْنِ مِحْصَنٍ الْخَطْمِيِّ، عَنْ أَبِيْهِ، وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ أٰمِنًا فِيْ سِرْبِهِ، مُعَافًى فِيْ جَسَدِهِ، عِنْدَهُ قُوْتُ يَوْمِهِ؛ فَكَأَنَّمَا حِيْزَتْ لَهُ الدُّنْيَا".

- حسن : "ابن ماجه" (٤١٤١).

২৩৪৬। উবাইদুল্লাহ ইবনু মিহসান আল-খিত্‌মী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, (তিনি সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত)। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে যে লোক পরিবার-পরিজনসহ নিরাপদে সকালে উপনীত হয়, সুস্থ শরীরে দিনাতিপাত করে এবং তার নিকট সারা দিনের খোরাকী থাকে তবে তার জন্য যেন গোটা দুনিয়াটাই একত্র করা হলো।

হাসান, ইবনু মা-জাহ (৪১৪১)।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্ গারীব। আমরা এ হাদীসটি শুধুমাত্র মারওয়ান ইবনু মু'আবিয়ার সূত্রেই জেনেছি। 'হীযাত' অর্থ 'একত্র করা হলো'। মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল-হুমাইদী হতে, তিনি মারওয়ান ইবনু মু'আবিয়া হতে উপরোক্ত হাদীসের মতো হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবুদ দারদা (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে।

٣٥ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْكَفَافِ وَالصَّبْرِ عَلَيْهِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৫ ॥ প্রয়োজনের ন্যূনতম পরিমাণে সন্তুষ্ট থাকা এবং ধৈর্য ধারণ করা

٢٣٤٨ - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ الدُّورِيُّ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيْدَ الْمُقْرِئُ : حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ شُرَحْبِيْلَ بْنِ شَرِيْكٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحُبُلِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ : "قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ، وَكَانَ رِزْقُهُ كَفَافًا، وَقَنَّعَهُ اللهُ".

- صحيح : "ابن ماجه" (٤١٣٨).

২৩৪৮। আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে লোক ইসলাম কবূল করেছে, এবং তার নিকট ন্যূনতম রিযিক রয়েছে এবং তাকে আল্লাহ তা'আলা অল্পে তুষ্ট থাকার তাওফীক দিয়েছেন, সে-ই সফলকাম হলো।

সহীহ, ইবনু মা-জাহ (৪১৩৮)।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

٢٣٤٩ - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ الدُّورِيُّ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيْدَ الْمُقْرِئُ : أَخْبَرَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ : أَخْبَرَنِي أَبُوْ هَانِئٍ الْخَوْلَانِيُّ، أَنَّ أَبَا عَلِيٍّ عَمْرَو بْنَ مَالِكٍ الْجَنْبِيَّ أَخْبَرَهُ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ : "طُوْبٰى لِمَنْ هُدِيَ إِلَى الْإِسْلَامِ، وَكَانَ عَيْشُهُ كَفَافًا، وَقَنَعَ".

- صحيح : "التعليق الرغيب" (١١/٢)، "الصحيحة" (١٥٠٦).

২৩৪৯। ফাযালা ইবনু উবাইদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ সেই ব্যক্তি

কতই না সৌভাগ্যবান যাকে ইসলামের পথে হিদায়াত দান করা হয়েছে এবং তার জীবিকা ন্যূনতম প্রয়োজন মাফিক এবং সে তাতেই খুশি।

সহীহ, তা'লীকুর রাগীব (২/১১), সহীহাহ্ (১৫০৬)।

আবূ হানীর নাম হুমাইদ ইবনু হানী। আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

٣٧ - بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ فُقَرَاءَ الْمُهَاجِرِيْنَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيَائِهِمْ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৭ ॥ ধনীদের পূর্বে দরিদ্র মুহাজিরগণ জান্নাতে প্রবেশ করবেন

٢٣٥١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوْسَى الْبَصْرِيُّ : حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : "فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِيْنَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيَائِهِمْ بِخَمْسِ مِئَةِ سَنَةٍ".

- صحيح "ابن ماجه" (٤١٢٣) م ابن عمرو.

২৩৫১। আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দরিদ্র মুহাজিরগণ তাদের সম্পদশালীদের চেয়ে পাঁচশত বছর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

সহীহ, ইবনু মা-জাহ (৪১২৩)।

আবূ হুরাইরা, আবদুল্লাহ ইবনু আমর ও জাবির (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, তবে উপরোক্ত সনদসূত্রে গারীব।

٢٣٥٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ وَاصِلِ الْكُوْفِيُّ : حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَابِدُ الْكُوْفِيُّ : حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ النُّعْمَانِ اللَّيْثِيُّ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ

رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : "اَللّٰهُمَّ أَحْيِنِيْ مِسْكِيْنًا، وَأَمِتْنِيْ مِسْكِيْنًا، وَاحْشُرْنِيْ فِيْ زُمْرَةِ الْمَسَاكِيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ"، فَقَالَتْ عَائِشَةُ : لِمَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟! قَالَ : "إِنَّهُمْ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيَائِهِمْ بِأَرْبَعِيْنَ خَرِيْفًا، يَا عَائِشَةُ! لاَ تَرُدِّي الْمِسْكِيْنَ، وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ يَا عَائِشَةُ! أَحِبِّي الْمَسَاكِيْنَ، وَقَرِّبِيْهِمْ؛ فَإِنَّ اللّٰهَ يُقَرِّبُكِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ".

- صحيح : "ابن ماجه" (٤١٢٦).

২৩৫২। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (দু'আ করে) বলেন ঃ হে আল্লাহ! তুমি আমাকে দরিদ্র অবস্থায় বাঁচিয়ে রাখ, দরিদ্র থাকাবস্থায় মৃত্যু দিও এবং কিয়ামাত দিবসে দরিদ্রদের দলভুক্ত করে হাশর করো। (একথা শুনে) আইশা (রাঃ) বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! কেন এরূপ বলছেন? তিনি বললেন ঃ হে আইশা! তারা তো তাদের সম্পদশালীদের চেয়ে চল্লিশ বছর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে। হে আইশা! তুমি যাঞ্চাকারী দরিদ্রকে ফিরিয়ে দিও না। যদি দেয়ার মতো কিছু তোমার নিকট না থাকে, তাহলে একটি খেজুরের টুকরা হলেও তাকে দিও। হে আইশা! তুমি দরিদ্রদের ভালোবাসবে এবং তাদেরকে তোমার সান্নিধ্যে রাখবে। তাহলে কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তা'আলা তোমাকে তাঁর সান্নিধ্যে রাখবেন।

সহীহ, ইবনু মা-জাহ (৪১২৬)।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গারীব।

٢٣٥٣ - حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ : حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ

رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "يَدْخُلُ الْفُقَرَاءُ الْجَنَّةَ قَبْلَ الْأَغْنِيَاءِ بِخَمْسِ مِائَةِ عَامٍ؛ نِصْفِ يَوْمٍ".

– حسن صحيح : "ابن ماجه" (٤١٢٢).

২৩৫৩। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দরদ্রিগণ সম্পদশালীদের চেয়ে পাঁচশত বছর পূর্বে জান্নাতে যাবে। আর তা হলো (আখিরাতের) অর্ধদিনের সমান।

হাসান সহীহ, ইবনু মা-জাহ (৪১২২)।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

٢٣٥٤ – حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ : حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "يَدْخُلُ فُقَرَاءُ الْمُسْلِمِيْنَ الْجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيَائِهِمْ بِنِصْفِ يَوْمٍ؛ وَهُوَ خَمْسُ مِائَةِ عَامٍ".

– حسن صحيح : انظر الحديث (٢٣٥٣).

২৩৫৪। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দরিদ্র মুসলমানগণ জান্নাতে যাবে সম্পদশালীদের চেয়ে অর্ধদিন পূর্বে। এই অর্ধদিন হলো পাঁচ শত বছরের সমান।

হাসান সহীহ, দেখুন হাদীস নং ২৩৫৩।

এ হাদীসটি সহীহ্।

٢٣٥٥ – حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ الدُّوْرِيُّ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ الْمُقْرِئُ : حَدَّثَنَا سَعِيْدُ ابْنُ أَبِي أَيُّوْبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ جَابِرٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ جَابِرٍ

ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : "يَدْخُلُ فُقَرَاءُ الْمُسْلِمِيْنَ الْجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيَائِهِمْ بِأَرْبَعِيْنَ خَرِيْفًا".

– صحيح : بلفظ : "فقراء المهاجرين"، م (٨/٢٢٠).

২৩৫৫। জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দরিদ্র মুসলমানগণ তাদের সম্পদশালীদের চেয়ে চল্লিশবছর পূর্বে জান্নাতে যাবে।

দরিদ্র মুহাজিরগণ এই শব্দে হাদীসটি সহীহ, মুসলিম (৮/২২০)।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান।

٣٨ – بَابُ مَا جَاءَ فِيْ مَعِيْشَةِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَهْلِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৮ ॥ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর পরিবারের আর্থিক অবস্থা

٢٣٥٧ – حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ : حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ يَزِيْدَ يُحَدِّثُ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيْدَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : مَا شَبِعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ خُبْزِ شَعِيْرٍ يَوْمَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، حَتّٰى قُبِضَ.

– صحيح : "مختصر الشمائل" (١٢٣) م.

২৩৫৭। আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত এক নাগাড়ে দুইদিন যবের রুটি পেট ভরে খেতে পাননি।

সহীহ, মুখতাসার শামা-ইল (১২৩), মুসলিম।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে।

٢٣٥٨ – حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ : حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ : حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِيْ حَازِمٍ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : مَا شَبِعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَأَهْلُهُ ثَلَاثًا تِبَاعًا مِنْ خُبْزِ الْبُرِّ، حَتّٰى فَارَقَ الدُّنْيَا.

– صحيح : "ابن ماجه" (٣٣٤٣) ق.

২৩৫৮। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর পরিবার এই দুনিয়া ছেড়ে যাওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত কখনো এক নাগাড়ে তিনদিন পেট ভরে গমের রুটি খেতে পাননি।

সহীহ, ইবনু মা-জাহ (৩৩৪৩), বুখারী, মুসলিম।

আবূ ঈসা বলেন, এই হাদীসটি সহীহ্ হাসান এবং উক্ত সূত্রে গারীব।

٢٣٥٩ – حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّوْرِيُّ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِيْ بُكَيْرٍ : حَدَّثَنَا حَرِيْزُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ يَقُوْلُ : مَا كَانَ يَفْضُلُ عَنْ أَهْلِ بَيْتِ النَّبِيِّ ﷺ خُبْزُ الشَّعِيْرِ.

– صحيح : "مختصر الشمائل" (١٢٤)، "التعليق الرغيب" (٤/١١٠).

২৩৫৯। সুলাইম ইবনু আমির (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি আবূ উমামা (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরে কখনো যবের রুটিও অতিরিক্ত হতো না।

সহীহ, মুখতাসার শামাইল (১২৪), তা'লীকুর রাগীব (৪/১১০)।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্ এবং উক্ত সূত্রে গারীব। এই ইয়াহ্ইয়া ইবনু আবূ বুকাইর হলেন কূফাবাসী এবং আবূ বুকাইর তার পিতা। তার সূত্রে সুফিয়ান সাওরী হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর ইয়াহ্ইয়া ইবনু আবদুল্লাহ ইবনু বুকাইর হলেন মিসরবাসী এবং তিনি লাইস ইবনু সা'দের ছাত্র।

٢٣٦٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ : حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيْدَ، عَنْ هِلَالِ ابْنِ خَبَّابٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَبِيْتُ اللَّيَالِيَ الْمُتَتَابِعَةَ طَاوِيًا؛ وَأَهْلُهُ لَا يَجِدُوْنَ عَشَاءً، وَكَانَ أَكْثَرُ خُبْزِهِمْ خُبْزَ الشَّعِيْرِ.

- حسن : "ابن ماجه" (٣٣٤٧).

২৩৬০। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর পরিবার-পরিজন একাধারে কয়েক রাত ক্ষুধার্ত অবস্থায় কাটিয়ে দিতেন। তাদের জন্য রাতের খাবার জুটত না। আর বেশিরভাগ সময় যবের রুটিই ছিল তাদের খাদ্য।

হাসান, ইবনু মা-জাহ (২৩৪৭)।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

٢٣٦١ - حَدَّثَنَا أَبُوْ عَمَّارٍ : حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ ابْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِيْ زُرْعَةَ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "اَللّٰهُمَّ! اجْعَلْ رِزْقَ آلِ مُحَمَّدٍ قُوْتًا".

- صحيح : "ابن ماجه" (٤١٣٦) ق.

২৩৬১। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দু'আ করেন ঃ হে আল্লাহ! মুহাম্মাদের পরিবারের জন্য শুধুমাত্র জীবন ধারণোপযোগী (পরিমাণ) রিযিকের ব্যবস্থা করুন।

সহীহ, ইবনু মা-জাহ (৪১৩৬), বুখারী, মুসলিম।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

٢٣٦٢ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ يَدَّخِرُ شَيْئًا لِغَدٍ.

– صحيح : "مختصر الشمائل" (٣٠٤)، "التعليق الرغيب" (٢/٤٢).

২৩৬২। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগামীদিনের জন্য কোন কিছু সঞ্চয় করে রাখতেন না।

সহীহ, মুখতাসার শামাইল (৩০৪), তা'লীকুর রাগীব (২/৪২)।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গারীব। এ হাদীসটি জাফর ইবনু সুলাইমান হতে সাবিতের সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে 'মুরসাল' হিসাবেও বর্ণিত হয়েছে।

٢٣٦٣ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ : أَخْبَرَنَا أَبُوْ مَعْمَرٍ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِيْ عَرُوْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ : مَا أَكَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى خِوَانٍ، وَلاَ أَكَلَ خُبْزًا مُرَقَّقًا حَتّٰى مَاتَ.

– صحيح : "ابن ماجه" (٣٢٩٢ و ٣٢٩٣) خ.

২৩৬৩। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যুর আগ পর্যন্ত কখনো টেবিলে খাবার খাননি এবং কখনো পাতলা রুটিও খাননি।

সহীহ, ইবনু মা-জাহ (৩২৯২, ৩২৯৩), বুখারী।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ এবং সাঈদ ইবনু আবূ আরূবার রিওয়ায়াত হিসাবে গারীব।

٢٣٦٤ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ : أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ

عَبْدِ الْمَجِيْدِ الْحَنَفِيُّ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ : أَخْبَرَنَا أَبُوْ حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ : أَنَّهُ قِيْلَ لَهُ : أَكَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ النَّقِيَّ - يَعْنِي : الْحُوَّارٰى -؟ فَقَالَ سَهْلٌ : مَا رَأٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ النَّقِيَّ حَتّٰى لَقِيَ اللّٰهَ، فَقِيْلَ لَهُ : هَلْ كَانَتْ لَكُمْ مَنَاخِلُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ؟ قَالَ : مَا كَانَتْ لَنَا مَنَاخِلُ، قِيْلَ : فَكَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُوْنَ بِالشَّعِيْرِ؟ قَالَ : كُنَّا نَنْفُخُهُ، فَيَطِيْرُ مِنْهُ مَا طَارَ، ثُمَّ نُثَرِّيْهِ، فَنَعْجِنُهُ.

- صحيح : "ابن ماجه" (٣٣٣٥) خ.

২৩৬৪। সাহল ইবনু সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তাকে প্রশ্ন করা হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো ময়দার রুটি খেয়েছেন কি? সাহ্ল (রাঃ) বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্ তা'আলার সাথে সাক্ষাৎ (মৃত্যু) হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত কখনো ময়দা দেখেননি। তাকে আবার প্রশ্ন করা হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে আপনাদের নিকট কি কোন চালুনি ছিল? তিনি বললেন, আমাদের কোন চালুনি ছিল না। আবার প্রশ্ন করা হলো, তাহলে যব নিয়ে আপনারা কি করতেন? তিনি বললেন, আমরা তাতে ফুঁ দিতাম, ফলে যা উড়ে যাওয়ার তা উড়ে যেত, তারপর তাতে পানি ঢেলে খামির তৈরী করতাম।

সহীহ, ইবনু মা-জাহ (৩৩৩৫), বুখারী।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্। এ হাদীসটি আবূ হাযিম (রাহঃ)-এর সূত্রে মালিক ইবনু আনাস (রাহঃ) বর্ণনা করেছেন।

٣٩ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ مَعِيْشَةِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ.

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৯ ॥ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের জীবন-যাপন

٢٣٦٥ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ مُجَالِدِ بْنِ سَعِيْدٍ : حَدَّثَنَا

أَبِيْ، عَنْ بَيَانٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِيْ حَازِمٍ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِيْ وَقَّاصٍ يَقُوْلُ: إِنِّيْ لَأَوَّلُ رَجُلٍ أَهْرَاقَ دَمًا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، وَإِنِّيْ لَأَوَّلُ رَجُلٍ رَمٰى بِسَهْمٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، وَلَقَدْ رَأَيْتُنِيْ أَغْزُو فِي الْعِصَابَةِ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ؛ مَا نَأْكُلُ إِلاَّ وَرَقَ الشَّجَرِ وَالْحُبْلَةِ، حَتّٰى إِنَّ أَحَدَنَا لَيَضَعُ كَمَا تَضَعُ الشَّاةُ أَوِ الْبَعِيْرُ، وَأَصْبَحَتْ بَنُوْ أَسَدٍ يُعَزِّرُوْنِيْ فِي الدِّيْنِ! لَقَدْ خِبْتُ- إِذًا-، وَضَلَّ عَمَلِيْ.

- صحيح : "مختصر الشمائل" (١١٤) ق.

২৩৬৫। কাইস (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস (রাঃ)-কে আমি বলতে শুনেছি ঃ আমিই প্রথম ব্যক্তি যে আল্লাহ্ তা'আলার পথে রক্ত ঝরিয়েছে এবং আমিই প্রথম ব্যক্তি যে আল্লাহ্ তা'আলার রাস্তায় তীর ছুড়েছে। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের সাথে এক যুদ্ধাভিযানে যোগদান করি। তখন খাবারের জন্য আমরা গাছের পাতা ও বাবলা গাছের ফল ব্যতীত আর কিছুই পাইনি। ফলে আমাদের এক একজন ছাগল ও উটের বিষ্ঠার ন্যায় পায়খানা করত। কিন্তু বর্তমানে আসাদ বংশের জনগণ দ্বীনের ব্যাপারে আমাকে তিরস্কার করছে। তাহলে তো আমি ব্যর্থ হলাম এবং আমার সব আমলও বাতিল হয়ে গেল।

সহীহ, মুখতাসার শামাইল (১১৪), বুখারী, মুসলিম।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্। তবে এটি বাইয়ানের বর্ণনা সূত্রে গারীব।

٢٣٦٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ أَبِيْ خَالِدٍ : حَدَّثَنَا قَيْسٌ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ : إِنِّيْ أَوَّلُ رَجُلٍ مِّنَ الْعَرَبِ رَمٰى بِسَهْمٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، وَلَقَدْ

رَأَيْتُنَا نَغْزُوْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ؛ وَمَا لَنَا طَعَامٌ إِلاَّ الْحُبْلَةَ وَهٰذَا السَّمُرَ، حَتّٰى إِنَّ أَحَدَنَا لَيَضَعُ كَمَا تَضَعُ الشَّاةُ، ثُمَّ أَصْبَحَتْ بَنُوْ أَسَدٍ يُعَزِّرُوْنِيْ فِي الدِّيْنِ! لَقَدْ خِبْتُ- إِذًا-، وَضَلَّ عَمَلِيْ!

- صحيح : انظر ما قبله.

২৩৬৬। কাইস (রাহঃ) বলেন, সা'দ ইবনু মালিক (রাঃ)-কে আমি বলতে শুনেছি, আরবের মধ্যে আমিই প্রথম ব্যক্তি যে আল্লাহ্ তা'আলার পথে তীর নিক্ষেপ করেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আমরা নিজেরা জিহাদ করেছি। তখন খাবারের জন্য বাবলা গাছের ফল আর বুনো জাম ছাড়া আমাদের সাথে আর কিছু ছিল না। আমাদের এক একজন তা খেয়ে ছাগলের বিষ্ঠার ন্যায় পায়খানা করত। অথচ বর্তমানে আসাদ বংশের জনগণ ধর্মের ব্যাপারে আমাকে তিরস্কার করছে। তাই যদি হয়, তাহলে তো আমি ব্যর্থ হয়েছি এবং আমার আমলও বিনষ্ট হয়ে গেল।

সহীহ্, দেখুন পূর্বের হাদীস।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্। উতবা ইবনু গাযওয়ান (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে।

٢٣٦٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوْبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِيْ هُرَيْرَةَ وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ مُمَشَّقَانِ مِنْ كَتَّانٍ، فَتَمَخَّطَ فِيْ أَحَدِهِمَا، ثُمَّ قَالَ : بَخٍ بَخٍ!! يَتَمَخَّطُ أَبُوْ هُرَيْرَةَ فِي الْكَتَّانِ! لَقَدْ رَأَيْتُنِيْ؛ وَإِنِّيْ لَأَخِرُّ فِيْمَا بَيْنَ مِنْبَرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَحُجْرَةِ عَائِشَةَ مِنَ الْجُوْعِ مَغْشِيًّا عَلَيَّ، فَيَجِيْءُ الْجَائِيْ، فَيَضَعُ رِجْلَهُ عَلٰى عُنُقِيْ؛ يَرٰى أَنَّ بِيَ الْجُنُوْنَ؛ وَمَا بِيْ جُنُوْنٌ، وَمَا هُوَ إِلاَّ الْجُوْعُ.

- صحيح : خ(٧٣٢٤).

২৩৬৭। মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, কোন একদিন আমরা আবূ হুরাইরা (রাঃ)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তিনি গোলাপী রংয়ের দুটি কাতান কাপড় পড়ে ছিলেন। তিনি একটি কাপড় দিয়ে নাক পরিষ্কার করলেন এবং বললেন, বেশ, বেশ, আবূ হুরাইরা আজ কাতান কাপড় দিয়ে নাক পরিষ্কার করছে! অথচ আমার অবস্থা এরূপ ছিল যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিম্বার ও আইশা (রাঃ)-এর ঘরের মাঝখানে ক্ষুধার তাড়নায় কাতর হয়ে পড়ে থাকতাম। এ পথে কেউ এসে আমার ঘাড়ের উপর পা রাখত এবং মনে করত যে, আমি পাগল হয়ে গেছি। অথচ আমার মধ্যে কোন পাগলামী ছিল না, বরং ক্ষুধার যন্ত্রণায় আমার এরূপ অবস্থা হতো।

সহীহ, বুখারী (৭৩২৪)।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্ এবং এই সূত্রে গারীব।

٢٣٦٨ – حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ الدُّوْرِيُّ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ : حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ : أَخْبَرَنِيْ أَبُوْ هَانِئٍ الْخَوْلَانِيُّ، أَنَّ أَبَا عَلِيٍّ عَمْرَو بْنَ مَالِكٍ الْجَنْبِيَّ أَخْبَرَهُ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ. أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ إِذَا صَلّٰى بِالنَّاسِ؛ يَخِرُّ رِجَالٌ مِّنْ قَامَتِهِمْ فِي الصَّلَاةِ مِنَ الْخَصَاصَةِ، وَهُمْ أَصْحَابُ الصُّفَّةِ، حَتّٰى يَقُوْلَ الْأَعْرَابُ : هٰؤُلَاءِ مَجَانِيْنُ- أَوْ مَجَانُوْنَ-؛ فَإِذَا صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ؛ اِنْصَرَفَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ : "لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا لَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ؛ لَأَحْبَبْتُمْ أَنْ تَزْدَادُوْا فَاقَةً وَحَاجَةً". قَالَ فَضَالَةُ : وَأَنَا يَوْمَئِذٍ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ.

– صحيح : "التعليق الرغيب" (١٢٠/٤).

২৩৬৮। ফাযালা ইবনু উবাইদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন লোকদের সাথে

নিয়ে জামা'আতে নামায আদায় করতেন, তখন কিছু লোক অসহনীয় ক্ষুধার জন্ত্রণায় নামাযের মধ্যেই দাঁড়ানো অবস্থা হতে পড়ে যেতেন। তারা ছিলেন সুফ্ফার সদস্য। তাদের এ অবস্থা দেখে বিদুঈনরা বলতো, এরা পাগল নাকি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায শেষ করে তাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলতেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলার নিকট তোমাদের যে কি মর্যাদা রয়েছে তা তোমরা জানলে আরো ক্ষুধার্ত, আরো অভাব-অনটনে থাকতে পছন্দ করতে। ফাযালা (রাঃ) বলেন, সে সময়ে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম।

সহীহ, তা'লীকুর রাগীব (৪/১২০)।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সহীহ।

٢٣٦٩ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ : حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِيْ إِيَاسٍ : حَدَّثَنَا شَيْبَانُ أَبُوْ مُعَاوِيَةَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فِيْ سَاعَةٍ لَا يَخْرُجُ فِيْهَا، وَلَا يَلْقَاهُ فِيْهَا أَحَدٌ، فَأَتَاهُ أَبُوْ بَكْرٍ، فَقَالَ : "مَا جَاءَ بِكَ يَا أَبَا بَكْرٍ؟!"، فَقَالَ : خَرَجْتُ أَلْقَى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَأَنْظُرُ فِيْ وَجْهِهِ، وَالتَّسْلِيْمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ جَاءَ عُمَرُ، فَقَالَ : "مَا جَاءَ بِكَ يَا عُمَرُ؟!"، قَالَ : اَلْجُوْعُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! قَالَ : فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "وَأَنَا قَدْ وَجَدْتُ بَعْضَ ذٰلِكَ"، فَانْطَلَقُوْا إِلٰى مَنْزِلِ أَبِي الْهَيْثَمِ بْنِ التَّيْهَانِ الْأَنْصَارِيْ –وَكَانَ رَجُلًا كَثِيْرَ النَّخْلِ وَالشَّاءِ، وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ خَدَمٌ– فَلَمْ يَجِدُوْهُ، فَقَالُوا لِامْرَأَتِهِ : أَيْنَ صَاحِبُكِ؟ فَقَالَتِ : انْطَلَقَ يَسْتَعْذِبُ لَنَا الْمَاءَ، فَلَمْ يَلْبَثُوْا أَنْ جَاءَ أَبُو الْهَيْثَمِ بِقِرْبَةٍ يَزْعَبُهَا، فَوَضَعَهَا، ثُمَّ جَاءَ يَلْتَزِمُ النَّبِيَّ ﷺ، وَيُفَدِّيْهِ بِأَبِيْهِ

وَأُمِّهِ، ثُمَّ انْطَلَقَ بِهِمْ إِلَى حَدِيْقَتِهِ، فَبَسَطَ لَهُمْ بِسَاطًا، ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى نَخْلَةٍ، فَجَاءَ بِقِنْوٍ، فَوَضَعَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "أَفَلَا تَنَقَّيْتَ لَنَا مِنْ رُطَبِهِ؟!"، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! إِنِّي أَرَدْتُ أَنْ تَخْتَارُوْا - أَوْ قَالَ: تَخَيَّرُوْا - مِنْ رُطَبِهِ وَبُسْرِهِ، فَأَكَلُوْا، وَشَرِبُوْا مِنْ ذٰلِكَ الْمَاءِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: "هٰذَا وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ- مِنَ النَّعِيْمِ الَّذِيْ تُسْأَلُوْنَ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: ظِلٌّ بَارِدٌ، وَرُطَبٌ طَيِّبٌ، وَمَاءٌ بَارِدٌ"، فَانْطَلَقَ أَبُو الْهَيْثَمِ لِيَصْنَعَ لَهُمْ طَعَامًا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "لَا تَذْبَحَنَّ ذَاتَ دَرٍّ"، قَالَ: فَذَبَحَ لَهُمْ عَنَاقًا- أَوْ جَدْيًا-، فَأَتَاهُمْ بِهَا، فَأَكَلُوْا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "هَلْ لَكَ خَادِمٌ؟"، قَالَ: لَا، قَالَ: "فَإِذَا أَتَانَا سَبْيٌ؛ فَأْتِنَا"، فَأُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِرَأْسَيْنِ، لَيْسَ مَعَهُمَا ثَالِثٌ، فَأَتَاهُ أَبُو الْهَيْثَمِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "اِخْتَرْ مِنْهُمَا"، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ! اخْتَرْ لِيْ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "إِنَّ الْمُسْتَشَارَ مُؤْتَمَنٌ، خُذْ هٰذَا؛ فَإِنِّيْ رَأَيْتُهُ يُصَلِّيْ، وَاسْتَوْصِ بِهِ مَعْرُوْفًا"، فَانْطَلَقَ أَبُو الْهَيْثَمِ إِلَى امْرَأَتِهِ، فَأَخْبَرَهَا بِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ: مَا أَنْتَ بِبَالِغٍ مَا قَالَ فِيْهِ النَّبِيُّ ﷺ؛ إِلَّا أَنْ تَعْتِقَهُ، قَالَ: فَهُوَ عَتِيْقٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "إِنَّ اللهَ لَمْ يَبْعَثْ نَبِيًّا وَلَا خَلِيْفَةً؛ إِلَّا وَلَهُ بِطَانَتَانِ: بِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالْمَعْرُوْفِ، وَتَنْهَاهُ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَبِطَانَةٌ لَا تَأْلُوْهُ خَبَالًا، وَمَنْ يُوْقَ بِطَانَةَ السُّوْءِ؛ فَقَدْ وُقِيَ".

- صحيح: "الصحيحة" (١٦٤١)، "مختصر الشمائل" (١١٣).

২৩৬৯। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, কোন একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন সময় ঘর হতে

বের হলেন, যে সময়ে তিনি সচরাচর বের হন না এবং এ সময় কেউ তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতেও আসতো না। (এ মুহূর্তে) আবূ বাক্র (রাঃ) এসে উপস্থিত হলেন। তিনি প্রশ্ন করেলেন ঃ হে আবূ বাক্র! আপনি কি মনে করে এলেন? তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে দেখা করতে, তাঁর বারকাতময় মুখ মন্ডল দেখতে ও তাঁকে সালাম প্রদানের উদ্দেশ্যে এসেছি। ইতোমধ্যে উমার (রাঃ)-ও এসে উপস্থিত হলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রশ্ন করলেন ঃ হে উমার! আপনার এ সময় আসার কারণ কি? তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! ক্ষুধার তাড়নায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আমিও এরূপ কিছু অনুভব করছি। এই বলে তাঁরা আবুল হাইসাম ইবনু আত্তাইহান আল-আনসারী (রাঃ)-এর বাড়ীর দিকে যাত্রা শুরু করলেন। আর তিনি ছিলেন প্রচুর খেজুরগাছ ও বকরীর মালিক, কিন্তু তার কোন খাদিম ছিল না। তাঁরা তাকে বাড়ীতে না পেয়ে তার স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার সাথী কোথায়? তিনি বললেন, তিনি আমাদের জন্য মিঠা পানি আনতে গেছেন। ইতোমধ্যে আবুল হাইসাম (রাঃ) পানিভর্তি মশক নিয়ে ফিরে এলেন এবং সেটা রেখেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জড়িয়ে ধরলেন এবং বললেন, আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কুরবান হোক! তারপর তিনি তাঁদেরকে নিয়ে তাঁর বাগানে গেলেন এবং তাদের জন্য বিছানা বিছিয়ে দিলেন। তারপর তিনি খেজুরগাছ হতে কয়েক গুচ্ছ খেজুর নামিয়ে এনে তাঁদের সামনে রাখলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন ঃ আমাদের জন্য পাকা খেজুর বেছে আলাদা করে নিয়ে আসলে না কেন? তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আমি ভাবলাম যে, আপনারা নিজেদের ইচ্ছামতো তাজা কিংবা পাকা খেজুর বেছে খাবেন, (এজন্য দুরকম খেজুরই পেশ করলাম)। তারপর তাঁরা খেজুর খেয়ে সেই পানি পান করলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ যাঁর হাতে আমার প্রাণ সেই মহান সত্তার শপথ! কিয়ামাত দিবসে এসব নিয়ামাত প্রসঙ্গেও তোমাদেরকে প্রশ্ন করা হবে। এই সুশীতল ছায়া, সুস্বাদু কাঁচা-পাকা খেজুর ও ঠাণ্ডা পানি (কতই না সুন্দর নিয়ামাত)। এরপর

আবুল হাইসাম (রাঃ) তাঁদের জন্য খাবার তৈরী করতে চলে গেলেন। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বলে দিলেন ঃ কোন অবস্থাতেই দুধেল পশু যবাহ্ করবে না। কাজেই তিনি নবীন একটি নর ছাগল যবাহ্ করলেন এবং রান্না করে তাঁদের জন্য নিয়ে এলেন। তাঁরা তা খেলেন। তারপর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে প্রশ্ন করলেন ঃ তোমার কি কোন খাদিম আছে? তিনি বললেন, না। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ যখন আমার নিকট বন্দী আসবে তুমি তখন এসো। পরে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট দুটি গোলাম আসে। তাদের সাথে তৃতীয় কোন গোলাম ছিল না। আবুল হাইসাম (রাঃ) তাঁর নিকট এলে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন ঃ এদের মধ্যে যেটা ভালো লাগে বেছে নাও। তিনি বললেন, হে আল্লাহ্‌র নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আপনিই আমাকে একটি পছন্দ করে দিন। তখন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ যার কাছে পরামর্শ চাওয়া হয় তাকে আমানাতদার হতে হয়। ঠিক আছে, তুমি এটাই নাও। কেননা, আমি একে নামায আদায় করতে দেখেছি। আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি তার সাথে উত্তম আচরণ করার জন্য। আবুল হাইসাম (রাঃ) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপদেশ প্রসঙ্গে তাঁর স্ত্রীর নিকট গিয়ে তাকে জানিয়ে দেন। তার স্ত্রী বললেন, একে মুক্ত করা ব্যতীত আপনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বক্তব্যের মর্ম পর্যন্ত পৌঁছতে পারবেন না। তিনি বললেন, ঠিক আছে, সে এখন মুক্ত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা যত নাবী ও খালীফা প্রেরণ করেছেন, তাদের সকলকেই দুজন করে একান্ত পরামর্শক দিয়েছেন। একজন সাথী তো তাকে ভালো কাজের আদেশ দিতে থাকে এবং অন্যায় কাজে প্রতিহত করে। আর অন্যজন তাকে ধ্বংস করার কোন সুযোগই ছাড়ে না। যাকে এই অসৎ পরামর্শক হতে হিফাযাত করা হয়েছে তাকেই বাঁচানো হয়েছে।

সহীহ, সহীহাহ্ (১৬৪১), মুখতাসার শামাইল (১১৩)।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্ গারীব।

٢٣٧. – حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ : حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ

الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ : أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ يَوْمًا، وَأَبُوْ بَكْرٍ، وَعُمَرُ فَذَكَرَ نَحْوَ هٰذَا الْحَدِيْثِ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيْهِ : عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ.

– صحيح : انظر ما قبله.

২৩৭০। আবূ সালামা ইবনু আবদুর রাহমান (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, কোন একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবূ বাক্‌র ও উমার (রাঃ) বের হলেন....। তারপর তিনি উক্ত মর্মে পূর্বোক্ত হাদীসের মতোই হাদীস বর্ণনা করেছেন। এই সনদে আবূ হুরাইরা (রাঃ)-এর উল্লেখ নেই।

সহীহ্ দেখুন পূর্বের হাদীস।

আবূ আওয়ানার রিওয়ায়াতের চাইতে শাইবানের রিওয়ায়াত দীর্ঘ ও বেশি পূর্ণাঙ্গ। হাদীস বিশারদদের মতে শাইবান বিশ্বস্ত বর্ণনাকারী এবং তার সংকলনও আছে। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে উপরোক্ত হাদীসটি ভিন্ন সূত্রেও বর্ণিত আছে। ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর সূত্রেও হাদীসটি বর্ণিত আছে।

٢٣٧٢ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، قَالَ : سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيْرٍ يَقُوْلُ : أَلَسْتُمْ فِيْ طَعَامٍ وَشَرَابٍ مَا شِئْتُمْ؟! لَقَدْ رَأَيْتُ نَبِيَّكُمْ ﷺ؛ مَا يَجِدُ مِنَ الدَّقَلِ مَا يَمْلَأُ بِهِ بَطْنَهُ!

– صحيح : "مختصر الشمائل" (١١٠) م.

২৩৭২। সিমাক ইবনু হারব (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, নু'মান ইবনু বাশীর (রাঃ)-কে আমি বলতে শুনেছি ঃ এখন তোমরা কি নিজেদের খুশি মতো পানাহার করতে পারছো না? অথচ আমি তোমাদের নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি যে, তিনি এই নিকৃষ্ট ও শুকনো খেজুরও পেতেন না, যদ্ধারা তাঁর পেট ভরতে পারেন।

সহীহঃ মুখতাসার শামা-ইল (১১০), মুসলিম।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সহীহ। সিমাক ইবনু হারব (রাহঃ) হতে আবূ আওয়ানা এবং আরও অনেকে আবুল আহওয়াস বর্ণিত হাদীসের সমার্থক হাদীস বর্ণনা করেছেন। শুবা (রাহঃ) সিমাক হতে, তিনি নুমান ইবনু বশীর হতে, তিনি উমার (রাঃ) হতে এই সূত্রে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٤٠ - بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْغِنَي غِنَى النَّفْسِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪০ ॥ মনের ঐশ্বর্যই আসল ঐশ্বর্য

٢٣٧٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ بُدَيْلِ بْنِ قُرَيْشٍ الْيَامِيُّ الْكُوفِيُّ : حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِيْ حَصِيْنٍ، عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "لَيْسَ الْغِنٰى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ؛ وَلٰكِنَّ الْغِنٰى غِنَى النَّفْسِ".

- صحيح : "ابن ماجه" (٤١٣٧) ق.

২৩৭৩। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ পার্থিব সম্পদের আধিক্য থাকলেই ঐশ্বর্যশালী হওয়া যায় না। মনের ঐশ্বর্যই আসল ঐশ্বর্য।

সহীহ, ইবনু মা-জাহা (৪১৩৭), বুখারী, মুসলিম।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। আবূ হাসীনের নাম উসমান, পিতা আসিম আল-আসাদী।

٤١ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ أَخْذِ الْمَالِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪১ ॥ নিজের সম্পদ গ্রহণ করা

٢٣٧٤ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي الْوَلِيْدِ، قَالَ : سَمِعْتُ خَوْلَةَ بِنْتَ قَيْسٍ - وَكَانَتْ تَحْتَ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ

الْمُطَّلِبِ- تَقُوْلُ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : "إِنَّ هٰذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ، مَنْ أَصَابَهُ بِحَقِّهِ؛ بُوْرِكَ لَهُ فِيْهِ، وَرُبَّ مُتَخَوِّضٍ فِيْمَا شَاءَتْ بِهِ نَفْسُهُ مِنْ مَّالِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ؛ لَيْسَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلاَّ النَّارُ".

صحيح : "الصحيحة" (١٥٩٢)، "المشكاة" (٤٠١٧،التحقيق الثاني).

২৩৭৪। হামযা ইবনু আবদুল মুত্তালিবের স্ত্রী খাওলা বিনতু কাইস (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ এ পার্থিব ধন-সম্পদ হলো সবুজ-শ্যামল, মনোরম ও মধুময়। যে লোক সঠিক পন্থায় তার প্রয়োজন মুতাবিক তা গ্রহণ করে তার জন্য তাতে বারকাত দেয়া হয়। এমন অনেক লোক আছে, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেয়া এই সম্পদ নিজেদের খুশি মুতাবিক ভোগ-ব্যবহার করে। কিয়ামাত দিবসে তাদের জন্য জাহান্নাম ব্যতীত আর কিছুই নেই।

সহীহ, সহীহাহ্ (১৫৯২), মিশকাত, তাহকীক ছানী (৪০১৭)।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্। আবুল ওয়ালীদের নাম উবাইদ সানুতা।

٤٣ - بَابٌ

অনুচ্ছেদঃ ৪৩ ॥ সম্পদ ও প্রতিপত্তির মোহ মানুষকে পথভ্রষ্ট করে

٢٣٧٦ - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِيْ زَائِدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ، عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "مَا ذِئْبَانِ جَائِعَانِ أُرْسِلاَ فِيْ غَنَمٍ؛ بِأَفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ، وَالشَّرَفِ لِدِيْنِهِ".

- صحيح : "الروض النضير" (٥-٧).

২৩৭৬। কা'ব ইবনু মালিক আল-আনসারী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দুটি ক্ষুধার্ত নেকড়ে বাঘকে ছাগলের পালে ছেড়ে দেয়া হলে পরে তা যতটুকু না ক্ষতিসাধন করে, কারো সম্পদ ও প্রতিপত্তির লোভ এর চেয়ে বেশি ক্ষতিসাধন করে তার ধর্মের।

সহীহ, রাওযুন নাযীর (৫-৭)।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্। ইবনু উমার (রাঃ) হতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সূত্রেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। তবে তার সনদসূত্র সহীহ্ নয়।

٤٤ - بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৪ ॥ (পার্থিব জীবন ছায়ার মতো ক্ষণস্থায়ী)

٢٣٧٧ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْكِنْدِيُّ : حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ : أَخْبَرَنِي الْمَسْعُوْدِيُّ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ، قَالَ : نَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى حَصِيْرٍ، فَقَامَ؛ وَقَدْ أَثَّرَ فِيْ جَنْبِهِ، فَقُلْنَا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! لَوِ اتَّخَذْنَا لَكَ وِطَاءً، فَقَالَ : "مَا لِيْ وَمَا لِلدُّنْيَا؟! مَا أَنَا فِي الدُّنْيَا إِلاَّ كَرَاكِبٍ اِسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ، ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا".

- صحيح : "ابن ماجه" (٤١٠٩).

২৩৭৭। আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন একসময় খেজুর পাতার মাদুরে শুয়েছিলেন। তিনি ঘুম হতে জাগ্রত হয়ে দাঁড়ালে দেখা গেল তাঁর গায়ে মাদুরের দাগ পড়ে গেছে। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আমরা আপনার জন্য যদি একটি নরম বিছানার

(তোষক) ব্যবস্থা করতাম। তিনি বললেন ঃ দুনিয়ার সাথে আমার কি সম্পর্ক? দুনিয়াতে আমি এমন একজন পথচারী মুসাফির ছাড়া তো আর কিছুই নই, যে একটি গাছের ছায়ায় আশ্রয় নিল, তারপর তা ছেড়ে দিয়ে গন্তব্যের দিকে চলে গেল।

সহীহ, ইবনু মা-জাহ (৪১০৯)।

ইবনু উমার ও ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

٤٥ – بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৫ ॥ (ভেবে-চিন্তে বন্ধু নির্বাচন করবে)

٢٣٧٨ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا أَبُوْ عَامِرٍ، وَأَبُوْ دَاوُدَ، قَالَا : حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ : حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ وَرْدَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "اَلرَّجُلُ عَلٰى دِيْنِ خَلِيْلِهِ؛ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُّخَالِلُ".

– حسن : "الصحيحة" (٩٢٧)، "المشكاة" (٥٠١٩).

২৩৭৮। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মানুষ তার বন্ধুর ধ্যান-ধারণার অনুসারী হয়ে থাকে। সুতরাং তোমাদের সকলেরই খেয়াল রাখা উচিত সে কার সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করছে।

হাসান, সহীহাহ্ (৯২৭), মিশকাত (৫০১৯)।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব।

٤٦ - بَابُ مَا جَاءَ مَثَلُ ابْنِ آدَمَ وَأَهْلِهِ وَوَلَدِهِ وَمَالِهِ وَعَمَلِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৬ ॥ আদম সন্তান ও তার পরিবার পরিজন, সম্পদ ও কর্মের উদাহরন

٢٣٧٩ - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ - هُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ الْأَنْصَارِيُّ-، قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : "يَتْبَعُ الْمَيِّتَ ثَلَاثٌ؛ فَيَرْجِعُ اثْنَانِ، وَيَبْقَى وَاحِدٌ : يَتْبَعُهُ أَهْلُهُ، وَمَالُهُ، وَعَمَلُهُ؛ فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ، وَمَالُهُ، وَيَبْقَى عَمَلُهُ".

- صحيح : ق.

২৩৭৯। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তিনটি জিনিস মৃতের অনুসরণ করে, তারপর দুটি চলে আসে এবং একটি (তার সাথে) রয়ে যায়। তার সাথে যায় তার পরিবার-পরিজন, সম্পদ ও কৃতকর্ম। তারপর তার পরিজন ও সম্পদ ফিরে আসে এবং তার কৃতকর্ম (তার সাথে) থেকে যায়।

সহীহ, বুখারী, মুসলিম।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

٤٧ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ كَثْرَةِ الْأَكْلِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৭ ॥ অতি ভোজন নিন্দনীয়

٢٣٨٠ - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ : أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ : حَدَّثَنِي أَبُوْ سَلَمَةَ الْحِمْصِيُّ، وَحَبِيْبُ بْنُ

صَالِحٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَابِرِ الطَّائِيِّ، عَنْ مِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : "مَا مَلَأَ آدَمِيٌّ وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنٍ، بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ؛ أُكُلَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ، فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ؛ فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ، وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ، وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ".

– **صحيح : "ابن ماجه" (٣٣٤٩).**

২৩৮০। মিকদাম ইবনু মা'দীকারিব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ মানুষ পেট হতে অধিক নিকৃষ্ট কোন পাত্র পূর্ণ করে না। মেরুদণ্ড সোজা রাখতে পারে এমন কয়েক গ্রাস খাবারই আদম সন্তানের জন্য যথেষ্ট। তার চেয়েও বেশি প্রয়োজন হলে পাকস্থলীর এক-তৃতীয়াংশ খাদ্যের জন্য, এক-তৃতীয়াংশ পানীয়ের জন্য এবং এক-তৃতীয়াংশ শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য রাখবে।

সহীহ, ইবনু মা-জাহ (৩৩৪৯)।

উপরোক্ত হাদীসের সমার্থবোধক হাদীস আল-হাসান ইবনু আরাফা-ইসমাঈল ইবনু আইয়্যাশ (রাহঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তবে এই সনদে মিকদাম ইবনু মা'দীকারিব (রাঃ) হতে "আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি" স্থলে "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন" উল্লেখ আছে। আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٤٨ – بَابُ مَا جَاءَ فِي الرِّيَاءِ وَالسُّمْعَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৮ ॥ প্রদর্শনেচ্ছা ও খ্যাতির আকাঙ্ক্ষা

٢٣٨١ – حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ : حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ

: "مَنْ يُّرَائِيْ؛ يُرَائِي اللّٰهُ بِهٖ، وَمَنْ يُّسَمِّعْ؛ يُسَمِّعِ اللّٰهُ بِهٖ".

– صحيح : "ابن ماجه" (٤٢٠٦).

قَالَ : وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "مَنْ لَّا يَرْحَمِ النَّاسَ؛ لَا يَرْحَمْهُ اللّٰهُ".

– صحيح : "تخريج المشكلة" (١٠٨) "الصحيحة" (٤٨٣) ق نحوه.

২৩৮১। আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে লোক মানুষকে দেখানোর উদ্দেশ্যে আমল করবে, আল্লাহ তা'আলাও তাকে তা-ই দেখাবেন (অর্থাৎ সে প্রদর্শনীমূলক আমল করলে তা প্রচার করে দেখানো হবে) এবং সুনাম-সুখ্যাতির অন্বেষণের উদ্দেশ্যে যে লোক আমল করবে, আল্লাহ তা'আলাও তার আমল (দোষ-ক্রটিগুলো) প্রচার করে দেবেন।

সহীহ, ইবনু মা-জাহ (৪২০৬)।

বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন ঃ মানুষকে যে ব্যক্তি দয়া করে না, আল্লাহও তাকে দয়া করেন না।

সহীহ, তাখরীজুল মুশকিলাহ (১০৮), সহীহাহ্ (৪৮৩), বুখারী, মুসলিম অনুরূপ।

জুনদাব ও আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্, তবে উপরোক্ত সূত্রে গারীব।

٢٣٨٢ – حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ : أَخْبَرَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ : أَخْبَرَنِي الْوَلِيْدُ بْنُ أَبِي الْوَلِيْدِ أَبُوْ عُثْمَانَ الْمَدَائِنِيُّ، أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ مُسْلِمٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ شُفَيًّا الْأَصْبَحِيَّ حَدَّثَهُ : أَنَّهُ دَخَلَ الْمَدِيْنَةَ؛ فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ قَدِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ، فَقَالَ : مَنْ هٰذَا؟، فَقَالُوْا : أَبُوْ هُرَيْرَةَ، فَدَنَوْتُ مِنْهُ، حَتّٰى قَعَدْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُوَ يُحَدِّثُ النَّاسَ، فَلَمَّا

سَكَتَ وَخَلَا؛ قُلْتُ لَهُ : أَنْشُدُكَ بِحَقٍّ وَبِحَقٍّ؛ لَمَا حَدَّثْتَنِي حَدِيْثًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ؛ عَقَلْتَهُ وَعَلِمْتَهُ، فَقَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ : أَفْعَلُ، لَأُحَدِّثَنَّكَ حَدِيْثًا حَدَّثَنِيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ؛ عَقَلْتُهُ وَعَلِمْتُهُ، ثُمَّ نَشَغَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ نَشْغَةً، فَمَكَثَ قَلِيْلًا، ثُمَّ أَفَاقَ، فَقَالَ : لَأُحَدِّثَنَّكَ حَدِيْثًا حَدَّثَنِيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ هٰذَا الْبَيْتِ، مَا مَعَنَا أَحَدٌ غَيْرِيْ وَغَيْرُهُ، ثُمَّ نَشَغَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ نَشْغَةً أُخْرٰى، ثُمَّ أَفَاقَ، فَمَسَحَ وَجْهَهُ، فَقَالَ : لَأُحَدِّثَنَّكَ حَدِيْثًا حَدَّثَنِيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ؛ وَأَنَا وَهُوَ فِيْ هٰذَا الْبَيْتِ، مَا مَعَنَا أَحَدٌ غَيْرِيْ وَغَيْرُهُ، ثُمَّ نَشَغَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ نَشْغَةً أُخْرٰى، ثُمَّ أَفَاقَ، وَمَسَحَ وَجْهَهُ، فَقَالَ : أَفْعَلُ، لَأُحَدِّثَنَّكَ حَدِيْثًا حَدَّثَنِيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ؛ وَأَنَا مَعَهُ فِيْ هٰذَا الْبَيْتِ، مَا مَعَهُ أَحَدٌ غَيْرِيْ وَغَيْرُهُ، ثُمَّ نَشَغَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ نَشْغَةً شَدِيْدَةً، ثُمَّ مَالَ خَارًّا عَلٰى وَجْهِهِ، فَأَسْنَدْتُهُ عَلَيَّ طَوِيْلًا، ثُمَّ أَفَاقَ، فَقَالَ : حَدَّثَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "إِنَّ اللّٰهَ - تَبَارَكَ وَتَعَالٰى - إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ؛ يَنْزِلُ إِلَى الْعِبَادِ لِيَقْضِيَ بَيْنَهُمْ؛ وَكُلُّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٌ، فَأَوَّلُ مَنْ يَّدْعُوْ بِهِ؛ رَجُلٌ جَمَعَ الْقُرْاٰنَ، وَرَجُلٌ يَقْتَتِلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، وَرَجُلٌ كَثِيْرُ الْمَالِ، فَيَقُوْلُ اللّٰهُ لِلْقَارِئِ : أَلَمْ أُعَلِّمْكَ مَا أَنْزَلْتُ عَلٰى رَسُوْلِيْ؟! قَالَ : بَلٰى يَا رَبِّ! قَالَ : فَمَاذَا عَمِلْتَ فِيْمَا عُلِّمْتَ؟ قَالَ : كُنْتُ أَقُوْمُ بِهِ أٰنَاءَ اللَّيْلِ وَاٰنَاءَ النَّهَارِ، فَيَقُوْلُ اللّٰهُ لَهُ : كَذَبْتَ، وَتَقُوْلُ لَهُ الْمَلَائِكَةُ : "كَذَبْتَ، وَيَقُوْلُ اللّٰهُ : بَلْ أَرَدْتَ أَنْ يُّقَالَ : إِنَّ فُلَانًا قَارِئٌ، فَقَدْ قِيْلَ ذَاكَ،

وَيُؤْتَى بِصَاحِبِ الْمَالِ، فَيَقُوْلُ اللّٰهُ لَهُ : أَلَمْ أُوَسِّعْ عَلَيْكَ، حَتّٰى لَمْ أَدَعْكَ تَحْتَاجُ إِلٰى أَحَدٍ؟ قَالَ : بَلٰى يَا رَبِّ قَالَ : فَمَاذَا عَمِلْتَ فِيْمَا اٰتَيْتُكَ؟! قَالَ : كُنْتُ أَصِلُ الرَّحِمَ وَأَتَصَدَّقُ، فَيَقُوْلُ اللّٰهُ لَهُ : كَذَبْتَ، وَتَقُوْلُ لَهُ الْمَلَائِكَةُ : كَذَبْتَ، وَيَقُوْلُ اللّٰهُ – تَعَالٰى –: بَلْ أَرَدْتَ أَنْ يُّقَالَ : فُلَانٌ جَوَادٌ، فَقَدْ قِيْلَ ذَاكَ، وَيُؤْتَى بِالَّذِيْ قُتِلَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، فَيَقُوْلُ اللّٰهُ لَهُ : فِيْ مَاذَا قُتِلْتَ؟ فَيَقُوْلُ : أُمِرْتُ بِالْجِهَادِ فِيْ سَبِيْلِكَ، فَقَاتَلْتُ حَتّٰى قُتِلْتُ، فَيَقُوْلُ اللّٰهُ – تَعَالٰى – لَهُ : كَذَبْتَ، وَتَقُوْلُ لَهُ الْمَلَائِكَةُ : كَذَبْتَ، وَيَقُوْلُ اللّٰهُ : بَلْ أَرَدْتَ أَنْ يُّقَالَ : فُلَانٌ جَرِيْءٌ، فَقَدْ قِيْلَ ذَاكَ"، ثُمَّ ضَرَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى رُكْبَتِيْ، فَقَالَ : "يَا أَبَا هُرَيْرَةَ! أُوْلٰئِكَ الثَّلَاثَةُ؛ أَوَّلُ خَلْقِ اللّٰهِ تُسَعَّرُ بِهِمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ".

وَقَالَ الْوَلِيْدُ أَبُوْ عُثْمَانَ : فَأَخْبَرَنِيْ عُقْبَةُ بْنُ مُسْلِمٍ : أَنَّ شُفَيًّا هُوَ الَّذِيْ دَخَلَ عَلٰى مُعَاوِيَةَ، فَأَخْبَرَهُ بِهٰذَا، قَالَ أَبُوْ عُثْمَانَ : وَحَدَّثَنِي الْعَلَاءُ ابْنُ أَبِيْ حَكِيْمٍ، أَنَّهُ كَانَ سَيَّافًا لِمُعَاوِيَةَ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ، فَأَخْبَرَهُ بِهٰذَا عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ : قَدْ فُعِلَ بِهٰؤُلَاءِ هٰذَا، فَكَيْفَ بِمَنْ بَقِيَ مِنَ النَّاسِ؟!، ثُمَّ بَكٰى مُعَاوِيَةُ بُكَاءً شَدِيْدًا، حَتّٰى ظَنَنَّا أَنَّهُ هَالِكٌ، وَقُلْنَا : قَدْ جَاءَنَا هٰذَا الرَّجُلُ بِشَرٍّ، ثُمَّ أَفَاقَ مُعَاوِيَةُ، وَمَسَحَ عَنْ وَجْهِهِ، وَقَالَ : صَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ : {مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ

أَعْمَالَهُمْ فِيْهَا وَهُمْ فِيْهَا لَا يُبْخَسُوْنَ. أُوْلَئِكَ الَّذِيْنَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوْا فِيْهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ}.

– صحيح : "التعليق الرغيب" (١/٢٩-٣٠)، التعليق على ابن خزيمة" (٢٤٨٢).

২৩৮২। শুফাই আল-আসবাহী (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, কোন একদিন তিনি মাদীনায় পৌঁছে দেখতে পেলেন যে, একজন লোককে ঘিরে জনতার ভিড় লেগে আছে। তিনি প্রশ্ন করেন, ইনি কে? উপস্থিত লোকেরা তাকে বলল, ইনি আবূ হুরাইরা (রাঃ)। (শুফাই বলেন), আমি কাছে গিয়ে তার সামনে বসলাম। তখন লোকদের তিনি হাদীস শুনাচ্ছিলেন। তারপর তিনি যখন নীরব ও একাকী হলেন, আমি তাকে বললাম, আমি সত্যিকারভাবে আপনার নিকট এই আবেদন করছি যে, আপনি আমাকে এমন একটি হাদীস শুনাবেন, যা আপনি সরাসরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শুনেছেন, ভালোভাবে বুঝেছেন এবং জেনেছেন।

আবূ হুরাইরা (রাঃ) বললেন, আমি তাই করব, আমি এমন একটি হাদীস তোমার কাছে বর্ণনা করব যা সরাসরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট বর্ণনা করেছেন এবং আমি তা বুঝেছি ও জেনেছি। আবূ হুরাইরা (রাঃ) একথা বলার পর কেমন যেন তন্ময়গ্রস্ত হয়ে পড়েন। অল্প সময় এভাবে থাকলেন। তারপর তন্ময়ভাব চলে গেলে তিনি বললেন, আমি এমন একটি হাদীস তোমার কাছে বর্ণনা করব যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই ঘরের মধ্যে আমার নিকট বর্ণনা করেছেন। তখন আমি ও তিনি ব্যতীত আমাদের সাথে আর কেউ ছিল না। আবূ হুরাইরা (রাঃ) পুনরায় আরো গভীরভাবে তন্ময়গ্রস্ত হয়ে পড়েন। তিনি চেতনা ফিরে পেয়ে মুখমণ্ডল মুছলেন, তারপর বললেন, আমি তোমার নিকট অবশ্যই এরূপ হাদীস বর্ণনা করব যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট বর্ণনা করেছেন। তখন এই ঘরে তিনি ও আমি ব্যতীত আমাদের সাথে আর কেউ ছিল না। আবূ হুরাইরা আবার বেহুশ হয়ে গেলেন; তিনি পুনরায় হুশে ফিরে এসে তার

মুখমন্ডল মুছলেন এবং বললেন, আমি তা করব। আমি অবশ্যই তোমার নিকট এরূপ হাদীস বর্ণনা করব যাহা তিনি আমাকে বর্ণনা করেছেন। আমি তখন তার সাথে এই ঘরে ছিলাম। আমি আর তিনি ব্যতীত তখন আর কেউ ছিলনা। আবূ হুরাইরা (রাঃ) পুনরায় আরো গভীরভাবে তন্দ্রায়াভিভূত হয়ে পড়েন এবং বেহুশ হয়ে উপুড় হয়ে পড়ে যাচ্ছিলেন। আমি অনেকক্ষণ তাকে ঠেস দিয়ে রাখলাম। তারপর হুঁশ ফিরে এলে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের মাঝে ফায়সালা করার জন্য কিয়ামাত দিবসে তাদের সামনে হাযির হবেন। সকল উম্মাতই তখন নতজানু অবস্থায় থাকবে। তারপর হিসাব-নিকাশের জন্য সর্বপ্রথম যে ব্যক্তিদের ডাকা হবে তারা হলো কুরআনের হাফিয, আল্লাহ্ তা'আলার পথের শহীদ এবং প্রচুর ধনৈশ্বর্যের মালিক। সেই ক্বারী (কুরআন পাঠক)-কে আল্লাহ তা'আলা প্রশ্ন করবেন, আমি আমার রাসূলের নিকট যা প্রেরণ করেছি তা কি তোমাকে শিখাইনি? সে বলবে, হে রব! হ্যাঁ, শিখিয়েছেন। তিনি বলবেন, তুমি যা শিখেছ সে অনুযায়ী কোন কোন আমল করেছ? সে বলবে, আমি রাত-দিন তা তিলাওয়াত করেছি। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তুমি মিথ্যা বলেছ, ফেরেশতারাও বলবে, তুমি মিথ্যা বলেছ। আল্লাহ তা'আলা তাকে আরো বলবেন, বরং তুমি ইচ্ছাপোষাণ করেছিলে যে, তোমাকে বড় ক্বারী (হাফিয) ডাকা হোক। আর তা তো ডাকা হয়েছে। তারপর সম্পদওয়ালা ব্যক্তিকে হাযির করা হবে। অতঃপর আল্লাহ তাকে বলবেন, আমি কি তোমাকে সম্পদশালী বানাইনি? এমনকি তুমি কারো মুখাপেক্ষী ছিলেনা? সে বলবে, হে রব! হ্যাঁ, তা বানিয়েছেন। তিনি বলবেন, আমার দেয়া সম্পদ হতে তুমি কোন কোন (সৎ) আমল করেছ? সে বলবে, আমি এর দ্বারা আত্মীয়তার সম্পর্ক বহাল রেখেছি এবং দান-খাইরাত করেছি। আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলেছ, ফেরেশতারাও বলবে, তুমি মিথ্যাবাদী। আল্লাহ তা'আলা আরো বলবেন, তুমি ইচ্ছাপোষণ করেছিলে যে, মানুষের নিকট তোমার দানশীল-দানবীর নামের প্রসার হোক। আর এরূপ তো হয়েছেই। তারপর যে লোক আল্লাহ্ তা'আলার রাস্তায় শাহাদাৎ বরণ করেছে তাকে হাযির করা হবে। আল্লাহ তা'আলা তাকে প্রশ্ন করবেন, তুমি কিভাবে নিহত হয়েছ? সে বলবে, আমি তো আপনার পথে জিহাদ করতে আদিষ্ট ছিলাম। কাজেই আমি জিহাদ করতে করতে

শাহাদাৎ বরণ করেছি। আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তুমি মিথ্যা বলেছ, আর ফেরেশতারাও তাকে বলবে তুমি মিথ্যাবাদী। আল্লাহ তা'আলা আরো বলবেন, তুমি ইচ্ছাপোষণ করেছিলে লোকমুখে একথা প্রচার হোক যে, অমুক ব্যক্তি খুব সাহসী বীর। আর তাতো বলাই হয়েছে। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার হাঁটুতে হাত মেরে বললেন ঃ হে আবূ হুরাইরা! কিয়ামাত দিবসে আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্টির মধ্য হতে এ তিনজন দ্বারাই প্রথমে জাহান্নামের আগুন প্রজ্বলিত করা হবে।

ওয়ালীদ অর্থাৎ আবূ উসমান আল-মাদাইনী বলেন, উক্‌বা ইবনু আমাকে বলেছেন যে, উক্ত শুফাই (শাফী) এ হাদীসটি মু'আবিয়া (রাঃ)-এর নিকট গিয়ে বর্ণনা করেন। আবূ উসমান আরো বলেন, আলা ইবনু আবূ হাকীম আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, সে (শাফী) ছিল মু'আবিয়া (রাঃ)-এর তলোয়ারবাহক। সে বলেছে যে, জনৈক ব্যক্তি মু'আবিয়া (রাঃ)-এর নিকট এসে উক্ত হাদীসটি আবূ হুরাইরা (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন। তখন মু'আবিয়া (রাঃ) বলেন, যদি তাদের সাথে এমনটি করা হয় তাহলে অন্যসব লোকের কি অবস্থা হবে? তারপর মুআবিয়া (রাঃ) খুব বেশি কাঁন্না করলেন। এমনকি আমরা ধারণা করলাম যে, তিনি কাঁদতে কাঁদতে মারা যাবেন। আমরা বলাবলি করতে লাগলাম, এই লোকটিই আমাদের এখানে অনিষ্ট নিয়ে এসেছে (অর্থাৎ সে এই হাদীসটি বর্ণনা না করলে এ দুর্ঘটনা ঘটত না)। ইতিমধ্যে মু'আবিয়া (রাঃ) হুঁশ ফিরে পেলেন এবং তার চেহারা মুছলেন, তারপর বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাঃ) সত্যই বলেছেন। (এই বলে তিনি নিম্নোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করেন) ঃ

"যে কেউ পার্থিব জীবন ও এর সৌন্দর্য কামনা করে, আমি দুনিয়াতে তাদের কর্মের পূর্ণ ফল প্রদান করে থাকি এবং সেখানে তাদেরকে কম প্রদান করা হবে না। তাদের জন্য পরকালে জাহান্নাম ব্যতীত আর কিছু নেই এবং তারা যা করে আখিরাতে তা নিষ্ফল হবে এবং তারা যা করে থাকে তা বিফলে যাবে" (সূরা ঃ হূদ– ১৫, ১৬)।

সহীহ্, তা'লীকুর রাগীব (১/২৯-৩০), তা'লীক আলা ইবনে খুযাইমাহ (২৪৮২)

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব।

٥٠ – بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْمَرْءَ مَعَ مَنْ أَحَبَّ

অনুচ্ছেদ ঃ ৫০ ॥ যে যাকে ভালোবাসে (কিয়ামাত দিবসে) সে তার সাথী হবে

٢٣٨٥ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ : أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّهُ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! مَتَى قِيَامُ السَّاعَةِ؟ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى الصَّلَاةِ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ؛ قَالَ : "أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ قِيَامِ السَّاعَةِ؟"، فَقَالَ الرَّجُلُ : أَنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! قَالَ : "مَا أَعْدَدْتَ لَهَا؟"، قَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! مَا أَعْدَدْتُ لَهَا كَبِيْرَ صَلَاةٍ وَلَا صَوْمٍ؛ إِلَّا أَنِّيْ أُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ، وَأَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ"، فَمَا رَأَيْتُ فَرِحَ الْمُسْلِمُوْنَ– بَعْدَ الْإِسْلَامِ– فَرَحَهُمْ بِهٰذَا.

– صحيح : "الروض النضير" (١٠٤) ق.

২৩৮৫। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট একজন লোক এসে প্রশ্ন করল, হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! কিয়ামাত কখন সংঘটিত হবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন। নামায সমাপ্তির পর তিনি প্রশ্ন করেন ঃ কিয়ামাত সংঘটিত হওয়ার প্রসঙ্গে প্রশ্নকারী লোকটি কোথায়? সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! এই যে আমি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কিয়ামাতের জন্য কি প্রস্তুতি নিয়েছ? সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আমি অবশ্য তেমন লম্বা (নাফল) নামাযও পড়িনি, রোযাও (নাফল) রাখিনি, তবে আমি নিশ্চয়ই আল্লাহ ও

তাঁর রাসূলকে ভালোবাসি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ যে লোক যাকে ভালোবাসে, কিয়ামাত দিবসে সে তার সাথেই অবস্থান করবে। তুমিও যাকে ভালোবাস তার সাথেই অবস্থান করবে। বর্ণনাকারী বলেন, তারা এ কথায় এতই সন্তুষ্ট হলেন যে, ইসলাম গ্রহণের পর মুসলমানদের আর কোন বিষয়ে এত খুশি হতে দেখিনি।

সহীহ, রাওযুন নাযীর (১০৪), বুখারী, মুসলিম।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সহীহ্।

٢٣٨٦ – حَدَّثَنَا أَبُوْ هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ : حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ، وَلَهُ مَا اكْتَسَبَ".

– صحيح : بلفظ : "أنت مع من أحببت ولك ما احتسبت" : الصحيحة" (٣٢٥٣).

২৩৮৬। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে লোক যাকে ভালোবাসে, (কিয়ামাত দিবসে) সে তার সাথেই অবস্থান করবে এবং সে যা অর্জন করেছে তা-ই পাবে। তুমি যাকে ভালবাস তার সাথেই থাকবে, তুমি যা নিয়্যাত করেছ তাই পাবে এই অর্থে হাদীসটি সহীহ্।

সহীহাহ্ (৩২৫৩)

আলী, আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ, সাফওয়ান ইবনু আসসাল, আবূ হুরাইরা ও আবূ মূসা (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং হাসান বাসরী-আনাস (রাঃ) হতে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে গারীব। হাদীসটি একাধিক সূত্রে বর্ণিত আছে।

٢٣٨٧ – حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ،

قَالَ : جَاءَ أَعْرَابِيٌّ جَهْوَرِيُّ الصَّوْتِ، قَالَ : يَا مُحَمَّدُ! اَلرَّجُلُ يُحِبُّ الْقَوْمَ؛ وَلَمَّا يَلْحَقْ بِهِمْ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : "اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ".

– حسن : "الروض" (٣٦٠).

২৩৮৭। সাফওয়ান ইবনু আসসাল (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, উচ্চ আওয়াযধারী জনৈক বিদুঈন এসে বলল, হে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! কোন একজন ব্যক্তি একটি সম্প্রদায়কে ভালোবাসে; কিন্তু সে তাদের সাথে গিয়ে মিলিত হতে পারেনি (অর্থাৎ তাদের পর্যন্ত পৌঁছতে পারেনি)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ যে ব্যক্তি যাকে ভালোবাসে (কিয়ামাত দিবসে) সে তার সাথেই অবস্থান করবে।

হাসান, আর রাওয (৩৬০)।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। আহমাদ ইবনু আবদা আয-যাব্বী-হাম্মাদ ইবনু যাইদ হতে, তিনি আসিম হতে, তিনি যির ইবনু হুবাইশ হতে, তিনি সাফওয়ান ইবনু আসসাল (রাঃ) হতে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে এই সূত্রে মাহমূদ বর্ণিত হাদীসের মতোই হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٥١ – بَابُ مَا جَاءَ فِي حُسْنِ الظَّنِّ بِاللهِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৫১ ॥ আল্লাহ তা'আলার সম্পর্কে সুধারণা পোষণ

٢٣٨٨ – حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ : حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ الْأَصَمِّ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : "إِنَّ اللهَ يَقُوْلُ : أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِيْ بِيْ، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِيْ".

– صحيح : م(٨/٦٦)، خ (٧٤٠٥)؛ بلفظ : "إذا ذكرني".

২৩৮৮। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন,

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ বান্দাহ আমার সম্বন্ধে যেরকম ধারণা পোষণ করে আমি তার সাথে সে অনুযায়ী আচরণ করি। সে আমাকে ডাকলে আমি তার সাথেই থাকি।

সহীহ, মুসলিম (৮/৬৬), বুখারী (৭৪০৫), আমাকে স্বরণ করলে এই অর্থে।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

٥٢ – بَابُ مَا جَاءَ فِي الْبِرِّ وَالْإِثْمِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৫২ ॥ গুনাহ ও সাওয়াবের কাজ প্রসঙ্গে

٢٣٨٩– حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْكِنْدِيُّ الْكُوفِيُّ : حَدَّثَنَا زَيْدُ ابْنُ حُبَابٍ : حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ الْحَضْرَمِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ : أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "اَلْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ، وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ، وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ".

– صحيح : م(٧/٨).

২৩৮৯। নাওয়াস ইবনু সাম'আন (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একজন লোক গুনাহের কাজ ও সাওয়াবের কাজ প্রসঙ্গে প্রশ্ন করল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ সৎকাজ বা সাওয়াবের কাজ হলো সদাচার এবং গুনাহের কাজ হলো যা তোমার অন্তরে সংশয় সৃষ্টি করে, আর সেটা মানুষ জানতে পারুক তা তুমি অপছন্দ কর।

সহীহ ঃ মুসলিম (৮/৭)।

উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ মুহাম্মাদ ইবনু বাশ্শার-আবদুর রাহমান ইবনু মাহ্দী হতে, তিনি মু'আবিয়া ইবনু সালিহ (রাহঃ) হতেও বর্ণিত

আছে। তবে এই সূত্রে “এক ব্যক্তি প্রশ্ন করল”-এর স্থলে “আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করলাম” উল্লেখ আছে।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

٥٣ – بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحُبِّ فِي اللهِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৩ ॥ আল্লাহ্ তা'আলার জন্যই ভালোবাসা

٢٣٩٠ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ : حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ : حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ : حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي مَرْزُوقٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيِّ : حَدَّثَنِي مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : "قَالَ اللهُ – عَزَّ وَجَلَّ –: اَلْمُتَحَابُّونَ فِيْ جَلَالِيْ؛ لَهُمْ مَنَابِرُ مِنْ نُوْرٍ، يَغْبِطُهُمُ النَّبِيُّوْنَ وَالشُّهَدَاءُ".

– صحيح : "المشكاة" (٥٠١١–التحقيق الثاني)، "التعليق الرغيب" (٤/٤٧).

২৩৯০। মু'আয ইবনু জাবাল (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ আমার মর্যাদা ও পরাক্রমের টানে যারা পরস্পরকে ভালোবাসে, তাদের জন্য রয়েছে আলোর মিম্বার (মঞ্চ)। নাবী ও শাহীদগণ পর্যন্ত তাদের সাথে (মর্যাদা দর্শনে) ঈর্ষা করবে।

সহীহ, মিশকাত তাহকীক ছানী (৫০১১), তা'লীকুর রাগীব (৪/৪৭)।

আবুদ দারদা, ইবনু মাসউদ, উবাদা ইবনুস সামিত, আবূ হুরাইরা ও আবূ মালিক আল-আশআরী (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। আবূ মুসলিম আল-খাওলানীর নাম আবদুল্লাহ, পিতা সাওব।

٢٣٩١ – حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ : حَدَّثَنَا مَعْنٌ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ – أَوْ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ –، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : "سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللّٰهُ فِيْ ظِلِّهِ، يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ : إِمَامٌ عَادِلٌ، وَشَابٌّ نَشَأَ بِعِبَادَةِ اللّٰهِ، وَرَجُلٌ كَانَ قَلْبُهُ مُعَلَّقًا بِالْمَسْجِدِ، إِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتّٰى يَعُوْدَ إِلَيْهِ، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللّٰهِ، فَاجْتَمَعَا عَلٰى ذٰلِكَ وَتَفَرَّقَا، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللّٰهَ خَالِيًا، فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ حَسَبٍ وَجَمَالٍ، فَقَالَ : إِنِّيْ أَخَافُ اللّٰهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا؛ حَتّٰى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِيْنُهُ".

– صحيح : "الإرواء" (٨٨٧) ق.

২৩৯১। আবূ হুরাইরা (রাঃ) অথবা আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা (কিয়ামাত দিবসে) সাত প্রকারের লোককে তাঁর (আরশের) ছায়াতলে আশ্রয় প্রদান করবেন, যেদিন তাঁর (আরশের) ছায়া ব্যতীত অন্য কোন ছায়াই (আশ্রয়) অবশিষ্ট থাকবে না। (তারা হলো) ঃ (১) ন্যায়পরায়ণ শাসক, (২) যে যুবক আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদাতের মধ্যে বড় হয়েছে, (৩) যে ব্যক্তি মাসজিদ হতে বেরিয়ে গেলেও তার অন্তর এর সাথে সম্পৃক্ত থাকে, যে পর্যন্ত না সে আবার সেখানে ফিরে আসে, (৪) এমন দুব্যক্তি যারা আল্লাহ্ তা'আলার জন্য পরস্পর ভালোবাসা স্থাপন করেছে, এই সম্পর্কেই একত্র থাকে এবং বিচ্ছিন্ন হয়, (৫) যে ব্যক্তি নির্জনে আল্লাহ্ তা'আলাকে স্মরণ করেছে এবং তার দুচোখ বেয়ে পানি পড়েছে, (৬) এমন ব্যক্তি যাকে কোন অভিজাত পরিবারের সুন্দরী রূপসী নারী (অশ্লীল কাজে) আহ্বান করেছে কিন্তু সে তাকে এই বলে প্রত্যাখ্যান করেছে ঃ আমি আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করি এবং (৭) এমন ব্যক্তি যে এত গোপনে দান-খাইরাত করেছে যে, তার বাম হাতও জানতে পারেনি যে, তার ডান হাত কি দান করেছে।

সহীহ, ইরওয়া (৮৮৭), বুখারী, মুসলিম।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্। এই হাদীসটি অনুরূপভাবে মালিক ইবনু আনাস (রাহঃ)-এর বরাতে ভিন্ন সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে এবং এক্ষেত্রে সন্দেহবশতঃ আবূ হুরাইরা (রাঃ) অথবা আবূ সাঈদ (রাঃ) বলা হয়েছে। কিন্তু এই হাদীসটি খুবাইব (হাবীব) ইবনু আবদুর রাহমানের সূত্রে সন্দেহমুক্তভাবে আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে উবাইদুল্লাহ ইবনু উমার বর্ণনা করেছেন। মালিক ইবনু আনাসের বর্ণিত হাদীসের একইরকম হাদীস সাওয়ার ইবনু আবদুল্লাহ আল-আনবারী ও মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না-ইয়াহ্ইয়া ইবনু সাঈদ হতে, তিনি উবাইদুল্লাহ ইবনু উমার হতে, তিনি খুবাইব (রাহাবীব) ইবনু আবদুর রাহমান হতে, তিনি হাফ্স ইবনু আসিম হতে, তিনি আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে এই সূত্রে বর্ণিত আছে। তবে তাতে আছে ঃ "কানা কালবুহু মুআল্লাকান বিল-মাসাজিদ" (যার অন্তর মাসজিদসমূহের সাথে সংযুক্ত) এবং "যাতু হাসাবিন" (উচ্চবংশীয়া)-এর স্থলে "যাতু মানসাবিন ওয়া জামালিন" (মর্যাদাসম্পন্ন ও সুন্দরী) বাক্যাংশের উল্লেখ আছে। এ বর্ণনাটিও হাসান সহীহ্।

সহীহ, দেখুন পূর্বের হাদীস।

٥٣/م- بَابُ مَا جَاءَ فِيْ إِعْلَامِ الْحُبِّ

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৩/২ ॥ ভালোবাসার কথা অবহিত করা

٢٣٩١/م - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ الْقَطَّانُ : حَدَّثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيْدَ، عَنْ حَبِيْبِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيْ كَرِبَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "إِذَا أَحَبَّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ؛ فَلْيُعْلِمْهُ إِيَّاهُ".

- صحيح : "الصحيحة" (٤١٧ و ٢٥١٥).

২৩৯১/২। মিকদাম ইবনু মা'দীকারিব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

তোমাদের মধ্যে কেউ তার কোন (মুসিলম) ভাইকে ভালোবাসলে সে যেন অবশ্যই তাকে তা অবহিত করে।

সহীহ, সহীহাহ্ (৪১৭, ২৫১৫)।

আবূ ঈসা বলেন, মিকদাম (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটি হাসান সহীহ্ গারীব। আবূ যার ও আনাস (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। মিকদামের উপনাম আবূ কারীমাহ।

٥٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ الْمِدْحَةِ وَالْمَدَّاحِيْنَ

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৪ ॥ চাটুকারিতা ও চাটুকার নিন্দনীয়

٢٣٩٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَبِيْبِ بْنِ أَبِيْ ثَابِتٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِيْ مَعْمَرٍ، قَالَ : قَامَ رَجُلٌ، فَأَثْنٰى عَلٰى أَمِيْرٍ مِنَ الْأُمَرَاءِ، فَجَعَلَ الْمِقْدَادُ يَحْثُوْ فِيْ وَجْهِهِ التُّرَابَ، وَقَالَ : أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ نَحْثُوَ فِيْ وُجُوْهِ الْمَدَّاحِيْنَ التُّرَابَ.

- صحيح : "ابن ماجه" (٣٧٤٢) م.

২৩৯৩। আবূ মা'মার (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, কোন একদিন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে কোন এক প্রশাসকের সামনেই তার প্রশংসা করতে শুরু করে। এতে মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ (রাঃ) তার মুখমণ্ডলে ধুলাবালি নিক্ষেপ করতে থাকেন এবং বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন, আমরা যেন চাটুকারের মুখে ধুলাবালি নিক্ষেপ করি।

সহীহ, ইবনু মা-জাহ (৩৭৪২), মুসলিম।

আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। এই হাদীসটি ইয়াযীদ ইবনু আবূ যিয়াদ-মুজাহিদ হতে, তিনি ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে এই সূত্রে যাইদা

(রাহঃ) বর্ণনা করেছেন। মুজাহিদ-আবূ মা'মার হতে এই সনদসূত্রটি অনেক বেশি সহীহ্। আবূ মা'মারের নাম আবদুল্লাহ, পিতা সাখবারাহ। আর মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ (রাহঃ) হলেন মিকদাদ ইবনু আমর আল-কিন্দী, তার উপনাম আবূ মা'বাদ। আসওয়াদ ইবনু আবদি ইয়াগূস তাকে শৈশব অবস্থায় পালকপুত্ররূপে গ্রহণ করেন বলে তাকে আসওয়াদের সাথে সম্পর্কিত করে মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ বলা হয়।

٢٣٩٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْكُوفِيُّ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوسٰى، عَنْ سَالِمِ الْخَيَّاطِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ نَحْثُوَ فِيْ أَفْوَاهِ الْمَدَّاحِيْنَ التُّرَابَ.

- صحيح : ما قبله.

২৩৯৪। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি **বলেন,** চাটুকারদের মুখে ধুলাবালি নিক্ষেপ করার জন্য রাসূলুল্লাহ **সাল্লাল্লাহু** আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন।

সহীহ, দেখুন পূর্বের হাদীস।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি আবূ হুরাইরা (রাঃ)-এর **রিওয়ায়াত** হিসাবে গারীব।

٥٥ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ صُحْبَةِ الْمُؤْمِنِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৫ ॥ ঈমানদার লোকের সংসর্গে থাকা

٢٣٩٥ - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ : أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ حَيْوَةَ ابْنِ شُرَيْحٍ : حَدَّثَنِيْ سَالِمُ بْنُ غَيْلَانَ، أَنَّ الْوَلِيْدَ بْنَ قَيْسٍ التُّجِيْبِيَّ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيَّ - قَالَ سَالِمٌ أَوْ عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ، عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ-، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : "لَا تُصَاحِبْ إِلَّا مُؤْمِنًا، وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ". - حسن : "المشكاة" (٥٠١٨).

২৩৯৫। আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ তুমি ঈমানদার লোক ব্যতীত অন্য কারো সঙ্গী হয়ো না এবং আল্লাহভীরু মুত্তাক্বী লোক ছাড়া কেউ যেন তোমার খাদ্য না খায়।

হাসান, মিশকাত (৫০১৮)।

আবূ ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান। আমরা হাদীসটি শুধুমাত্র উপরোক্ত সূত্রেই জেনেছি।

٥٦ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّبْرِ عَلَى الْبَلاَءِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৬ ॥ বিপদে ধৈর্যধারণ

٢٣٩٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : "إِذَا أَرَادَ اللّهُ بِعَبْدِهِ الْخَيْرَ؛ عَجَّلَ لَهُ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا، وَإِذَا أَرَادَ اللّهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ؛ أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنْبِهِ، حَتَّى يُوَافِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ".

- حسن صحيح : "الصحيحة" (١٢٢٠)، "المشكاة" (١٥٦٥).

২৩৯৬। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা যখন তাঁর কোন বান্দার কল্যাণ সাধন করতে চান তখন তাড়াতাড়ি দুনিয়াতে তাকে বিপদে নিক্ষেপ করেন। আর যখন তিনি তাঁর কোন বান্দার অকল্যাণ সাধন করতে চান তখন তাকে তার অপরাধের শাস্তি প্রদান হতে বিরত থাকেন। তারপর কিয়ামাতের দিন তিনি তাকে পুরাপুরি শাস্তি দেন।

সহীহ, সহীহাহ্ (১২২০), মিশকাত (১৫৬৫)।

وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : "إِنَّ عِظَمَ الْجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ

الْبَلَاءِ، وَإِنَّ اللّٰهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا؛ اِبْتَلَاهُمْ، فَمَنْ رَضِيَ؛ فَلَهُ الرِّضَا، وَمَنْ سَخِطَ؛ فَلَهُ السَّخَطُ".

- حسن : "ابن ماجه" (٤٠٣١).

এ সনদেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ বিপদ যত মারাত্মক হবে, প্রতিদানও তত মহান হবে। আল্লাহ তা'আলা যখন কোন জাতিকে ভালোবাসেন তখন তাদেরকে (বিপদে ফেলে) পরীক্ষা করেন। যে লোক তাতে (বিপদে) সন্তুষ্ট থাকে, তার জন্য (আল্লাহ্ তা'আলার) সন্তুষ্টি বিদ্যমান। আর যে লোক তাতে অসন্তুষ্ট হয় তার জন্য (আল্লাহ্ তা'আলার) অসন্তুষ্টি বিদ্যমান।

হাসান, ইবনু মা-জাহ (৪০৩১)।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং উপরোক্ত সূত্রে গারীব।

٢٣٩٧ - حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ : حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُد : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ يَقُوْلُ : قَالَتْ عَائِشَةُ : مَا رَأَيْتُ الْوَجَعَ عَلٰى أَحَدٍ؛ أَشَدَّ مِنْهُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ.

- صحيح : "ابن ماجه" (١٦٢٢) ق.

২৩৯৭। আইশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসুস্থতাজনিত কষ্টের তুলনায় বেশি কষ্ট আমি আর কোন ব্যক্তির হতে দেখিনি।

সহীহ, ইবনু মা-জাহ (১৬২২), বুখারী, মুসলিম।

আবূ ঈসা বলেন, এটি হাসান সহীহ্ হাদীস।

٢٣٩٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! أَيُّ

النَّاسِ أَشَدُّ بَلاَءً؟ قَالَ : "الأَنْبِيَاءُ، ثُمَّ الأَمْثَلُ، فَالأَمْثَلُ، فَيُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسَبِ دِيْنِهِ، فَإِنْ كَانَ دِيْنُهُ صُلْبًا؛ اِشْتَدَّ بَلاَؤُهُ، وَإِنْ كَانَ فِيْ دِيْنِهِ رِقَّةٌ؛ اُبْتُلِيَ عَلَى حَسَبِ دِيْنِهِ، فَمَا يَبْرَحُ الْبَلاَءُ بِالْعَبْدِ، حَتَّى يَتْرُكَهُ يَمْشِيْ عَلَى الأَرْضِ؛ مَا عَلَيْهِ خَطِيْئَةٌ".

– حسن صحيح : "ابن ماجه" (٤٠٢٣).

২৩৯৮। মুস'আব ইবনু সা'দ (রাহঃ) হতে তার বাবার সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি (সা'দ) বলেন, আমি প্রশ্ন করলাম, হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! মানুষের মাঝে কার বিপদের পরীক্ষা সবচেয়ে কঠিন হয়? তিনি বললেন ঃ নাবীদের বিপদের পরীক্ষা, তারপর যারা নেককার তাদের, এরপর যারা নেককার তাদের বিপদের পরীক্ষা। মানুষকে তার ধর্মানুরাগের অনুপাত অনুসারে পরীক্ষা করা হয়। তুলনামূলকভাবে যে লোক বেশি ধার্মিক তার পরীক্ষাও সে অনুপাতে কঠিন হয়ে থাকে। আর যদি কেউ তার দ্বীনের ক্ষেত্রে শিথিল হয়ে থাকে তাহলে তাকে সে মোতাবিক পরীক্ষা করা হয়। অতএব, বান্দার উপর বিপদাপদ লেগেই থাকে, অবশেষে তা তাকে এমন অবস্থায় ছেড়ে দেয় যে, সে যমীনে চলাফেরা করে অথচ তার কোন গুনাহ্ই থাকে না।

হাসান, সহীহ, ইবনু মা-জাহ (৪০২৩)।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্। আবূ হুরাইরা ও হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান (রাঃ)-এর বোন থেকেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হল ঃ কোন ব্যক্তি সবচাইতে বেশি বিপদগ্রস্ত হয়? তিনি বললেন ঃ নাবীগণ, তার পর যারা নেককার তাদের।

٢٣٩٩ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى : حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ

اللّٰهِ ﷺ : "مَا يَزَالُ الْبَلَاءُ بِالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَةِ؛ فِيْ نَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَمَالِهِ، حَتّٰى يَلْقَى اللّٰهَ؛ وَمَا عَلَيْهِ خَطِيْئَةٌ".

– حسن صحيح : "الصحيحة" (٢٢٨٠).

২৩৯৯। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মু'মিন নারী-পুরুষের উপর, তার সন্তানের উপর ও তার ধন-সম্পদের উপর অনবরত বিপদাপদ লেগেই থাকে। সবশেষে আল্লাহ্ তা'আলার সাথে সে গুনাহমুক্ত অবস্থায় মিলিত হয়।

হাসান সহীহ, সহীহাহ্ (২২৮০)।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

٥٧ – بَابُ مَا جَاءَ فِيْ ذَهَابِ الْبَصَرِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৭ ॥ দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলা

٢٤٠٠ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ ابْنُ مُسْلِمٍ : حَدَّثَنَا أَبُوْ ظِلَالٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "إِنَّ اللّٰهَ يَقُوْلُ : إِذَا أَخَذْتُ كَرِيْمَتَيْ عَبْدِيْ فِي الدُّنْيَا؛ لَمْ يَكُنْ لَهُ جَزَاءٌ عِنْدِيْ إِلَّا الْجَنَّةَ".

– صحيح : "التعليق الرغيب" (٤/١٥٥ و ١٥٦) خ نحوه.

২৪০০। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ আমি দুনিয়াতে যখন কোন বান্দার দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নিই, তখন তার জন্য একমাত্র জান্নাত ব্যতীত আমার নিকট আর কোন প্রতিদান থাকে না।

সহীহ, তা'লীকুর রাগীব (৪/১৫৫, ১৫৬), বুখারী অনুরূপ।

আবূ হুরাইরা ও যাইদ ইবনু আরকাম (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্ এবং উপরোক্ত সূত্রে গারীব। আবূ যিলালের নাম হিলাল।

٢٤٠١ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : "يَقُولُ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - : مَنْ أَذْهَبْتُ حَبِيبَتَيْهِ، فَصَبَرَ وَاحْتَسَبَ؛ لَمْ أَرْضَ لَهُ ثَوَابًا دُونَ الْجَنَّةِ".

- صحيح : "التعليق الرغيب" (١٥٦/٤).

২৪০১। আবূ হুরাইরা (রাঃ)-এর সূত্রে মারফূভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, মহামহিম আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ আমি যে ব্যক্তির দুটি প্রিয় চোখ কেড়ে নিয়েছি; অতঃপর সে ধৈর্য ধারণ করেছে এটা আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে হয়েছে বলে মনে করে এবং সাওয়াবের আশা করে, আমি তাকে জান্নাত ব্যতীত অন্য কোন কিছু প্রতিদান দিয়ে সন্তুষ্ট হব না।

সহীহ, তা'লীকুর রাগীব (৪/১৫৬)।

ইরবায ইবনু সারিয়া (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস **বর্ণিত** আছে। আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٥٨ - بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৮ ॥ (বিপদে ধৈর্য ধারণের সাওয়াব প্রসঙ্গে)

٢٤٠٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ، وَيُوسُفُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ الْبَغْدَادِيُّ، قَالاَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَغْرَاءَ أَبُو زُهَيْرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "يَوَدُّ

أَهْلُ الْعَافِيَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ- حِيْنَ يُعْطى أَهْلُ الْبَلَاءِ الثَّوَابَ- لَوْ أَنَّ جُلُوْدَهُمْ كَانَتْ قُرِضَتْ فِي الدُّنْيَا بِالْمَقَارِيْضِ".

- حسن : "الصحيحة" (٢٢٠٦)، "التعليق الرغيب" (١٤٦/٤)، "المشكاة" (١٥٧٠).

২৪০২। জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামাত দিবসে বিপদে পতিত (ধৈর্যধারী) মানুষদের যখন প্রতিদান দেয়া হবে, তখন (পৃথিবীতে) বিপদমুক্ত মানুষেরা আকাঙক্ষা (পরিতাপ) করবে, হায়! দুনিয়াতে যদি কাঁচি দ্বারা তাদের শরীরের চামড়া কেটে টুকরা টুকরা করে দেয়া হতো।

হাসান, সহীহাহ্ (২২০৬), তা'লীকুর রাগীব (৪/১৪৬), মিশকাত (১৫৭০)।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গারীব। আমরা এই সনদে উক্তভাবে রিওয়ায়াত ব্যতীত আর কিছুই জানি না। এ হাদীসটি আমাশ-তালহা ইবনু মুসাররিফ হতে, তিনি মাসরূক (রাহঃ) হতে তার বক্তব্য হিসাবে কোন কোন বর্ণনাকারী এর কিছু বর্ণনা করেছেন।

٦٠ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ حِفْظِ اللِّسَانِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৬০ ॥ রসনা সংযত রাখা বা সংযতবাক হওয়া

٢٤٠٦ - حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ : حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ. (ح) وَحَدَّثَنَا سُوَيْدٌ : أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ ابْنِ زَحْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيْدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! مَا النَّجَاةُ؟ قَالَ : "أَمْسِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ، وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، وَابْكِ عَلَى خَطِيْئَتِكَ".

- صحيح : "الصحيحة" (٨٨٨).

২৪০৬। উকবা ইবনু আমির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! মুক্তির উপায় কি? তিনি বললেন ঃ তুমি তোমার রসনা সংযত রাখ, তোমার বাসস্থান যেন তোমার জন্য প্রশস্ত হয় (অর্থাৎ তুমি তোমার বাড়ীতে অবস্থান কর) এবং তোমার গুনাহের জন্য ক্রন্দন কর।

সহীহ, সহীহাহ্ (৮৮৮)।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান।

٢٤٠٧ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْبَصْرِيُّ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي الصَّهْبَاءِ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ، رَفَعَهُ، قَالَ : "إِذَا أَصْبَحَ ابْنُ آدَمَ؛ فَإِنَّ الْأَعْضَاءَ كُلَّهَا تُكَفِّرُ اللِّسَانَ، فَتَقُوْلُ : اِتَّقِ اللّٰهَ فِيْنَا؛ فَإِنَّمَا نَحْنُ بِكَ، فَإِنِ اسْتَقَمْتَ؛ اسْتَقَمْنَا، وَإِنِ اعْوَجَجْتَ؛ اعْوَجَجْنَا".

– حسن : "المشكاة" (٤٨٣٨ –التحقيق الثاني).

২৪০৭। আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) হতে মারফূ হিসাবে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মানুষ সকালে ঘুম হতে উঠার সময় তার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিনীতভাবে জিহ্বাকে বলে, তুমি আমাদের ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় কর। আমরা তো তোমার সাথে সম্পৃক্ত। তুমি যদি সোজা পথে দৃঢ় থাক তাহলে আমরাও দৃঢ় থাকতে পারি। আর তুমি যদি বাঁকা পথে যাও তাহলে আমরাও বাঁকা পথে যেতে বাধ্য।

হাসান, মিশকাত তাহকীক ছানী (৪৮৩৮)।

হান্নাদ-আবূ উসামা হতে, তিনি হাম্মাদ ইবনু যাইদের সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের একই রকমভাবে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে এই সূত্রটি মারফূভাবে বর্ণিত হয়নি। এটি মুহাম্মাদ ইবনু মূসার রিওয়ায়াতের চাইতে অনেক বেশি সহীহ্। আবূ ঈসা বলেন, আমরা এই হাদীসটি শুধুমাত্র

হাম্মাদ ইবনু যাইদের সূত্রেই জেনেছি। এই হাদীসটি একাধিক বর্ণনাকারী ইবনু যাইদের সূত্রে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু মারফূভাবে নয়। সালিহ ইবনু আবদুল্লাহ-হাম্মাদ ইবনু যাইদ হতে, তিনি আবুস সাহবা হতে, তিনি সাঈদ ইবনু জুবাইর হতে, তিনি আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) হতে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সূত্রে উক্ত হাদীসের মতোই উল্লেখ করেছেন।

٢٤٠٨ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ : حَدَّثَنَا عُمَرُ ابْنُ عَلِيٍّ الْمُقَدَّمِيُّ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "مَنْ يَتَكَفَّلْ لِيْ مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ، وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ؛ أَتَكَفَّلْ لَهُ بِالْجَنَّةِ".

صحيح : "التعليق الرغيب" (١٩٧/٣)، "الضعيفة" (٢٣٠٢) خ نحوه.

২৪০৮। সাহল ইবনু সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি তার দুই ঠোঁটের মাঝখানের বস্তু (জিহ্বা) ও দুই পায়ের মাঝখানের বস্তুর (লজ্জাস্থানের) যামিন হতে পারে (অপব্যবহার হতে সংযত রাখবে), আমি তার জন্য জান্নাতের যামিন হবো।

সহীহ, তা'লীকুর রাগীব (৩/১৯৭), যঈফা (২৩০২), বুখারী অনুরূপ।

আবূ হুরাইরা ও ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা বলেন, সাহ্ল (রাঃ) বর্ণিত এ হাদীসটি হাসান সহীহ্ এবং এই সূত্রে গারীব।

٢٤٠٩ – حَدَّثَنَا أَبُوْ سَعِيْدِ الْأَشَجُّ : حَدَّثَنَا أَبُوْ خَالِدِ الْأَحْمَرُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "مَنْ وَقَاهُ اللّٰهُ شَرَّ مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ، وَشَرَّ مَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ؛ دَخَلَ الْجَنَّةَ".

– حسن صحيح : "الصحيحة" (٥١٠).

২৪০৯। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা যে ব্যক্তিকে তার জিহ্বা ও লজ্জাস্থানের অকল্যাণ হতে মুক্ত করেছেন, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

হাসান, সহীহ, সহীহাহ্ (৫১০)।

আবূ ঈসা বলেন, যে আবূ হাযিম আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন তার নাম সালমান, আযযা আল-আশজাইয়্যার মুক্তদাস এবং কূফার অধিবাসী। আর যে আবূ হাযিম সাহল ইবনু সা'দ (রাঃ) হতে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন তিনি হলেন আবূ হাযিম আয-যাহিদ, মাদীনার অধিবাসী এবং তার নাম সালামা ইবনু দীনার। এ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

٢٤١٠ - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ : أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَك، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَاعِزٍ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الثَّقَفِيِّ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! حَدِّثْنِيْ بِأَمْرٍ أَعْتَصِمُ بِهِ؟ قال : "قُلْ : رَبِّيَ اللّٰهُ، ثُمَّ اسْتَقِمْ"، قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! مَا أَخْوَفُ مَا تَخَافُ عَلَيَّ؟ فَأَخَذَ بِلِسَانِ نَفْسِهِ، ثُمَّ قَالَ : "هٰذَا".

– صحيح : "ابن ماجه" (٣٩٧٢) م.

২৪১০। সুফিয়ান ইবনু আবদুল্লাহ আস-সাকাফী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আমাকে এমন একটি কথা বলুন, যা আমি ধারণ করতে পারি। তিনি বললেন ঃ তুমি বল, 'আল্লাহ্ই আমার রব' (প্রভু) তারপর এতে সুদৃঢ় থাক। তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, আমি আবার বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আপনার দৃষ্টিতে আমার জন্য সর্বাধিক আশংকাজনক বস্তু কোনটি? তিনি স্বীয় জিহ্বা ধরে বললেন ঃ এই যে, এটি।

সহীহ, ইবনু মা-জাহ (৩৯৭২), মুসলিম।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্। এই হাদীসটি সুফিয়ান ইবনু আব্দুল্লাহ আস-সাকাফী (রাঃ) হতে একাধিক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

٦٣ - بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৩ ॥ (প্রত্যেক দাবিদারের দাবি পূরণ করতে হবে)

٢٤١٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ : حَدَّثَنَا أَبُو الْعُمَيْسِ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : أُخَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَ سَلْمَانَ وَبَيْنَ أَبِي الدَّرْدَاءِ، فَزَارَ سَلْمَانُ أَبَا الدَّرْدَاءِ، فَرَأَى أُمَّ الدَّرْدَاءِ مُتَبَذِّلَةً، فَقَالَ : مَا شَأْنُكِ مُتَبَذِّلَةً؟! قَالَتْ : إِنَّ أَخَاكَ أَبَا الدَّرْدَاءِ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ فِي الدُّنْيَا، قَالَ : فَلَمَّا جَاءَ أَبُو الدَّرْدَاءِ؛ قَرَّبَ إِلَيْهِ طَعَامًا، فَقَالَ : كُلْ؛ فَإِنِّي صَائِمٌ، قَالَ : مَا أَنَا بِآكِلٍ حَتَّى تَأْكُلَ، قَالَ : فَأَكَلَ، فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ؛ ذَهَبَ أَبُو الدَّرْدَاءِ لِيَقُوْمَ، فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ : نَمْ، فَنَامَ، ثُمَّ ذَهَبَ يَقُوْمُ، فَقَالَ لَهُ : نَمْ، فَنَامَ، فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ الصُّبْحِ؛ قَالَ لَهُ سَلْمَانُ : قُمِ الْآنَ، فَقَامَا، فَصَلَّيَا، فَقَالَ : إِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِضَيْفِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا؛ فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَأَتَيَا النَّبِيَّ ﷺ، فَذَكَرَا ذٰلِكَ؟ فَقَالَ لَهُ : "صَدَقَ سَلْمَانُ".

- صحيح : "مختصر البخاري" (٩٦٥)م.

২৪১৩। আবূ জুহাইফা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালমান (ফারসী) ও আবুদ দারদা (রাঃ)-এর মধ্যে ভাইয়ের সম্পর্ক তৈরী করে দেন। কোন একদিন আবুদ দারদা (রাঃ)-এর সাথে সালমান (রাঃ) দেখা করতে আসেন। তখন

তিনি তার স্ত্রী উম্মুদ দারদাকে খুবই সাধারণ জামা-কাপড় পরে থাকাবস্থায় দেখতে পেয়ে প্রশ্ন করেন, আপনি এরূপ সাধারণ পোশাকে কেন? তিনি বললেন, আপনার ভাই আবুদ দারদার তো দুনিয়ার কিছু প্রয়োজন নেই। বর্ণনাকারী বলেন, আবুদ দারদা (রাঃ) এরই মধ্যে বাড়ী ফিরে আসলেন এবং তার (মেহমানের) সামনে খাবার পরিবেশন করে বললেন, আপনি খেয়ে নিন, আমি রোযা রেখেছি। তিনি বললেন, আপনি না খাওয়া পর্যন্ত আমি খাব না। তারপর তিনি খাবার খেলেন। রাত গভীর হলে আবুদ দারদা (রাঃ) নামায আদায় করার জন্য উঠেন। সালমান (রাঃ) তাকে বললেন, এখন ঘুমান। সুতরাং তিনি ঘুমালেন। কিছুক্ষণ পর তিনি পুনরায় নামায আদায় করতে উঠলে এবারো তিনি বললেন, ঘুমিয়ে থাকুন (রাত অনেক বাকী)। কাজেই তিনি ঘুমিয়ে গেলেন। তারপর ফজরের সময় ঘনিয়ে এলে সালমান (রাঃ) তাকে বললেন, এখন উঠুন। তারপর দু'জনেই উঠে (তাহাজ্জুদ) নামায আদায় করলেন। তারপর তিনি বললেন, আপনার উপর আপনার দেহের প্রাপ্য (অধিকার) আছে এবং আপনার রবের প্রাপ্য (অধিকার) আছে, মেহমানের প্রাপ্য (অধিকার) আছে এবং আপনার পরিবারের (অধিকার) আছে। অতএব, প্রত্যেক হাকদারকে তার প্রাপ্য (অধিকার) প্রদান করুন। তারপর তারা এ ঘটনাটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললেন। তিনি বললেন ঃ সালমান ঠিকই বলেছে।

সহীহ, মুখতাসার বুখারী (৯৬৫), মুসলিম।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সহীহ্। আবুল উমাইস-এর নাম উতবা ইবনু আবদুল্লাহ। তিনি আবদুর রাহমান ইবনু আবদুল্লাহ আল-মাসঊদীর ভাই।

٦٤ - بَابٌ مِنْهُ

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৪ ॥ (আইশা ও মুআবিয়া (রাঃ)-এর পত্রালাপ)

٢٤١٤ - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ ابْنِ الْوَرْدِ، عَنْ رَجُلٍ مِّنْ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ، قَالَ : كَتَبَ

مُعَاوِيَةُ إِلَى عَائِشَةَ – أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ؛ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا –: أَنِ اكْتُبِيْ إِلَيَّ كِتَابًا تُوْصِيْنِيْ فِيْهِ، وَلَا تُكْثِرِيْ عَلَيَّ، فَكَتَبَتْ عَائِشَةُ – رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا – إِلَى مُعَاوِيَةَ : سَلَامٌ عَلَيْكَ، أَمَّا بَعْدُ؛ فَإِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : "مَنِ الْتَمَسَ رِضَا اللّٰهِ بِسَخَطِ النَّاسِ؛ كَفَاهُ اللّٰهُ مُؤْنَةَ النَّاسِ، وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَا النَّاسِ بِسَخَطِ اللّٰهِ؛ وَكَلَهُ اللّٰهُ إِلَى النَّاسِ"، وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ.

– صحيح : "الصحيحة" (٢٣١١)، "تخريج الطحاوية" (٢٧٨).

২৪১৪। জনৈক মাদীনাবাসী হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, কোন এক সময় উম্মুল মু'মিনীন আইশা (রাঃ)-কে মু'আবিয়া (রাঃ) লিখে পাঠান ঃ আমাকে লিখিতভাবে কিছু উপদেশ দিন, তবে তা যেন দীর্ঘ না হয়। তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, আইশা (রাঃ) মু'আবিয়া (রাঃ)-কে লিখলেন ঃ আপনাকে সালাম। তারপর এই যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি আকাঙ্খা করে তা মানুষের অসন্তুষ্টি হলেও, মানুষের দুঃখ-কষ্ট হতে বাঁচানোর জন্য আল্লাহ্ তা'আলাই তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যান। আর যে ব্যক্তি মানুষের সন্তুষ্টি আশা করে আল্লাহ্ তা'আলাকে অসন্তুষ্ট করে হলেও, আল্লাহ তা'আলা তাকে মানুষের দায়িত্বে ছেড়ে দেন। আপনাকে আবারো সালাম।

সহীহ, সহীহাহ্ (২৩১১), তাখরীজ তাহাভীয়া (২৭৮)।

মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াহ্ইয়া-মুহাম্মাদ ইবনু ইউসুফ হতে, তিনি সুফিয়ান সাওরী হতে, তিনি হিশাম ইবনু উরওয়া হতে, তিনি উরওয়া হতে, তিনি আইশা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি মুআবিয়াকে চিঠি লিখলেন.. উপরোক্ত হাদীসের মতোই, তবে তা মারফূ হিসাবে নয়।

بسم الله الرحمن الرحيم

পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

٣٥ - كِتَابُ صِفَةِ الْقِيَامَةِ، وَالدَّقَائِقِ وَالْوَرَعِ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ

অধ্যায় ৩৫ ঃ কিয়ামাত ও মর্মস্পর্শী বিষয়

١ - بَابٌ فِي الْقِيَامَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১ ॥ কিয়ামাত প্রসঙ্গে

٢٤١٥ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ خَيْثَمَةَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "مَا مِنْكُمْ مِنْ رَجُلٍ؛ إِلَّا سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَانٌ، فَيَنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ؛ فَلَا يَرَى شَيْئًا إِلَّا شَيْئًا قَدَّمَهُ، ثُمَّ يَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ؛ فَلَا يَرَى شَيْئًا إِلَّا شَيْئًا قَدَّمَهُ، ثُمَّ يَنْظُرُ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ؛ فَتَسْتَقْبِلُهُ النَّارُ"، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَقِيَ وَجْهَهُ حَرَّ النَّارِ، وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ؛ فَلْيَفْعَلْ".

- صحيح : "ابن ماجه" (١٨٥) ق.

২৪১৫। আদী ইবনু হাতিম (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের সকলের সাথেই তার প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলা কিয়ামাত দিবসে কথা বলবেন। তার ও তার প্রতিপালকের মধ্যে কোন দোভাষী থাকবে না। সে তার

ডানপাশে তাকিয়ে তার দুনিয়াবী জীবনে পাঠানো আমল ব্যতীত আর কোন কিছুই দেখতে পাবে না। সে তার বাম পাশে তাকিয়েও তার দুনিয়াবী জীবনে কৃত আমল ব্যতীত আর কোন কিছুই দেখতে পাবে না। তারপর সে তার সম্মুখে তাকাতেই জাহান্নাম দেখতে পাবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তিই এক টুকরা খেজুরের বিনিময়ে হলেও জাহান্নাম হতে আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হয় সে যেন তাই করে।

সহীহ, ইবনু মা-জাহ (১৮৫), বুখারী, মুসলিম।

আবূ ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান সহীহ্। আবুস সাইব বলেন, উপরোক্ত হাদীসটি একদিন ওয়াকী (রাহঃ) আমাদের নিকট 'আমাশের সূত্রে বর্ণনা করেন। বর্ণনাশেষে তিনি বলেন, যদি খুরাসানবাসী কোন ব্যক্তি এখানে উপস্থিত থাকে তাহলে সে যেন এ হাদীসটি খুরাসানে প্রচার করাকে সাওয়াবের কাজ মনে করে। কেননা, 'জাহমিয়া' সম্প্রদায়ের মানুষ এটা (মানুষের সাথে আল্লাহ্ তা'আলার কথা বলার বিষয়টি) অস্বীকার করে। আবুস সাইবের নাম সাল্ম ইবনু জুনাদা ইবনু সাল্ম ইবনু খালিদ ইবনু জাবির ইবনু সামুরা আল-কূফী।

٢٤١٦ – حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ : حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بْنُ نُمَيْرٍ أَبُو مِحْصَنٍ : حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ قَيْسٍ الرَّحَبِيُّ : حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : "لاَ تَزُولُ قَدَمُ ابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ، حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ : عَنْ عُمُرِهِ فِيمَ أَفْنَاهُ؟ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَ أَبْلاَهُ؟ وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ؟ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ؟ وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ؟".

– صحيح : "الصحيحة" (٩٤٦)، "التعليق الرغيب" (١/٧٦)، "الروض النضير" (٦٤٨).

২৪১৬। ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামাত দিবসে পাঁচটি বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ হওয়ার আগপর্যন্ত আদম সন্তানের পদদ্বয় আল্লাহ্ তা'আলার নিকট হতে সরতে পারবে না। তার জীবনকাল সম্পর্কে, কিভাবে অতিবাহিত করেছে? তার যৌবনকাল সম্পর্কে, কি কাজে তা বিনাশ করেছে; তার ধন-সম্পদ সম্পর্কে, কোথা হতে তা উপার্জন করেছে এবং তা কি কি খাতে খরচ করেছে এবং সে যত টুকু জ্ঞান অর্জন করেছিল সে মুতাবিক কি কি আমল করেছে।

সহীহ, সহীহাহ্ (৯৪৬), তা'লীকুর রাগীব (১/৭৬), বাওযুন নাযীর (৬৪৮)

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গারীব। আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ হাদীসটি শুধুমাত্র হুসাইন ইবনু কাইসের রিওয়ায়াত হিসাবে ইবনু মাসঊদ (রাঃ)-এর বরাতে (দায়িত্বে) জেনেছি। হাদীসের বর্ণনাকারী হুসাইন ইবনু কাইস তার স্মৃতিশক্তির দুর্বলতার জন্য সমালোচিত। আবূ বারযা ও আবূ সাঈদ (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে।

٢٤١٧ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ : أَخْبَرَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ : حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِيْ بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : "لَا تَزُوْلُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حَتّٰى يُسْأَلَ عَنْ عُمُرِهِ فِيْمَا أَفْنَاهُ؟ وَعَنْ عِلْمِهِ فِيْمَ فَعَلَ؟ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ اَيْنَ اكْتَسَبَهُ؟ وَفِيْمَ أَنْفَقَهُ؟ وَعَنْ جِسْمِهِ فِيْمَ أَبْلَاهُ؟".

– صحيح : المصدر نفسه، "تخريج اقتضاء العلم العمل" (١/١٥).

২৪১৭। আবূ বারযা আল-আসলামী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন বান্দার পদদ্বয় (কিয়ামাত দিবসে) এতটুকুও সরবে না, তাকে এ কয়টি বিষয় সম্পর্কে যে পর্যন্ত জিজ্ঞাসাবাদ না করা হবে ঃ কিভাবে তার জীবনকালকে

অতিবাহিত করেছে; তার অর্জিত জ্ঞান অনুযায়ী কি আমল করেছে; কোথা হতে তার ধন-সম্পদ উপার্জন করেছে ও কোন কোন খাতে ব্যয় করেছে এবং কি কি কাজে তার শরীর বিনাশ করেছে।

সহীহ, প্রাগুক্ত, তাখরীজ ইক্তিযাউল ইলমি আল-আমাল (১৫/১)।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্। সাঈদ ইবনু আবদুল্লাহ ইবনু জুরাইজ ছিলেন বসরার অধিবাসী এবং আবূ বারযা আল-আসলামী (রাঃ)-এর মুক্তদাস। আবূ বারযা (রাঃ)-এর নাম নাযলা ইবনু উবাইদ।

٢ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ شَأْنِ الْحِسَابِ وَالْقِصَاصِ
অনুচ্ছেদ ঃ ২ ॥ হিসাব-নিকাশ ও প্রতিশোধ প্রসঙ্গে

٢٤١٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْعَلَاءِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : "أَتَدْرُوْنَ مَا الْمُفْلِسُ؟"، قَالُوْا : اَلْمُفْلِسُ فِيْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! مَنْ لَّا دِرْهَمَ لَهُ، وَلَا مَتَاعَ، قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "اَلْمُفْلِسُ مِنْ أُمَّتِيْ : مَنْ يَّأْتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاتِهٖ وَصِيَامِهٖ وَزَكَاتِهٖ، وَيَأْتِيْ قَدْ شَتَمَ هٰذَا، وَقَذَفَ هٰذَا، وَأَكَلَ مَالَ هٰذَا، وَسَفَكَ دَمَ هٰذَا، وَضَرَبَ هٰذَا، فَيَقْعُدُ، فَيَقْتَصُّ هٰذَا مِنْ حَسَنَاتِهٖ، وَهٰذَا مِنْ حَسَنَاتِهٖ، فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُّقْتَصَّ مَا عَلَيْهِ مِنَ الْخَطَايَا؛ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ، فَطُرِحَ عَلَيْهِ، ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ".

- صحيح : "الصحيحة" (٨٤٥)، "أحكام الجنائز" (٤) م.

২৪১৮। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের প্রশ্ন করলেন, তোমরা কি জান, দেউলিয়া কে? তারা বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আমাদের মধ্যে দেউলিয়া হচ্ছে সেই ব্যক্তি যার দিরহামও (নগদ অর্থ)

নেই, কোন সম্পদও নেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আমার উম্মাতের মধ্যে সেই ব্যক্তি হচ্ছে দেউলিয়া যে কিয়ামাত দিবসে নামায, রোযা, যাকাতসহ বহু আমল নিয়ে উপস্থিত হবে এবং এর সাথে সে কাউকে গালি দিয়েছে, কাউকে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে, কারো সম্পদ আত্মসাৎ করেছে, কারো রক্ত প্রবাহিত (হত্যা) করেছে, কাউকে মারধর করেছে, ইত্যাদি অপরাধও নিয়ে আসবে। সে তখন বসবে এবং তার নেক আমল হতে এ ব্যক্তি কিছু নিয়ে যাবে, ও ব্যক্তি কিছু নিয়ে যাবে। এভাবে সম্পূর্ণ বদলা (বিনিময়) নেয়ার আগেই তার সৎ আমল নিঃশেষ হয়ে গেলে তাদের গুনাহসমূহ তার উপর চাপিয়ে দেয়া হবে, তারপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

সহীহ, সহীহাহ্ (৮৪৫), আহকামুল জানাইয (৪), মুসলিম।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

٢٤١٩ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، وَنَصْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْكُوفِيُّ، قَالَا : حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "رَحِمَ اللَّهُ عَبْدًا كَانَتْ لِأَخِيهِ عِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ فِي عِرْضٍ أَوْ مَالٍ، فَجَاءَهُ، فَاسْتَحَلَّهُ قَبْلَ أَنْ يُؤْخَذَ؛ وَلَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ، فَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَسَنَاتٌ؛ أُخِذَ مِنْ حَسَنَاتِهِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ؛ حَمَّلُوا عَلَيْهِ مِنْ سَيِّئَاتِهِمْ".

- صحيح : "الصحيحة" (٣٢٦٥).

২৪১৯। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সেই বান্দার উপর আল্লাহ তা'আলা রাহমাত বর্ষণ করুন, যে তার কোন ভাইয়ের মান-সম্মান ও ধন-সম্পদের ব্যাপারে যুলুম করেছে। কিয়ামাত দিবসে এ ব্যাপারে

তাকে পাকড়াও করার পূর্বেই যেন সে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির কাছে ক্ষমা চেয়ে নেয়। কারণ, সে স্থানে (আখিরাতে) দিরহাম, দীনারের (বিনিময় প্রদানের) ব্যবস্থা থাকবে না। সুতরাং তার কোন ভালো আমল থাকলে (যুলুমের পরিমাণ অনুযায়ী) তা নিয়ে যাওয়া হবে। আর যদি কোন ভালো আমল না থাকে, তাহলে মাযলুমদের গুনাহ তার উপর চাপিয়ে দেয়া হবে।

সহীহ, সহীহাহ্ (৩২৬৫)।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্ এবং সাঈদ আল-মাকবুরীর রিওয়ায়াত হিসাবে গারীব। মালিক ইবনু আনাস-সাঈদ আল-মাকবুরী হতে, তিনি আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে এই সূত্রেও উপরের হাদীসের মতোই বর্ণনা করেছেন।

٢٤٢٠ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْعَلَاءِ ابْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : "لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوْقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا، حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ".

– صحيح : "الصحيحة" (١٥٨٨).

২৪২০। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নিঃসন্দেহে (কিয়ামাত দিবসে) সকল হকদারের হক আদায় করা হবে। এমনকি শিংবিহীন বকরীর পক্ষে শিংবিশিষ্ট বকরীর (গুতোর) বদলা নেওয়া হবে।

সহীহ, সহীহাহ্ (১৫৮৮)।

আবূ যার ও আবদুল্লাহ ইবনু উনাইস (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা বলেন, আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটি হাসান সহীহ।

٢٤٢١ – حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ : أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ يَزِيْدَ بْنِ جَابِرٍ : حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ : حَدَّثَنَا

الْمِقْدَادُ- صَاحِبُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : "إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ؛ أُدْنِيَتِ الشَّمْسُ مِنَ الْعِبَادِ، حَتّٰى تَكُوْنَ قِيْدَ مِيْلٍ أَوِ اثْنَيْنِ - قَالَ سُلَيْمٌ : لاَ أَدْرِيْ أَيَّ الْمِيْلَيْنِ عَنٰى : أَمَسَافَةُ الْأَرْضِ، أَمِ الْمِيْلُ الَّذِيْ تُكْتَحَلُ بِهِ الْعَيْنُ، قَالَ -، فَتَصْهَرُهُمُ الشَّمْسُ، فَيَكُوْنُوْنَ فِي الْعَرَقِ بِقَدْرِ أَعْمَالِهِمْ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَّأْخُذُهُ إِلٰى عَقِبَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَّأْخُذُهُ إِلٰى رُكْبَتَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَّأْخُذُهُ إِلٰى حِقْوَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُّلْجِمُهُ إِلْجَامًا"، فَرَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُشِيْرُ بِيَدِهِ إِلٰى فِيْهِ؛ أَيْ : يُلْجِمُهُ إِلْجَامًا.

- صحيح : "الصحيحة" (١٣٨٢) م.

২৪২১। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী মিকদাদ (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ কিয়ামাত দিবসে সূর্যকে মানুষের এত নিকটে আনা হবে যে, তা মাত্র এক অথবা দুই মাইল ব্যবধানে থাকবে। সুলাইম ইবনু আমির (রাহঃ) বলেন, আমি জানি না উক্ত মাইল দ্বারা যামীনের দূরত্ব জ্ঞাপক মাইল বুঝানো হয়েছে, না চোখে সুরমা লাগানোর শলাকা বুঝানো হয়েছে। তিনি বলেন, সূর্য তাদের গলিয়ে দেবে। তারা তখন নিজেদের আমল (গুনাহ্) অনুপাতে ঘামের মধ্যে হাবুডুবু খাবে। আর তা কারো পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত, কারো হাঁটু পর্যন্ত, কারো কোমর পর্যন্ত এবং কারো মুখ পর্যন্ত ঘাম পৌঁছে লাগামের মতো বেষ্টন করবে। এই কথা বলার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর হাত দ্বারা মুখের দিকে ইশারা করেন, অর্থাৎ লাগামের মতো বেষ্টন করাকে বুঝালেন।

সহীহ, সহীহাহ্ (১৩৮২), মুসলিম।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্। আবূ সাঈদ ও ইবনু উমার (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে।

٢٤٢٢ - حَدَّثَنَا أَبُوْ زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ دُرُسْتَ الْبَصْرِيُّ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوْبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - قَالَ حَمَّادٌ : وَهُوَ عِنْدَنَا مَرْفُوْعٌ - : {يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ}، قَالَ : "يَقُوْمُوْنَ فِي الرَّشْحِ إِلَى أَنْصَافِ أُذَانِهِمْ".

- صحيح : "ابن ماجه" (٤٢٧٨) ق.

২৪২২। ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, হাম্মাদ (রাহঃ) বলেন, আমাদের নিকট এ হাদীসটি মারফূভাবে অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী হিসাবে বর্ণিত হয়েছে। "মানুষ যেদিন জগতসমূহের প্রতিপালকের সামনে দাঁড়াবে" (সূরা ঃ মুতাফফিফীন- ৬) আয়াত প্রসঙ্গে তিনি বলেন, মানুষ কানের অর্ধেক পর্যন্ত ঘামে ডুবে থাকাবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকবে।

সহীহ, ইবনু মা-জাহ (৪২৭৮), বুখারী, মুসলিম।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস হান্নাদ-ঈসা ইবনু ইউনুস হতে, তিনি ইবনু আওন হতে, তিনি নাফি হতে, তিনি ইবনু উমার (রাঃ) হতে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে এই সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

٣ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ شَأْنِ الْحَشْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩ ॥ হাশরের ময়দানের অবস্থা

٢٤٢٣ - حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ : حَدَّثَنَا أَبُوْ أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ النُّعْمَانِ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا؛ كَمَا خُلِقُوْا- ثُمَّ قَرَأَ {كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيْدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا

إِنَّا كُنَّا فَاعِلِيْنَ}-، وَأَوَّلُ مَنْ يُكْسٰى مِنَ الْخَلَائِقِ: إِبْرَاهِيْمُ، وَيُؤْخَذُ مِنْ أَصْحَابِيْ؟! بِرِجَالٍ ذَاتَ الْيَمِيْنِ، وَذَاتَ الشِّمَالِ، فَأَقُوْلُ : يَا رَبِّ! أَصْحَابِيْ، فَيُقَالُ : إِنَّكَ لَا تَدْرِيْ مَا أَحْدَثُوْا بَعْدَكَ؛ إِنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوْا مُرْتَدِّيْنَ عَلٰى أَعْقَابِهِمْ مُنْذُ فَارَقْتَهُمْ، فَأَقُوْلُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ : {إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ}.

– صحيح : ق.

২৪২৩। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামাত দিবসে মানুষকে খালি পায়ে, উলঙ্গ শরীরে ও খাৎনাবিহীন অবস্থায় হাযির করা হবে, যেভাবে প্রথমবার সৃষ্টি করা হয়েছিল। তারপর তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করেন ঃ "আমি যেভাবে প্রথমবার সৃষ্টির সূচনা করেছিলাম সেভাবেই আবার সৃষ্টি করব। প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করা আমার কর্তব্য, আমি তা পালন করবই" (সূরা ঃ আম্বিয়া– ১০৪)। ইবরাহীম (আঃ)-কে সকল সৃষ্টির মধ্যে সর্বপ্রথম পোশাক পরিধান করানো হবে। আমার সাহাবীগণের মধ্যকার কিছু সংখ্যক লোককে বন্দী করে ডানে-বামে নিয়ে যাওয়া হবে। তখন আমি বলব, হে প্রভু! এরা তো আমার অনুসারী। আমাকে তখন বলা হবে, আপনি তো জানেন না, আপনার পরে এরা যে কি সব বিদ'আতী কাজ করেছে। আপনি তাদের কাছ থেকে পৃথক হওয়ার পর হতে তারা পূর্বাবস্থায় ফিরে যেতে আরম্ভ করেছে। তখন আমি আল্লাহ্ তা'আলার সৎকর্মপরায়ণ বান্দাহ [ঈসা (আঃ)-এর] মতো বলব, (সূরা ঃ মাইদা– ১১৮) ঃ "আপনি যদি তাদের শাস্তি দেন তাহলে তারা তো আপনারই বান্দাহ, আর যদি তাদেরকে ক্ষমা করেন তাহলে নিশ্চয়ই আপনি মহা পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়"।

সহীহ, বুখারী, মুসলিম।

মুহাম্মাদ ইবনু বাশশার ও মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না-মুহাম্মাদ ইবনু জাফর হতে, তিনি শুবা হতে, তিনি মুগীরা ইবনু নু'মান হতে এই সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের মতোই বর্ণনা করেছেন।

٢٤٢٤ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ : حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ : أَخْبَرَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيْمٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : "إِنَّكُمْ مَحْشُوْرُوْنَ رِجَالاً وَرُكْبَانًا، وَتُجَرُّوْنَ عَلَى وُجُوْهِكُمْ".

– صحيح : "فضائل الشام" (١٣).

২৪২৪। বাহ্য ইবনু হাকীম (রাহঃ) হতে তার বাবা, অতঃপর তার দাদার সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ (কিয়ামাত দিবসে) তোমাদের পায়ে হাঁটিয়ে, সাওয়ারী হিসাবে এবং কিছু সংখ্যককে মুখের উপর উপুর করে টেনে হাযির করা হবে।

সহীহ, ফাযাইলুশ্‌শাম (১৩)।

আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

٥ – بَابٌ مِّنْهُ

অনুচ্ছেদ ঃ ৫ ॥ (সহজ হিসাব)

٢٤٢٦ – حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ : أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنِ ابْنِ أَبِيْ مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : "مَنْ نُوْقِشَ الْحِسَابَ؛ هَلَكَ". قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! إِنَّ اللّٰهَ – تَعَالَى – يَقُوْلُ : {فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِيْنِهِ. فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَّسِيْرًا}؟! قَالَ : "ذٰلِكَ الْعَرْضُ".

– صحيح : "ظلال الجنة" (٨٨٥) ق.

২৪২৬। আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ পুঙ্খানুপঙ্খভাবে যার হিসাব গ্রহণ করা হবে সে তো ধ্বংস হয়ে যাবে। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আল্লাহ্ তা'আলা তো বলেছেন, "যে ব্যক্তির ডানহাতে তার আমলনামা প্রদান করা হবে, খুব সহজেই তার হিসাব-নিকাশ হবে" (সূরা ঃ ইনশিকাক– ৭-৮)। তিনি বললেন ঃ সেটা তো শুধু নামমাত্র উপস্থাপন করা।

সহীহ, যিলালুল জান্নাত (৮৮৫), বুখারী, মুসলিম।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্। এ হাদীসটি ইবনু আবী মুলাইকার সূত্রে আইয়্যূব (রাহঃ)-ও বর্ণনা করেছেন।

٦ - بَابٌ مِّنْهُ

অনুচ্ছেদ ঃ ৬ ॥ একই বিষয় প্রসঙ্গে

٢٤٢٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ الْبَصْرِيُّ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ سُعَيْرٍ أَبُوْ مُحَمَّدٍ التَّمِيْمِيُّ الْكُوْفِيُّ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ، قَالَا : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "يُؤْتَى بِالْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَقُوْلُ اللّٰهُ لَهُ : أَلَمْ أَجْعَلْ لَكَ سَمْعًا وَّبَصَرًا، وَمَالًا وَّوَلَدًا، وَسَخَّرْتُ لَكَ الْأَنْعَامَ وَالْحَرْثَ، وَتَرَكْتُكَ تَرْأَسُ وَتَرْبَعُ، فَكُنْتَ تَظُنُّ أَنَّكَ مُلَاقِيْ يَوْمَكَ هٰذَا؟ قَالَ : فَيَقُوْلُ : لَا، فَيَقُوْلُ لَهُ : اَلْيَوْمَ أَنْسَاكَ كَمَا نَسِيْتَنِيْ".

– صحيح : "ظلال الجنة" (٦٣٢) م.

২৪২৮। আবূ হুরাইরা (রাঃ) ও আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তারা দুজনেই বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামাতের দিন কোন বান্দাকে উপস্থিত করা হবে। আল্লাহ

তা'আলা তাকে প্রশ্ন করবেন, আমি কি তোমাকে কান, চোখ, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্তুতি দেইনি এবং তোমার অধীনে জীব-জন্তু ও খেত-খামার দেইনি? তোমাকে তো স্বাধীনভাবে ছেড়ে রেখেছিলাম সর্দারী করতে এবং মানুষের নিকট হতে এক-চতুর্থাংশ গ্রহণ করতে (জাহিলী যুগের একটি রীতি)। তুমি কি ধারণা করতে যে, এই দিনে আমার সাথে তোমার সাক্ষাৎ হবে? সে বলবে, না। তিনি তাকে বলবেন, তুমি যেভাবে আমাকে ভুলে গিয়েছিলে, আমিও আজ তোমাকে ভুলে গেলাম।

সহীহ, যিলালুল জান্নাত (৬৩২), মুসলিম।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সহীহ্ গারীব। "তোমাকে ভুলে গেলাম" কথার অর্থ এই যে, আমি আজ তোমাকে শাস্তি প্রদান করলাম। আবূ ঈসা বলেন, কিছু আলিম ("আজ আমি তাদের ভুলে গেছি") (সূরা ঃ আরাফ– ৫১) আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, আজ আমি তাদের শাস্তি কার্যকর করলাম।

٨ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ شَأْنِ الصُّوْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৮ ॥ শিঙ্গার ফুৎকার প্রসঙ্গে

٢٤٣٠ - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ : أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَسْلَمَ الْعِجْلِيِّ، عَنْ بِشْرِ بْنِ شَغَافٍ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ : جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : مَا الصُّوْرُ؟ قَالَ : "قَرْنٌ يُنْفَخُ فِيْهِ".

- **صحيح** : "الصحيحة" (١٠٨٠).

২৪৩০। আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল 'আস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, কোন এক গ্রাম্য লোক নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে প্রশ্ন করল, শিঙ্গা কি? তিনি বললেন ঃ এটা একটা শিং যাতে ফুৎকার দেয়া হবে।

সহীহ, সহীহাহ্ (১০৮০)।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। একাধিক বর্ণনাকারী সুলাইমান আত-তাইমীর সূত্রে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আমরা এ হাদীসটি শুধুমাত্র তার রিওয়ায়াত হিসাবেই জেনেছি।

٢٤٣١ - حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ : أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَلَاءِ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : "كَيْفَ أَنْعَمُ، وَصَاحِبُ الْقَرْنِ قَدِ الْتَقَمَ الْقَرْنَ، وَاسْتَمَعَ الْإِذْنَ، مَتَى يُؤْمَرُ بِالنَّفْخِ فَيَنْفُخُ"، فَكَأَنَّ ذٰلِكَ ثَقُلَ عَلٰى أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ لَهُمْ : "قُوْلُوْا : حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ، عَلَى اللهِ تَوَكَّلْنَا".

- صحيح : "الصحيحة" (٢٠٧٩).

২৪৩১। আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি কিভাবে নিশ্চিন্তে আরাম করতে পারি, অথচ শিঙ্গাওয়ালা (ফিরিশতা ইসরাফীল আঃ) মুখে শিঙ্গা নিয়ে অধীর আগ্রহে কান পেতে শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়ার নির্দেশ শোনার অপেক্ষায় আছেন, কখন ফুঁ দেয়ার নির্দেশ প্রদান করা হবে, আর অমনি তিনি ফুঁ দিবেন। বিষয়টি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের নিকট অত্যন্ত ভীতিকর মনে হলো। তখন তিনি তাদেরকে বললেন ঃ তোমরা বল যে, আমাদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলাই যথেষ্ট, তিনি কতই না উত্তম কর্মবিধানকারী। আমরা আল্লাহ্ তা'আলার উপর ভরসা করলাম।

সহীহ, সহীহাহ্ (২০৭৯)।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। এ সূত্র ছাড়াও আতিয়্যা হতে, তিনি আবূ সাইদ (রাঃ) হতে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে এই সূত্রে হাদীসটি একইরকম বর্ণিত আছে।

٩ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ شَأْنِ الصِّرَاطِ
অনুচ্ছেদ ঃ ৯ ॥ পুলসিরাতের অবস্থা

٢٤٣٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الصَّبَّاحِ الْهَاشِمِيُّ : حَدَّثَنَا بَدَلُ بْنُ الْمُحَبَّرِ : حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ مَيْمُوْنِ الْأَنْصَارِيُّ أَبُو الْخَطَّابِ : حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ : سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَنْ يَّشْفَعَ لِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ فَقَالَ : "أَنَا فَاعِلٌ"، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللهِ! فَأَيْنَ أَطْلُبُكَ؟ قَالَ : "اُطْلُبْنِيْ- أَوَّلَ مَا تَطْلُبُنِيْ- عَلَى الصِّرَاطِ"، قَالَ : قُلْتُ : فَإِنْ لَّمْ أَلْقَكَ عَلَى الصِّرَاطِ؟ قَالَ : "فَاطْلُبْنِيْ عِنْدَ الْمِيْزَانِ"، قُلْتُ : فَإِنْ لَّمْ أَلْقَكَ عِنْدَ الْمِيْزَانِ؟ قَالَ : "فَاطْلُبْنِيْ عِنْدَ الْحَوْضِ؛ فَإِنِّيْ لاَ أُخْطِئُ هٰذِهِ الثَّلاَثَ الْمَوَاطِنَ".

- صحيح : "المشكاة" (٥٥٩٥)، "التعليق الرغيب" (٢١١/٤).

২৪৩৩। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট নিবেদন করলাম যে, তিনি যেন কিয়ামাত দিবসে আমার জন্য সুপারিশ করেন। তিনি বললেন, ঠিক আছে আমি সুপারিশ করব। আমি তাঁকে প্রশ্ন করলাম, হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আমি আপনাকে কোথায় খোঁজ করব? তিনি বললেন, তুমি সর্বপ্রথম আমাকে পুলসিরাতের সামনে খোঁজ করবে। আমি বললাম, পুলসিরাতে যদি আপনাকে না পাই? তিনি বললেন, তাহলে মীযানের ঐখানে খুঁজবে। আমি আবার বললাম, মীযানের ঐখানেও যদি আপনাকে না পাই? তিনি বললেন, তাহলে হাওযে কাওসারের সামনে খুঁজবে। আমি এ তিনটি জায়গার যে কোন একটিতে অবশ্যই উপস্থিত থাকব।

সহীহ, মিশকাত (৫৫৯৫), তা'লীকুর রাগীব (৪/২১১)।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব। আমরা এ হাদীসটি শুধুমাত্র উপরোক্ত সূত্রেই জেনেছি।

١٠ – بَابُ مَا جَاءَ فِي الشَّفَاعَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১০ ॥ শাফা'আত প্রসঙ্গে

٢٤٣٤ – أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ : أَخْبَرَنَا أَبُوْ حَيَّانَ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِيْ زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيْرٍ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : أُتِيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِلَحْمٍ، فَرُفِعَ إِلَيْهِ الذِّرَاعُ، فَأَكَلَهُ– وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ–، فَنَهَسَ مِنْهَا نَهْسَةً، ثُمَّ قَالَ : "أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، هَلْ تَدْرُوْنَ لِمَ ذَاكَ؟ يَجْمَعُ اللّٰهُ النَّاسَ الْأَوَّلِيْنَ وَالْآخِرِيْنَ فِيْ صَعِيْدٍ وَاحِدٍ، فَيُسْمِعُهُمُ الدَّاعِيْ، وَيَنْفُذُهُمُ الْبَصَرُ، وَتَدْنُو الشَّمْسُ مِنْهُمْ، فَبَلَغَ النَّاسُ مِنَ الْغَمِّ وَالْكَرْبِ مَا لَا يُطِيْقُوْنَ وَلَا يَحْتَمِلُوْنَ، فَيَقُوْلُ النَّاسُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ : أَلَا تَرَوْنَ مَا قَدْ بَلَغَكُمْ؟! أَلَا تَنْظُرُوْنَ مَنْ يَّشْفَعُ لَكُمْ إِلٰى رَبِّكُمْ؟! فَيَقُوْلُ النَّاسُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ : عَلَيْكُمْ بِآدَمَ، فَيَأْتُوْنَ آدَمَ، فَيَقُوْلُوْنَ : أَنْتَ أَبُو الْبَشَرِ، خَلَقَكَ اللّٰهُ بِيَدِهِ، وَنَفَخَ فِيْكَ مِنْ رُّوْحِهِ، وَأَمَرَ الْمَلَائِكَةَ، فَسَجَدُوْا لَكَ؛ اِشْفَعْ لَنَا إِلٰى رَبِّكَ، أَلَا تَرٰى مَا نَحْنُ فِيْهِ؟! أَلَا تَرٰى مَا قَدْ بَلَغَنَا؟! فَيَقُوْلُ لَهُمْ آدَمُ : إِنَّ رَبِّيْ قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا؛ لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ، وَلَنْ يَّغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنَّهُ قَدْ نَهَانِيْ عَنِ الشَّجَرَةِ فَعَصَيْتُ، نَفْسِيْ! نَفْسِيْ! نَفْسِيْ! اِذْهَبُوْا إِلٰى غَيْرِيْ؛ اِذْهَبُوْا إِلٰى نُوْحٍ، فَيَأْتُوْنَ نُوْحًا،

فَيَقُوْلُوْنَ : يَا نُوْحُ! أَنْتَ أَوَّلُ الرُّسُلِ إِلٰى أَهْلِ الْأَرْضِ، وَقَدْ سَمَّاكَ اللّٰهُ عَبْدًا شَكُوْرًا؛ اِشْفَعْ لَنَا إِلٰى رَبِّكَ، أَلَا تَرٰى إِلٰى مَا نَحْنُ فِيْهِ؟! أَلَا تَرٰى مَا قَدْ بَلَغَنَا؟! فَيَقُوْلُ لَهُمْ نُوْحٌ : إِنَّ رَبِّيْ قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا، لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَّغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنَّهُ قَدْ كَانَ لِيْ دَعْوَةٌ، دَعَوْتُهَا عَلٰى قَوْمِيْ، نَفْسِيْ! نَفْسِيْ! نَفْسِيْ! اِذْهَبُوْا إِلٰى غَيْرِيْ؛ اِذْهَبُوْا إِلٰى إِبْرَاهِيْمَ، فَيَأْتُوْنَ إِبْرَاهِيْمَ، فَيَقُوْلُوْنَ : يَا إِبْرَاهِيْمُ! أَنْتَ نَبِيُّ اللّٰهِ، وَخَلِيْلُهُ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ؛ اِشْفَعْ لَنَا إِلٰى رَبِّكَ، أَلَا تَرٰى مَا نَحْنُ فِيْهِ؟! فَيَقُوْلُ : إِنَّ رَبِّيْ قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا، لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَّغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنِّيْ قَدْ كَذَبْتُ ثَلَاثَ كَذِبَاتٍ -فَذَكَرَهُنَّ أَبُوْ حَيَّانَ فِي الْحَدِيْثِ -، نَفْسِيْ! نَفْسِيْ! نَفْسِيْ! اِذْهَبُوْا إِلٰى غَيْرِيْ؛ اِذْهَبُوْا إِلٰى مُوْسٰى، فَيَأْتُوْنَ مُوْسٰى، فَيَقُوْلُوْنَ : يَا مُوْسٰى! أَنْتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ، فَضَّلَكَ اللّٰهُ بِرِسَالَتِهِ وَبِكَلَامِهِ عَلَى الْبَشَرِ؛ اِشْفَعْ لَنَا إِلٰى رَبِّكَ، أَلَا تَرٰى مَا نَحْنُ فِيْهِ؟! فَيَقُوْلُ : إِنَّ رَبِّيْ قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا، لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَّغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنِّيْ قَدْ قَتَلْتُ نَفْسًا لَمْ أُوْمَرْ بِقَتْلِهَا، نَفْسِيْ! نَفْسِيْ! نَفْسِيْ! اِذْهَبُوْا إِلٰى غَيْرِيْ، اِذْهَبُوْا إِلٰى عِيْسٰى، فَيَأْتُوْنَ عِيْسٰى، فَيَقُوْلُوْنَ : يَا عِيْسٰى! أَنْتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلٰى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِّنْهُ، وَكَلَّمْتَ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ؛ اِشْفَعْ لَنَا إِلٰى رَبِّكَ، أَلَا تَرٰى مَا نَحْنُ فِيْهِ؟! فَيَقُوْلُ عِيْسٰى : إِنَّ رَبِّيْ قَدْ غَضِبَ

الْيَوْمَ غَضَبًا، لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ-، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ ذَنْبًا-، نَفْسِي! نَفْسِي! نَفْسِي! اِذْهَبُوْا إِلَى غَيْرِي؛ اِذْهَبُوْا إِلَى مُحَمَّدٍ-، قَالَ-، فَيَأْتُوْنَ مُحَمَّدًا، فَيَقُوْلُوْنَ : يَا مُحَمَّدُ! أَنْتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ، وَخَاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ، وَقَدْ غُفِرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ؛ اِشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلَا تَرَى مَا نَحْنُ فِيْهِ؟! فَأَنْطَلِقُ، فَآتِي تَحْتَ الْعَرْشِ، فَأَخِرُّ سَاجِدًا لِرَبِّيْ، ثُمَّ يَفْتَحُ اللّٰهُ عَلَيَّ مِنْ مَحَامِدِهِ، وَحُسْنِ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ شَيْئًا لَمْ يَفْتَحْهُ عَلَى أَحَدٍ قَبْلِيْ، ثُمَّ يُقَالُ : يَا مُحَمَّدُ! اِرْفَعْ رَأْسَكَ، سَلْ؛ تُعْطَهُ، وَاشْفَعْ؛ تُشَفَّعْ، فَأَرْفَعُ رَأْسِيْ، فَأَقُوْلُ : يَا رَبِّ! أُمَّتِيْ؟! يَا رَبِّ! أُمَّتِيْ؟! يَا رَبِّ! أُمَّتِيْ، فَيَقُوْلُ : يَا مُحَمَّدُ! أَدْخِلْ مِنْ أُمَّتِكَ مَنْ لَا حِسَابَ عَلَيْهِ مِنَ الْبَابِ الْأَيْمَنِ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ؛ وَهُمْ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيْمَا سِوَى ذٰلِكَ مِنَ الْأَبْوَابِ-، ثُمَّ قَالَ-: وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ؛ مَا بَيْنَ الْمِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيْعِ الْجَنَّةِ؛ كَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَهَجَرَ، وَكَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَبُصْرَى".

- صحيح : "تخريج الطحاوية" (١٩٨)، "ظلال الجنة" (٨١١)

২৪৩৪। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, কোন এক সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে গোশত আনা হলো। তারপর তাঁকে সামনের একটি রান উঠিয়ে দেয়া হলো। তিনি তা খুবই পছন্দ করতেন– আর তিনি তা দাঁত দিয়ে ছিড়ে ছিড়ে খেতে থাকলেন। তারপর তিনি বললেন ঃ কিয়ামাত দিবসে আমিই হবো সকল মানুষের নেতা। তোমরা কি জান এর কারণ কি? আল্লাহ তা'আলা সেদিন পূর্বেকার ও পরের সকল মানুষকে এক জায়গায় সমবেত করবেন।

একজনের আওয়াজই সবার কাছে পৌঁছে যাবে এবং সবাই একজনের দৃষ্টিসীমার মধ্যে থাকবে।

সূর্য তাদের খুব নিকটে এসে যাবে। মানুষ সীমাহীন দুর্ভোগ ও সামর্থ্যের অতীত দুর্ভাবনায় পড়ে যাবে এবং ধৈর্যহারা হয়ে পড়বে। তারা পরস্পরকে বলবে, তোমরা কি এ দুঃসহ বিপদ দেখতে পাচ্ছ না? তোমাদের প্রভুর নিকট তোমাদের জন্য সুপারিশ করতে পারে এরূপ কাউকে খুঁজে দেখছ না কেন? লোকেরা একে অপরকে বলবে, তোমাদের উচিত আদম (আঃ)-এর কাছে যাওয়া। অতএব, তারা আদম (আঃ)-এর নিকট গিয়ে বলবে, আপনি তো মানব জাতির আদি পিতা। আল্লাহ তা'আলা আপনাকে তাঁর নিজ হাতে বানিয়েছেন এবং আপনার মধ্যে তাঁর সৃষ্ট রূহ্ ফুঁকে দিয়েছেন। তারপর ফিরিশতাদের নির্দেশ দিলে তারা আপনাকে সাজদাহ করেছেন। আপনি আমাদের জন্য আপনার প্রভুর নিকট সুপারিশ করুন। আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন না আমরা কি অবস্থার মধ্যে পতিত আছি? আপনি কি লক্ষ্য করছেন না আমরা দুঃখ-দুর্দশার শেষ সীমায় পৌঁছে গেছি! আদম (আঃ) তাদেরকে বলবেন, আমার প্রভু তো আজ এতই ক্রোধান্বিত হয়েছেন যেরূপ ইতিপূর্বে আর কখনো হননি এবং পরেও কখনো হবেন না। তিনি আমাকে একটি গাছের ব্যাপারে (তার ফল খেতে) নিষেধ করেছিলেন। আমি সেটা অমান্য করেছি। নাফসী, নাফসী, নাফসী (অর্থাৎ– আমারই তো কোন উপায় দেখছি না)। তোমরা অন্য কারো নিকটে যাও। তোমরা বরং নূহ্ (আঃ)-এর নিকট যাও। তারা তখন নূহ (আঃ)-এর নিকট গিয়ে বলবে, হে নূহ! আপনি তো দুনিয়াবাসীদের জন্য প্রথম রাসূল। আল্লাহ তা'আলা আপনাকে 'আব্দ শাকূর' (কৃতজ্ঞ বান্দাহ) উপাধি দিয়েছেন, আপনি আমাদের জন্য আপনার প্রভুর নিকট সুপারিশ করুন। আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন না যে, আমরা কি অবস্থায় পতিত আছি, আপনি কি লক্ষ্য করছেন না আমরা দুঃখ-দুর্দশার শেষ সীমায় পৌঁছে গেছি! নূহ্ (আঃ) তাদেরকে বলবেন, আজ আমার প্রতিপালক এতই রাগান্বিত হয়েছেন যেমনটি এরপূর্বে আর কখনো হননি এবং পরেও হবেন না। আমাকে একটি দু'আ করার অধিকার দেয়া হয়েছিল (যে উদ্দেশ্যেই দু'আ করব আল্লাহ্ তা'আলা তা ক্ববূল করবেন বলে অঙ্গীকার ছিল)। কিন্তু আমি আমার উম্মাতের বিরুদ্ধে সেই দু'আ

করেছি। নাফসী, নাফসী, নাফসী। তোমরা অন্য কারো কাছে যাও। তোমরা বরং ইবরাহীম (আঃ)-এর নিকট যাও। তারা ইবরাহীম (আঃ)-এর নিকট গিয়ে বলবে, হে ইবরাহীম! আপনি আল্লাহ্‌র নাবী এবং দুনিয়াবাসীদের মধ্যে তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু। আমরা কি অবস্থার মধ্যে পতিত আছি আপনি দেখতে পাচ্ছেন না? আপনি আমাদের জন্য আপনার প্রভুর নিকট সুপারিশ করুন। তিনি বলবেন, আমার পরোয়ারদিগার আজ এতই রাগন্বিত হয়েছেন, যেমনটি এরপূর্বে তিনি আর কখনো হননি এবং পরেও কখনো হবেন না। আমি তিনটি মিথ্যা কথা বলেছি। আবূ হাইয়্যান তাঁর বর্ণিত হাদীসে সেগুলো উল্লেখ করেছেন। নাফসী, নাফসী, নাফসী (আমি আজ আমার নিজের চিন্তায় অস্থির)। তোমরা বরং অন্য কারো নিকট যাও, তোমরা মূসা (আঃ)-এর নিকট যাও। তখন তারা মূসা (আঃ)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলবে, হে মূসা! আপনি তো আল্লাহ্‌র রাসূল, আল্লাহ তাঁর রিসালাত ও বাক্যালাপ দ্বারা আপনাকে মানুষের উপর মর্যাদা প্রদান করেছেন। আপনি কি আমাদের প্রাণান্তকর এ করুণ অবস্থা দেখছেন না? আপনি আমাদের জন্য আপনার প্রভুর নিকট সুপারিশ করুন। তিনি বলবেন, আল্লাহ্ তা'আলা তো আজ এতই ক্রোধান্বিত হয়েছেন, যেমনটি এরপূর্বে তিনি আর কখনো হননি আর পরেও হবেন না। আমি তো এক লোককে হত্যা করেছি। অথচ তাকে হত্যার নির্দেশ আমাকে প্রদান করা হয়নি। নাফসী, নাফসী, নাফসী। তোমরা বরং অন্য কারো নিকট যাও। তোমরা ঈসা (আঃ)-এর নিকট যাও। তখন ঈসা (আঃ)-এর নিকট গিয়ে তারা বলবে, হে ঈসা! আপনি আল্লাহ্‌র রাসূল, তাঁর একটি বাণী যা তিনি মারইয়ামের গর্ভে নিক্ষেপ করেছেন এবং তাঁর সৃষ্ট আত্মা। আপনি দোলনায় থাকাবস্থায় মানুষের সাথে কথা বলেছেন। আপনি কি আমাদের এ করুণ অবস্থা দেখছেন না? আপনি আমাদের জন্য আপনার প্রভুর নিকট সুপারিশ করুন। তখন ঈসা (আঃ) বলবেন, আমার পরোয়ারদিগার আজ এতই রাগান্বিত হয়েছেন, যেমনটি এর আগে তিনি আর কখনো হননি এবং পরে কখনো হবেন না। তিনি কোন গুনাহের কথা উল্লেখ করবেন না। তিনি বললেন, নাফসী, নাফসী, নাফসী। তোমরা অন্য কারো নিকট যাও। তোমরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যাও। তখন তারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হাযির হয়ে

বলবে, হে মুহাম্মাদ! আপনি আল্লাহ্‌র রাসূল, নাবীগণের মধ্যে সর্বশেষ নাবী, আপনার পূর্বাপর সমস্থ গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়েছে। আপনি কি দেখছেন না আমরা কি অবস্থায় পতিত আছি! আপনি আমাদের জন্য আপনার প্রভুর নিকট সুপারিশ করুন। তখন আমি রাওয়ানা হয়ে আরশের নীচে উপস্থিত হবো। তারপর আমার প্রভুর উদ্দেশ্যে সাজদায় লুটিয়ে পড়ব। তারপর আল্লাহ তা'আলা আমার জন্য তাঁর প্রশংসা ও সর্বোত্তম গুণগানের এমন কিছু উম্মুক্ত করে দিবেন যা আমার পূর্বে আর কারো জন্য উম্মুক্ত করা হয়নি। তারপর বলা হবে, হে মুহাম্মাদ! তুমি মাথা উঠাও এবং আবেদন কর, তোমার আবেদন পূরণ করা হবে, সুপারিশ কর তোমার সুপারিশ ক্বূল করা হবে। তারপর আমি মাথা তুলে বলব, হে পরোয়ারদিগার! আমার উম্মাত, হে পরোয়ারদিগার! আমার উম্মাত (তাদের রক্ষা করুন)। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, হে মুহাম্মাদ! তোমার উম্মাতের মধ্যে যাদের কোন হিসাব-নিকাশ নেই তাদেরকে তুমি জান্নাতের ডান দরজা দিয়ে প্রবেশ করাও। অধিকন্তু তারা অন্য মানুষের সাথে শরীক হয়ে অন্যান্য দরজা দিয়ে প্রবেশ করার অধিকারও পাবে। তারপর তিনি বললেন, যাঁর হাতে আমার প্রাণ সেই মহান সত্তার শপথ! জান্নাতের দরজার দুটি চৌকাঠের মধ্যকার ব্যবধান মক্কা ও হাজার এবং মক্কা ও বুসরার মধ্যকার ব্যবধানের সমান।

সহীহ, তাখরীজ তাহাভীয়া (১৯৮), যিলালুল জান্নাত (৮১১)।

আবূ বাক্‌র সিদ্দীক, আনাস, উক্‌বা ইবনু আমির ও আবূ সাঈদ (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্। আবূ হাইয়্যান আত-তাইমীর নাম ইয়াহ্ইয়া ইবনু সাঈদ ইবনু হাইয়্যান। তিনি কূফার অধিবাসী এবং বিশ্বস্ত বর্ণনাকারী। আবূ যুরআ ইবনু আমর ইবনু জারীর-এর নাম হারিম।

١١ – بَابٌ مِّنْهُ

অনুচ্ছেদ ঃ ১১ ॥ (কাবীরা গুনাহের অপরাধীদের জন্য শাফায়াত)

٢٤٣٥ – حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ الْعَنْبَرِيُّ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ،

عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "شَفَاعَتِيْ؛ لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِيْ".

- صحيح : "المشكاة" (٥٥٩٩)، "الظلال" (٨٣١-٨٣٢)، "الروض النضير" (٦٥).

২৪৩৫। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার উম্মাতের মধ্যে আমার শাফা'আত রয়েছে কাবীরা গুনাহের অপরাধীদের জন্য।

সহীহ, মিশকাত (৫৫৯৯), আযযিলাল (৮৩১-৮৩২), রাওযুন নাযীর (৬৫)

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্ এবং এ সূত্রে গারীব। জাবির (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে।

٢٤٣٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُد الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "شَفَاعَتِيْ؛ لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِيْ".

- صحيح : "المشكاة" (٥٥٩٩)، "الظلال" (٨٣١-٨٣٢)، "الروض النضير" (٦٥).

২৪৩৬। জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার উম্মাতের মধ্যে কাবীরা গুনাহগারদের জন্যই আমার সুপারিশ।

সহীহ, প্রাগুক্ত।

মুহাম্মাদ ইবনু আলী বলেন, জাবির (রাঃ) আমাকে বললেন, হে মুহাম্মাদ ইবনু আলী! যে লোক কাবীরা গুনাহ্ করে নাই তার সুপারিশের কি দরকার?

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি উক্ত সূত্রে হাসান গারীব। এটিকে জাফর ইবনু মুহাম্মাদের রিওয়ায়াতের হিসাবেই গারীব বলা হয়েছে।

١٢ - بَابٌ مِنْهُ

অনুচ্ছেদ ঃ ১২ ॥ (সত্তরহাজার লোক বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে)

٢٤٣٧ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْأَلْهَانِيِّ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ يَقُوْلُ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : "وَعَدَنِيْ رَبِّيْ أَنْ يُدْخِلَ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِيْ سَبْعِيْنَ أَلْفًا، لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ وَلَا عَذَابَ؛ مَعَ كُلِّ أَلْفٍ سَبْعُوْنَ أَلْفًا، وَثَلَاثُ حَثَيَاتٍ مِنْ حَثَيَاتِهِ".

- صحيح : "ابن ماجه" (٤٢٨٦).

২৪৩৭। আবূ উমামা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ আমার প্রভূ আমার সাথে অঙ্গীকার করেছেন যে, তিনি আমার উম্মাতের মধ্যে সত্তরহাজার লোককে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যাদের কোন হিসাবও নেয়া হবে না এবং শাস্তিও প্রদান করা হবে না। আর প্রতি হাজারের সাথে থাকবে আরো সত্তরহাজার। আর আমার পরোয়ারদিগারের দুই হাতের মুঠির তিনমুঠি পরিমাণ।

সহীহ, ইবনু মা-জাহ (৪২৮৬)।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব।

٢٤٣٨ - حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ شَقِيْقٍ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ رَهْطٍ بِإِيْلِيَاءَ، فَقَالَ

رَجُلٌ مِّنْهُمْ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : "يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَةِ رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَكْثَرُ مِنْ بَنِيْ تَمِيْمٍ"، قِيْلَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! سِوَاكَ؟ قَالَ : "سِوَايَ". فَلَمَّا قَامَ؛ قُلْتُ : مَنْ هٰذَا؟ قَالُوْا : هٰذَا ابْنُ أَبِي الْجَذْعَاءِ.

– صحيح : "ابن ماجه" (٤٣١٦).

২৪৩৮। আবদুল্লাহ ইবনু শাকীক্ব (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি একটি দলের সাথে ইলিয়া (বাইতুল মাকদিসের একটি নগর) নামক জায়গায় অবস্থান করছিলাম। দলের একজন লোক বলল, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ আমার উম্মাতের একজন লোকের সুপারিশে তামীম বংশের সকল ব্যক্তির চেয়ে বেশি সংখ্যক ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে। প্রশ্ন করা হলো, হে আল্লাহ্র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আপনি ব্যতীত অন্য কারো সুপারিশে? তিনি বললেন, হ্যাঁ আমি ছাড়াই। বর্ণনাকারী বলেন, তারপর বর্ণনাকারী উঠে দাঁড়ালে আমি প্রশ্ন করলাম, ইনি কে? লোকেরা বলল, ইনি হলেন ইবনু আবুল জায'আ (রাঃ)।

সহীহ, ইবনু মা-জাহ (৪৩১৬)।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্ গারীব। ইবনু আবুল জায'আ হলেন আবদুল্লাহ (রাঃ)। আমরা তাঁর নিকট হতে এই একটি হাদীসই জেনেছি।

١٣ – بَابٌ مِّنْهُ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩ ॥ (আমি শাফা'আতের প্রস্তাবই গ্রহণ করলাম)

٢٤٤١ – حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ سَعِيْدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْمَلِيْحِ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "أَتَانِيْ آتٍ مِنْ عِنْدِ رَبِّيْ، فَخَيَّرَنِيْ بَيْنَ أَنْ يُّدْخِلَ نِصْفَ أُمَّتِي الْجَنَّةَ وَبَيْنَ

الشَّفَاعَةِ، فَاخْتَرْتُ الشَّفَاعَةَ، وَهِيَ لِمَنْ مَاتَ لاَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا".

– صحيح : "ابن ماجه" (٤٣١٧).

২৪৪১। আওফ ইবনু মালিক আল-আশজাঈ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে একজন আগন্তুক আমার সামনে আসলেন এবং দুইটি প্রস্তাবের যে কোন একটি গ্রহণের ইখতিয়ার (স্বাধীনতা) দিলেন ঃ (১) হয় আমার উম্মাতের অর্ধেক সংখ্যক ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে অথবা (২) আমার সুপারিশের সুযোগ থাকবে। আমি সুপারিশ করাকেই বেছে নিলাম। আর তা হবে সেই সকল ব্যক্তির জন্য যে সকল ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার সাথে কোন শরীক না করে মৃত্যুবরণ করেছে।

সহীহ, ইবনু মা-জাহ (৪৩১৭)।

এ হাদীসটি আবুল মালীহ (রাহঃ) হতে অপর এক সাহাবীর বরাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত আছে। এই সূত্রে আওফ ইবনু মালিক (রাঃ)-এর উল্লেখ নেই। হাদীসটিতে আরো বিস্তৃত বিবরণ আছে। উপরোক্ত হাদীসের ন্যায় হাদীস কুতাইবা-আবূ আওয়ানা হতে, তিনি কাতাদা হতে, তিনি আবুল মালীহ হতে, তিনি আওফ ইবনু মালিক (রাঃ) হতে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে এই সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

١٤ – بَابُ مَا جَاءَ فِيْ صِفَةِ الْحَوْضِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪ ॥ হাওযে কাওসারের বর্ণনা

٢٤٤٢ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ : حَدَّثَنِيْ أَبِيْ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : "إِنَّ فِيْ حَوْضِي مِنَ الْأَبَارِيْقِ؛ بِعَدَدِ نُجُوْمِ السَّمَاءِ".

– صحيح : "ابن ماجه" (٤٣٠٤) ق.

২৪৪২। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার হাওযে কাওসারের পাশে আকাশের তারকার সমসংখ্যক পানপাত্র রয়েছে।

সহীহ, ইবনু মা-জাহ (৪৩০৪), বুখারী, মুসলিম।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্ এবং উপরোক্ত সূত্রে গারীব।

٢٤٤٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نِيزَكَ الْبَغْدَادِيُّ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ الدِّمَشْقِيُّ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : "إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوْضًا، وَإِنَّهُمْ يَتَبَاهَوْنَ؛ أَيُّهُمْ أَكْثَرُ وَارِدَةً؟! وَإِنِّي أَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ وَارِدَةً".

- صحيح : "تخريج الطحاوية" (١٩٧)، "المشكاة" (٥٥٩٤)، "الصحيحة" (١٥٨٩).

২৪৪৩। সামুরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ প্রত্যেক নাবীর জন্য একটি করে হাওয হবে। আর এ নিয়ে তাঁরা পরস্পর গর্ববোধ করবেন যে, কার হাওযে কত বেশি লোক অবতরণ করবে। আমি দৃঢ়ভাবে আশা করি যে, আমার হাওযেই সবচেয়ে বেশি সংখ্যক লোক আসবে।

সহীহ, তাখরীজু তাহাভীয়া (১৯৭), মিশকাত (৫৫৯৪), সহীহাহ্ (১৫৮৯)।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গারীব। এ হাদীসটি আশআস ইবনু মালিক (রাহঃ) হাসান বাসরীর বরাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে 'মুরসাল' হিসাবে বর্ণনা করেছেন। এই সূত্রে সামুরা (রাঃ)-এর উল্লেখ নেই এবং এটিই সহীহ্।

١٥ - بَابُ مَا جَاءَ فِيْ صِفَةِ أَوَانِي الْحَوْضِ
অনুচ্ছেদ ঃ ১৫ ॥ হাওযের পানপাত্রের বর্ণনা

٢٤٤٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُهَاجِرِ، عَنِ الْعَبَّاسِ، عَنْ أَبِيْ سَلاَّمٍ الْحَبْشِيِّ، قَالَ : بَعَثَ إِلَيَّ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ، فَحُمِلْتُ عَلَى الْبَرِيْدِ، قَالَ : فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ؛ قَالَ : يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ! لَقَدْ شَقَّ عَلَى مَرْكَبِي الْبَرِيْدَ، فَقَالَ : يَا أَبَا سَلاَّمٍ! مَا أَرَدْتُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ، وَلٰكِنْ بَلَغَنِيْ عَنْكَ حَدِيْثٌ تُحَدِّثُهُ عَنْ ثَوْبَانَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْحَوْضِ، فَأَحْبَبْتُ أَنْ تُشَافِهَنِيْ بِهِ، قَالَ أَبُوْ سَلاَّمٍ : حَدَّثَنِيْ ثَوْبَانُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : "حَوْضِيْ مِنْ عَدَنَ إِلٰى عَمَّانَ الْبَلْقَاءِ، مَاؤُهُ أَشَدُّ بَيَاضًا مِّنَ اللَّبَنِ، وَأَحْلٰى مِنَ الْعَسَلِ، وَأَكَاوِيْبُهُ عَدَدُ نُجُوْمِ السَّمَاءِ، مَنْ شَرِبَ مِنْهُ شَرْبَةً؛ لَمْ يَظْمَأْ بَعْدَهَا أَبَدًا، أَوَّلُ النَّاسِ وُرُوْدًا عَلَيْهِ؛ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِيْنَ، الشُّعْثُ رُءُوْسًا، الدُّنْسُ ثِيَابًا، الَّذِيْنَ لاَ يَنْكِحُوْنَ الْمُتَنَعِّمَاتِ، وَلاَ تُفْتَحُ لَهُمُ السُّدَدُ".

قَالَ عُمَرُ : لٰكِنِّيْ نَكَحْتُ الْمُتَنَعِّمَاتِ، وَفُتِحَ لِيَ السُّدَدُ، وَنَكَحْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ عَبْدِ الْمَلِكِ، لاَ جَرَمَ أَنِّيْ لاَ أَغْسِلُ رَأْسِيْ حَتّٰى يَشْعَثَ، وَلاَ أَغْسِلُ ثَوْبِيَ الَّذِيْ يَلِيْ جَسَدِيْ حَتّٰى يَتَّسِخَ!

• صحيح؛ المرفوع منه : "ابن ماجه" (٤٣٠٣).

২৪৪৪। আবূ সাল্লাম আল-হাবশী (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, উমার ইবনু আবদুল আযীয (রাহঃ) এক ব্যক্তিকে প্রেরণ করেন আমাকে তাঁর সাথে সাক্ষাতের জন্য নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে। সে একটি খচ্চরের পিঠে আমাকে বহন করিয়ে নিয়ে চললো। তারপর তিনি (আবূ সাল্লাম) খালীফার দরবারে হাযির হয়ে বললেন, আমীরুল মু'মিনীন! আমাকে এই খচ্চরের পিঠে সাওয়ার হয়ে আসতে খুবই কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে। তিনি বললেন, হে আবূ সাল্লাম! আমি আপনাকে কষ্ট দেয়ার উদ্দেশ্যে এখানে আনিনি, বরং আমি শুনতে পেলাম, আপনি নাকি হাওযে কাওসার সম্পর্কে সাওবান (রাঃ)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন? অতএব, আমি পছন্দ করলাম যে, আপনি আমার সামনে তা বর্ণনা করবেন। আবূ সাল্লাম বলেন, সাওবান (রাঃ) আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ইয়ামান দেশের আদান হতে সিরিয়ার অন্তর্গত বালকা শহরের আম্মান নামক জায়গার দূরত্বের সমান হবে আমার হাওযের দৈর্ঘ্য-প্রস্থের পরিমাণ। এর পানির রং দুধের চেয়ে সাদা, মধুর চেয়ে মিষ্টি এবং পানপাত্রের সংখ্যা হবে আকাশের তারকার সমসংখ্যক। যে ব্যক্তি তা হতে এক ঢোক পানি পান করবে, সে আর কখনো পিপাসার্ত হবে না। সর্বপ্রথম এর পানি পানের সৌভাগ্য অর্জন করবে দরিদ্র মুহাজিরগণ, যাদের মাথার চুল উষ্কখুষ্ক, পোশাক ধূলিমলিন, যারা ধনীর দুলালীদের বিয়ে করেননি এবং যাদের জন্য বন্ধ দরজা খোলা হতো না। উমার (রাহঃ) বলেন, কিন্তু আমি তো সুখ-স্বাচ্ছন্দে লালিতা-পালিতাকে বিয়ে করেছি, আমার জন্য বন্ধ দরজা খোলা হয়, আমি খালীফা আবদুল মালিকের আদরের দুলালী ফাতিমাকে বিয়ে করেছি। আমার মাথার চুল ধূলিমলিন হওয়ার আগ পর্যন্ত তা ধুবো না এবং আমার পরনের জামা ময়লাযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত ধুবো না।

হাদীসের মারফূ অংশটুকু সহীহ, ইবনু মা-জাহ (৪৩০৩)।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি এই সূত্রে গারীব। এ হাদীসটি মা'দান ইবনু আবী তালহা হতে সাওবান (রাঃ) এর বরাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত আছে। আবূ সাল্লাম আল-হাবশীর নাম মামতূর, তিনি সিরিয়ার অধিবাসী এবং নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী।

٢٤٤٥ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا أَبُوْ عَبْدِ الصَّمَدِ الْعَمِّيُّ عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ : حَدَّثَنَا أَبُوْ عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! مَا آنِيَةُ الْحَوْضِ؟ قَالَ : "وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ؛ لَآنِيَتُهُ أَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ نُجُوْمِ السَّمَاءِ وَكَوَاكِبِهَا فِيْ لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ مُصْحِيَةٍ مِنْ آنِيَةِ الْجَنَّةِ، مَنْ شَرِبَ مِنْهَا شَرْبَةً؛ لَمْ يَظْمَأْ آخِرَ مَا عَلَيْهِ، عَرْضُهُ مِثْلُ طُوْلِهِ مَا بَيْنَ عُمَانَ إِلٰى أَيْلَةَ، مَاؤُهُ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ، وَأَحْلٰى مِنَ الْعَسَلِ".

– صحيح : "الظلال" (٧٢١) م.

২৪৪৫। আবূ যার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি প্রশ্ন করলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! হাওযে কাওসারের পানপাত্রের সংখ্যা কত হবে? তিনি বললেন ঃ সেই মহান সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! অন্ধকার রাতের আকাশের গ্রহ ও তারকারাজির সংখ্যার চেয়েও বেশি হবে এর পানপাত্রের সংখ্যা। আর সেগুলো হবে জান্নাতের পাত্র। তা হতে যে লোক একবার পান করবে, সে তার জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আর কখনো তৃষ্ণার্ত হবে না। এর দৈর্ঘ্য-প্রস্থ সমান যা সিরিয়ার অন্তর্গত 'আম্মান' হতে ইয়ামানের 'আইলার' (দূরত্বের) সমান। এর পানি হবে দুধের চেয়েও সাদা এবং মধুর চেয়েও মিষ্টি।

সহীহ, আযযিলাল (৭২১), মুসলিম।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্ গারীব। হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান, আবদুল্লাহ ইবনু আমর, আবূ বারযা আল-আস্‌লামী, ইবনু উমার, হারিসা ইবনু ওয়াহ্‌ব ও আল-মুসতাওরিদ ইবনু শাদ্দাদ (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে। ইবনু উমার (রাঃ)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত হাদীসে এ কথাটুকু উল্লেখ আছে ঃ "কূফা ও হাজরে আসওয়াদের মধ্যকার দূরত্বের সমান হবে আমার হাওযের বিস্তৃতি"।

١٦ - بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬ ॥ (এই উম্মাতের সত্তরহাজার বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে)

٢٤٤٦ - حَدَّثَنَا أَبُوْ حَصِيْنٍ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يُوْنُسَ - كُوْفِيٌّ -: حَدَّثَنَا عَبْثَرُ بْنُ الْقَاسِمِ : حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ - هُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ -، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : لَمَّا أُسْرِيَ بِالنَّبِيِّ ﷺ؛ جَعَلَ يَمُرُّ بِالنَّبِيِّ وَالنَّبِيَّيْنِ؛ وَمَعَهُمُ الْقَوْمُ، وَالنَّبِيِّ وَالنَّبِيَّيْنِ؛ وَمَعَهُمُ الرَّهْطُ، وَالنَّبِيِّ وَالنَّبِيَّيْنِ؛ وَلَيْسَ مَعَهُمْ أَحَدٌ، حَتّٰى مَرَّ بِسَوَادٍ عَظِيْمٍ، فَقُلْتُ : مَنْ هٰذَا؟ قِيْلَ : مُوْسٰى وَقَوْمُهُ، وَلٰكِنِ ارْفَعْ رَأْسَكَ، فَانْظُرْ، قَالَ : فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيْمٌ قَدْ سَدَّ الْأُفُقَ مِنْ ذَا الْجَانِبِ، وَمِنْ ذَا الْجَانِبِ، فَقِيْلَ : هٰؤُلَاءِ أُمَّتُكَ، وَسِوٰى هٰؤُلَاءِ مِنْ أُمَّتِكَ سَبْعُوْنَ أَلْفًا، يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ، فَدَخَلَ، وَلَمْ يَسْأَلُوْهُ، وَلَمْ يُفَسِّرْ لَهُمْ، فَقَالُوْا : نَحْنُ هُمْ، وَقَالَ قَائِلُوْنَ : هُمْ أَبْنَاؤُنَا الَّذِيْنَ وُلِدُوْا عَلَى الْفِطْرَةِ وَالْإِسْلَامِ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ، فَقَالَ : "هُمُ الَّذِيْنَ لَا يَكْتَوُوْنَ، وَلَا يَسْتَرْقُوْنَ، وَلَا يَتَطَيَّرُوْنَ، وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ"، فَقَامَ عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنٍ، فَقَالَ : أَنَا مِنْهُمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟! قَالَ : "نَعَمْ"، ثُمَّ قَامَ آخَرُ، فَقَالَ : أَنَا مِنْهُمْ؟! فَقَالَ : "سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ".

- صحيح : ق.

২৪৪৬। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিরাজের রাত্রিতে যখন ঊর্ধারোহণ করলেন, তখন তিনি নাবী ও নাবীগণের দলের পাশ দিয়ে যান।

তিনি তখন দেখতে পেলেন তাঁদের সাথে আছে তাদের উম্মাতগণ। কোথাও বা একজন নাবী ও তাঁর সাথে আছে ছোট একটি দল। আর কোন কোন নাবীর সাথে কেউ নেই। অবশেষে তিনি একটি বিরাট দলের পাশদিয়ে এগিয়ে গেলেন। তিনি বলেন, আমি প্রশ্ন করলাম, এ বিরাট দলটি কারা? বলা হলো, মূসা (আঃ) ও তাঁর উম্মাতগণ। আপনি আপনার মাথা তুলে দেখুন। তিনি বলেন, তখন আমি মাথা তুলে দেখলাম, অসংখ্য মানুষের একদল যারা আকাশের এই দিগন্ত ও সেই দিগন্ত পূর্ণ করে আছে। বলা হলো, এরা আপনার উম্মাত। আপনার উম্মাতের মধ্যে এরা ছাড়াও সত্তরহাজার লোক বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। একথা বলার পর তিনি ঘরের ভিতর ঢুকলেন, কিন্তু এ ব্যাপারে তারা তাঁকে প্রশ্ন করেনি এবং তিনিও এর ব্যাখ্যা করে বলেননি। তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি শুরু করলেন। কেউ বলেন, আমরাই সেই দলের, যারা বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। কেউ বলেন, তারা আমাদের সন্তান যারা ইসলামী ফিতরাতে জন্মগ্রহণ করেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইতোমধ্যে বেরিয়ে এসে বলেন, যারা গায়ে গরম লোহার দাগ দেয় না, ঝাড়ফুঁক করে না, ফাল অর্থাৎ শুভাশুভ লক্ষণ নির্ণয় করে না এবং তাদের প্রভুর উপর পূর্ণ নির্ভরশীল থাকে, তারা হবে বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশকারী দল। একথা শুনার পর উক্কাশা ইবনু মিহসান (রাঃ) দাঁড়িয়ে বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আমি কি সেই দলের অন্তর্ভুক্ত? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তারপর আরেকজন এসে বলল, আমিও কি সেই দলের অন্তর্ভুক্ত? তিনি বললেন, উক্কাশা তোমার অগ্রবর্তী হয়ে গেছে।

সহীহ, বুখারী, মুসলিম।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। ইবনু মাসঊদ ও আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে।

١٧ - بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭ ॥ (কতই না নিকৃষ্ট সেই ব্যক্তি)

٢٤٤٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بَزِيعٍ : حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ

الرَّبِيْعِ : حَدَّثَنَا أَبُوْ عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ : مَا أَعْرِفُ شَيْئًا مِمَّا كُنَّا عَلَيْهِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ، فَقُلْتُ : أَيْنَ الصَّلَاةُ؟ قَالَ : أَوَلَمْ تَصْنَعُوْا فِيْ صَلَاتِكُمْ مَا قَدْ عَلِمْتُمْ؟!

– صحيح : خ (٥٢٩ و ٥٣٠).

২৪৪৭। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমরা দ্বীনের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে যে অবস্থায় ছিলাম বর্তমানে তো সেগুলো দেখতেই পাচ্ছি না। (বর্ণনাকারী বলেন) আমি বললাম, বর্তমানে নামায়ের অবস্থা কি? তিনি বললেন, তোমরা কি নামাযের ভিতর এমন সব কাজ কর নি যা তোমরা জান (প্রতিটি আমলে নতুন নতুন নিয়ম প্রবেশ করেছে)?

সহীহ, বুখারী (৫২৯, ৫৩০)।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং এই সূত্রে আবূ ইমরান আল-জাওনীর রিওয়ায়াত হিসাবে গারীব। আনাস (রাঃ) হতে ভিন্ন সূত্রেও হাদীসটি বর্ণিত আছে।

١٨ – بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৮ ॥ (মু'মিনকে সাহায্য করার সাওয়াব)

٢٤٥٠ – حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنِ أَبِي النَّضْرِ : حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ : حَدَّثَنَا أَبُوْ عَقِيْلِ الثَّقَفِيُّ : حَدَّثَنَا أَبُوْ فَرْوَةَ يَزِيْدُ بْنُ سِنَانِ التَّمِيْمِيُّ : حَدَّثَنِي بُكَيْرُ بْنُ فَيْرُوْزَ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : "مَنْ خَافَ أَدْلَجَ، وَمَنْ أَدْلَجَ بَلَغَ الْمَنْزِلَ، أَلَا إِنَّ سِلْعَةَ اللهِ غَالِيَةٌ؛ أَلَا إِنَّ سِلْعَةَ اللهِ الْجَنَّةُ". – صحيح : "الصحيحة" (٩٥٤ و ٢٣٣٥)، "المشكاة" (٥٣٤٨ –التحقيق الثاني).

২৪৫০। আবূ হুরাইরা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে লোক ভয় পায় সে ভোররাতেই যাত্রা শুরু করে, আর ভোররাতেই যে লোক যাত্রা শুরু করে, সে গন্তব্য স্থলে পৌঁছতে পারে। জেনে রাখ, আল্লাহ্ তা'আলার পণ্য খুবই দামী। জেনে রাখ, আল্লাহ্ তা'আলার পণ্য হলো জান্নাত।

সহীহ, সহীহাহ্ (৯৫৪, ২৩৩৫), মিশকাত তাহকীক ছানী (৫৩৪৮)।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব। আমরা এ হাদীস প্রসঙ্গে শুধুমাত্র আবুন নাযরের সূত্রেই জেনেছি।

٢٠ – بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ২০ ॥ (আমার কাছে এলে তোমাদের যে অবস্থা হয় তা বহাল থাকলে)

٢٤٥٢ – حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الْعَنْبَرِيُّ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ : حَدَّثَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الشِّخِّيْرِ، عَنْ حَنْظَلَةَ الْأُسَيِّدِيِّ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "لَوْ أَنَّكُمْ تَكُوْنُوْنَ كَمَا تَكُوْنُوْنَ عِنْدِيْ؛ لَأَظَلَّتْكُمُ الْمَلَائِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا".

– حسن صحيح : "الصحيحة" (١٩٧٦)م نحوه.

২৪৫২। হানযালা আল-উসাইদী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা আমার সামনে এসে যেরূপ অবস্থায় থাকো, সদা-সর্বদা যদি এভাবেই থাকতে, তাহলে নিশ্চয়ই ফিরিশতারা তাদের ডানা দিয়ে তোমাদের উপর ছায়া বিস্তার করে রাখত।

হাসান সহীহ, সহীহাহ্ (১৯৭৬), মুসলিম অনুরূপ।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং উপরোক্ত সূত্রে গারীব। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ হাদীসটি হানযালা আল-উসাইদী (রাঃ) হতে অন্য সূত্রেও বর্ণিত আছে। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত আছে।

٢١ - بَابٌ مِنْهُ

অনুচ্ছেদ ঃ ২১ ॥ (প্রতিটি জিনিসের উত্থান-পতন আছে)

٢٤٥٣ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَلْمَانَ أَبُوْ عُمَرَ الْبَصْرِيُّ : حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : "إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ شِرَّةً، وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فَتْرَةً، فَإِنْ كَانَ صَاحِبُهَا سَدَّدَ وَقَارَبَ؛ فَارْجُوْهُ، وَإِنْ أُشِيْرَ إِلَيْهِ بِالْأَصَابِعِ؛ فَلَا تَعُدُّوْهُ".

- حسن : "المشكاة" (٥٣٢٥ -التحقيق الثاني)، "التعليق الرغيب" (١/٤٦)، "الظلال" (١/٢٨).

২৪৫৩। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সকল কাজের পিছনে থাকে প্রেরণা ও উদ্দীপনা, আর উদ্দীপনার পিছনেই লুকিয়ে থাকে অলসতা ও কর্মবিমুখতা। কাজেই যে লোক সোজা পথে চলে এবং নিজেকে মাঝামাঝি পর্যায়ে সোজাভাবে কাজে অটল রাখতে পারে তার সফলতা অর্জনের আশা করতে পার। আর যদি তার দিকে আঙ্গুলে ইঙ্গিত করা হ্য় (লোক দেখানো আমল করলে) তাহলে তাকে সফলকাম ব্যক্তিদের মধ্যে গণ্য করো না।

হাসান, মিশকাত, তাহকীক ছানী (৫৩২৫), তা'লীকুর রাগীব (১/৪৬), আয্যিলাল (১/২৮)।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্ এবং উপরোক্ত সূত্রে গারীব। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "কারো অনিষ্টতার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, তার দিকে তার দ্বীন কিংবা দুনিয়ার ব্যাপারে আঙ্গুল দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়। তবে যে ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা হিফাযাত করেন তার কথা আলাদা।"

٢٢ - بَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ২২ ॥ (মানুষ কামনা-বাসনা ও বিপদাপদে বেষ্টিত)

٢٤٥٤ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِيْ يَعْلَى، عَنِ الرَّبِيْعِ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ، قَالَ : خَطَّ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَطًّا مُرَبَّعًا، وَخَطَّ فِيْ وَسَطِ الْخَطِّ خَطًّا، وَخَطَّ خَارِجًا مِّنَ الْخَطِّ خَطًّا، وَحَوْلَ الَّذِيْ فِي الْوَسَطِ خُطُوْطًا، فَقَالَ : "هٰذَا ابْنُ اٰدَمَ، وَهٰذَا أَجَلُهُ مُحِيْطٌ بِهِ، وَهٰذَا الَّذِيْ فِي الْوَسَطِ : اَلْإِنْسَانُ، وَهٰذِهِ الْخُطُوْطُ عُرُوْضُهُ، إِنْ نَجَا مِنْ هٰذَا؛ يَنْهَشُهُ هٰذَا، وَالْخَطُّ الْخَارِجُ : اَلْأَمَلُ".

– صحيح : ق.

২৪৫৪। আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, কোন একদিন আমাদেরকে (বুঝানোর) উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি বর্গাকৃতির চতুর্ভুজ আঁকলেন, তারপর এর মাঝ বরাবর একটি লম্বারেখা টানলেন, তারপর একটি লম্বারেখা টানলেন চতুর্ভুজের বাইরে দিয়ে, তারপর মাঝের লম্বারেখার চারিদিকে অনেকগুলো রেখা টানলেন এবং বললেন ঃ এটি হলো আদম-সন্তান এবং বেষ্টনী হলো তার জীবনকালের সীমা, যা তাকে বেষ্টন করে রেখেছে। মাঝের লম্বারেখাটি হলো মানুষ, এর চারপাশের রেখাসমূহ হলো তার বিপদাপদ। এর একটি হতে সে মুক্তি পেলে অন্যটি তাকে দংশন করে। আর বাইরের রেখাটি হলো তার কামনা-বাসনা।

সহীহ, বুখারী, মুসলিম।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সহীহ্।

٢٤٥٥ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ،

قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : "يَهْرَمُ ابْنُ آدَمَ وَيَشِبُّ مِنْهُ اثْنَانِ : الْحِرْصُ عَلَى الْمَالِ، وَالْحِرْصُ عَلَى الْعُمُرِ". - صحيح : "ابن ماجه" (٤٢٣٤) ق.

২৪৫৫। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আদম-সন্তান বৃদ্ধ হওয়ার পরেও তার দুটি স্বভাব যুবকই থাকে ঃ সম্পদের লোভ ও বেঁচে থাকার লালসা।

সহীহ, ইবনু মা-জাহ (৪২৩৪), বুখারী, মুসলিম।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

٢٤٥٦ - حَدَّثَنَا أَبُوْ هُرَيْرَةَ مُحَمَّدُ بْنُ فِرَاسٍ الْبَصْرِيُّ : حَدَّثَنَا أَبُوْ قُتَيْبَةَ سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْعَوَّامِ - وَهُوَ عِمْرَانُ الْقَطَّانُ -، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيْرِ، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : "مُثِّلَ ابْنُ آدَمَ وَإِلَى جَنْبِهِ تِسْعَةٌ وَتِسْعُوْنَ مَنِيَّةً؛ إِنْ أَخْطَأَتْهُ الْمَنَايَا؛ وَقَعَ فِي الْهَرَمِ". - حسن : ومضى (٢٠٥٨).

২৪৫৬। আবদুল্লাহ ইবনুশ শিখখীর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আদম-সন্তানকে নিরানব্বইটি (অসংখ্য) বিপদাপদ দ্বারা বেষ্টন করেই সৃষ্টি করা হয়। বিপদসমূহ অতিক্রান্ত হলেও সে বার্ধক্যে উপনীত হয়।

হাসান, ২০৫৮ নং হাদীসে পূর্বে উল্লেখ হয়েছে।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ্ গারীব।

এ অধ্যায়ের বাকী ৩০টি অনুচ্ছেদ
পরবর্তী খণ্ডে দেওয়া হলো

وختاما سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين

সবশেষে নাবীদের উপর সালাম ও আল্লাহর জন্য সকল প্রশংসা।